সতী-গীতিকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ইউ. এন. ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড

১৫, বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীমতী নীলিমারাণী দেবী, বি-এ কর্তৃক
গৌরী-নিবাস
৩।৩, কামারডাঙ্গা রোড্, ইণ্টালী,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ.
জুন, ১৯৪১

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন, ১৯৬১

মূল্য ছয় টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

মাকে

॥ শ্রীঃ ॥

প্রাচীন ভারতের নারীলোক সতীত্বের অম্লান দীপ্তিতে চির ভাস্বর। সতী, সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, দময়ন্তী প্রভৃতি জগদ্বন্দ্যা লোকমাতৃগণ যুগে যুগে হিন্দুনারীর আদর্শরূপে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। প্রলোভন-দুঃখ-শোক-দৈন্যের নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষা এই সকল পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তিকে যতই দগ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, শ্যামিকা-বিহীন তপ্ত-কাঞ্চন-কান্তির ন্যায় ইঁহাদিগের অনবদ্য চরিত্রের দ্যুতি ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। রামায়ণ-রচয়িতা আদিকবি বাল্মীকি ও মহাভারত-পুরাণকার ঋষিকবি বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন পালাগান-কথকতা-পাঁচালী-যাত্রা-থিয়েটারের কবিগণ পর্য্যন্ত কত যে লেখক এই সকল লোকললামভূতা সতীশিরোমণির মহনীয় চরিত্র অবলম্বনে কত যে উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য! উহা সত্ত্বেও ইঁহাদিগের পূত চরিত-কথা আজও পুরাণো হইয়া যায় নাই। বরং ইঁহাদিগের পুণ্যকাহিনী শ্রদ্ধাভরে যতবারই শুনা যায়, ততবারই হৃদয়-মন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠিত ইঁহাদিগের সজীব প্রতিমাগুলি যেন অভিনব রূপশোভায় ঝলমল করিয়া উঠে। এই সকল ত্রিলোকপাবনী দেবী-মূর্ত্তির মধ্যে ভগবতী সতী দেবীর চরিত্র অতি বিচিত্র সুষমা-মণ্ডিত। পতি ও পিতার শাশ্বত বিরোধ তাঁহার অন্তরে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিল দেবীর সমাধিজ অনলে আত্মাহুতি দানে। এ দৃশ্য যতই করুণ হউক না কেন, সতীহৃদয়ে যে ঘাত-প্রতিঘাতের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার এইরূপ অলৌকিক পরিণামই অবশ্যম্ভাবী।

এক দিকে হিন্দুনারীর সহজাত প্রবৃত্তিবশে পিতৃগৃহের কোন্ এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে প্রেমময় পতির সযত্ন নিষেধ উপেক্ষা করিয়া আবাহনের অপেক্ষা না রাখিয়াই পিতৃহৃদয়-ক্ষরিত স্নেহপীযুষধারায় অবগাহনের আশায় আদরিণী সতীর দক্ষালয়ে পিতৃযজ্ঞ দর্শনার্থ গমন ;—আর অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষিত স্নেহাশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে উদ্ধত জনকের নির্ম্মম উপেক্ষা ও অসহনীয় পতি অপমান ;—এই দুই পরস্পর বিরোধী ঘটনার সঙ্ঘাতে অভিমানাহতা দাক্ষায়ণীর চিত্তে যে ক্ষোভের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কেবল যোগবহ্নিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সতীদেহকে গ্রাস করিয়াই শান্ত হয় নাই—কালানল-মূর্ত্তিতে বিসর্পিত হইয়া ঋত্বিক্-যজমান-পরিসেবিত দক্ষযজ্ঞেরও বিলোপ সাধন করিয়াছিল।

জগজ্জননী সতী দেবীর এই পবিত্র চরিত-গাথা বিভিন্ন পুরাণে বিচিত্র ভাষার ঝঙ্কারে গীত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের উপাখ্যানটি অনবদ্য কাব্যসৌন্দর্য্যে ও গম্ভীর অধ্যাত্মতত্ত্বসম্পদে রসভাব-সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বহুমানভাজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে বিবৃত সতী উপাখ্যান ও দেবীভাগবতের সতীচরিত্র অবলম্বনে এই "সতী-গীতিকা" গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। আর ইহার উপক্রমণিকারূপে শ্রীমদ্ভাগবতেরই সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত—নারদোপদেশে দক্ষপুত্রগণের নির্ব্বেদ ও তাহার ফলে দক্ষ-নারদের বিবাদ-সূচনার অংশটুকুও যোজিত করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহোদয় যে রীতিতে এই গীতিকাব্যখানি রচনা করিয়ায়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে একরূপ অভিনব বলা চলে। আলোচ্য কাব্যখানিতে পুরাপুরি কাব্য, পাঁচালী বা গীতিনাট্যের লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলেও এ তিনেরই অপূর্ব্ব সমন্বয় ইহাতে ঘটিয়াছে।

আর এইরূপ বিভিন্ন রচনা-শৈলীর সমুচ্চয় গ্রন্থখানির অন্যতম মৌলিকত্ব।

গ্রন্থখানির রচনাভঙ্গীর আর একটি বৈশিষ্ট্য পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে নাটকীয় প্রণালীতে গ্রন্থোক্ত চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে সুরেন্দ্র বাবু পাশ্চাত্ত্য রীতিতে চরিত্র-চিত্রণে যত্নবান্ হন নাই। পাশ্চাত্ত্য দৃশ্যকাব্যে চরিত্রের বিকাশ সাধিত হয় পারিপার্শ্বিক ঘটনা-সংস্থানের মধ্য দিয়া ; নাট্যকার এরূপভাবে পর পর ঘটনা-সন্নিবেশ করিয়া থাকেন যে, তাহাতে দৃশ্যকাব্যের চরিত্রগুলি আপনা-আপনি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে—তাহার জন্য নাট্যকারের কোন বিবৃতি বা কৈফিয়তের প্রযোজন হয় না। সুরেন্দ্র বাবু এ রীতির অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে বর্ণনার মধ্য দিয়া। অবশ্য এ বর্ণনায় রসসৃষ্টির পর্য্যাপ্ত উপাদান আছে, আর এই রসস্ফূর্ত্তির ফলে চরিত্রগুলি পুষ্ট ও বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেবর্ষি নারদ চরিত্রটির উল্লেখ করা চলে। আবহমান কাল ধরিয়া জনসাধারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া আছে যে দেবর্ষি অকারণ কলহপ্রিয়। নিরর্থক বিবাদ বাধাইয়া দিয়া পরের অনিষ্ট দেখাতেই তিনি অপরিসীম তৃপ্তিবোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রন্থকার আমাদিগের এই প্রচলিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিরাছেন। সুনিপুণ বিশ্লেষণে তিনি দেখাইয়াছেন যে দেবর্ষি অন্তরে অন্তরে সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলকামী—কলহপ্রিয়তা তাঁহার চরিত্রের বহিরাবরণ মাত্র—পরিণামে উহাও কল্যাণপ্রসবিনী। মোহান্ধকারে অন্ধপ্রায় জীব চিরদিনই আত্মাভিমানগ্রস্ত—সংসারের গহন কাননে পথহারা। নির্গমন-পথ দেখাইয়া দিলে সে নিজে ত উহা দেখিতেই

চাহে না:—অধিকন্তু তাহার সহকর্ম্মী সহধর্ম্মিগণও তাহার শ্রেয়োমার্গে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। তখন যিনি পথ-প্রদর্শক, তাঁহার পক্ষে এই প্রতিবন্ধক-গণের সহিত বিরোধ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু যাহাকে লইয়া এই বিবাদ, পরিণামে সেই কৃতার্থ জীব অনন্ত কল্যাণের ভাজন হইয়া থাকে। দক্ষ ও নারদের বিবাদের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার এই তত্ত্বটিই পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে সতীগীতিকা রচনা করিলেও তিনি কেবল মূল গ্রন্থের অনুবাদকের কার্য্য করেন নাই। অথচ উপজীব্য গ্রন্থের বিবরণ হইতে অণুমাত্র বিচ্যুতিও তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। মূল ভাগবতে বহুস্থলে যাহা সূত্রাকারে উপনিবদ্ধ রহিয়াছে সুরেন্দ্র বাবু তাহার সবিস্তার অনুব্যাখ্যান করিয়াছেন। অথচ বৃথা বাগাড়ম্বরে কোথাও সরসতার অভাব ঘটে নাই। উদাহরণস্বরূপে তাঁহার চণ্ডেশ-চরিত্রটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মূল ভাগবতে একটি অনুষ্টুভের মাত্র এক পাদে বলা হইয়াছে—"চণ্ডেশঃ পূষণং দেবং ভগং নন্দীশ্বরোঽগ্রহীৎ"। অর্থাৎ চণ্ডেশ দেব পূষাকে (অর্থাৎ সূর্য্যকে) বন্ধন করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার নিজ দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিবলে এই চণ্ডেশকে সূর্য্যের অগ্রজ তমঃস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। এ তমঃ কেবল আলোকাভাব নহে, পরন্তু সূর্য্যদেবের পূর্ব্বে উৎপন্ন ভাব-পদার্থ বিশেষ। হয়ত গ্রন্থকারের এ কল্পনা মীমাংসকসম্মত "দ্রব্যং তু দশমং তমঃ" সিদ্ধান্তের অনুরূপ। কিন্তু গ্রন্থকার মীমাংসকবর্ণিত যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। স্বতন্ত্রভাবে নিজ পক্ষ স্থাপনের জন্য শ্রুত্যুক্ত মন্ত্রাদির অনুস্মরণ করিয়াছেন। চণ্ডেশ ও সূর্য্যের সংলাপ গ্রন্থকারের শ্রেষ্ঠ মৌলিক দান। ইহাতে যে দার্শনিকতা ও কবিতার অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা সহৃদয়মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

সুরেন্দ্র বাবুর আর একটি বিশেষত্ব তাঁহার সঙ্গীতগুলি। মনে হয়, তিনি স্বয়ং সুরজ্ঞ সঙ্গীত-সাধক বলিয়াই তাঁহার পক্ষে এত বিভিন্ন ছন্দে ও বচোভঙ্গীতে এত বিচিত্র ভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করা সম্ভব হইয়াছে। ভাবুক পাঠকবৃন্দ প্রত্যেকটি সঙ্গীতেরই ভাষার সৌন্দর্য্যে ও ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

গ্রন্থকার গীতিকাখানির রচনায় মুখ্যভাবে বর্ত্তমান রীতি ও ছন্দঃ আশ্রয় করিলেও তাঁহার গ্রন্থখানির প্রায় এক চতুর্থাংশ পুরাতন পাঁচালীর ভাবে রচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে পাঁচালীর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। সে যুগের বাঙ্গালীগণ পাঁচালী শুনিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। পাঁচালী ছিল রসিক-বাঙ্গালী-হৃদয়ের স্বচ্ছ মনোভাবের প্রতীক। অতি গভীর ভাবরাশিকেও সরল ভাষায় ও ভাবে সাধারণের বোধোপযোগী করিয়া প্রকাশ করিবার অন্যতম বিশিষ্ট উপায় ছিল এই পাঁচালী। ফলে, পাঁচালীর সাহায্যে অতি দূরূহ তত্ত্বকথাও নিরক্ষর পল্লীবাসীর অন্তরেও অতি সহজে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত। এক কথায় পাচালী ছিল আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের খাঁটি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী। অধুনা বিলীনপ্রায় পাঁচালীরীতির নূতন করিয়া উদ্বোধনের এই চেষ্টাও বিশেষ অভিনন্দনীয়।

গ্রন্থকার পাঁচালীরীতি আশ্রয়ে গীতিকাখানির স্থানবিশেষ রচনা করিলেও কোথাও অযথা লঘু ভাবের বিন্যাসে গ্রন্থমর্য্যাদার হানি ঘটিতে দেন নাই। সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ যে যে স্থলে লঘু ভাব সন্নিবেশের প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছেন, সে সকল স্থলে তদনুরূপ ভাব ও ভাষার প্রয়োগ তিনি করিয়াছেন, এবং তাহাতে গ্রন্থমহিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গম্ভীর, মধ্যম ও লঘু এই বিবিধ ভাবের যথোপযুক্ত সন্নিবেশে গ্রন্থখানি হইয়া উঠিয়াছে উজ্জ্বল-মধুর। আর ভাবানুযায়ী ভাষাবিন্যাসের

ফলে গ্রন্থখানির রচনাশৈলীতে কোথাও বন্ধগাঢ়তা, কোথাও প্রসাদ ও সমতা আবার কোথাও বা সুকুমারতা প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু কোথাও অনুমাত্র শিথিলতার অবকাশ ঘটে নাই। উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যায় যে শিবানুচরগণের কথোপকথনের মধ্যেও কোনরূপ লঘুতার পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং ঐগুলির মধ্য দিয়া একটি মধুর ভজনের সুর অনুরণিত হইতেছে।

পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, গ্রন্থকার যেমন সুপণ্ডিত তেমনই সুকবি। তর্ককর্কশ ধীশক্তির পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের কোন কোন অংশে যেমন পাওয়া যায়, তেমনই আবার কান্ত-কোমল পদাবলী রচনাতেও তাঁহার লেখনী সিদ্ধ। বেদ-দর্শন-স্মৃতি-তন্ত্র-পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে তিনি যে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তাঁহার রচনাই তাহার পরিচায়ক। শব্দসম্পদে তাঁহার অনন্যসাধারণ অধিকারও অবিসংবাদিত। তাঁহার রসবোধে প্রাবীণ্য ও স্বতন্ত্র কল্পনাশক্তি তাঁহার কাব্যখানিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আর সর্ব্বোপরি আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহার গ্রন্থের বস্তুভাগ ভারতীয় ভাবধারায় পরিস্নাত ভারতবাসী হিন্দু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিরদিন পরম সমাদরের বিষয়।

জগন্মাতা শ্রীশ্রীসতীদেবীর শ্রীচরণোদ্দেশে অগণিত নতি নিবেদনপূর্ব্বক আন্তরিক প্রার্থনা করি, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ-পাতে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহোদয়ের এই ভক্তি অর্ঘ্যদানে বাঙ্ময়ী সতীপূজা সার্থকতা লাভ করুক।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

ওঁ গুরবে নমঃ

ওঁ অচিন্ত্যাপি সাকারশক্তিস্বরূপা,
প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্ত্বৈক মূর্ত্তিঃ।
গুণাতীত নির্দ্বন্দ্ব বোধৈকগম্যা,
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেন সিদ্ধা।

গ্রন্থকারের নিবেদন

সূচনা

শৈশবে ও যৌবনে যাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং জীবনের সায়াহ্নে পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের প্রভাবে যাহার বিশাল ছায়া আজ ভারতগগনকে সমাচ্ছন্ন করিতে দেখিতেছি, সোভিয়েটের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, অবিমিশ্র জড়বাদের প্রধান পুরোহিত, জড়-ক্ষোভ-বিবর্ত্তনবাদের (materialistic dialectics) প্রবর্ত্তক কার্ল্ মার্ক্‌সের এই গদ্য-প্রধান যুগে, আপাতদৃষ্টিতে হতমানা ও হতপ্রভা একটি পৌরাণিকী ভারতীকে কাব্য পরিচ্ছদ পরিহিত করাইয়া দ্রুত প্রগতিশীল বঙ্গীয় জনসমাজে উপস্থাপিত করিবার এই সাহসের একটা কারণ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য মনে করি। সুতরাং যে পটভূমিকার উপর এই প্রচেষ্টাটি প্রতিষ্ঠিত তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান স্বতঃই আবশ্যক হইতেছে। এই সূত্রে গত শতাব্দী যাবৎ বঙ্গের ধার্ম্মিক সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে যে সকল বৃহৎ আন্দোলন ঘটিয়াছে তাহার ক্রম বিবর্ত্তন, ও আকৃতি ও প্রকৃতির মোটামুটী একটা সমালোচনা-

মূলক বিবৃতি প্রদানও অপরিহার্য্য মনে হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ দুই একটি পাশ্চাত্ত্য মনীষীর মতও উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য অনেক মন্তব্যই সমর্থক যুক্তি ব্যতীত শুধু সিদ্ধান্তের আকারেই লিখিতে হইবে; তথাচ এই মুখবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল।

প্রাণবন্ত পুরুষেরই—পুরুষ কেন জীবমাত্রেরই—বাড়িয়া উঠিবার প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। যাহার এই বৃত্তি নাই বুঝিতে হইবে হয় সে জীবন্মৃত, নয় সে ক্লৈব্যপ্রসূত ঈর্ষ্যাবিষে জর্জ্জরিত, অথবা সে দুষ্ট আবেষ্টনীর মর্ম্মান্তিক পেষণে পিষ্ট। ইহার যে কোনও একটা কারণেই হউক, অথবা সকলগুলি কারণের সমবায়েই হউক, শতাব্দীপূর্ব্বজাত বাঙ্গালী যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল যে সে কোনও দিন স্বাধীনতার অধিকারী ছিল; বোধ হয় শতকরা নিরানব্বই জনের জীবনের লক্ষ্য ছিল কায়ক্লেশে কোনও মতে শরীরটিকে ধারণ করিয়া আয়ুর অবসানে নিষ্করুণ দৈবের প্রভাবে বিনা অভিযোগে কালের কবলিত হওয়া। অবশ্য ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনায় বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের প্রাখর্য্য প্রকটিত হইত, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পদাঙ্কানুসরণকারী বৈষ্ণবদিগের, রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতি শক্তিসাধকদিগের সংগীতাদি হইতে, এবং যাত্রা ও কথকতাদির প্রচলন হইতে অনুমিত হয় যে একটা পৌরাণিক স্মৃতি-জড়িত অনির্ব্বচনীয় ভক্তি-প্রবাহ বাঙ্গালীর অন্তর সিক্ত করিয়া তখন প্রবাহিত হইত ও বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনকে সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিত। কিন্তু একটা দুর্দ্ধর্ষ ক্ষাত্র ভাব, মহোচ্চ জিগীষা, সামাজিক আবর্জ্জনাস্তূপ অপসারিত করিবার বিপুল আগ্রহ, তীব্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রাণপাতী প্রচেষ্টা প্রয়োগে স্বাধীনতা লাভের জন্য একটা উৎকট সংবেগ, আর ইংরেজীতে যাকে বলে propaganda অর্থাৎ কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে কোনও বিশিষ্ট ভাব বা মত বিশেষের ব্যাপকভাবে বহিঃপ্রচারের একটা

প্রচণ্ড চেষ্টা, তেমন ভাবে ছিল বলিয়া মনে হয় না। এ সব বিষয়ে বাঙ্গালী যেন কতকটা শীতকালের মণ্ডুকের মত নিঝুম হইয়া ছিল।

রামমোহনের আবির্ভাব

বাঙ্গালীর জীবন মরণের এই সন্ধিক্ষণে স্নিগ্ধ মস্তিষ্ক, মহামনস্বী, ব্রাহ্মণবর্য্য রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়। ঔদার্য্য, দূরদৃষ্টি, কর্ম্মকৌশল, অন্তর্ভেদী বুদ্ধি, অনভিভাব্যমনতা ও প্রভাব এই অসাধারণ ষড়্‌গুণের সমপরিমাণে এরূপ একত্র সমাবেশ সচরাচর নয়ন গোচর হয় না। অপরাপর অনেক কার্য্যের মধ্যে রাজা দুইটি কার্য্য করেন, যাহার ফল বহুদূর প্রসারী ও অত্যন্ত ব্যাপক—একটি ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন, আর একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন। ইহাদের পরিণাম যে হিন্দু সমাজের পক্ষে প্রভূত মঙ্গলজনক হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা অসমীচীন হইবে। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ ভাবে ও আচারে সাহেব বনিয়া যইবে, মেকলে সাহেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা সফল হইয়াছে। ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিত মাইকেল মধুসূদন চরিত এবং বর্ত্তমান লেখকদিগের লেখনীর ভঙ্গী ও সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলিবে।

ইংরাজী শিক্ষার দুইটা দিক

ইহার পরিণতি কি হইল? একদিকে ঘোর সামাজিক বিপ্লব: তাহাতে যে শুধু ক্ষতিই হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বিপ্লব মাত্রেরই দুইটা দিক আছে—ধ্বংস ও গঠন। কিন্তু বিজিত জাতি স্বতঃই দুর্ব্বল: বিজেতার প্রতি শ্রদ্ধালু। তাহার উপর যদি বিজাতীয় সংস্কারের সাহায্যে দেশীয় মনীষীগণ কর্ত্তৃক বিজেতার শিক্ষাপদ্ধতি বিজিত জাতির ভিতর নিরঙ্কুশভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে সে জাতি যে তাহার স্বজাতীয়

সভ্যতার প্রতি বিমুখ হইবে ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? শ্বেত সংস্পর্শে আসিয়া "আলাস্কা" অধিবাসী এস্কিমোদিগের যে মারাত্মক মানসিক ও আধ্যাত্মিক অধোগতি হইয়াছিল তাহা *Frozen Justice* (তুষারের বিচার) নামক উপন্যাসে অতি নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের সমাজেও একটু চিন্তাশীলভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিলে ইহার অনেক সমদৃষ্টান্ত মিলিবে। বিজাতীয় শিক্ষা প্রভাবে ব্রাহ্মভাব-প্রভাবিত ব্যক্তিগণ রাজ সরকারে ভাল ভাল চাকুরী পাইতে লাগিলেন এবং তদানীন্তন সমাজের ব্যবস্থার একান্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও অর্থ ও পদ-মর্য্যাদা হেতু সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। অর্থ ও প্রতিষ্ঠার আকর্ষণ এত প্রবল যে ইংরাজী-অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিবাদ ঐরাবতের জাহ্নবী স্রোত প্রতিরোধ করিবার চেষ্টার মত ব্যর্থ হইল। প্রাচীনের ব্যবস্থার প্রতি যে পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়া আসিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তনে' তাহা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিল। নব সমাজ পশ্চিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, আলোকের জন্য, নব নব পরিকল্পনার জন্য। অনাদৃতা 'সুনীতি' মাতাকে উপেক্ষা করিয়া ভারত সন্তান সমাদৃতা 'সুরুচির' অভিমুখে ধাবিত হইল। এই হইল একটা দিক।

আর একটা দিক এই যে এই শিক্ষা আমাদিগের ভিতর একটা বৈজ্ঞানিকী চিন্তাধারা আনিয়া দিয়াছে, আমাদিগের ভাবুকতাগ্রস্ত মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে কতকটা বস্তুতান্ত্রিক করিয়া দিয়াছে। ঐতিহাসিক চিন্তা-ক্রমানুসরণে অনভ্যস্ত নৈয়ায়িক বাঙালীকে ঐতিহাসিক প্রণালীতে বিচার করিতে শিক্ষা দিয়াছে। আর হিট্‌লারের চিন্তা-গুরু হাউষ্টন্ ষ্টুয়ার্ট চ্যাম্বার্লেন্ যে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাঁহার *Foundations of the Nineteenth Century* নামক উপাদেয় গ্রন্থে সমীচীন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতীয়গণ ধর্ম্ম-জীবন ও ধর্ম্ম চিন্তায় অত্যধিক অগ্রসর,

কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক মনোবৃত্তিতে নিতান্ত অনগ্রসর, ইংরাজী শিক্ষা ভারত কূর্ম্মক অনেকটা সচল করিয়া দিয়া জাতীয় চরিত্রের সেই ভীষণ ত্রুটি কতক পরিমাণে ক্ষালিত করিয়া দিয়াছে। অবশ্য আচার, শাস্ত্র, সংস্কার ও তীর্থ নির্দ্দেশ প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগের সহস্রনমস্য পূর্ব্বপুরুষগণ সমস্ত ভারতকে একটী অচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক সূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আকুমারিকা হিমালয় সমুদ্রমেখলা সমগ্র ভারত যে রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে দুস্থতম ভিখারী হইতে উচ্চতম ভারত সম্রাটের, "আমার দেশ" এই ভাবটী অঙ্কুরিত হইলেও তেমনভাবে বিকশিত ও পল্লবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আজ ইংরাজী শাসনের ও শিক্ষার প্রভাবে একটা দেশাত্মবোধ জনগণের মধ্যে কথঞ্চিৎ সঞ্চারিত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম সমাজ ও সত্যপ্রিয়তা এবং ব্যক্তিত্ববাদ

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের ফলে উচ্চ-ইংরাজী-শিক্ষিত, ধর্ম্ম-পিপাসু, বিচারশীল ও বিবেকপরায়ণ অনেক মনিষী এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে সত্যানুসন্ধিৎসার সঙ্গে সঙ্গে দলিতা নারীজাতির মহনীয়তা অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বিঘোষিত হয় ও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয়। স্ত্রীজাতির অবমাননা-সূচক শ্রেণীবিশেষে ক্কচিৎ প্রচলিত বহু পত্নীত্বের উচ্ছেদ সাধনে ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ৺বিদ্যাসাগরের সহিত সঞ্জীবনী সম্পাদক ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র ইত্যাদি ব্রাহ্ম নেতাদিগের কৃতিত্ব যথেষ্ট। ব্যক্তিগত জীবনে কায়িক, মানসিক ও বাচিক শ্লীলতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে অশেষ চেষ্টা করিয়া এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ নিন্দিত গৃহস্থ জীবনকে অত্যন্ত সম্মানারূঢ় ও বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করেন। ইঁহারা সত্যকথা ও সত্য আচরণ স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করেন এবং হিন্দু-সমাজে যে সকল ব্যবস্থা বা সংস্কার তাঁহাদিগের নিকট পাপপঙ্কিল বলিয়া মনে

হইত, তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সত্যপ্রিয়তার জন্য সমাজে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করেন। সত্যকথা, সত্যপ্রিয়তা যেন এই সত্যের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সমাজের আনাচে কানাচে কোণঠাসা হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ সেই সত্যকে গুহা হইতে বাহির করিয়া অতি উচ্চস্থানে তাহাকে সমারূঢ় করিয়া দিয়া সমাজ শরীরের ভিতর স্বাস্থ্য আনয়নেয় বিশেষ চেষ্টা করে। ফলে চারিদিকে একটা বিপুল আন্দোলনের, ও সব জিনিষ শুদ্ধ বিচারের নিরিখে মাপিয়া লইবার একটা সর্ব্বতোমুখী আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। বাংলার—শুধু বাংলার কেন সমগ্র ভারতের—মনো-জগতের পাতালে নিদ্রিত বাসুকীর সহস্রফণা যেন নড়িয়া উঠিল ; বহুকাল-সুপ্ত সচেতন ব্যক্তিত্ব মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বংশপরম্পরানুক্রমে প্রাপ্ত অভিজাত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুদৃঢ়প্রোথিত প্রাচীরকে নির্ম্মূল করিয়া ধূলিসাৎ করিবার জন্য এই ব্যক্তিত্ববাদ যেন হারকিউলিসের দণ্ড লইয়া তাহাকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল ; ক্ষিপ্ত হলধর যেন তাঁহার বিশাল লাঙ্গল ধারণ পূর্ব্বক প্রাচীন আচাররূপ প্রকাণ্ড বট ও অশ্বত্থ সমাকীর্ণ অরণ্যানী সমূলে উৎপাটিত ও উৎখাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ক্রোধান্ধ দৃষ্টিতে যেন নজরই পড়িল না যে কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শত শত সুসংস্কারও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার সর্ব্ববিধ বিপ্লব বিধানেরই বোধ হয় এই রূপ। দ্বিধাভাববিবর্জ্জিত সংশয়ানাকূল একলক্ষ্যতাই সকল মহৎ কার্য্যের এবং বিপ্লবের প্রাণ।

ত্রুটী কোথায় ? ভারতীয় ভাবের অভাব

আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্ম সমাজের নিকট অশেষ ঋণী ; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মহত্ত্ব এবং কার্য্যকারিতা আমি অনেক বিষয়ে অকুণ্ঠচিত্তে

স্বীকার করিলেও সত্যের—অথবা সত্য আমার নিকট যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহার—খাতিরে আমাকে একথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিতে হইতেছে যে যদিও তৎকালীন হিন্দু সমাজের কঙ্কর ও কণ্টকপূর্ণ ঊষর ক্ষেত্র গভীরভাবে কর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ উহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম ও ঈশ্বর—জিজ্ঞাসার উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তথাপি উহার ধর্ম্মাচার্য্যগণ উহাতে তদুপযোগী বীজ বপন করিয়া উহাকে রসাল ফলফুল সমন্বিত ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিয়াছেন ব'লয়া মনে হয় না। ইহার কারণ কি? যাহারা ভিক্টর হিউগোর ***Toilers of the Sea*** পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে প্রকৃতির মর্ম্মদর্শী ঋষিকল্প এই মহামনস্বী ঘটনা-বৈচিত্র্যশূন্য এই অমুল্য গ্রন্থে বিবিক্তসেবী প্রকৃতি সাধকের দৃষ্টি অবলম্বন ক'রয়া গ্রন্থের একনিষ্ঠ নায়কের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিণতি বিবৃত করিবার উপলক্ষ্যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ও কর্ম্মবৃত্তির অদ্ভূত প্রভাব কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। জানা যায় **P. Tremaux** নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি গ্রন্থে স্থানের প্রভাব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করেন। এই সারাৎসার তত্ত্বটি অভিধ্যানশূন্য ও প্রবহমান-কর্ম্মস্রোতে-ভাসমান ব্যক্তির দৃষ্টিপথে সচরাচর নিপতিত হয় না; অথবা হইলেও সে কর্ম্মের উদ্দীপনায় তাহা ভুলিয়া যায়। আমার বোধ হয় পশ্চিম-সংস্পর্শ-প্রাপ্ত ধর্ম্ম ও সভ্যতার আলোকে ব্রাহ্মসমাজের অনেক অগ্রদূতের চক্ষু ঝলসিত হইয়া যায়। ভারতীয় সুধীগণের আবিষ্কৃত "স্থানমাহাত্ম্যের" তত্ত্ব তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই। ভারতক্ষেত্রে যে ভারতীয় ধর্ম্মবীজ বপন না করিলে কোমল পল্লব-পুষ্প-ফল-শোভিত ধর্ম্মমহাদ্রুমের উদ্ভব হইতে পারে না একথা বোধ হয় তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া পাশ্চাত্য ধর্ম্মের কলম এই ক্ষেত্রে রোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বোধ হয় এই জন্য ধর্ম্মের দিক দিয়া ব্রাহ্মসমাজ তেমন সার্থকতা লাভ করে নাই। যদিও এই সমাজ অনেক সত্যজিজ্ঞাসু এবং সত্যের ও দেশের কল্যাণোদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগী অনেক নৈতিক বীরের জন্ম দিয়াছে, তথাপি ইহা শেষ রক্ষা করিতে পারিয়াছে কি? পদে পদে যাহাকে পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, সে ধর্ম্ম এ দেশে শিকড় গাড়িবে কি করিয়া? যিশুখ্রীষ্ট কি করিল, থিওডোর পার্কার কি বলিল, ইম্যানুয়েল কাণ্ট্, জেম্‌স্ ম্যাটিনিউ কি চিন্তা করিল, এই সব দেখিয়া যাহদের ধর্ম্মমত গঠিত করিতে হয়, এবং ম্যান্‌চেষ্টারের ডিভিনিটি পণ্ডিত-দিগের নিকট যাঁহাদিগকে ধর্ম্ম অধ্যয়ন ও শিক্ষা করিতে হয়, তাঁহারা এই ত্যাগীর ও যোগীর দেশে আচার্য্য হইবেন কি করিয়া? সম্ভবতঃ এই কারণেই এ সমাজের ধর্ম্মবিষয়ে যাঁহারা শিরোমণি ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই শেষে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মেরই আশ্রয় করিয়াছিলেন, যথা—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সন্তদাস বাবাজী ব্রজ বিদেহী ইত্যাদি।

ধর্ম্মের মৌলিক প্রশ্ন

ইহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। জীবাত্মার স্বরূপ কি, শরীর ত্যাগের পর সে কোথায় যায়, পরলোক আছে কিনা, পুনর্জ্জন্ম হয় কিনা, কর্ম্মফল আছে কিনা, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এই সকল মৌলিক প্রশ্ন, যাহা লইয়া প্রাচীন হিন্দুগণ অত্যন্ত মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এই ধর্ম্মে কোনও সুস্পষ্ট উত্তর নাই, এবং ধারণাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাহা ছাড়া গুরুবাদ ও অধিকারবাদও এখানে অপাংক্তেয়। এবং ঈশ্বর যে সাকার রূপ ধারণ করেন বা করিতে পারেন, তাহাও এ ধর্ম্মে অস্বীকৃত। এরূপ সংশয়াবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির পরিণতি যে কার্ল্ মার্ক্‌সের যুক্তিসিদ্ধ খাঁটী জড়বাদ, তাহা বোধ হয় নিঃসংশয়িত। ফলে কিন্তু দাঁড়াইয়াছে

তাহাই ; আজকালকার অনেক শিক্ষিত যুবক ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়-তাই অনুভব করে না।

চতুর্ব্বিধ মনুষ্য

যে যাহাই বলুক না কেন, মানুষ শত শত ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রবৃত্তি ও সংস্কারের সমষ্টি। মানুষ, বিশেষতঃ অভ্যুদয়কামী মানুষ, শুধু সংশয় সাগরে হাবুডুবু খাইয়া বাঁচিতে পারে না। তাহার ভীষণ কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহের অনতিক্রম্য প্রয়োজনীয়তাই তাহাকে বাধ্য করিবে একটা কর্ম্মপন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে। ফলে একদল হইবে নিছক জড়বাদী ; তাহারা অন্য কোনও নিয়ামকের সন্ধান না পাইয়া, জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারেই হউক, মনস্তত্ত্ববিদ্ ম্যাকডুগালের মত সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকেই (instincts) গুরুপদে বৃত করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইবে ; আর একদল হইবে দৃঢ়-আত্মবাদী যাহারা একটা অন্তর্গূঢ় বিবেকের প্রেরণায় আত্মার অনুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিয়া আত্মার বাস্তবিক অস্তিত্ব স্বীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনাত্মজ্ঞদিগকে আলোক দেখাইয়া ভূমানন্দরূপ চরম লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। মধ্য-পন্থীদিগের মধ্যে অনেকে আছেন যাহারা এই দুইটি মার্গের একটিও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারেন না ; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই দুর্ব্বলতা অথবা বুদ্ধিমান্দ্য হেতু গতানুগতিক পন্থা অথবা সুবিধাবাদী-দিগের পন্থা, কিম্বা যাহাতে হাঙ্গাম নিতান্ত কম সেই পন্থা (path of least resistance) অনুসরণ করিয়া জীবনপাত করেন ; আর একদল আছেন যাঁহারা শিক্ষার গুণেই হউক, বা স্বভাবতঃই হউক, ঈশ্বরবিশ্বাসে আস্থাশীল এবং মানব জীবনের উচ্চপরিণতি ও আনন্ত্যের সম্ভাবনায় প্রমাণারূঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে আগ্রহবান। ইহারাই যথার্থ জিজ্ঞাসু।

ইঁহাদিগের সংস্কার অতি দৃঢ় এবং সহস্র বিরুদ্ধ যুক্তিতেও অনমনীয় ও অটল থাকে। এই সংস্কার কিন্তু বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে, বিভিন্ন আকারে প্রচ্ছন্ন থাকে। এটা বোধ হয় সেই পুরু-রূপ পুরুষেরই অভিপ্রায় যে তিনি বিবিধ পরিচ্ছদে বিবিধ মানুষের হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া একটা বৈচিত্র্যের আনন্দ উপভোগ করেন।

ডারুইনের বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে একটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তই (heroditary) হউক, অথবা হিন্দু মতে জন্মজন্মান্তরীণ সূত্রে প্রাপ্তই হউক, যুগযুগান্ত ব্যাপী একটা বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রায় প্রত্যেক হিন্দু নাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি গভীর ও শোভন সংস্কার এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে যে সেগুলিকে উৎপাটিত করা সুকঠিন। আর দেখা যায় যেখানে বিজাতীয় শিক্ষা এবং সংসর্গ প্রভাবে, অথবা প্রবৃত্তি বিশেষের তাড়নায়, হঠপূর্ব্বক এই চেষ্টা করা হয়, তাহার ফল অনেক ক্ষেত্রে হয় অস্বাভাবিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে হয় ভয়াবহ।

রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন

এই স্থানে প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিরাট আন্দোলনের বিষয় সংক্ষেপতঃ বলা দরকার, কারণ সেই আন্দোলনটি হিন্দুধর্ম্ম-জাগরণকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সেটী জাতীয় আন্দোলন। 'বাগ্মীবর ৺সুরেন্দ্রনাথ অনেকবার লিখিয়াছেন দেশ যখন একদিকে জাগে তখন চারিদিকেই জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইংরাজী শিক্ষার একটি ফল রাষ্ট্রনৈতিক দেশাত্মবোধ জাগরণ। ইহার ফলে উচ্চমনা যুবকগণ অস্তমিত ভারত গৌরব-রবির চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন, ও দেশপ্রীতি-দ্যোতক সিপাহী যুদ্ধের কাহিনী, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত বিলাপ, ছত্রপতি শিবাজীর,

রাণা প্রতাপের এবং হিন্দুগৌরব রাজপুতদিগের লোমহর্ষণ কাহিনী ও "শিখের বলিদান" প্রভৃতি পাঠে, প্রত্যেক ভারতীয়ের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে থাকেন, এবং হৃত স্বাধীনতা পুনরায় লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকেন। অপূর্ব্ব বাগ্মী ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতাতে দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দিঙ্‌নিনাদিত করিয়া শিক্ষিত লোকদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তারপর আসিলেন মারাঠা ব্রাহ্মণতিলক বাল গঙ্গাধর তিলক; হস্তে গীতা লইয়া ও একটা দুর্দ্দমনীয় তেজ লইয়া। তিলক ভারত-প্রীতিকে এমন একটা অকৃত্রিম, অতল-স্পর্শী ও ঘনীভূত ভারতীয় আকার প্রদান করিলেন যাহা লোককে ছত্রপতি শিবাজীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল। যতদূর জানা আছে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোনও নেতার বাক্যে বা জীবনে এই অনুভূতির এমন তীব্রতা দৃষ্ট হয় নাই। "ভক্তিযোগ"-প্রণেতা আদর্শ-চরিত্র কর্ম্মবীর ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত ও দেশযজ্ঞের ঋষি অরবিন্দ ও ঋষভকণ্ঠ বাগ্মী দার্শনিক ৺বিপিন চন্দ্র পাল, তিলকের সহগামী হইলেন। ইহার ফল পরে দেখাইব; এখন প্রকৃত কথা অনুসরণ করা হউক।

ভারত ধর্ম্মের অনুকূল প্রতিক্রিয়া

প্রথমে পশ্চিমের সংস্পর্শে আসিয়া যেমন তদ্দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ জীবন কতকটা অভিভূত হইল, পরে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল; ভারতের ধর্ম্মযাত্রার পেণ্ডুলাম্ ঘুরিল। বপ্, গ্রিম্ প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ সংস্কৃত ভাষার সহিত ইউরোপীয় ভাষার একজনকত্ব প্রদর্শন করেন; সোপেনহাওয়ার, ম্যাক্‌স্‌মূলার, পল ডয়সেন্, রেনান্ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্‌স্‌কী, অ্যানী বেসান্ত, কর্ণেল্ অল্‌কট, সিনেট্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাধিকা ও সাধকগণ, ভারতীয় যোগশাস্ত্রের মহিমা প্রায় পৃথিবীময় বিস্তৃত করিলেন। পশ্চিমের চশমা দ্বারা দেখিতে অভ্যস্ত অনেক চিন্তাশীল ও উচ্চ-শিক্ষিত বঙ্গীয় সন্তান ইহাদের কল্যাণে নিজের দেশের দিকে মুখ ফিরাইলেন; কেহ কেহ ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্‌স্কী স্থাপিত থিওসফিক্যাল সোসাইটীর অন্তর্ভূক্ত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত কুশাগ্রবুদ্ধি দার্শনিক পণ্ডিত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখেন। কিন্তু এখানেও গুরু পশ্চিম। ভারতের এবং জগতের কল্যাণের জন্যই হয়তো বিধাতা এইরূপ সংঘটন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকী প্রতিভার সহিত হিন্দুর অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানের একটা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রয়োজন ছিল।

সংশয় পীড়া

কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? মনের স্বভাব কপিবৎ সতত চঞ্চল; বিধাতার যেন এমনই বিধান যেন নিশ্চিন্ত মনে মানুষকে তিনি বাস করিতে দিবেন না। এবম্বিধ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মতবাদের নানাদিকমুখী ঘাত-প্রতিঘাতে যে কোনও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর চিত্ত নিরালম্ব ত্রিশঙ্কুর মত নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতে বাধ্য। অবশ্য গণ-অজগরের কথা বলিতেছি না—সে অজগর সহজে নড়ে না। কিন্তু যে মানুষের ভিতর এই সমগ্র বিশ্বের গূঢ় অন্তর্যামীকে জানিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে, মানবত্বের রহস্য জ্ঞাত হইয়া জীবনকে কৃত-কৃতার্থ করিবার অনির্বাপ্য অভিলাষ জন্মিয়াছে, তাহার ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল—তাহা পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে মানুষের শান্তি কোথায়? গোঁজামিল দিয়া সে গূঢ় হৃৎকণ্টক উৎকীর্ণ করা যায় না। তদুপরি

"গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকঃ।" মনটিকে tabula rasaতে পরিণত করিবার জন্লক্ প্রদত্ত উপদেশটি কাহারও কাহারও অপরিণত তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সে উপদেশ যে কার্য্যতঃ পালন করা অসম্ভব-প্রায় সে কথা ধারণা হয় নাই। ফলে নানা অমীমাংসিত সমস্যার ভারে পীড়িত অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসুর চিত্ত নিদারুণ একটা অস্বস্তির জ্বালায় দগ্ধীভূত হইল এবং কর্ণবিহীন তরণীর মত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল।

স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্কিমচন্দ্র

এমন সময়ে আসিল স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গ-ভঙ্গ জনিত এই তীব্র আন্দোলনের ঢেউ তখন বোধ হয় প্রত্যেক হৃদয়বান বাঙ্গালীর হৃদয় স্পর্শ করিল এবং শত সহস্র সংশয়ের বাধা অপসারিত করিয়া তাহাদিগকে অভিনব ভাবাবেগে একটা সুধাসাগরের মণিদ্বীপের দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমলাকান্তের ধ্যানে বাংলার যে অমর চিত্র আঁাকিয়াছিলেন, সেই ছবি যেন প্রাণবন্ত হইয়া বাঙ্গালার হৃদয়মন্দিরে দুলিতে লাগিল, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে বাংলার আকাশ বাতাস পূরিত হইল। দুর্গাপূজার মধ্যে বাঙ্গালী একটা অপরূপ বলদ ও প্রাণদ ভাবের সন্ধান পাইল। কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী বঙ্কিমকে "ঋষি" আখ্যা প্রদান করিল। এই আন্দোলনের সুর আলাদা, ধারা আলাদা, ও স্পন্দন আলাদা। সহস্র বৎসরের পরাধীনতা-পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ও মুমূর্ষু-প্রায় বাঙ্গালীর প্রাণ যেন হঠাৎ কোন স্বপ্নদেশের চৈতন্যময়ী জননী আসিয়া একটি ভাবঘন সোনার জীবনকাঠি ছুঁইয়া দিয়া গেল, আর বাঙ্গালী—পদে পদে পশ্চিমের মুখাপেক্ষী বাঙ্গালী—যেন সেই মুহূর্ত্তে মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল—নিজের উপেক্ষিতা জননীকে ক্ষণকালের

জন্য চিনিল ; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা মাতার অবমাননার অনুস্মৃতির অনুতাপে তাহার বুক ভরিয়া গেল। সে কাঁদিয়া কঁদিয়া গাহিল—

"আমরা রাজারাণীর ছেলে ভিখারী আজ হ'য়েছি ;
আমরা ঘরের বেসাত পরকে দিয়ে কাঙ্গাল সেজেছি।
মোদের না ছিল কি ভাই, শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন তুলনা যার নাই ;
আমরা সব কথা ভুলে পরের গোলাম হয়েছি।"

কার্ল মার্ক্স্ নাকি বলিয়াছেন, "There may come days which are the concentrated essence of twenty years." কথাটি অত্যন্ত ঠিক। ইয়োরোপের চাকচিক্য-প্রলুব্ধ, ভারতীয় সভ্যতার প্রতি অন্তরে অন্তরে বিমুখ অনেক উচ্চমনা বাঙ্গালী-সন্তানকে এই আন্দোলন নিজের দেশকে, ইতিহাসকে ও তার সংস্কৃতিকে একটা নিগূঢ়, সান্দ্র ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতির চক্ষে দেখিতে শিক্ষা দিল। ইহার গাছপালা, নদনদী, তীর্থ, মানুষ একটা অপূর্ব্ব মাধুরীতে সিক্ত হইল। ইহা শুধু পেট্রিয়টিজম্ নহে। ফ্রেডেরিক নিট্সের এক জায়গায় পড়িয়াছি যে নেপোলিয়নের সময় যেন ফরাসীগণ সত্য সত্যই বাঁচিয়াছিল অর্থাৎ প্রত্যেকে অব্যাহতভাবে তাহার সমগ্র মানবত্বকে স্ফূর্ত্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। অধীনতার কঠিন নিগড়বদ্ধ বাঙালীপ্রাণও যেন তৎকালে অল্পক্ষণের জন্য, অন্ততঃ ভাব-জগতে সেই জীবন-স্ফূর্ত্তির আস্বাদ পাইয়াছিল মনে হয়। ভারতের উপনিষদ, পুরাণ, গীতা, দর্শন ও তন্ত্রে যে অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার নিহিত আছে, তাহা তল্লাস করিয়া বাহির করিতে ও তন্নির্দ্দিষ্ট সাধনা অনুসরণ করিয়া তদুক্ত সাধ্যলাভ করিবার জন্য কেহ কেহ আগ্রাহান্বিত হন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

কিন্তু তথাচ পারলৌকিক বিষয়ে সংশয় ও সন্দেহ কাহারও কাহারও মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় না। জল-প্লাবনের অবসানে যেমন জলমগ্ন প্রস্তর ও খুঁটী সকল মাথা উঁচু করিয়া আবার দেখা দেয়, ভাব-প্লাবনের পরও আবার নূতন নূতন সমস্যা ও সংশয় মাথা তুলিয়া উঠে। আর এই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও পরীক্ষার (observation and experiment) দিনে জীবন্ত দৃষ্টান্ত ব্যতীত শুধু আপ্ত-বাক্য ও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোনও কোনও শিক্ষিত মন সহজে কোনও মত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে। যখন মন এইরূপ সন্ধানে ব্যাপৃত, তখন পরিচয় ঘটিল পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনীর সহিত। জানা গেল, এই কালীসাধক স্বল্পাধীত ব্রাহ্মণটী ইংরাজী শিক্ষার কোনও সংস্পর্শে না আসিয়াই খাঁটী ভারতীয় সাধনা মাত্র আশ্রয় করিয়া, অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা, অভাবনীয় মানসিক ও শারীরিক পবিত্রতা এবং যে কোনও উপায়েই হোক ঈশ্বর লাভ করিতেই হইবে, এই তীব্র অভিনিবেশ-সঞ্জাত একমুখী ও পরম বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক দাহ্য বস্তুর ন্যায়, আপনার শরীর মন ও বচনকে, জ্বলন্ত ঈশ্বর প্রেমাগ্নিতে আহুত করিয়া ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন; শাস্ত্র-বর্ণিত নানাবিধ ঈশ্বরানুভূতির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছিলেন এবং নির্ভীক ও সরলভাবে বলিলেন যে ভগবানকে তো অনুভব করা যায়ই, তাহা ছাড়া তিনি সাকার রূপ গ্রহণ করিয়াও ভক্তকে অনুগৃহীত করেন। তাঁহার কথার ছটা অতীব উজ্জ্বল, মর্ম্মস্পর্শী ও অন্তর্ভেদী। তখন অরবিন্দের যুগ; তৎসম্পাদিত "বন্দে মাতরম্" কাগজে নির্ঘোষিত হইল, "This movement originated from Panchabati. Bhagawan Ramkrishna and Swami Vivekananda are the parents of this movement." যে সকল ইংরাজী-শিক্ষিত আন্তরিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও স্বদেশ

প্রেমিক যুবকগণ অকূল সংশয় সাগরে নিমজ্জমান হইতেছিল, তাহারা এই বহুকাল-অপেক্ষিত বাণী শ্রবণ করিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল,—যেন একটা শক্ত ভেলার আশ্রয় পাইল ; বুঝিল ঈশ্বর দর্শন শুধু একটা কথার কথা নহে। হিন্দু দর্শন, হিন্দু সাধনা, প্রতিমাপূজা নাসিকা কুঞ্চিত করিবার জিনিষ নহে, পরন্তু উহারা এমন একটা বিশেষ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, বৈজ্ঞানিকী মনোবৃত্তি সহায়ে, সৃষ্টিকামী ও ফলপ্রসূ অনুশীলনের অভাবে যাহার মর্ম্ম আমরা ভুলিতে বসিয়াছি।

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত বিজ্ঞান

প্রসঙ্গতঃ এই স্থানে বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্ম্মের সম্বন্ধ সম্পর্কে একটু আলোচনার আবশ্যকতা আসিয়া পড়িতেছে। আমাদের উপনিষদের ঋষিদিগের বোধ হয় এ সম্বন্ধে দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাঁহারা বিদ্যাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্মযদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ।" (মুণ্ডকোপনিষৎ)। অর্থাৎ বিদ্যা দুই প্রকার, পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যার বিষয় ঋগ্বেদাদি জ্যোতিষ পর্য্যন্ত ; আর পরা বিদ্যা তাহাই যাহা দ্বারা "অক্ষর অধিগম্য" হয়। আবার বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রথম শ্লোকে আছে, "দ্বে বাবে ব্রহ্মণো রূপে, মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং....."। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই দুইটি বিভাগ মানিয়া লইয়া পরাবিদ্যা-বিষয়ক বিজ্ঞানকে বলিব "অমূর্ত্ত বিজ্ঞান" ও অপরা বিদ্যা বা আধুনিক জড় বিজ্ঞানকে বলিব "মূর্ত্ত বিজ্ঞান"। যদিও চিন্তার মৌলিকত্ব প্রদর্শনে উৎকট আগ্রহযুক্ত, মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনশীল ও পরস্পর বিসম্বাদী-মত-প্রচারক আধুনিকতম বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার নামে, রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে

পরিচালিত হইয়া আত্মিক অদ্বৈতবাদের প্রতিযোগী একটা শতচ্ছিদ্র বিশিষ্ট জড়াদ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়াছেন (materialistic monism) এবং বিজ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগ মানিতে চাহিতেছেন না, তথাপি নানাবিধ সুষ্ঠু কারণে বহু পরীক্ষিত আমাদের প্রাচীন বৃদ্ধসম্মত এই চমৎকার বিভাগটি না মানিয়া লইলে অনেক দোষ ও ন্যায়াভাসের সৃষ্টি হইবে। ইহার অধিক বিচারে প্রবেশের স্থান এটা নহে।

উভয়ের সম্বন্ধ ও সহযোগিতা

ঈশ্বর যদি সত্যস্বরূপই হন্, আর হিন্দু ধার্ম্মিকগণ যদি সত্যেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সত্যানুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান হইতে তাহার ভয়ের কোনও কারণ নাই। তবে বিজ্ঞানের নামে যদি অল্পজ্ঞান, হঠজ্ঞান, পল্লবগ্রাহিতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অজ্ঞান, ধর্ম্মকে আবৃত করিতে আসে, অথবা মূর্ত্তবৈজ্ঞানিক যদি অমূর্ত্ত বিজ্ঞানের প্রণালী এবং নিয়ম (conditions) অনুসরণ না করিয়া তাহার লেবরেটরীর প্রণালী পরা-বিদ্যা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া, অন্ধের হস্তীদর্শনের মত একদেশী সিদ্ধান্ত আত্মবিজ্ঞানের প্রতি আরোপ করে, তবে তাহার সেই অনধিকারীর অপচেষ্টা বারিত করিবার জন্য প্রত্যেক সত্যার্থী ব্যক্তিরই প্রযত্ন করা আবশ্যক। কিন্তু পদার্থ অথবা মূর্ত্ত বিজ্ঞানকে যদি তাহার পথে স্বাধীনভাবে চলিতে দেওয়া যায়, এবং বৈজ্ঞানিক যদি যথার্থই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হন অর্থাৎ বিনা মতলবে শুদ্ধ-বস্তু-ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই চলিতে থাকেন, তাহা হইলে কালে কালে, তিনি নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো এমন সকল সারাৎসার তত্ত্বে উপনীত হইবেন, যে সকল তত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রে সনাতন ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সেতুর ভেদক না হইয়া ধারক হইবে। আজ জিফোর্ড্ লেক্চারার জার্ম্মেনীর বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্

Hans Driesch বলিতেছেন যে "**the doctrine of immortality in its Indian form, consequently the doctrine of the transmutation of souls.**" যেমন মরণের পর স্থূল-দেহাতিরিক্ত একটা সূক্ষ্মপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সেইরূপ ভারতীয় ধরণের একটা "**superentelechy**" নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সেইরূপ, সূক্ষ্মভাবে একটু অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের স্বল্পভাষী প্রাচীন সাংখ্যকারের প্রকৃতির পরিণামবাদের সহিত, শুধু বাদ হিসাবে বহুঢক্কানিনাদিত কার্ল-মার্ক্সের **materialistic dialectics** এর যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য বর্তমান। **Engels** এর গ্রন্থ ***"The Dialectic of Nature"*** আর সাংখ্যকারের প্রকৃতির পরিণাম নামতঃ প্রায় এক। প্রধান বিশেষ এই ; আমাদের ঋষি একটি "পুরুষের" সন্ধান পাইয়াছেন—আর স্থূলদর্শী জড়বাদী এই চৈতন্যের সন্ধান পায় নাই। রুশীয় দার্শনিক, বিজ্ঞানবিদ্ ও গাণিতিক **Ouspenski** তাঁহার ***A New Model of the Universe*** নামক গ্রন্থে মনুর ব্যবস্থা ও হিন্দু দর্শনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মহাশক্তিধর অ্যাডল্‌ফ্ হিট্‌লারের ***Mein Kamf*** পড়িলে মনে হয় যেন ইয়োরোপের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত একটা মনুর ক্ষত্রিয় শিষ্যের লেখা। ....

হিন্দু চিন্তার মৌলিকত্ব ও পশ্চিমের চিন্তাসঙ্কট

তাহা ছাড়া প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তমার্গ, নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়, যোগ ও ভোগ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়, পরা ও অপরা, হিন্দু আবিষ্কৃত এই অতি সূক্ষ্ম ও মৌলিক বিভাগের এবং তাহাদিগের বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে একটা পরিস্ফুট ধারণা না থাকাতে, একের ধর্ম্ম অপরে আরোপ করিয়া

অথবা উভয়ের মিশ্রণে একটা খিচুড়ী পাকাইয়া পাশ্চাত্য চিন্তা জগতে আজ কি গণ্ডগোলের সৃষ্টি এবং চিন্তার ও লক্ষ্যের বন্ধ্যাত্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নমুনা A. I. Tiumeniev এর লিখিত "*Marxism and Bourgeois Historical Science*" নামক প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। পড়িলে মনে হইবে ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-গণ যেন গোলক ধাঁধায় পড়িয়া কেবলই ঘুরিতেছেন। তাই মনে হয় অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি, ক্ষেত্রভেদজ্ঞানী, ক্রান্তদর্শী, আত্মানাত্ম-বিবেকী হিন্দু দার্শনিকগণের আবিষ্কৃত জীবনের অধিষ্ঠানভূত তত্ত্বগুলি মৌলিকত্বে অদ্বিতীয়।

এই সঙ্কটে রামকৃষ্ণের স্থান

এই অন্ধকারে পরমহংসদেব যেন ধ্রুবতারারূপে পরম সত্যের জ্যোতি বিকীরণ করিতেছেন ; তিনি নিজেই একটি উচ্চ ধরণের অমূর্ত্ত বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়। কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার বলেন ; সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা নাই। কিন্তু শিখরীদিগের মধ্যে হিমালয়ের অভ্যুত্থানের মত ও জ্যোতিষ্ক-গ্রামের মধ্যে দিবাকরের আবির্ভাবের মত, বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক জগতে মানবমণ্ডলীর মধ্যে অত্যুগ্র-তপস্যাসম্পন্ন, সার্ব্বভৌম সত্য, অস্তেয় ও ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহাব্রতাধিষ্ঠিত, দিব্যভাবাদিরূঢ়, সনাতন ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপ চিদানন্দ-সাগরে সদা-ভাসমান, সংশয়লবশূন্য, জগন্মাতার বালকরূপী এই মহামানবের আগমন যেন একটা মহান ব্যাপার। মূর্ত্তবিজ্ঞানের কোনও মাপকাটী দ্বারা ইহার পরিমাপ করা সম্ভবপর নহে। অথচ অস্বীকৃতি বা অনুল্লেখ দ্বারা তাত্ত্বিক বস্তুর অনস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না। যখন প্রয়োজন হয়, তখন উহা এমনভাবে আপনার অস্তিত্ব

প্রকটিত করে, যে ভাবিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। এই আড়ম্বরশূন্য, লোকমান্য-অনভিলাষী, সাকার কালীপ্রতিমা-পূজক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জগদ্ব্যাপী প্রভাবই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। অম্বরমণির অর্চ্চির মত তাঁহার ধর্ম্ম-প্রতিভার উজ্জ্বল কিরণমালা দিকে দিকে সম্প্রসারিত হইয়া কত সম্প্রদায়ের, কত ব্যক্তির হৃদয়কন্দর যে আলোকিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। পঞ্চমহাভূতেরই মতন ইঁহার অবদান—কোন ব্যক্তি বা সংঘ বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে। বিচিত্র পার্থিব সৌখ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যবর্ষী মূর্ত্ত বিজ্ঞানের বিজয়-গৌরবস্ফীত অনাত্মজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ মানব যখন সর্ব্ববিজ্ঞানের আকর ও অধিষ্ঠান পরমাত্মাকেই অস্বীকার করিয়া জনসাধারণকে অন্ধতামিস্র কূপে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ঈশ্বরপরায়ণ পুরুষগণ যখন পরাবিদ্যার যাথার্থ্য ও বাস্তবতার অকাট্য প্রমাণ দিতে না পারিয়া প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত দ্বন্দ্বে পরাভূত-প্রায় হইয়া মুহ্যমান হইতেছেন, তখন নিরক্ষর-প্রায় এই পরম-বিজ্ঞানী পবিত্র ভারত-ভূমির সাধু, সুধী, সন্ত ও ভক্তজনের বহুবিধ দিব্যসাধনার প্রতিভূরূপে তাঁহার জ্বলন্ত অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণারূঢ় জ্ঞান লইয়া অসম্যগ্‌দর্শী জড়বাদীর এই সন্মার্গধ্বংসী চেষ্টা প্রতিহত করিয়া, ভারত-আবিষ্কৃত পুরাণাদি নিহিত পরমার্থ বিজ্ঞানের অটুট মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিতেছেন। মূর্ত্ত বিজ্ঞানের এই দানব অভিযানের একটা ভাল দিক এই যে, ইহা অমূর্ত্ত বিজ্ঞান-পন্থীদিগের জাড্য ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়, এবং অসার ধর্ম্মধ্বজিতা বিধ্বস্ত করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের প্রভা উজ্জ্বলতর করিয়া প্রকাশ করে। সুতরাং ইহাই অতীব বাঞ্ছনীয় যে উভয়বিধ বিজ্ঞানই গভীরভাবে অনুশীলিত হইয়া সমতালে পদক্ষেপে পরস্পরের হাত ধরিয়া পাশাপাশি চলুক নিজ নিজ গন্তব্য ভূমিতে।

৺মাতৃভাবে ভগবৎ পূজা

জীবনের পথে চলিতে চলিতে কয়েকটি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির সহিত আমার হৃদ্যতা হয়; ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বি-ই, তাহার মধ্যে একজন; ইনি উত্তরকালে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্ত হন। আমি একটু আধটু গান গাহিতে পারিতাম। ৺প্রফুল্ল বাবুর প্রেরণায় তাঁহাকে এবং আমাদের উভয়ের সুহৃদ ৺সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে সপ্তাহে তিন দিন করিয়া ভজন শুনাইতে হইত; ক্রমে ক্রমে শ্রোতার সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। এইজন্য আমাকে নূতন নূতন গান রচনা করিতে হইত। ইহাই আমার ৺মাতৃসংগীত রচনার প্রধান হেতু। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই ভাব দ্বারা নিবিড়ভাবে প্রভাবিত, বাঙ্গালীর চিরাভ্যস্ত জাড্য ও মনোমলনাশী "বন্দেমাতরং" রূপ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, মহোৎসাহী, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ শত শত বীর যুবক ও সাধকের পবিত্র-ত্যাগ-সমিদ্ধ বঙ্গের সেই অপূর্ব্ব-মহিমান্বিত স্বদেশী আন্দোলনরূপ মহাযজ্ঞের প্রভাবে, ভগবানের মাতৃ ভাবটি—বিশেষতঃ—শ্রীশ্রীচণ্ডী আরাধিতা "মহারৌদ্রা, মহাঘোরপরাক্রমা, মহাবলা, মহোৎসাহা, মহাভয়বিনাশিনী, মহাদেবী" ভাবটি কাহারও কাহারও হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। অনেক ভক্তিমান যুবক নবানুরাগের উৎসাহে ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠে প্রবৃত্ত হয়।

রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক লুপ্তপ্রায় পুরাণাদির গুপ্ত রহস্য প্রকটন

নানা কারণে বহুকালাপগমে মাঝে মাঝে ভারতবাসীর শাস্ত্রবুদ্ধি মলিন হইয়া যায়; পরে একজন মহাপুরুষ আসিয়া নির্ব্বাপিত-প্রায় বুদ্ধির

পলিতাটিকে তৈলসিক্ত করিয়া বাড়াইয়া দিয়া যান। গীতায় আছে, ভগবান বলিলেন "স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।" আবার কালে ভারতের যোগবুদ্ধি ইদানীং নষ্ট-প্রায় হইয়া যায়, এবং একটি দেবশিশু যেন অবতীর্ণ হইয়া, গল্পকথা (myth) ও সেকেলে বলিয়া অবজ্ঞাত পুরাণাদি শাস্ত্রের অন্তঃস্থিত সাধনা ও সিদ্ধির গভীর রহস্যগুলি মুঞ্জতৃণ হইতে ইষিকার ন্যায় নির্গত করিয়া অমূর্ত্ত বিজ্ঞানের দিব্যমহিমা প্রকটিত করিল। "এই জগৎ চৈতন্যতে জ্বরে রয়েছে" এই প্রগাঢ় অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা তিনি "পৃথ্বীরব্রবীৎ, আপোহব্রুবন্" এই সব বৈদিক রহস্যের বাস্তবতার সম্ভাবনার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহার দিব্যদ্যুতি প্রকাশে অশ্রদ্ধারূপ তিমিরাচ্ছন্ন বেদ পুরাণাদি শাস্ত্ররূপী দেউলের অভ্যন্তরস্থিত অমূল্য তত্ত্বরাশির রত্নকুঠরী উদ্ভাসিত হইয়া, ধার্ম্মিকজগৎকে চমৎকৃত ও আশ্বাসিত করে। সাধনা দ্বারা আহৃত ভারতজাত বিচিত্র বিচিত্র ধর্ম্মের মণিমালা রচনাপূর্ব্বক উহা স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিয়া তাহাদের অনবদ্য নির্ম্মলত্ব ও স্বয়ম্প্রভ ভাস্বরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক, তিনি সার্ব্বাত্ম্য ভাবের সহিত মনুষ্যোচিত দেশপ্রীতি ও দেশগৌরবের এমন একটি গভীর এবং স্বাভাবিক অথচ অচাল্য অধিষ্ঠানের সন্ধান দিয়া গেলেন, যাহা বর্ত্তমানে আর কেহই দিতে পারে নাই বলা যাইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ত্রিবিধ শাস্ত্র ও প্রজ্ঞানেত্র

এইবার একটু বিশেষভাবে পুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। মোটামুটী বলা যাইতে পারে ভারতীয় শাস্ত্রের তিনটি ধারা; মননসাধ্য জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনাদি; সাধনরূপী ক্রিয়া প্রধান আগম,

তন্ত্র ও যোগদর্শনাদি। জ্ঞান ও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিপ্রধান পুরাণাদি। তিনটির ভিতরই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি মিশ্রিত আছে। এক কথায় এই ত্রিপুটীকে অমূর্ত্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র বলা যাইতে পারে; ইহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মূর্ত্ত বিজ্ঞানের প্রণালী এখানে প্রয়োগ করিলে চলিবে না। এ ক্ষেত্রে সত্য নির্দ্ধারণের প্রণালী, একেবারে আলাদা না হইলেও অনেক মুখ্য বিষয়েই, মূর্ত্ত বিজ্ঞানের প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা হইতে জানা যায়, যে শাস্ত্রে দুইটি চাক্ষুষ নেত্র ব্যতীত একটি তৃতীয় নেত্র বা প্রজ্ঞানেত্রের আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়; অন্ধনেত্রে দূরবীক্ষণ লাগাইলে যেমন তাহা দ্বারা কোনও বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, তেমনি সাধনালব্ধ প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত না হইলে অমূর্ত্ত বিজ্ঞানের রহস্যগুলি শুধু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত সচরাচর হয় না—অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণের সাহায্যেও। বিশ্ব-যাদুকরের অচিন্ত্য মায়া প্রভাবে মূর্ত্ত বিজ্ঞানীর দৃষ্টি মূর্ত্ত জগতের বাহিরে যাইতে পারে না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার প্রজ্ঞানেত্র খুলিয়া যায়। এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়াতে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়। যাক সে কথা।

উপনিষদ ও পুরাণের বিশেষ

যাঁহারা মূল উপনিষদাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন উপনিষদের কি অসাধারণ গাম্ভীর্য্য; যথাযথভাবে উহার অর্থ অনুধ্যানপূর্ব্বক গম্ভীরভাবে পাঠ করিতে হইলে কতটা আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক বলের প্রয়োজন। ইহা দুর্ব্বলের শাস্ত্র নহে। এইখানেই অধিকারীভেদের তাৎপর্য্য স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়; মুদ্রণযন্ত্রের প্রসাদে এই গ্রন্থ অতীব সুলভ হইলেও এবং আজকাল অধিকারী অনধিকারী

নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপনিষদ পাঠের স্বাধীনতা থাকিলেও কয় জন শুদ্ধ জ্ঞানকামী হইয়া এই সকল গ্রন্থ পাঠ করে? লক্ষের মধ্যে একজনও করে কিনা সন্দেহ। সাধারণ মানুষ আখ্যায়িকা মুখে তত্ত্ব গ্রহণ করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়। আরও এক কথা, উপনিষদুক্ত কতকগুলি নির্ব্বিশেষ গুণাবলীর আবৃত্তিতে, বিষয়টি প্রায় সহস্রের মধ্যে একজনেরও বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না। জাবালোপনিষদে আছে পরমহংস নির্ণয় প্রসঙ্গে, "যথা জাতরূপধরো নির্গ্রন্থো নিষ্পরিগ্রহস্তত্তদ্ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ.... শুক্লধ্যানপরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠোঽশুভকর্ম্মনির্মূলনপরঃ....পরমহংসোনামেতি।" অত্যন্ত মনীষাসম্পন্ন সন্ন্যাসব্রতী ব্রহ্মচিন্তক ব্যতীত ইহার মর্ম্ম কে অনুধাবন করিতে পারিবে? অসংখ্য জৈব-সংস্কার-বিশিষ্ট ধর্ম্ম-পিপাসু মানবের সংস্কার-মলিন বুদ্ধি ও চিত্তের গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে, কেবল-তত্ত্বের অত্যুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, আদর্শ-গুলিকে বিশিষ্ট চরিত্রের ভিতর রূপায়িত করিয়া দেখান প্রয়োজন। গীতায় আছে অর্জ্জুনের মত অধিকারীও শুধু বর্ণনা শুনিয়া ধারণা করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"হে কেশব! সমাধিস্থিত প্রাজ্ঞের ভাষা কি, স্থিতধী কি বলেন, কেমন করিয়া থাকেন, চলেন কেমন করিয়া?" বোধ হয় এই রকম কারণের প্রেরণা হইতে পুরাণের উদ্ভব হইয়াছে। যদি পরমহংস কে জানিতে চাও, তবে শ্রবণ কর ঋষভদেব ও তৎপুত্র ভরতকাহিনী, যদি যথার্থ ভগবদ্ভক্ত কে জানিতে চাও, তবে পঠে কর বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত অকুতোভয় প্রহ্লাদের নিরুপম কাহিনী, যদি দানধর্ম্ম ও সত্যবাদিতা কাহাকে বলে শিখিতে চাও, তবে শোন তৎপৌত্র বলীরাজার কাহিনী; যদি আদর্শ পুরুষ ভ্রাতা, বীরভক্ত, সেবক ও সতী দেখিতে চাও স্নান কর রামায়ণ সরযু-সলিলে। ইহাই বোধ হয় আমাদিগের পরম কারুণিক ধর্ম্মাচার্য্যদিগের অভিপ্রেত।

ধর্ম্মজীবনে ভক্তির আত্যন্তিক উপযোগিতা

তারপর পুরাণ মুখ্যতঃ ভক্তিশাস্ত্র ; রক্ত-মাংস-শরীর-বিশিষ্ট মানবের চিত্ত, নির্বীজ, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আলম্বন শুদ্ধ পরমাত্মা চিন্তনে সহজেই অপারগ। তাহার চিত্ত ভগবানের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপনে সতত উন্মুখ। ভক্তিই এই সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়। বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী শঙ্কর-পন্থী মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গীতার টীকার উপ-ক্রমণিকাতে লিখিয়াছেন, জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্মের মধ্যে "ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা... ...উভয়ানুগতা সা হি সর্ব্ববিঘ্নাপনোদনী। কর্ম্মমিশ্রা চ শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা।" শ্রীধরস্বামী গীতার টীকা সমাপ্ত করিয়া শেষ শ্লোকের ব্যাখ্যান্তে বলিয়াছেন, "ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ।" এই ভক্তিতত্ত্বই পুরাণের প্রধান প্রতিপাদ্য। ভারত-ভাগ্য-জননী তাঁহার উপনিষদ ও পুরাণাদিরূপ স্তন্য-প্রসূত ক্ষীর পান করাইয়া তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বলাধান করিয়া আসিতেছেন—এবং যাহার প্রভাবে এখনও আশ্চর্য্য ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর প্রসূত হইতেছে, তাহার সারবত্তা অবশ্য স্বীকৃতব্য।

অমূর্ত্ত বিজ্ঞানে ভুল আছে কি না?

অবশ্য মূর্ত্ত বিজ্ঞানের মত অমূর্ত্ত বিজ্ঞানের মধ্যেও যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে; বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলিয়াছেন আমরা সত্য হইতে সত্যে অগ্রসর হই, মিথ্যা হইতে মিথ্যাতে নহে। যেটা নূতন জ্ঞানের আলোক সন্নিপাতে মনে হয় ভুল, সেটা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন সেটা আবিষ্কারকের মনে সম্ভবতঃ তাঁহার জ্ঞান বিশ্বাসের মতে সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—

"শাস্ত্রে বালি চিনি মিশেল আছে"—অসার ভাগটুকু ত্যাগ করিয়া

সারটুকু লইতে হয়, নীর ত্যাগ করিয়া হংসের মত ক্ষীর ভাগ লইতে হয়। এইখানেই পরমহংসের পরমহংসত্ব ও একদেশদর্শী বৈজ্ঞানিকের সহিত পার্থক্য।

পুরাণ কি শুধুই কল্পনা ?

আমাদিগের পুরাণাদিতে যে সকল উৎকৃষ্ট কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তাহাদের ভাব-সম্পদ অতুলনীয়; তবে তাহাদিগের মধ্যে কতটা ঐতিহাসিক আর কতটা কাল্পনিক সে তথ্য নির্দ্ধারণে আমি অক্ষম; পারমার্থিক ভাবের দিক দিয়াই প্রধানতঃ উহাদের মূল্য, ইতিহাসের দিক দিয়া নহে। আখ্যায়িকা-মাত্র হিসাবে সেগুলি যদি কল্পনামাত্র হয়, তবে তাহা এমন কল্পনা যাহার জন্য পুরাণকর্ত্তাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করিতে হয়। উপন্যাসও কল্পনা—অথচ তাহা পাঠ করিয়া অনেকে অশেষ আনন্দ উপভোগ করেন এমন কি কেহ কেহ তদনুসারে জীবন ও কর্ম্মপ্রণালীও গঠন করেন। উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে একটি হাল্‌কা আর আমাদের ব্যক্ত প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি লইয়াই নাড়াচাড়া করে, আর একটি গভীর, শুদ্ধ, ও আমাদের সুপ্ত মহত্বকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করে; একটির বিষয় সাধারণতঃ সাময়িক ও পরিবর্ত্তনশীল আর একটির বিষয় নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। আর অনেকে পুরাণকাহিনী পাঠ দ্বারা তাঁহাদের জীবন সত্য সত্যই নিয়ন্ত্রিত করেন; কারণ, সেগুলি এমন কাহিনী যে মনে হয় যেন কোন নিপুণ কারিগর তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম্মলব্ধ সত্যের আদর্শের অনুপম রূপগুলি গ্রন্থমধ্যে ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—ভবিষ্য বংশের কল্যাণের জন্য। সেই জন্যই বোধ হয়, মুদ্রণযন্ত্রের প্রভাবে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ করতলগত হইলেও, এখনও গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অমর গ্রন্থগুলি এত শতাব্দীর পরও জীবিত আছে। আজও-এই সর্ব্ববিধ আন্তর্জ্জাগ-

তিকতার যুগেও-দেশের ধর্ম্মগুরুদিগকে ছাড়িয়া দিয়াও শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদিগকে যথা—তিলক, অরবিন্দ ও গান্ধী-গীতা হস্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়, মহাত্মাকে পুরাণ বর্ণিত প্রহ্লাদ চরিত্র হইতে অহিংস-সত্যাগ্রহের আদর্শ আবিষ্কার করিতে হয় ও রাম নাম করিয়া হিন্দু জাতির উপর প্রভাব স্থাপন করিতে হয়। যাঁহারা ক্ষুরধারধী-সম্পন্ন বার্ণার্ড শ'র *Back to Methuselah* গ্রন্থ-পরিচয় পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন শ পুরাণের (legends) কি রকম পক্ষপাতী।

এই প্রকার একটি পুরাণ কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—সতী-কাহিনী। শিব ও সতীর প্রভাব আমাদের সমাজে যে কত অধিক তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝান কঠিন। সকলের পিতারূপে শিব ও মাতারূপে সতী, নিরক্ষর কৃষক হইতে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত সকলেরই পূজার্হ ও পূজার্হা। জগতের মাতা, জগতের সুতা, ও সমস্ত পত্নীর একমাত্র ধ্যেয়া যোগেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গিনী সমগ্র নারীজাতির আদর্শস্থানীয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিতা সতীর চিত্র অতি মনোহর; বারম্বার পাঠ করিলেও তৃপ্তি হয় না। এখানে পুরাণকার কি নিপুণতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত, শিবের চিত্র, সতীর চিত্র, দক্ষের, ভৃগুর, নন্দীর, পুরমহিলাগণের চিত্র আঁকিয়াছেন। যে সতীকাহিনী হিন্দুদিগের একটি সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রকটিত করে এবং হিন্দু যে কত উচ্চ ভাবশিখরে আরোহণ করিতে পারে তাহার সাক্ষ্য আজ পর্য্যন্ত দিতেছে, আমি প্রধানতঃ সেই কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই গীতিকা লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি।

ইহা বলাই বাহুল্য যে দেবী-ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত সতী কাহিনীর মূল নিশ্চয়ই আরও প্রাচীনতর আখ্যায়িকা—সেই আখ্যান অবলম্বনেই এই দুই পুরাণকার উহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। আমিও সেই প্রণালী অবলম্বনে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ান্তর্গত গল্পাংশ ও কথোপ-

কথনাদি প্রায় অবিকল এই গ্রন্থে পদ্যাকারে নিবদ্ধ করিয়াছি এবং সেই ভিত্তি আশ্রয় করিয়া অনেক নূতন ঘটনা ও কথা সংযোজন করিয়াছি। ইহা শুধু অনুবাদ মাত্র নহে; বর্ত্তমানের চিন্তাধারাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যাঁহারা উক্ত পুরাণদ্বয় পাঠ করেন নাই তাঁহাদিগের জন্য এইটুকু বলা প্রয়োজন যে প্রথম চিত্র ছাড়া নারদের বিবরণ প্রায় আগাগোড়াই কল্পিত, শিবানুচর নন্দী ও ভৃগুর বক্তৃতার অধিকাংশ, শিবের প্রতি সতীর অনুক্রোশোক্তির অনেক ভাগ, নন্দী ও ভৃগুর বাদানুবাদের অনেকাংশ, সতী ও শিবের বিলাপ, ভূতদিগের উক্তিসমূহ, ভূত ও ব্রাহ্মণদিগের কথোপকথন, চণ্ডেশ ও সূর্য্যের, বীরভদ্র ও দক্ষের বাদানুবাদ সম্পূর্ণ কল্পিত, কৈলাসপুরীর বর্ণনা মোটামুটি ভাগবত হইতে লইয়া অনেক বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অনেক স্থানে নিজের কথা ও কল্পনা প্রয়োগ করিয়াছি—বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করিলাম না।

পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে চিত্রগুলি সব ন্যায়শাস্ত্রের মাপকাঠীতে অঙ্কিত করা হয় নাই। শিব ও সতীকে কখনও মানুষরূপে, কখনও ঈশ্বরভাবে বর্ণিত করা হইয়াছে; কারণ সুস্পষ্ট। নারদ ও দক্ষকে মাঝে মাঝে পাঁচালী অথবা আমাদের কথকঠাকুরদের মত করিয়া বর্ণনা করিয়াছি; আবার যথাস্থানে উভয়কেই গম্ভীরভাবে বর্ণিত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের টিকি লইয়া একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছি মাত্র। তাঁহাদিগকে উপহাসাস্পদ করিবার আর কোনও বিশেষ উপকরণ নাই। শিখাধারী ব্রাহ্মণমাত্রই আমার শ্রদ্ধার্হ। কোনও কোনও ভূতদিগের মুখে ঢাকার ও উড়িষ্যার ভাষা দেওয়া হইয়াছে বৈচিত্র্য উপভোগের জন্য।

ছন্দঃ সম্বন্ধে এই বলা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ পয়ার ছন্দ ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ও ৺সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার অনেক ছন্দঃ গ্রহণ করিয়াছি এবং নিজেও স্থান বিশেষে কতকগুলি ছন্দঃ প্রয়োগ করিয়াছি। আমি

৺দাশরথী রায়ের পাঁচালীর বিশেষ অনুরক্ত; সুতরাং পাঁচালী ছন্দঃ অনেক জায়গায় ব্যবহার করিয়াছি এবং স্থান বিশেষে অতি সাধারণ যাত্রাগানের সুরও বাদ পড়ে নাই। মোট কথা, আমাদের দেশে, বাংলার মাটীতে, পরের ভাণ্ডার হইতে ধার না করিয়া যে সকল সুন্দর ঘরের জিনিস আপনা হইতে জন্মিয়া আমাদের দেশের লোককে নির্ম্মল আনন্দ প্রদান করিয়াছে, তাহার কোনটাকেই নিন্দনীয় বা প্রত্যাখ্যেয় মনে করি নাই। বক্তা বা বিষয় হিসাবে ভাষা এবং ভাব সহজ বা কঠিন হইয়াছে। গ্রন্থটি ভজনের ভাব লইয়া রচিত; সুতরাং সুর লাগাইয়া একটু জোরে পাঠ করিলেই ভাল হয়। অবশ্য যেখানে বাদানুবাদ আছে সেখানে ও নিয়ম খাটিবে না—সেখানে নাটকীয় ভঙ্গীতে পড়িতে হইবে। তবে যে সকল অংশের পূর্ব্বে ও পরে * চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে সে সকল অংশ সুর দিয়াই পড়িতে হইবে। একাধিক শ্রোতার নিকট গীত হইবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই গীতিকাটি লিখিত হয়। ইণ্টালীর খ্যাতনামা সংগীত-কলাবিদ্ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বিশ্বাস মহাশয় অধিকাংশ গানের সুর ও তালের নামকরণ করিয়াছেন।

নিবেদন

একটি বিরাট আঘাতের পর এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হই এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়।* নানা কারণে তখন ইহা ছাপান হয় নাই। পরে রোমা রোঁলা-লিখিত বিখ্যাত 'জিন্ ক্রিষ্টোফী' নামক গ্রন্থে লিখিত এই মন্তব্যটি পড়িলাম :—"But in truth nothing is lost, as so often appears in life; no effort is in vain. For years nothing happens. Then one day it appears your idea

* কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া যাওয়াতে ৮০ পৃষ্ঠার প্রায় অর্দ্ধ হইতে ৯২ পৃষ্ঠার প্রায় অর্দ্ধ পর্য্যন্ত পুনঃ রচিত হইয়াছে।

has made its way."। এই মন্তব্য পাঠে এই গ্রন্থটি জন সমক্ষে উপস্থিত করিবার সাহস ও আগ্রহ যুগপৎ মনে সঞ্চারিত হইল। যদিও আত্ম-বিস্মৃত হিন্দু অনির্দ্দিষ্ট-লক্ষ্য শিক্ষার প্রভাবে বার বার আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, তথাপি মনে হইতেছে যে বারম্বার বিপ্রলব্ধ হিন্দু আবার যেন ঘটনা চক্রের আবর্ত্তনে "ঘরমুখো" হইতেছে, আপনাকে হিন্দু বলিয়া একটু আধটু চিনিবার চেষ্টা ও দাবী করিতেছে—যদিও এ চেষ্টার পশ্চাতে তেমন একটা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক স্ফূর্ত্তি তেমনভাবে দেখা যাইতেছে না। ওদিকে **T. E. F. Joad** তাঁহার *"Counter-Attack from the East"* গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম-ব্যবস্থার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন কারণ পশ্চিমে পণ্ডিত-দিগের আধ্যাত্মিকতার ভাণ্ডার আজ প্রায় শূন্য। সর্ব্বজন সমাদৃত দার্শনিক সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসা-তৎপর; চারিদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা সমিতি ছড়াইয়া পড়িতেছে; এবং ধর্ম্মালোচনার জন্য অনেক সভাসমিতির অধিবেশন হইতেছে। মনে হয় পরমহংসদেবের প্রসাদে পুনঃপ্রাপ্ত জীবন্ত হিন্দু সংস্কৃতির ছিন্নসূত্র পূনরবলম্বন করিয়া অবনত ভারত পরম নিষ্ঠা ও ঐকাগ্র্যের সহিত তাহার মহালক্ষ্যের দিকে অপ্রতিহত বেগে পুনরগ্রসর হইবে, ভারতীয় সাধনা, ভারতীয় পূজাপদ্ধতির প্রতি চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক যুবকদিগের অনুরাগ ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং আশা করিতে পারি এই গীতিকাও তাঁহাদিগের নিকট একটু সমাদর লাভ করিতে পারে।

অত্যন্ত সাবধানতাসত্ত্বেও মুদ্রাকরের সামান্য প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। আরও দোষ ক্রটী নিশ্চয়ই আছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ সেগুলি উপেক্ষা করিয়া এই গ্রন্থের প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রদান করিবেন। এই গ্রন্থ পাঠে যদি কাহারও ভক্তিলাভের সহায়তা হয়, তবে 'আমি নিজকে

জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ ভাজন মনে করিব। ইহা পাঠে পাঠকের যেরূপ মনোভাবের উদয় হয়, আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

পরিশেষে আমার পরমারাধ্যা অশেষ ভক্তিমতী ৺কালীসুন্দরী দেবী যাঁহার অজস্র আশীর্ব্বাদের ফলেই এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, যে সকল ভক্ত ও সন্ন্যাসীপ্রবরগণ আমাকে ধর্ম্ম চিন্তাতে নিযুক্ত থাকিতে উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, নিরন্তর উৎসাহদাতা আমার অকৃত্রিম স্নেহভাজন আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীমান রতন চন্দ্র মাইতিকে আমার আন্তরিক স্নেহ জ্ঞাপন করিয়া ও শিবলোকবাসিনী গৌরীতুল্যা কন্যা ৺গৌরীরাণী দেবীর পবিত্র স্মৃতি উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনা-বধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সূচী পত্র

)

ওঁ

সতী-গীতিকা

মঙ্গলাচরণ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্—
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।
যাঁহা হইতে ভূতবর্গ লভিলা জনম,
যার তরে জাতবর্গ ধরিছে জীবন,
যাঁর মাঝে, অন্তে পুনঃ করে প্রবেশন,
রসের নিঝর যিনি আনন্দ-ভবন,
লহ লহ নমস্কার নমো নারায়ণ!
মহৎ তন্মাত্রাপঞ্চ, নিরমিলা ধাতা,
অতিকায় গ্রহচর, ভাস্বর সবিতা,
উরগ, তির্য্যগ্, যক্ষ, রক্ষ, দেব, ঋষি;
অতৃপ্ত অন্তর তবু; পুনঃ তপে পশি,
রচিলা মানব-দেহ, সর্ব্ব-সৃষ্টি-সীমা;
অবতীর্ণ যে বিগ্রহে পূর্ণ-ব্রহ্ম-প্রেমা,
ভূমিতে লুটায়ে বন্দি মানুষ রতন,
নমো নমো নরোত্তম নর-নারায়ণ।
আদিমাতা জগতের, তথাপি তরুণী,
শৈল-তনয়া, তবু কোমলতা খনি,

সতী-গীতিকা

বেদ-প্রসূ, তবু বেদ দৃষ্টি বহির্ভূতা,
ধ্যান লক্ষ্যা গৌরী, কিন্তু মনোপথাতীতা।
রৌদ্রা নিত্যা গৌরী ধাত্রী দেবী কাত্যায়নী
সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গলো নমো নারায়ণি।
যাঁর কৃপা বিনা জগৎ জীবন্মৃত প্রায়,
জ্ঞান অধিদেবী যিনি নমি তাঁর পায় ;
যে বিহনে ধরা মূক-উন্মত্তবৎ সদা,
বাগ্ অধিষ্ঠাত্রী মাতঃ প্রণমি সারদা ;
শুদ্ধ-সত্ত্বা সর্ব্বশুক্লা দেবী সরস্বতী
বেদমাতা ব্রহ্মবাণি ! শ্রীপদে প্রণতি।
ব্রহ্মোত্তম বেদব্যাস বশিষ্ঠ প্রপৌত্র,
স্নিগ্ধ ফুল্লঅরবিন্দায়তপত্র নেত্র
গম্ভীর বিশাল বুদ্ধি, রচিলা ভারত !
আদি, অন্ত, মধ্য যার বিরাট মহৎ ;
তার মাঝে বহাইলা গীতা গঙ্গা ধারা,
জগৎ আচার্য্য প্রভো ! জ্ঞান ধ্রুবতারা
পুনঃ পুনঃ নমি পদে বরেণ্য ব্রাহ্মণ !
সনাতন ধর্ম্ম-পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ॥

উপক্রমণিকা

পরিষদ্ ভূয়িষ্ঠ এই শুভ্র সভা মাঝে,
গাহিতে এসেছি গান মাতৃভক্ত সাজে ;

. পুরাণ কাহিনী কথা অতি সুমধুর,
পরম পাবনী বাণী, রস সুপ্রচুর।
কোন্ চিত্রী কমলের শোভা বাড়াইবে ?
ইন্দ্রধনু কান্তি কেবা চিত্রে ফুটাইবে ?
শিখী পুচ্ছ সৌন্দর্য্য বা কে পারে আঁকিতে ?
রবি মেঘে বর্ণলীলা, তূলিতে তুলিতে ?
হরিরসনিস্যন্দিনী ভাগবতী কথা
মহাভক্ত বক্ষ ভেদি বাহিরিল গাথা ;
কোন্ কবি আছে বল তার ঊর্দ্ধে যাবে ?
বল্মীকের সাধ্য কি সে গিরি ডিঙ্গাইবে ?
জোনাকী কি দেখাইবে দিবাকরে আলো ?
শিবকে শেখাবে বটু কি মন্দ কি ভালো ?
গঙ্গার স্বভাব যথা পরশন মাত্র
অশুচিরে যথা তথা করেন পবিত্র,
তেমনি পুরাণ কথা সশ্রদ্ধ স্মরণ,
রসিক ভকত সনে শ্রবণ কীর্ত্তন,
বাণীরে করয়ে শুদ্ধ, চিত্ত সংশোধন,
নিরন্তর প্রেমধারা করে বরিষণ।
ঊষর ক্ষেত্রেতে বীজ নাহি হয় উপ্ত,
শ্রদ্ধাহীন হৃদে নাহি ফোটে ভক্তিতত্ত্ব।
ভগবান, ভাগবত, আর ভক্ত এই তিন,
প্রকাশে বিভেদ শুধু,মূলে নহে ভিন।

তিন এক একই তিন সর্ব্বজনে কয়,
ভক্ত ভগবান ভেদ নাহিক নিশ্চয় ;
ভক্ত পদরজ শিরে করিয়া ধারণ,
দক্ষ-শিব দ্বন্দ্বলীলা করিব বর্ণন,
সতী-পুত্র ভক্তকৃপা মাগি করজোড়ে,
সতী-ভক্তি দেহ সতী লীলা গাহিবারে।

(গানের সুরে)

সর্ব্বাগ্রে প্রণাম লহ শ্রীভগবান,
সকলের সখা বিভু করুণা-নিধান।
তৎপরে প্রণাম লহ, ধরিত্রী জননী,
সর্ব্বং-সহা ক্ষমা মূর্ত্তি, সন্তান-পালিনী।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠসুতা হে ভারত মাতা,
আদি মন্ত্র আদি সাম, উচ্চারিত যথা।
যে মাটীতে এই দেহ লভিল জনম,
জুড়ি দুই পাণি মাতঃ, করি নমো নমঃ।
জঠরে ধরিলে মোরে স্নেহময়ী মাতা,
হরিভক্তি শিক্ষয়িত্রী ; পিতা অন্নদাতা।
প্রত্যক্ষ দেবতা দোঁহে, শঙ্কর ভবানী.
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম লহ, জনক জননী।
চৈতন্য দানিলা যিনি মন্ত্র দিয়া কানে,
ভক্তিভরে ধরি শিরে, শ্রীগুরু চরণে।

শাস্ত্র তত্ত্ব বিমলিন, হেরি ধর্ম্ম গ্লানি
সনাতন ধর্ম্ম যেন, আসিলা অবনী।
উদয় দক্ষিণেশ্বরে দক্ষিণ ঈশ্বর,
ব্রহ্মণ্যের ঘনমূর্ত্তি, নর কলেবর ;
জয়তু পরমহংস, রামকৃষ্ণ নাম
শরণ্য বরেণ্য গুরো, লহ গো প্রণাম

দক্ষ-নারদ সংবাদ

প্রজাপতি দক্ষ, কর্ম্মে সুদক্ষ,
ব্রহ্মার মানস তনয় ;
একমাত্র লক্ষ্য, দিন মাস পক্ষ,
কিসে সৃষ্টি রক্ষা হয়।
পিতার আদেশ, যাহ দেশ দেশ,
সন্তানে ভুবন ভর।
নাহি মানে ক্লেশ, নাহি শ্রমলেশ,
কর্ম্মেতে নিপুণ দড়।
নাহি মনে দ্বিধা, নাহি মানে বাধা,
নাহিক সংশয় শঙ্কা ;
পিতৃ আজ্ঞা ব্রত, পালেন সুব্রত,
বাজাইয়া জয় ডঙ্কা।

দেখিয়া ব্রহ্মা, অক্লিষ্ট কর্ম্মা
দক্ষ, মহা মতিমান ;
করে আশীর্ব্বাদ, মাথে দিয়ে হাত,
'হও সর্ব্ব গরীয়ান'।
আশীর্ব্বাদ বলে, অজেয় ভূতলে,
উন্নত মস্তকে চলে ;
যেথা যায় তথা, অবনত মাথা
প্রণমে তাঁরে সকলে।
লভিবারে পুত্র, পুত্রেষ্টি সত্র,
আবর্ত্তিল ধরাধামে ;
আর্য্য গৃহ যত, পূরিত নিয়ত,
যজ্ঞ অঙ্গ সমাগমে ;
ঋত্বিক, উদগাতা, মন্ত্র, হবি, হোতা,
ওঙ্কার ও যজ্ঞ ধূমে,
স্বাহা স্বাহা ধ্বনি, মন্ত্র ওজস্বিনী,
ছাইল ভারত ভূমে।

তেজপুঞ্জঃ কলেবর, বিশাল নেত্র ভাস্কর,
মৃগেন্দ্র-কম্বু কন্ধর, ফুল্ল কমল নয়ান,
পঙ্কজ মানস ভব, অগ্রজ মহামানব
উঠাইল সামরব, মেঘ মন্দ্র সুমহান।

গান

পিলু—বারোয়াঁ

শোনো শোনো ওই আদি গান ;
উঠিছে উদাত্ত কণ্ঠে ভেদিয়া বিমান।
মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য বেদশিরা,
দক্ষ ভৃগু সত্যাগিরা, পুলহ ক্রতু ধীমান্ ;
নারদ, ঋষি বশিষ্ঠ, দশ প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ
হিরণ্যগর্ভ আদিষ্ট, বর্দ্ধিতে মনু সন্তান ॥
ঋক্ মন্ত্র উদ্গীথ, উচ্চারণে অবিতথ,
সর্ব্ব আর্য্য আবসথ পূর্ণ সন্ধ্যা দিনমান ;
আবিরাবির্ম এধি ভাষে পুরোধা ধীরধী,
স্বাহা, স্বাহা, নিরবধি ধ্বনিতে পৃথ্বী কম্পমান ॥

পিতৃভক্ত দক্ষরাজ তেজে মহীয়ান,
তাঁর বিধানে বিধিমত জন্মান সন্তান ;
তপ্ত-স্বর্ণ-কান্তি বপু, পেশল গঠন,
বিম্বোষ্ঠ, শুকনাসা, কমল লোচন ;
কুঞ্চিত ভ্রূ-শৃঙ্গ ললাট, উচ্চ পুরস্তাৎ,
মসৃণ মর্ম্মরদৃশ মস্তক পশ্চাৎ ;
কুটিল কৃষ্ণ অলকরাশি, খেলচে ঘিরে শির ;
মোহন আস্যে, হাস্যশোভা, মনলোভা গম্ভীর ;

আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষ কপাট
আদি সভ্য, আদি ব্রাহ্মণ, মানব সম্রাট ;
মেঘ মন্দ্র কণ্ঠধ্বনি, গজেন্দ্র গমন ;
সমান সুন্দর, সমান বলী, আর্য শরীর মন ;
মূর্ত্তি এমন পোড়লে নেত্রে, পড়েনা পলক ;
আহা কোন ধন্য পিতা, যাঁর এই বালক।
শিব-সুন্দর-প্রিয়, আর্য্য-দেবর্ষি নারদ,
রূপে গুণে অনুপম, বিদ্বান বিশদ ;
ঘুরে বেড়ান সারা জগৎ, সৌন্দর্য্য শ্রী খুজে,
সুন্দর রসে, ভৃঙ্গের মত, ডুবে যান ম'জে ;
শ্রীকৃষ্ণের আছে উক্তি উদ্ধবের প্রশ্নে,
নারদ ঋষির নাই তুলনা জগৎ-কৃৎস্নে ;
সাদা মুখে সদাই হাসি জগদাচার্য্য,
সর্ব্বত্রই সুস্বাগত, গতি অবার্য্য ;
সর্ব্ববেত্তা, ভক্ত, রসিক, সব বোল্‌তে পারো
নারদ ঠাকুর তারও বাড়া, উপরে আরও ;
কল্পনা আর বাস্তবে যা, হোয়েছে সৃষ্টি,
সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর এমন, পড়ে না দৃষ্টি ;
চলন সুন্দর, বোলন সুন্দর, কলহও মিষ্টি,
বিবাদে তাঁর, বীণার ঝঙ্কার, বরিষে ইষ্টি ;
উদ্বেলিত দয়ার সাগর, মুক্তি-পাসরা,
জীব তরাতে, ছোটেন হাতে ভক্তি পসরা ;

প্রিয়দর্শন, দক্ষনন্দন, যাই হোলো তরুণ,
দর্শন দিতে, বীণা হাতে এলেন সকরুণ।
বীণার তারে, প্রাণের স্থরে, উঠলো যে সঙ্গীত,
ছেয়ে গেল দিব্য ভাবে ত্রিভুবন মোহিত।

গান —কীর্ত্তন।

কে জানে মহিমা তব প্রেমময় হে গোবিন্দ,
নামে কেন, মজে প্রাণ, ঝরে প্রেম মকরন্দ।
(যখন) প্রাণ ধনুতে দিয়ে টঙ্কার
(হরি) নামের সাথে মিশাই ওঙ্কার,
বীণা তোলে নামের ঝঙ্কার,
কৃষ্ণ গোপাল মুকুন্দ।
অপরূপ বাল মূরতি ;
বিতরে অপূর্ব্ব জ্যোতি,
হৃদি মন্দিরে করে ভাতি,
ঢালেরে প্রীতি আনন্দ।
কণ্ঠ গাহে উচ্চৈঃস্বরে,
অবশ আনন্দ ভরে,
হরে কৃষ্ণ হরে হরে,
রাম রাম হরে গোবিন্দ।

কর্ম্ম-কঠোর দক্ষানুশাসন প্রখর কর্ম্মরত,
ঘর্ম্ম-আক্ত-কলেবর সিক্ত কিশোর দক্ষসুত,
সঙ্গীত কর্ণে পশিল যেমনে মথিল হৃদি বিভোল,
কোন এ সুরে গাহিছে কে বারে-তন্দ্রিত চিত কল্লোল;
আবেশে মূর্চ্ছা ভুলে যজ্ঞ অর্চ্চা-চর্চ্চা বহিরিন্দ্রিয়ের,
মন যায় কোথা ভুলে সব ব্যথা ভূমি নিত্য আনন্দের।
দুই কর জুড়ি কর্ম্মপাশ ছিঁড়ি দাঁড়ালো নারদ আগ,
কে আপনি দরশন দানি জাগালে মহাভাগ ?
শ্রদ্ধাকুল শতদলতুল—হেরিয়া বাল ছবি.
প্রেমোজ্জ্বল আঁখি ছলছল বিহ্বল দেব কবি ;
শোন বৎস—পিতৃ-স্নেহ-উৎস—পিতৃব্য আমি সবার,
নারদ নামে খ্যাত ধরাধামে কর্ত্তব্য, নাম প্রচার।
জগভরি বাছা তোমাদেরি অনুপম লাবণি
খ্যাতি শুনি,—আসিনু বাছনি,—দেখিয়া ধন্য মানি,
অপরূপ—নেহারি রূপ অন্তর তিরপিত,
কিন্তু লিপ্ত সংসার ধর্ম্মে—হেরিয়া তপ্ত চিত ;
পূর্ব্ব জন্মে—সংসার ধর্ম্মে—মজিয়া পেয়েছি তাপ ;
জেনে শুনে ভব দাবারণ্যে কেহ কি প্রবেশে বাপ ?
কিরূপ পিতা মম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুঝিতে মানিলাম হার ;
কর্ম্ম পাগল—নিজ সুত গলে পরালো সর্পহার !
ব্রহ্মার সৃষ্টি—তিনি রাখুন দৃষ্টি—পুত্তলী কেন হবো ?
কষ্ট ভরা বোঝাগুলি ধরার বাড়াতে কেন যাবো ?

তুমি বা কে,—এলে কোথা থেকে—চলিয়া যাবে কোথা ?
না ভাবিলে—কাম্য কর্ম্ম নিলে—জনম বীজ যথা।
দিব্য চক্ষে ভাবী দশা হেরি—পড়িবি ঘোর পাকে
কর্ম্ম কিবা—কেবা বল পিতা—মরণে ঠেকাবে কে ?

শয্যাপাটে কি লাভ ঘটিবে পল্যাঙ্ক স্বর্ণখাটে ?
জীবন নাট্যের শেষাঙ্কে যখন, প্রাণ বসিবে পাটে ?
পেয়ে জীবন ভজরে নারায়ণ—বিরাজেন সর্ব্বঘটে,
শৈশব হোতে হবেরে সাধিতে সাধন চিত্তপটে ;

সাঝের বেলায় বিকোয় কি কখনো পসরা ভাঙ্গা হাটে ?
রিক্ত হস্তে বোঝা মাথে পুনঃ ফিরিবে শূন্য বাটে।
কর্ম্ম ভারে মরিবি কেনরে মানব জন্ম লভি ?
দূরে ফেলি ক্লেশ-কর্ম্ম-কেলি, ছুটে যাও হরি ভজি।

পরমানন্দ হেমমকরন্দ ঝরিবে, গলি গলি ;
গুণগুণ স্বরে হরি গুণ গাওরে অমৃত পানে বলী।
কর্ম্ম যতই করিবি ততই দৃঢ় হইবে পাশ,
মোহ গর্ত্তে টানিয়া ফেলিবে হইবে সর্ব্বনাশ।

মূঢ়, ক্ষিপ্ত কাম বেত্রাঘাতে ছুটিছে পশুভাবে,
নরনারী, বিবেক-বিহীন, দুঃখসাগরে ডোবে।
কাম্য তব এই কি মানবক লভিবি পশুগতি
জানিবে না-কি মধুর আস্বাদ মুকুন্দ পদে রতি ?

শুনিয়া নারদ গান, বিগলিত শিশুপ্রাণ,
দ্রবীভূত, বিষ্ণু যথা শিব গানে ;
ব্রহ্মগঙ্গাপ্লুত হৃদি, দুই নেত্র গোমুখী ভেদি
বহাইল গণ্ডবাহী অশ্রুবানে ;

পাইয়া সে প্রেমাস্বাদ, জগত হইল বিস্বাদ,
পূরিত চিত, অনাস্বাদিত সুখে ;
ছুটে গেল কর্ম্মে রুচি, কর্ম্মে বোধ ঘোর অশুচি,
জগতের সুখ যত অনুবিদ্ধ দুখে ;

অংসালম্বী কেশগুচ্ছ, কৃষ্ণ জিনি কাকপুচ্ছ,
লোটাইল ঋষিপদ কোকনদে ;
মুছাইলা ধীরে ধীরে সিক্ত করি অশ্রুনীরে
গদগদ ভাষে বলে, "রাখো পদে,

কেটে দাও গো ভবপাশ, নিয়ে চলো তব পাশ,
ব্রহ্মপ্রেমামৃত পিয়াও অনুদিন ;
মৃত্যু-গণ্ডি এড়াইব, ব্রহ্মপুরবাসী হবো
অমর হইব হবো বিষ্ণুপদে লীন ।"

তীব্র বৈরাগ্য ভাস্কর, সংসার-তিমিরহর,
উদিল কিশোর হৃদয় কন্দরে ;
তরুণ অরুণ দ্যুতি বৈজয়ন্তী জ্যোতিষ্মতী,
অলক্ষিত দেব কোন পরাল কন্ধরে ;

শোভা অনির্ব্বচনীয় স্বমহিমা কমনীয়,
মোহিনী প্রকৃতি আজ পরাজয়ে ক্ষুণ্ণ।
উল্লসিত সাধুকুল, ব্রহ্মর্ষি মহর্ষিকুল,
ওঠে রব জয়তু নারদ ধন্য ধন্য ;
কোটী কোটী নর মাঝে, একটীও যদি সাজে
মায়া মোচন পথে করে জয় যাত্রা ;
তপঃ সত্য ব্রহ্মলোকে হৃষ্ট, আনন্দ পুলকে,
নর্ত্তন নন্দিত ঋষি অধিমাত্রা।

দক্ষ-নারদ দ্বন্দ্ব

যত প্রজা সৃজে দক্ষ, কোরে কত কষ্ট
কর্ম্মনাশা নারদ করে পুনঃ পুনঃ নষ্ট ;
বার বার ব্যর্থকাম দক্ষ অতি রুষ্ট,
উতরিল আশ্রমে তাঁর বোলতে কিছু স্পষ্ট।
আস্তে ব্যস্তে নারদ ঠাকুর, ব্যস্ত সমস্ত,
অভ্যর্থনা করে ভ্রাতায় হোয়ে জোড় হস্ত ;
জানেন সব অন্তর্যামী নষ্টামির সর্দ্দার,
অন্তঃ হাসি, মুখে ভালমানুষী ব্যাভার।
ওহো কি সৌভাগ্য আমার, আহা কি সৌভাগ্য !
মোর কুঁড়েতে রাজ অতিথি, আজকে পূর্ণ যজ্ঞ।
ওরে ছেলেরা কোথায় আছিস নিয়ে আয় পা ধোবার জল,
সঙ্গে গাড়ু গামছা পিঁড়ি, গরীবের যা আছে সম্বল ;

ভালো করে দে ধুইয়ে চরণ, ভক্তি ভরে কররে গড়,
ভক্তিতেই তুষ্ট দাদা বাইরের জিনিষ চাননা বড় ;
পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ "পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।"
ভারী দামী, শ্লোকটা মানি, শেখালেন যা দাদামণি,
প্রত্যক্ষ ফল, হাতে হাতে, দেখতে পাবেন এই এক্ষুণি।
ছেলে কটি যে কি চমৎকার বোলতে আমি হার মানি,
সাক্ষাৎ দেখলে নিজেই বোলবেন, ধন্য পিতা দক্ষ মুনি।
"থাক্! থাক্! থাক! ঢের হয়েছে," দক্ষ কয় ফুলে রাগে,
"বাজে কথার লোক নই হে ভায়া, কাজের কথা শোনো আগে
তোমার মত বোসে বোসে খেতুম যদি রসে কসে,
পরের সঙ্গে অনায়াসে মজতুম্ বীণা সঙ্গীত রসে ;
গড়তুম তবে তোমার মতন, হালকা কথার সূতোর খেই
আমি শুধু কর্ম্ম চাই, বাজে ফচকিমির সময় নেই।
পা ধোয়ার নাইকো প্রয়োজন, জলযোগের বা আয়োজন,
গণ্ডগোল যে কোরলে সৃজন, তারি কৈফিয়ৎ প্রয়োজন ;
কৃচ্ছ-সাধ্য ব্রত ফলে, পিতা বিধাতা আদেশে,
আর্য্য সুশ্রী প্রজা সৃষ্টি কৈনু আমি কত ক্লেশে।
কি সাহসে, কোন বিচারে, বল আমি শুনতে চাই ;
ফুলের মতন শিশুগুলি চুরি কোরে আনলে তাই।"
নারদ বলেন, "দাদা কেন মিছে করেন চটাচটি,
তুচ্ছ কথা নিয়ে কুচ্ছ কোচ্ছেন অত ঘাঁটাঘাঁটি।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না চোর পড়ে ধরা ;
প্রাজ্ঞের উক্তি, পড়ে ধরা. নিতান্ত যে গো-বেচারা,
বোকা চোর যে যায় গারদে, চালাক যে বসে রাজ পদে
এ কথার জাজ্বল্য প্রমাণ, মিলবে বিজ্ঞান ও বেদে।
চৌর্য্য বিদ্যায় দাদা ওস্তাদ, আমি তো করি সাক্‌রেদী,
তাইতেই না আজ রাজা দক্ষ, নারদ ফকির বেদে রদী।
ব্রহ্মার সঙ্গে করে ষড়, ধর্ম্ম কর্ম্মের ভাওতা দিয়ে,
শুদ্ধসত্ত্ব শিশুগুলির দিচ্ছিলে তো মাথা খেয়ে।
নিজে ম'জে করলে নিজের পরকালটি ঝরঝরে,
এদেরো টানছিলে দলে পিতা দাবীর অহঙ্কারে।
কে কার পিতা, কে কার মাতা, আত্মা একই অবিনশ্বর,
ছদ্মবেশে আছেন প্রভু ভিন্ন ভিন্ন কলেবর ;
আচ্ছা ! এক ইন্দ্র যে 'পুরুরূপ মায়য়া ঈয়তে,'
এ কথা তো স্পষ্ট উক্ত তোমারি মান্য শ্রুতিতে ?
এ তত্ত্বট কোচ্ছিলে গাপ ! কর্ম্মের ধামা চাপা দিয়ে,
তোমার চেয়ে কি দাগাবাজ আমি, সেই ধামা সরিয়ে ?
আমার চুরি দিন দুপুরে, নেইকো সেথায় ঢাকাঢাকি ;
আর তোমার চুরি অন্ধকারে অবিদ্যার ধাপ্পা ফাঁকি।"
"চুপ ! চুপ ! চুপ ! মূর্খ নারদ ! করিস নে পণ্ডিতী বাজী,
বাটপাড়, বেহায়া হদ্দ, কপচান বুলি সাধু সাজি !
শ্লোক আওড়াচ্ছিস্ বেদ থেকে যে ঈশা শ্রুতির প্রথম শ্লোক কি ?
তোর গুবরে মাথা ঝেকে একবার, মনে ক'রে দেখ দেখি,

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং" ।
যা কিছু নশ্বর জগতে সব ঢাক্‌বে দিয়ে ঈশ্বর
তাঁর দেওয়া ধন কোরবে ভোগ পরের ধনে দিসনে নজর ।
"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মানি জীজীবীষেচ্ছতং সমাঃ",
এই সংসারে কর্ম্ম কোরে হবে শতবর্ষ প্রমাই ।
সোজাসুজি বোঝো নারে এই কথাটির অর্থ আসল,
বেদ মানা ভণ্ডামি শুধু নিজের মতটা কোর্ত্তে প্রবল ;
এই বিদ্যেয় দেবর্ষি হলি, কর্চ্ছিস আবার ঠাকুরালী ?
গৃহীর অন্নে পুষ্ট দেহ, নিন্দে করিস গেরস্থালী,
বেদের কথা ছেড়ে দিয়ে বুঝিস্ নাকি মোটামুটী
স্রষ্টা কেন নিরমিল করণ সংঘাত পরিপাটী ?
কেন বা ইন্দ্রিয় দৃশ্য ভোগ্য কেন সংখ্যাতীত ?
বাসনা কামনা ভোক্তা কেন হেরি শত শত ?
সৃষ্টি কেন তন্তু কুটিল, জটিল মানব মস্তিষ্ক,
নিত্য কর্ম্ম চিন্তাশীল ইন্দ্রিয়গ্রাম জ্যোতিষ্ক ?
কেন এত বাঁচিবার সাধ কেন মরণে অরতি
ত্যাগী, ভোগী, উভয়েরি, এর করেছো কি সংগতি ?
কর করিবার দরকার কিবা যদি না রয় গ্রাহ্য কার্য্য,
চরণ সৃজন কি প্রয়োজন যদি নাস্তি চর্য্যাচর্য্য ?
মন গড়লেন কেন বিধি নাই যদি রয় মন্তব্য ?
শ্রোত্র নেত্রের স্ফুর্ত্তি কোথা বিনা শ্রোতব্য দ্রষ্টব্য ?

অকস্মার বা মৃত্যু কেন কর্ম্মঠের জয় জগতে,
নিরিন্দ্রিয়ের নিন্দা কেন পুষ্টেন্দ্রিয় কেন জেতে ?
হাসি মুখে বলেন নারদ, "কেন দাদা যাও তেঁতে ?
দুটো কথা শোনো আমার একটু ঠাণ্ডা মাথাতে ;
যত কেন কেন কোল্লে, সব কেনরই নাই প্রত্যুত্তর,
কথা কাটাকাটি মাত্র, তর্ক বাড়ে উত্তরোত্তর।
সব কেনরই উল্টো কেন, তার্কিক মাত্রের মাথায় আসে ;
উল্টোপাল্টা 'কেন' নইলে জগৎ তবে চোলবে কিসে ?
ছোট্ট একটা মাথায় যদি সারা কেনর হয় সমাবেশ,
বেশী নয়, দিন দুইয়ের ভিতর, ধর্ত্তে হবে পাগল বেশ।
এক একটা মানুষের ভিতর, এক একরূপে, অন্তর্যামী,
বিহরেন আনন্দ ভরে, বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকামী।
তোমার ধী প্রবৃত্তিময়ী, নিবৃত্তিমুখী ধী আমার ;
এতো বিধাতারই গড়ন, কে জানে জিৎ হার কাহার।
এত 'কেন' জিজ্ঞাসিলে, পড়ো নাই কি উপনিষদ ?
ত্যাগের কথা শোনো নাই কি, যাও নাই কি জ্ঞানী সংসদ ?
'নৈষা মতি তর্কেনাপনীয়া', তর্কে পায় না এই মতি ;
শোনো নাই কি এই সদুক্তি, বলে গেছেন কঠ-শ্রুতি ?
এত জায়গায় তো আমি যাই, সর্ব্বত্র হরিনাম বিলাই ;
সবাই তো কান দেয়না নামে, কেন শোনে শুধু এরাই ?
অনেক পুণ্যের ফলে, জনম মনুষ্য কুলে,
দক্ষ বংশে, ভারতবর্ষে, যার তার ভাগ্যে সে কি মেলে ?

স্বভাবতঃ শুদ্ধ মতি, সমাধিতে সহজ রতি,
শ্রুতমাত্র চিত্তপটে অঙ্কিত বিষ্ণু মূরতি।
অমৃত ফল পেলে বল, নিম্ব ফলে হয় কি রুচি ?
গঙ্গা জল পেলে কি কেউ, পল্বলের জল মানে শুচি ?
দুঃখু কোরোনা দাদা দক্ষ! অনেক পুণ্যে পেলে ছেলে,
ঊর্দ্ধ অধঃ চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধারিবে তপোবলে।"

গান—রামপ্রসাদী সুর।

দাদা! তোমার ভ্রম গেল না;
দুটো চোখ থাকতে কেন হোলে গো এক চোখো কানা ?
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নামা, জীব বিহঙ্গের দুইটি ডানা,
দুই পাখাতে ভর কোরে তাই, চল্‌ছে বিধির সৃষ্টিখানা।
নিবৃত্তিরে ছাট্ দিতে চাও, এিকি তোমার বিষম বায়না ?
খানায় পোড়ে খুন হবে যে, জেনেও কি ভাই তাই জানোনা।
জগৎ জুড়ে নাম রটেছে, দক্ষরাজা ভারী সেয়ানা,
অতি সেয়ানার গলায় দড়ি, প্রবাদটা কি নাইকো জানা ?

যত কথা বলে নারদ, দক্ষহৃদে পায়না স্থান,
অভিমান অর্গল বদ্ধ চিত্তদ্বার আজ সম পাষাণ।
"শুনতে চাইনা তোমার কথা, মনে যা পেয়েছি ব্যথা
নিঃশ্বাসিছে অহরহঃ, সর্প সম তুলে মাথা;
না দংশি পুত্রঘাতীরে নেউটিবে না সে ঘরে;
উত্তেজিত হৃদিতল, শান্ত কভু হবে নারে।

অনভিজ্ঞ শিশুগুলি যেন রে চম্পক কলি,
কত শ্রমে কৈনু চয়ন, সাজাব উদ্যান আলি ;
ফুটিবে সৌন্দর্য্যে ভরা, ছুটিবে সৌরভ অমল,
গুঞ্জরি আকুল অলি আঘ্রাণিবে সে পরিমল।
সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য সম্পদে, বীর্য্য অপরাজেয়,
জীবন সংগ্রাম দক্ষ, জ্ঞাত হেয় উপাদেয়,
ইন্দ্রিয় সুখ তীব্রতা আস্বাদন লব্ধ জ্ঞান,
প্রকৃতি পরীক্ষোত্তীর্ণ, দারগ্রাহী পটীয়ান,
জাগতিক সুখ দুঃখ মহৎ, ভুঞ্জিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে,
সুপক্ক মন মস্তিষ্কের পেশী সূক্ষ্ম দৃঢ় হবে ;
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ সাধন দেহ,
ত্রিবর্গ ভোগান্তে সুখে হইবে মুক্ত বিদেহ ;
হেন কত আশা সৌধ, গড়েছিনু চিতে মোর ;
ভ্রাতা হ'য়ে চূর্ণ কৈলি, সবি ওরে পুত্র চোর।
অকৃতদার অপুত্রক জাননা রে পুত্র জ্বালা,
পরের পুত্র কেড়ে নিয়ে চালাচ্ছ বৈরাগ্য লীলা।"

গান   সুর—ঝিঁঝিট—খাম্বাজ

তুমি কি বুঝিবে নারদ ! পিতার হৃদি বেদনা ?
অপার পিতার স্নেহ নিজে কভু জানিলে না।
কত পুণ্যে হয় সুপুত্র, মেধাবী পূত চরিত্র,
বলিষ্ঠ প্রতিভা পাত্র আদর্শ পিতৃকামনা।

নিজ যশঃ পুণ্য যত, পুত্রে করি সমাহিত,
কৃতকৃত্য পিতৃচিত, আনন্দিত নির্ব্বাসনা ॥
করি কত ব্রত ধ্যান, বিপ্র লভে সুসন্তান,
সর্ব্বসুখ প্রতিষ্ঠান, জাতক ইষ্টিভাবনা।
শোধিবারে পিতৃঋণ, জপিয়াছি নিশিদিন,
দীননাথ দিল দিন, শুনিল মম প্রার্থনা ॥
দিল মোরে যোগ্যপুত্র, প্রোজ্জ্বল-মতি পবিত্র,
দৃঢ় ব্রহ্ম বংশ সূত্র, করিতে হেথা স্থাপনা।
হেন পুত্রে কেড়ে নিলি, শোক অগ্নি জ্বালাইলি,
দিবা নিশি দুঃখে জ্বলি, বিষম বুকে বেদনা ॥

বলিতে বলিতে ভীষণ ক্রোধে, উন্মত রাজা দক্ষ,
জীবিত পুত্র বিদ্রোহ দুঃখে, সন্তাপিত পিতৃ-বক্ষ ;
বদন মণ্ডল, আরক্তিম ঘোর, স্ফুলিঙ্গ নেত্র বরিষে ;
উষ্ণ অশ্রুজল, বাহি গণ্ডতল, গৈরিক নিঃস্রব ঝরিছে ;
"থাকো হে সাক্ষী-গগন মণ্ডল ! পেয়েছি তীব্র মনস্তাপ,
নিবেনা সন্তাপ, বিনা প্রতিতাপ, নারদে দিব অভিশাপ।
কনিষ্ঠ নারদ, প্রিয়তম মোর, দেখিলে আইসে স্নেহ,
তথাপি শাস্তি দিব প্রশস্ত, ঘুচাব সন্ন্যাস লেহ।
যেখানেই যাবে শান্তি না পাইবে স্থির না রহিবে এক ঠাঁই,
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা ও পুত্রে, কলহ বাধাবে সদাই।"

এত বলি দক্ষ রাজা ফেরে ত্রস্ত পদে ;
আশু বাড়ি, নারদ মুনি, ধরে ক্ষিপ্র পদে।
"রাগ কোল্লে, বেশ কোল্লে. শেষে শাপটাও ছেড়ে দিলে,
চুকে বুকে গেল তো সব, আর কত রাগ চলে ?
চণ্ডালটা তো, মাথা থেকে নেবে গেছে এখন ?
ঠাণ্ডা হয়ে, হাত মুখ ধুয়ে, জলটল কর গ্রহণ।
রাগের মাথায়, ফের যদি, দিবা দ্বিপ্রহরে,
নেহাৎ কেলেঙ্কারী হবে, অখ্যাতি জগৎ জুড়ে।
অকল্যাণ হবে আমাদের, মোটেই ভাল নয় সেটা ;
মাথা খাও, খেয়ে যাও দাদা, মুছে ফেল রাগটা,
দেবতার ক্রোধ যে বরের সমান, আজ দাদা তাই ঠেক্‌চে ;
গর্জ্জালে তো হাতীর সমান, বর্ষালে তো নল্‌চে।
শাপটা যা ঝাড়লে দাদা, মনে হয় বর দিলে,
নারদ আবার শান্ত শিষ্ট, স্থাং স্থিং স্থির, কোন কালে ?
পাগলকে সাকো নাড়তে মানা করা যেমন,
আমাকে স্থির হোতে বলা, ঠিক যেন তেমন ;
এখনি যেন সুড় সুড় সুড়, কচ্ছে আমার পাটা,
বলতো ভাই আনতে বলি বাহন ঢেঁকি গাছটা ?
ঢুভাইয়েতে চ'ড়ে একবার যাই বউদির কাছে,
ভালমন্দ খেয়ে আসি, প্রাণটা যাতে বাঁচে।"
নারদের কথা শুনি দক্ষ হোলো জল
কিছুতেই চটেনা যে, রাগ সেথা নিষ্ফল।

পুত্রগণ আসি সবে দক্ষ পদে নমে ;
আঘ্রাণি মস্তক সবার, সবে দক্ষ চুমে ;
বাৎসল্য রসে পূর্ণ, দক্ষ শান্ত মনে,
নারদ সংস্পর্শ শুদ্ধ ফিরিল ভবনে।

সতীর জন্ম ও বিবাহ

সতীর স্বরূপ কিবা আর জন্ম বিবরণ,
দেবী ভাগবতে আছে বিস্তৃত বর্ণন।
সেই কথা সংক্ষেপেতে কহিব এবার
তৎপরে যাইব শ্রীমদ্ ভাগবত দরবার।
হালাহল নামে খ্যাত দানব নিকর,
ব্রহ্মা বর লাভে হোলো বীর্য্যের আকর।
দর্প ভরে আক্রমিল বৈকুণ্ঠ কৈলাস ;
বিষ্ণু শিব যুদ্ধ করে ত্রিলোক সন্ত্রাস।
ষাট সহস্র বৎসর ঘোর যুদ্ধ পর,
বিনষ্ট দানব চমূ, প্রাণী পীড়াকর।
শিব, বিষ্ণু গর্ব্ব করে শক্তির নিকট,
তাঁহাদের বীর্য্যে হত, দৈত্য বিকট।
স্বঃ স্বঃ শক্তি গৌরী লক্ষ্মী জানে তা উভে,
দৈত্য নিহত শুধু শক্তির প্রভাবে ;

বৃথা গর্ব্ব হেরি দোঁহে হাসে কপট হাস্য ;
শিব বিষ্ণু গঞ্জে দোঁহে, হোয়ে উপহাস্য।
লজ্জিতা শকতিদ্বয় ত্যজিলা উভয়ে ;
ক্ষিপ্ত প্রায় হরি হর, শক্তি হারা হোয়ে।
সৃষ্টি নষ্ট প্রায় হেরি, পরাশক্তি কোপে,
পুত্রে আদেশিল ব্রহ্মা আচরিতে তপে।
দক্ষাদি মানস পুত্র হিমালয় তটে,
ভুবনেশী মন্ত্র জপে, ভাবে চিত্ত পটে।

গান

দক্ষের গান—প্রসাদী সুর

বল মা দেখা দিবি কিনা,
কতকাল আর সয় যাতনা।

দর্শন, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র কত হোলো আলোচনা
পরের মুখে ঝাল খেয়ে মা, প্রাণের তৃষ্ণা কৈ মিটেনা
জন্মের পর যে জন্ম আছে, আছে শুধু কথা শোনা,
শুধু কথায় মন মানেনা, নিজের অনুভূতি বিনা।
আশা-বাসা বানালাম কত, করিলাম নানা কারখানা
সকলি যে পিছলে গেলো, ভাঙ্‌লো সুখের কল্পনা।
কল্পনাতে আর কত কাল পাব গো বল সান্ত্বনা,
কত যুগ মা বয়ে গেল, আর কত দিবে বেদনা।

নৈরাশ্য আর সৈতে নারি, ঘুচিয়ে দেও এ গঞ্জনা।
দরশন দানে নিরাস কর সংশয় যন্ত্রণা।
দূর করে দাও ক্ষুদ্র দৃষ্টি, আয়ু মাত্র যার সীমানা।
খুলে দাও তৃতীয় (চৈতন্য) নেত্র, হেরবো মায়ের ঠিক ঠিকানা
হৃদ্ মন্দিরে জ্ঞানের আলো, জন্মের মত জ্বেলে দাও না,
সতীরূপে থাকো জুড়ে, কন্যা পরম শোভনা।

লক্ষ বর্ষ ধ্যান অন্তে দেবী আবির্ভূতা,
ত্রিনয়না চিন্ময়ী করুণা আপ্লুতা ;
বর মানিল সবে, মাতার নিকটে,
বিষ্ণুর লক্ষ্মী, শিবের'গৌরী, যেন লাভ ঘটে
দক্ষ বলে পুনর্ব্বার করি জোড়পাণি
মম কুলে জন্ম লহ পরম ঈশানী।
তপঃ ফলে হরিহর গর্ব্ব বিরহিত,
স্ব স্ব কর্ম্মে পুনঃ শক্ত, অম্বিকা আশ্রিত।
পরতেজঃ স্বরূপিণী পরা শক্তি দেবী
আলোকিল দক্ষ গৃহ যেন ঊষা রবি ;
পরব্রহ্মময়ী সত্য স্বরূপিণী জানি,
সতী নাম রাখে যত তত্ত্ব-জ্ঞানী মুনি।
জন্ম মৃত্যু নিবারণ জনম মঙ্গলা,
জন্ম মাত্র সর্ব্বত্র মঙ্গল আনিলা,

বিমলাত্মা সাধু জন মানস প্রসন্ন,
হর্ষ উদ্বেলিত যত সরিৎ বিভিন্ন।
প্রজাপতি দক্ষ তাঁরে, মহাদেবে দিলা,
মহেশ্বর শক্তি সতী মহেশে মিলিলা।
অতঃপর শিব প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চার,
ঘটিল বিষম হৃদে শ্রীদক্ষ রাজার ;
নির্দ্দেশে কারণ তার দেবী-ভাগবত কার ;
সর্ব্ব-পাপ মূলান্বেষী মেধাবী পুরাণকার।
তপস্বী দুর্ব্বাসা ঋষি, মায়াবীজ জপি,
প্রসাদিলা ঈশানীরে কায়মন স পি।
সুপ্রসন্না সুরেশ্বরী দিল তারে মালা,
মস্তকে প্রসাদী মালা, দক্ষ গৃহে গেলা।
আনন্দ-বিহ্বল ঋষি, সতী পায়ে পড়ে
দুনয়নে বহে বারি নমে বারে বারে।

দুর্ব্বাসার গান—কীর্ত্তন একতালা

ওগো কুমারি, মাগো মরি মরি, চলেছে কে মনোহারিণি,
(তোমার) নূপুর ঝঙ্কারে, গভীর ওঙ্কারে, তুলিল মোহন ধ্বনি।
শব্দ ব্রহ্ম যে, শুনেছি পুরাণে, কভু অনুভব করি নাই প্রাণে,
(তোমার) নূপুরের ধ্বনি, পশিয়া শ্রবণে, বুঝালো মরম বাণী ॥
(তব) চরণ মঞ্জীর, কহিল কি কথা, প্রাণে জাগাইল কি স্পন্দন ব্যথা
(আমার) গেলো বুক ভরি বলিতে না পারি, শিঞ্জিনী রণন কাহিনী ॥

(তব) চরণ কমল, অতি সুকোমল, করিল শীতল, তাপিত পরাণি,
বক্ষেতে চাপিয়া, অশ্রুতে ধুইয়া, রাখিব চরণ দুখানি ॥
বল, বল, মাতা, তুমি কার সুতা, কার পুণ্যবলে এলে তুমি হেথা,
কেবা তব পিতা, কোথা সেই মাতা, জঠরে ধরিল তারিণী ॥
যাহার সন্ধানে, উনমত প্রাণে, ছুটি বনে বনে, সকল ধরণী,
(আজ) মোরে প্রসাদিতে, কুমারী রূপেতে, উদিলে হরের ঘরণী ॥
(আমার) মনের বেদনা, কেহতো বোঝে না, দুর্ব্বাসা কি চাহে
কেহ তো জানে না।
ক্রোধ সম্বল, দুর্ব্বাসা পাগল, ঘুষিল সারা অবনী ॥
চিরদিনের আমার জ্বলন্ত সাধনা, বুভুক্ষিত প্রাণের ক্ষিপ্ত কামনা,
মানবী রূপেতে দর্শন বাসনা, মিটালে সারদা জননী ॥
(আমার) এত দিনের আশা, সব মিটে গেল, অনন্ত জীবনের
প্রশ্ন ফুরাইল,
মা যে আমারে নিজে দেখা দিল, হইয়ে মানবীরূপিণী ॥
প্রাণ জুড়াইল, প্রাণ জুড়াইল, কোটী জন্মের তপ আজি সিদ্ধ হইল,
তপঃ কর্ম্মাকর্ম্ম সব ফুরাইল, ভরিল হৃদয় হ্লাদিনী ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম আজ সব দূরে ফেলে দুটি বাহু তুলে, মা মা মা বোলে,
প্রেমানন্দে গ'লে নাচি তালে তালে, ঘিরিয়া প্রাণের জননী ॥
(পাইয়া হারাণো জননী ॥

মালার বৃত্তান্ত শুনি দুর্ব্বাসার কাছে,
ভক্তিভরে প্রজাপতি নিল মালা যেচে।

শক্তি ভক্তে অদেয় যে কিছু নাই জগতে,
শাক্তানন্দ অভিষিক্ত ভাবে ঋষি চিতে।
প্রসাদী মালার মান্য দক্ষ না রাখিল,
মনোহর গন্ধামোদে পাপ আচরিল।
পাপ কর্ম্ম নিবন্ধন কালিমা সঞ্চার,
শিব সতী প্রতি করে দ্বেষ ব্যবহার।
অতঃপর বিদ্বেষের বিপাক ভীষণ,
শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে বিশদ বর্ণন।

দক্ষের ঔদ্ধত্য ও শিবগ্লানি

মৈত্রেয়ে সুধালো বিদুর, "হে ব্রহ্মন্! করি নিবেদন,
দুহিতৃ বৎসল দক্ষ প্রজাপতি, কি কারণ
স্বীয় প্রিয়া কন্যা সতী; তারে করি অনাদর,
দ্বেষ কৈলা ভগবান ভবে, শ্রেষ্ঠ শালে ভবের ভিতর?
চরাচর গুরু মহাদেব, কাহারও নন বিদ্বেষযোগ্য;
আত্মরতি, দেহে তাঁর বিরাজে শান্তি আরোগ্য।
ঈদৃশ মহানুভবে, দ্বেষ ঘটে কি নিমিত্ত?
যা'র লাগি সতী কৈল দুস্ত্যজ প্রাণ স্বয়ং ত্যক্ত?"
মৈত্রেয় কহিল "বিদুর! "অবধান কর হে কারণ,
যার লাগি প্রজ্বলিত দক্ষ কোপ হুতাশন!

হিরণ্যগর্ভ মানস প্রভব-অন্বিত মহৎ প্রভাব,
সার্ব্বভৌম, মহাব্রতধারী অদভুত-কর্ম্ম-স্বভাব,
উগ্রতেজা বিশ্বস্রষ্টা যত, আরম্ভিল যজ্ঞ মহান্ ;
দেববৃন্দ, অগ্নিগণ সঙ্গে, সানুচর মুনি শ্রীমান্।
সম্মিলিত মহাসম্মেলনে একত্রিত পুরাকালে।
স্বতেজ দীপ্ত, ভাস্কর যেন, প্রবেশিল হেন কালে,
প্রজাপতি, দক্ষ মহামতি, প্রদীপ্ত অঙ্গপ্রভায় ;
সব অন্ধকারে, অপনীত দূরে, কৈল বিরাট সভায়।
দর্শন মাত্র, সভাসদ্ যত ত্যজিলা স্ব স্ব আসন,
সসম্ভ্রমে, উঠি দণ্ডমান করিল অভিবাদন।
সমুজ্জ্বল অঙ্গপ্রভায় আলোড়িত সভ্যচিত,
যথোপযুক্ত সৎকার করে সবে, স্বতঃ প্রণোদিত।
দক্ষ জয় জয়ধ্বনি সম্ভাষণে মুখরিত সভাতল,
বেদ কর্ম্ম-আচারে অগ্রণী ব্যবস্থাপক মহাবল।
শিব আর ব্রহ্মা, রহিলেন স্থির, নিজাসনে উপবিষ্ট।
লোক গুরু, ব্রহ্মারে প্রণমি, আচরি আচার শিষ্ট,
নিয়ে তার আজ্ঞা, আসনে বৈসে কর্ম্ম অভিমানারূঢ় ;
কর্ম্মসাফল্য-বর্দ্ধিত-স্পর্দ্ধা, অভ্যস্ত গহন রূঢ়।
দক্ষোপবেশন পূর্ব্বাবধি, আসন আসীন শঙ্কর ;
উচ্চাবচ আচার স্থাপক দক্ষ, অসহ্য অনাদর ;
ভ্রুকুটী কুটিল, অগ্নি-বরষী লোচনদ্বয় বক্র করি,
শিবপানে চাহি, অঙ্গ দহি যেন বর্ষে উষ্ণ বাক্যবারি।

"শোনো হে মহর্ষিগণ ! শোনো দেবগণ ! অগ্নিগণ শোনো।
করিব হে আমি আজ সাধু পুরুষগণ চরিত্র বর্ণন।
অজ্ঞান বা মাৎসর্য্য বশে কহিব না, বলিব যথার্থ ;
শিব নির্লজ্জ অতি, লোকপাল যশোনাশী অপদার্থ।
উচিত কার্য্য তাজি, দূষিল এ সাধুজন আচরিত পথ ;
মর্কট লোচন মূঢ়, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সমক্ষে করি শপথ,
সাবিত্রী তুল্যা মোর বালা, হরিণীনেত্রা দুহিতার,
গ্রহণ কৈলা পাণি ; সেই হেতু, শিষ্যদৃশ হইল আমার।
কিন্তু, দেখিলে কি আচরণ ইহার ? শিষ্ট বিগর্হিত ?
প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন, ছিল করা এর আমারে উচিত ;
কিন্তু মূঢ় না কৈল উচিত সম্মান মোরে, একটি কথাও বলি ;
অহো মম কি দুর্ভাগ্য ! ক্রিয়া কলাপ দিলা জলাঞ্জলি ;
মানাপমান সমান ইহার, না জানে শৌচ মর্য্যাদা কিবা ;
না ছিল ইচ্ছা কখনও সতীরে, ইহারে দিতে বিভা ;
শূদ্রে বেদ বাণী যথা, তেমতি দিয়েছি কন্যা এরে।
এই অভাগাটার কর্ম্ম কি জানেন ? উলঙ্গ হইয়া ফেরে
ভয়ঙ্কর ভূত প্রেত সনে ; কভু হাসে, কভু কাঁদে এটা,
শ্মশানে শ্মশানে ফেরে, উন্মত্তের মত, শিরে জটা
আলুথালু চারি ভিতে, চিতা ভস্মে হয় এর স্নান ;
গলায় প্রেতের মালা, শবাস্থি ভূষণ, সর্ব্বদা মাদক পান ;
নাম বটে শিব, বস্তুত: অশিব, নিজে মত্ত-জন প্রিয়,
তমোময় প্রমথনাথবর্গ অধিপতি, এ অক্রিয় ;

উন্মাদ নামক ভূতের রাজা, সর্ব্বদাই অশুচি দুষ্ট চিত্ত ;
ওহো কি পরিতাপ ! হেন অধমে, দিনু সতী অপত্য ;
ব্রহ্মা আজ্ঞা পালনার্থ শুধু, করিলাম এ হেন কাজ।
জঘন্য, বীভৎস, ঘৃণ্য ; জামাতা বলিতে, লোকে পাই লাজ।”
শুনিলেন মহেশ্বর সব, নহিলেন রুষ্ট বা উদ্বিগ্ন ;
নিরন্তর, মহা জলধি সম, শান্ত, মহাভাব মগ্ন,
সভা মাঝে রহিলেন যথাবৎ বসি, সমভাবে, স্থির।
উপেক্ষা বৃশ্চিক দংশন জ্বালায়, দক্ষ অধিক অধীর।
নিন্দিয়া শুধু হোলোনা ক্ষান্ত, দীপ্ত ক্রোধে পরশি জল,
শাপিল মহেশে, সৃজিল জগতে, ভয়ঙ্কর অমঙ্গল।
উঠিল নারদ, বশিষ্ঠ মরীচি অত্রি ও অঙ্গিরা,
কর কি কর কি দক্ষ ! ছিঃ ! ছিঃ ! চীৎকারি নিষেধে তারা।
না শোনে দক্ষ, কাহারো বারণ, উচ্চারিল শাপ বাণী
“দেবতা যজন কালে, দেবাধম শিব যেন না পায় কখনই
যজ্ঞ ভাগ, ইন্দ্র উপেন্দ্র সঙ্গে।” শাপ দিয়া ক্রোধ ভরে,
ত্যজিয়া সে স্থান, হইল বাহির, গেলা ফিরি নিজ ঘরে।
ভৃগু, পুষা ভগ আদি যত, আচার পক্ষপাতী ব্রাহ্মণ,
দক্ষ কৃত শিব নিন্দা, আনন্দে করে অনুমোদন।

উর্জ্জ তেজস্বী, মহা মনস্বী
শ্রীযুত নন্দীশ্বর,
গিরিশানুচর, শ্রেষ্ঠ যতিবর,
প্রধান পার্শ্বচর :

জটা বিলম্বিত, চরণ চুম্বিত,
বিশাল শূলধর।
ভকত প্রধান, নাহি জানে আন,
বিনা শিবানী হর ;

লোচন আরক্ত, সদা সমাসক্ত,
শঙ্কর গৌরী পদে,
ধ্যান নিমীলিত, নিদ্রিত জাগ্রত,
সম্পদে বা বিপদে ;

বপু সুদীর্ঘ, শিবে দত্ত অর্ঘ্য,
অর্পিত শিব কাজে,
প্রকৃতি বিজেতা, যোগী ঊর্দ্ধরেতা,
শোভিত শৈব সাজে ;

গলে শিরে করে, রুদ্রাক্ষ বিহরে,
ভালে ত্রিপুণ্ড্র রেখা ;
ভস্মাচ্ছাদিত, দেহ অনাবৃত,
প্রকটে তেজ লেখা ;

শিব ধ্যানে চিত, নিরত সতত,
অস্পৃষ্ট কোলাহল রোল ;
নন্দীশ্বর কর্ণ, একটিও বর্ণ
অশ্রুত নিন্দা কল্লোল।

শিব নিন্দা শুনে, যত শিবগণে
উপজে ভীষণ ক্রোধ।
আহত ফণী যেন, শ্বাসে ঘন ঘন,
নাহি মানে উপরোধ।

গণপতি নন্দী পাদপদ্ম বন্দি,
কহিল রুদ্ধশ্বাসে,—
"ধ্যান কর সাঙ্গ. শিবনিদ্রা ভাঙ্গো,
কোন সুখে ধ্যানে বোসে ?

শিবেরে নিন্দিল, শিবেরে শাপিল,
পাপিষ্ঠ রাজা দক্ষ।
বেদাচার পন্থী, কথা রোমন্থী,
ব্রাহ্মণ হোলো তার পক্ষ।

ভোলা মহেশ্বর, মুক্ত দিগম্বর,
উনমত, সদানন্দ
নাহি মনে ক্রোধ, নিন্দা স্তুতি বোধ,
বোঝেনা ভাল মন্দ।

দাদা তুমি থাকিতে, হবে কি সহিতে,
অসহ্য শিব গ্লানি ?
ভ্রাতঃ! দেহ আজ্ঞা, মন্ত্রী দেহ প্রজ্ঞা
তোমারেই গুরু জানি।"

অনুচর বচন, পশি নন্দী শ্রবণ
শিব ধ্যান কৈল ভঙ্গ,
ভাব শিখর হতে, আছাড়ি মহীতে,
করালো মহীসঙ্গ।
পাপ অসহিষ্ণু, ক্রোধরূপী বিষ্ণু,
ধার্ম্মিক তেজ বহ্নি,
উঠিল জ্বলিয়া, দহিবে বলিয়া,
অশিব ধর্ম্মগ্লানি,
স্ফুরিত অধর, কম্পে থর থর,
বিশাল কলেবর,
নেত্র বিঘূর্ণিত, হুতাশ জ্বলিত,
ক্ষোভিত ভৈরববর।
"কি বলিলি ভূতগণ! শিবে অপমান!!
কে করিল পিতা শিবে অপমান?"
গর্জ্জিল নন্দী পুনঃ, মেঘমন্দ্র জিনি,
বল! বল! কে করিল শিবে অপমান?"
বিশ্বস্রষ্টাগণ যজ্ঞে, সমাগত যথা,
সৃষ্টিশীর্ষ, মহা মনীষি মণ্ডল,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরুণ, কুবের, বশিষ্ঠ, নারদ,
কোন্ সে পাষণ্ড আনিল এ অমঙ্গল!
কর্ম্মলিপ্ত ব্রাহ্মণগণ! জ্ঞানহীন নরাধম!
কর্ম্মপশু দক্ষ প্রজাপতি-প্রজা!

কেহ নাহি নিবারিল ছেদিয়া রসনা !

কেহ নাহি দিল উপযুক্ত সাজা !

শোনো রে দ্বিজাধমগণ, নন্দী প্রতিশাপ ;

একমাত্র লক্ষ্য লোককল্যাণ স্থিতি ;

ভগবান ভব কারও, সাধে না অনিষ্ট ;

যে মূঢ়, ভেদদর্শী দক্ষ পক্ষপাতী

শ্রেষ্ঠ মানি তারে, শিবের অনিষ্ট সাধিবে,

পরমার্থ কভু তার সিদ্ধ না হইবে ।

বেদে আছে যে অর্থবাদ, লোকে প্ররোচক যাহা,

প্রজ্ঞা নষ্ট তাহাতেই, সেই অজ্ঞের জানিবে ।

অতএব গ্রাম্য সুখ ক্ষুদ্র, অভিলাষী সে জন,

কূট ধর্ম্মযুক্ত, বহু প্রবঞ্চনাশ্রিত,

পাপ গৃহাশ্রমাসক্ত হইয়া নিয়ত

বিস্তার করুক সারহীন কর্ম্ম যত ।

যত মূঢ়, ভেদদর্শী তোরা না হেরিলি,

বিরাট অভেদরূপী শিবতত্ত্ব কিবা ;

ক্ষুদ্রে, অল্পে, তুচ্ছে, মর্ত্ত্যে, তাইতো মজিলি,

দেহ-মান হেয় অহমে কর সেবা ;

দম্ভ দর্প বেড়েছে তাই, ক্ষুদ্র বল্মীক যেন,

নিজেরে ভেবেছ অতি উচ্চ মহান্ ।

অহম্ বল্মীকের উপরে, অনেক উচ্চে, জেনো,

বিরাজে অদ্বৈত তত্ত্ব, শিখরী হিমবান্ ।

তত্ত্বশিখর অধিষ্ঠিত পিতা চন্দ্রশেখর,
মগন সতত, ভূমা অনুধ্যানে ;
ভেদ কোলাহল হয় না তাঁহার কভু কর্ণগোচর,
সকল আচার লুপ্ত, তাই তাঁর আচরণে।

তরু যথা বারি বিনা মরে শুষ্ক হ'য়ে,
তেমনি জানিবে, যত সদাচার,
শিব তত্ত্ব রস বিনা, যাইবে শুকায়ে ;
থাকিবে জগতে শুধু কপট আচার।

নীচ ব্যক্তি যে, ক্ষুদ্রমনা, রাখিবে তাহারে
যথাযোগ্য স্থানে, মহৎ জনার নীচে।
নতুবা সে পাদপিষ্ট ধূলিকণা মত,
বসিবে উত্তম মস্তক উচ্চে।

যোগী-ক্রোধ যোগ্য দক্ষে যদ্যপি না গণি,
তথাপি শাপিব আমি সেই পাপ কীটে ;
কীট যথা, পুষ্প সঙ্গে আরোহে পূজারী শির,
শিবের সম্বন্ধে নম্য দক্ষ তথা বটে ;

কিন্তু, শিবদ্বেষী দক্ষ অশিবে সেবিয়া,
সেব্য সেবক ভাব করিল বিনষ্ট।
সম্বন্ধের মূল সূত্র সদ্ভাবে ছেদিয়া,
সম্বন্ধতা গৌরব কৈল লাঘব, ভ্রষ্ট।

এই দক্ষ-বুদ্ধি, দেহে আত্ম বলি মানে,
সত্য আত্মতত্ত্ব হোয়েছে বিস্মৃত।
দক্ষ হউক পশু সম, কামিনী রিরংশু,
অচিরে বদন হউক ছাগলের মত।

অবিদ্যারে তত্ত্ববিদ্যা বলি জানে,
অতএব, ছাগ মুখই উপযুক্ত ইহার।
লাঞ্ছিল ভগবান শিবে এ, সর্ব্ব সমক্ষে ;
যে যে ব্রাহ্মণ হোলো অনুবর্ত্তী তার,
ভুঞ্জুক সংসারে তারা, জন্ম মরণ ক্লেশ ;
বেদোক্ত অর্থবাদ-পুষ্প মধু-গন্ধে
মুগ্ধচিত্ত, শিবদ্বেষী দ্বিজাধম যত,
হোক সকলে তারা রত কর্ম্ম কাণ্ডে ;
সর্ব্ব-ভুক্ হোক তারা ; জীবিকা নিমিত্ত
শুধু বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতধারী ;
অনুরাগী ইন্দ্রিয়েই হোক, তথা দেহে, বিত্তে ;
যাচকের বেশে, দেশে দেশে ফিরুক ভিখারী।”

নন্দীর গান—গৌরী, একতালা

বিরূপ হইলি তুই ভবে ?
রিপু নাই যার এ ভবে।

মোহ গ্রাহ সমাকুল সুদুস্তর ভবার্ণবে,
মুমুক্ষু পারগামীগণ একান্তে যে ভবে ভাবে,
বিভবে বা অবৈভবে, যে ভাবে যে তাঁরে ভাবে,
স্ব-স্বভাবে ভাবসিন্ধু, ডুবিয়ে দেন মহাভাবে॥

লক্ষ লক্ষ ব্যর্থলক্ষ্য, বাসনারাশি উদ্‌ভ্রান্ত,
ছিন্নপক্ষ পক্ষী মত, কক্ষচ্যুত ক্ষুণ্ণ ক্লান্ত ;
মায়া বক্ষে আঘূর্ণিত, দুঃখিত চিত অশান্ত,
লক্ষ্যশূন্য জীব-চৈতন্য, শান্তি লভে যারে ভেবে ॥
সর্ব্বজীবের যিনি সখা, ব্যথার ব্যথী স্নেহমাখা,
পিতা বোলে ডাক্‌লে যিনি, প্রাণের মাঝে দেনরে দেখা,
শিব আশুতোষ, পরম দয়াল, দয়ার নাই যার লেখা-জোখা,
ওরে মূঢ় ! গালি দিলি, পিতার পিতা সেই পরম শিবে।

শাপক্লান্ত নন্দিকেশ্বর হইলা নীরব
মহাযোগী রোষে স্তব্ধ সভাসদ্ সব।
উঠিল আসন ত্যজি মহাঋষি ভৃগু,
হেরিয়া ব্রাহ্মণদিগে মনোভঙ্গে পঙ্গু।
দীর্ঘকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু সুগৌর বরণ,
নিত্য বেদাভ্যাস-দীপ্ত প্রখর নয়ন ;
তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাতপা শৌচাচার স্থিত ;
নিগ্রহানুগ্রহ শক্ত, গুরুর লক্ষণ যুত ;
অধৃষ্য জ্ঞান গাম্ভীর্য্যে, শিষ্যে অধিগম্য ;
ভব্য ব্যবহারাভিজ্ঞ, উৎসাহে অদম্য ;
ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা দণ্ড, রক্ষণে অগ্রণী,
ভাবোচ্ছ্বাস-বিরোধী, জ্ঞানী শিরোমণি।

ওষ্ঠ চাপি, করি বক্র, নাসারন্ধ্র স্ফীত,
অবজ্ঞা-বিদ্রূপ দৃষ্টি, নেত্রে পুঞ্জীভূত ;
কহিতে লাগিলা ধীরে শ্লেষপূর্ণ বাণী,
সদর্প-সম্ভৃত গুরু, নির্ঘোষে অশনি।
"ভদ্র মহোদয়গণ! আর্য্য ও শিষ্টজন!
শুনিলেন তো আপনারা এই অভদ্র বচন?
বেদাচারী বিপ্রজনে, নিন্দা তিরস্কার?
হৃদয় সঞ্চিত গরল করিল উদ্গার ;

শুদ্ধ বেদাচারে নাম এরা, দেয় পশ্বাচার,
আর ইহাদের আচরিত স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচারে,
দিব্যাচার, বীরাচার নামে করয়ে প্রচার।
ধিক্কার না জন্মিল হৃদে, অম্লান বদনে
ভর্ৎসিল, শাপিল নন্দী, বেদবাদী জনে।

কর্ম্মী যারা, পরিশ্রমী, তাহারাই জানে,
কত আয়াস প্রয়োজন সুবস্তু নির্ম্মাণে।
অনুর্ব্বরা ভূমে কর্ষি উর্ব্বরা করিতে,
কি কঠোর কষ্ট কৃষি, জানে ভালমতে।

আত্মোদর ভরণার্থ পরঅন্নজীবী
ভাবিতে হয়না যাদের ভূত বর্ত্তমান ভাবী ;
পরগাছা, যথা বৃক্ষ নাশে, রস শোষি,
কিংবা যথা পরিপুষ্ট দুষ্ট কৃমিরাশি

চুষিয়া অন্ত্রের রস, সার করে শূন্য ;
তেমনি সমাজ-ধ্বংসী যারা অকর্ম্মণ্য ।
যে দারুণ কষ্ট অন্ন অর্জ্জিতে রক্ষিতে,
ভুঞ্জিতে তো হয় না কিছু পারে তাই গঞ্জিতে,
বেদ মার্গ অবলম্বী সৎকর্ম্ম পণ্ডিতে,
সতত চেষ্টিত কর্ম্মে স্থন্দরে মণ্ডিতে ।
সূত্রাত্মা আছেন ধরি প্রাণরূপী সূত্র,
সেই সূত্র ধরি ঘোরে অসংখ্য নক্ষত্র ;
সূত্র যদি অকস্মাৎ হয় কভু ছিন্ন,
চূর্ণিয়া মিশিবে শূন্যে কোটী গ্রহ ভিন্ন ;
অসংখ্য অসংখ্য জীব অসংখ্য বাসনা
ঘোরে, ফেরে, বাড়ে, মরে, কে করে ঠিকানা ?
জীব মাত্র স্পন্দশীল আহার্য্য সন্ধানে,
সহজ সংস্কার বশে চেষ্টিত মৈথুনে ;
অন্ধের মত উন্মত্ত, লুব্ধ মানব ছোটে,
এক মাত্র চিন্তা কিসে স্বীয় স্বার্থ মেটে ।
স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয় অবশ্যম্ভাবী,
যার স্বার্থ তার কাছে বড় সবার সমান দাবী ;
কে মানিবে কার কথা সবাই সমান দড়,
পাশব সংগ্রাম বিজয়ী যে, হবে সবার বড় ।
স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপিবে সবে অকুণ্ঠ চিতে
প্রতিষ্ঠা করিবে স্বমত, স্বার্থ সিদ্ধ যাতে ;

প্রতি স্বার্থ-অন্ধ যদি খোঁজে শুধু স্বার্থ,
অর্থহীন হবে সৃষ্টি ঘটিবে অনর্থ ;
নিরর্থক সৃষ্টি নহে স্রষ্টার অভীষ্ট,
উদ্দেশ্যহীন কর্ম্মে বল, কাহার আছে ইষ্ট ?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি নহে তো উন্মত্ত,
সৃষ্টিপ্রলাপ রচি জীবে করিবে উত্যক্ত।
নিজ মায়াবিজৃম্ভিত এই বিচিত্র ভুবন
সুন্দর! সুন্দর অতি! নহে অশোভন।
কে দেখাবে সৌন্দর্য্য এই লীলার তাৎপর্য্য,
বিনা প্রভু নারায়ণ, পূজ্যামিতবীর্য্য ?
নিঃশ্বাসে বাহিরিল বেদ প্রচলিত শ্রুতি,
স্থাপিল কর্ম্ম ব্যবস্থা, করিল লোক স্থিতি।
যজ্ঞ, উপাসনা বিধি করিল স্থাপনা ;
প্রবর্ত্তি বিবাহ ধর্ম্ম দাম্পত্য সাধনা,
স্থাপিল আশ্রম ধর্ম্ম সুপবিত্র মহান্,
প্রেমে রূপান্তরি কামে, প্রমাথী বলবান।
প্রজাতন্তু ছিন্ন কোরো না, দিল অনুজ্ঞা ;
দশটি বলী পুত্র হোক, ভার্য্যা প্রতি আজ্ঞা।
বর্ণসঙ্কর সর্ব্বনাশকর, তাহে ঘোর নিষেধ ;
ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র স্থাপে জাতি বিভেদ।
মানি সবে বেদের শাসন থাকিবে স্বস্থানে,
চলিবে সংসার, ঋতু অনুবরতনে।

আশ্রম ধর্ম্ম পালন লাগি স্থাপিল শৌচাচার ;
আচার প্রভাবে করে বর্ব্বরে উদার।
আচারই ধর্ম্মের মূল, সিদ্ধের বচন,
আচারহীনে বেদও অক্ষম, করিতে পাবন।

মহাজন উক্তি বিদিত সুধী সমাজে,
সনাতন ধর্ম্ম বিমুখ তারে, যে আচার ত্যজে।
ধর্ম্ম বটে সার বস্তু, আচার আচরণ,
খোসা বিনা, ফল কভু হয় কি সৃজন ?

নারিকেল ও শিবপ্রিয় বিল্ব আবরক ত্বক,
প্রস্তর কঠিন বটে, কিন্তু হইয়ে রক্ষক,
রক্ষা করে বক্ষ মাঝে দুর্গ প্রাচীর যথা,
ক্ষীরবৎ খাদ্য মধুর, মিষ্ট পানীয় তথা।

তেমনি আচার দুর্গ, দৃশ্যতঃ কঠোর,
রক্ষিছে সনাতন ধর্ম্ম, নিবারি তস্কর, চোর।
সুধু রস নির্য্যাস পানে বলিষ্ঠ করেনা কায় ;
অন্ন মিশ্রিত মিষ্ট রস দেহ সদা চায়।

সুধু ভাব রসে ডুবে কে বাঁচিতে পারে ?
সুধু সত্ত্বে সৃষ্টি কেউ দেখেছে সংসারে ?
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ সমবায়ে,
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, আছে সাংখ্যাম্নায়ে॥

রজঃ তমঃ কর্ম্ম সঙ্গী, দাও যদি উৎসন্ন,
জগৎ সংসার, হবে ছারখার, মৃত্যু প্রত্যাসন্ন।
অতন্দ্রিত দণ্ডপাণি দণ্ড হাতে ঘোরে,
নির্ম্মম যম অকর্ম্মারে, সমূলে সংহারে।
বিশ্বাসী উৎসাহী কর্ম্মী না ডরে শমনে,
শোনে সে মরণ আহ্বান অনাকুল মনে।
কর্ম্মবিমুখ অলস যারা তুল্য জীবনমরণ,
মরে স্বীয় দোষে, কিন্তু দুষে অনুক্ষণ,
নিরপেক্ষ সমদর্শী ভাগ্য বিধাতারে ;
ভুঞ্জে অশান্তি সর্ব্বদা ধিক্কারে সংসারে।
কর্ম্মৌদাস্য-জাড্যপ্রভব এই অজ্ঞান নাশিতে,
যজ্ঞরূপী কর্ম্ম কৌশল শিখালেন বেদেতে,
পরম কুশলী বিষ্ণু বেদ ধর্ম্ম পিতা,
কল্যাণকামী জগতের হিতকারী পাতা।
ক্ষুদ্র, অল্প, তুচ্ছ, মর্ত্ত্য, যত দাও গালি,
কর্ম্ম আচার নহে হেয় ক্ষুদ্র বোলেই খালি।
ক্ষুদ্র হোতে অতি ক্ষুদ্র, অনুবীক্ষণের পার,
জীবাণু অগণ্য কোটী সমষ্টি সমাহার,
রেখেছে ধরিয়া শরীর করণ সংঘাত ;
তাদেরি অভাবে পুনঃ ঘটে দেহ পাত।
দেহমান এই অহঙ্কারের, শক্তি নয়রে তুচ্ছ,
বেদোজ্জ্বলা মতি পারে ভ্রমিতে যথেচ্ছ।

বিরাট ব্রহ্ম হতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু,
দেহস্থিত এই অহঙ্কার, ধরে সর্ব্ব তনু।
ক্ষুদ্র বোলেই ক্ষুদ্র নয়রে আহার বিহার চেষ্টা;
ক্ষুদ্র মহৎ সকল জীবের আছে ক্ষুধা তেষ্টা।
জগৎ নহে কল্পনা বা গন্ধর্ব্ব নগর;
কঠোর সত্য, বাস্তব স্থান, কর্ত্তব্য সুন্দর।
ছোট, বড়, ওতপ্রোত ভাবে মেশামেশি,
ছোট বোলেই, হেলার যোগ্য নয়কো খুব বেশী।
ক্ষুদ্র যে আদরণীয়, যাতে জীবন বাঁচে,
বড় পরিত্যাজ্য, যদি টানে মৃত্যুর কাছে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা সমষ্টি ইষ্টক,
তারা মিলে গড়ে দুর্গ প্রাকার আবেষ্টক।
বেদ বিহিত, ছোট বড় আচার সমূহ,
দিয়ে সৃজিলেন ভগবান, বৈদিক ধর্ম্মব্যূহ;
সেই ব্যূহ ভেদি যদি অরাতি প্রবেশে,
ধর্ম্মলোপ অনিবার্য্য, মরিবে নিঃশেষে।
সেই হেতু ব্রহ্মণ্যদেব, গড়ি আচার প্রাকার,
নিয়োজি প্রহরা মোদের দিলেন রক্ষাভার।
ব্রহ্ম প্রাপ্ত অধিকারে, মোরা অধিকারী.
বেদ ধর্ম্ম রক্ষা হেতু সদা যুদ্ধ করি।
বেদের প্রত্যেক শব্দে সম্পূর্ণ বিশ্বাস;
এক বর্ণ অবিশ্বাসে জন্মে অনাশ্বাস;

তাৎপর্য্য গ্রহণে যদি, কোথা হয় সংশয়,
বেদ অভ্রান্ত, বুদ্ধি ভ্রান্ত, জানি নিঃসংশয়।
এবম্বিধ চিত্তবৃত্তি দিয়াছেন ধাতা,
বেদ হ'তে মান্য নহেন শিব, বিষ্ণু, পিতা।
সাংখ্য, বেদ, যথাসাধ্য করি অধ্যয়ন,
বেদোজ্জ্বলা মতি মোরা কোরেছি চয়ন।
মানিলাম, মহাদেব, যোগীবর শ্রেষ্ঠ,
পিতৃসম্বন্ধে মান্য, জ্ঞানী, গুরু, জ্যেষ্ঠ ;
তবু যদি শিব হন বেদাচার ভ্রষ্ট,
মানিব না তাঁহারেও, যত হউক অনিষ্ট।
বেদাচারপন্থী যত হেথা সমাগত,
করিতে বৈদিক যজ্ঞ, বেদবিধিমর্ত্ত ;
বেদাচারে অশ্রদ্ধা যার, কিবা তার প্রয়োজন ?
বৈদিক যজ্ঞ ভাগ গ্রহণে কেন হেথা আগমন ?
একধর্ম্মী, একক্রিয়, একমন্ত্রী যাঁরা,
একশ্রদ্ধ, একবাক্য, থাকিবেন তাঁরা।
নেত্রে যদি অকস্মাৎ পড়ে বালুকণা,
বি-সম বস্তু সংযোগে, বিষম যন্ত্রণা।
কিন্তু যদি নেত্র ভাণ্ডে, ঢালো বিমল জল,
সমধর্ম্মী সমাগমে চক্ষু সুশীতল ;
তেমনি, বিষমধর্ম্মী পুরুষ উপস্থিতি,
ঘটায়ে চিত্তের বিক্ষেপ, যজ্ঞ করে ক্ষতি।

স্বতঃই উচিত এঁদের, যজ্ঞ হতে অবহার,
নতুবা প্রশস্ত শাস্তি, বলে বহিষ্কার।
ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ আমি, শাপ দেওয়া অনুচিত,
শাপে হয় তপঃক্ষয়, হিংসা কুৎসিৎ।
কিন্তু, শাপ দিল নন্দী রোষে অকারণে,
ভ্রষ্টাচার-দ্রোহী বেদাচারী বিপ্রগণে।
ব্রাহ্মণ আমি, বাহুদণ্ডে নাহি অধিকার,
এক মাত্র ব্রহ্ম দণ্ড, সম্বল আমার।
অনেক তপস্যা লব্ধ অমোঘ প্রয়োগ,
ধর্ম্ম সঙ্কট-কালে করি বিনিয়োগ।
সেই সঙ্কট-কাল হেরি, এখনি সম্মুখে,
কর্ম্মী বিপ্রে শাপ শুনি, যোগী বিপ্র মুখে
যোগ-কর্ম্ম সমুচ্চয়, কদাপি না হয়,
তথাপি শাপিল নন্দী, করিল না ভয়।
সাক্ষী থেকো নারায়ণ, দিব ব্রহ্মশাপ ;
আত্মক্রোধ বশে নহে, ঘুচাতে সন্তাপ
নীতিমান্ ব্রাহ্মণ সংঘের ; ধর্ম্ম-রক্ষী যাঁরা ;
রাখিলে ব্রাহ্মণে, রবে ধর্ম্ম ধ্রুব-তারা
করি নাই এই করে প্রভু, কর্ম্ম অকরণীয়,
যাই নাই এ পদে কভু, স্থানে অগমনীয়,
নেত্র করে নাই দৃষ্টি, বস্তু অদ্রষ্টব্য,
কর্ণ করে নাই শ্রবণ, যাহা অশ্রোতব্য ;

কখনও ভাবি নাই মনে, অযোগ্য মন্তব্য,
নাসা করে নাই ঘ্রাণ যাহা নয় ঘ্রাতব্য,
আহারে বিহারে সদা, শয়নে স্বপনে
চলেছি কর্ত্তব্য পথে নিশি জাগরণে ;
সেধেছি বেদোক্ত সাধন, স্মরি নারায়ণে,
কল্যাণ চিরসুন্দর, রাজে দ্বিজমনে"।

ভৃগুর গান—সুর মালকোষ-ঝাঁপতাল

হে নারায়ণ, সত্য সনাতন, নিত্য-নিকেতন হরি !
জগজ্জনপাবন, পাতকী তারণ, দেহ গো চরণ তরী ॥
সন্তাপ-হারক, অজ্ঞান বারক, সংসার দারক, তারক নাম হরি,
কলুষ মুষল, সকল কুশল, ভুবন মঙ্গল, দুরবল বল মুরারি ॥
নাম উচ্চারণে উচ্চ সংকীর্ত্তনে, দেহ মনপ্রাণে, আনন্দবানে দেয় ভরি,
হরি হরি ধ্বনি, অবনী-পাবনী, ভকতি-প্লাবনী, আনে টানিয়া
নয়ন বারি ॥
নামের ঝঙ্কারে, শরীর শিহরে, পুলকলহরে, প্রেমেতে আকুল
থরথরি,
থাকেনা স্ববশে, মন চলে ভেসে, কি আনন্দ রসে, বদনে
বলিতে নাহি পারি ॥
সুন্দর তব নাম, সুন্দর তব ধাম, সুন্দর তব কাম, সুন্দর,
যে দিকে নেহারি,
চলন সুন্দর, বোলন সুন্দর, হসন সুন্দর, মোহন মুরলীধারী ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ধৃতপীতাম্বর, বিশ্ব-নটবর, সকল অন্তর-চারী,
মোহনিয়া বেশে, চিত-চোর হাসে, আত্ম-পরকাশে,
ভকত-মূচ্ছনকারী ॥

হে ব্রহ্মণ্যদেব সেব্য সর্ব্বজীব ! হীন গুণলব, স্বভাব জড় আমারি,
হরি দীনবন্ধু, করুণৈকসিন্ধু, দিয়ে কৃপাবিন্দু, দাস করি লহ
তোমারি ॥
অবিদ্যা আধারে, মোহের মাঝারে, শোক জরা ভারে,
সন্তানে পীড়িত হেরি,
বেদের আলোকে, ভরিলে ত্রিলোকে, নিঃশ্বাস-পুলকে,
পরম আনন্দকরী ॥
জীবদুখ লক্ষি, চতুর্ব্বর্গ সাক্ষী, দিলে বেদ-অক্ষি, চালাতে জীবনতরী,
সৃজিলে ব্রাহ্মণে, রাখিতে যতনে, সে অমূল্যধনে, পরম যতনে বরি ॥
মম বুদ্ধি সান্ত, যদি হয় ভ্রান্ত, ওহে লক্ষ্মীকান্ত, বিরুদ্ধ-পথ সঞ্চারী,
হে পরাণ প্রিয়, আপনি আসিও, দিও গো দিও, মোহ-বাধা
অপসারি ॥

"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটি,
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ।
হের কিবা সমুজ্জ্বল, মূরতি মনোহর,
গোব্রাহ্মণ ধর্ম্মগোপ্তা, প্রদীপ্ত পীতাম্বর
অপরূপ শোভা মরি ভকত চিতহারী,
শুচিস্মিত মুখচ্ছবি মন্মথ মুগ্ধকারী।

অশুচি অসুরবৈরী, সকল লোক পাতা,
নির্ম্মল অতি নির্ম্মল, সৎ আচার বিধাতা
সর্ব্বলোকলক্ষ্মা পূর্ণ, হে মূর্ত্ত নারায়ণ !
সুন্দর, অতি সুন্দর, লোকত্রয় পাবন।
নমঃ নমঃ ব্রহ্মণ্যদেব, গোবিন্দ জগদ্ধিত,
অত্যুত্তম উপমাস্থল, ধৈরজ অদ্ভুত।
প্রকটিতে তব ভৃত্য মহিমা অনুপম,
ধরিলে কোমল বক্ষে, চরণ চিহ্ন মম।
জগতে রটিল নাম ভৃগুপদলাঞ্ছন ;
ভুঞ্জি মনে অনুতাপ, লাঞ্ছনা অনুদিন।
সর্ব্বগুণাকর দেব ! শ্রীহরি নারায়ণ,
সর্ব্বজ্ঞান-উৎস বেদে করিলা বিরচন ;
সর্ব্বলোক চিরন্তন মঙ্গলময় যাহা,
পূর্ব্বকালে আশ্রিল যায়, তপস্বী ঋষি মহা,
উৎস যাহার নারায়ণ সেই, পরম শুদ্ধ বেদে,
সাধুজনাবলম্বন সনাতন সেই বেদে,
করিলে নিন্দা ; অতএব, যাও চলে সেথা,
তামস ভূতগণ পতি থাকে যেথা।
হও তথা সম্মিলিত পাষণ্ড দেব সনে,
আরো বলিব কিছু শুন সাবধানে ঃ—
যে যে জনা করিবে হে, ধারণা ভবের ব্রত,
অথবা যাহারা হবে তার অনুগত,

হোক তারা সৎশাস্ত্র-প্রতিকূলাচারী পাষণ্ড ;
প্রবেশ করুক, নষ্ট-শৌচ, মূঢ়-বুদ্ধি, ভণ্ড,
জটা-ভস্ম-অস্থিধারী বেশে, সেই সেই স্থানে,
গৌড়ী, পৈষ্টী, মাধ্বী সুরার, সমাদর যেখানে।
নিন্দ বেদ সব ! ধারণকারী যাঁহারা, শাস্ত্রের
মর্য্যাদা-রূপী বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষের ?
নিন্দিছ বেদ প্রবর্ত্তনকারী দ্বিজ সবে ?
অতএব তোমরা, পাষণ্ড আশ্রিত হবে ;
আর্য্য, শিষ্ট সমাজ হ'তে হবে বহিষ্কৃত ;
পাশুষদেব পূজ্য যেথা, সেথা হবে স্থিত।"
অভিশাপি ভৃগু কৈলা আসন গ্রহণ ;
উল্লসিত, নন্দী-শপ্ত আচারী ব্রাহ্মণ।
ক্ষুণ্ণ কশ্যপ, বশিষ্ঠ, নারদ মহানুভব
বিদিত অনঘ-ভব-গুণ অসম্ভব।
বাক্য স্ফুর্ত্তি নহিল কাহার, উৎপাত ক্ষুব্ধ স্তব্ধ ;
বাক্যসিদ্ধ নন্দী, হেলায় করিল না শব্দ।
রজতপর্ব্বতনিভ মহাদেব শুভ্র,
মানস আকাশ যাঁর রাজে, ঊর্দ্ধ দ্বৈত অভ্র,
সতত স্থিত-সমাধি-মগ্ন মহেশ্বর,
নিম্নভূমি কোলাহল অস্পৃষ্ট-অন্তর ;
সমান, কেবা দিল গালি, কে করে বা স্তুতি ;
স্তাবক তাপক, উভয়েরি শুভে, সমমতি।

৪

পরস্পর শাপে নষ্ট, হবে উভপক্ষ,
ভাবি কিঞ্চিৎ বিমনস্ক, যেন বিরূপাক্ষ ;
উভদল কুশলেচ্ছু, কিংকর্ত্তব্য স্থির,
সানুচর যজ্ঞস্থল, হোলেন বাহির।
বিশ্বস্রষ্টাগণ পরে, হরি পূজা করি,
সহস্র বৎসর যজ্ঞানুষ্ঠান আচরি,
পবিত্র প্রয়াগধামে, করি যজ্ঞস্নান,
বিশুদ্ধ হইয়া সবে, স্ব স্ব গৃহে যান।

পাগলের গান—সুর জংলা

(তোমার) সৃষ্টিকর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা বড়ড়ই ল্যাঠা,
সবজান্তা জং বাহাদুর বনে আহাম্মক সকল জ্যাঠা।
শেষ ঠিকেতে দেয় না গোঁজামিল,
আঁধার গর্ত্তে, আন্দাজেতে মারে না যে ঢিল,
এমন মিয়া, সারা দুনিয়া, আছে না হয় দিল,
নিজের পানে, ঝোল টানে সব, ছাড়ে না কেউ আপন কোটা।
লম্বা লম্বা, ঝাড়ে যে বুলি.
জ্ঞান গরবে, করে কত ঠাকুরালি,
একটু গরমিল হ'লেই করে ঝেড়ে গালাগালি ;
লাঠালাঠি, কাটাকাটি, করে নিয়ে লাঠি-সোঁটা।

মানলে জাতি হয় সে অনুদার ;
মারলে লাথি হয় কি সে উদার ?
দেলদার, বোলদার, স্বদার, পরদার,
দুনিয়াদারীর সকল দ্বারই ভারী খিলে দেখি আঁটা।
কোন জন ভাল, কোন জন বা মন্দ,
বুঝতে দেয়না গোলমালেতে, লাগিয়ে দেয় সন্দ,
দেয়াল ঠুকে, মাথা কুটেও ঘোচে না ধন্দ ;
কন্দ খেলেও, বন্ধ থাকে, তত্ত্বের দিকে কন্ধকাটা॥
কেউ বা বলে পরমার্থ লাভ হবে ত্যাগে,
কেউ বলে সার জিনিষ পাবে, ইন্দ্রিয়ভোগে,
যোগে যাগে, কেউ বলে বা, অনুরাগে ;
ভাগে, ভাগে, লোকে বলে, যখন যেমন লাগে যেটা।
একজন বলে, খাটী খাঁটী সন্ন্যাসী ভালো,
কর্ম্মী বলে, কর্ম্মনাশা সমাজটা খেলো,
জঞ্জালটাকে দাও তাড়িয়ে, কি আপদ মোলো!
দুজন খাটী, পরিপাটী, সন্দেহ নাই একফোঁটা।
পাগল বলে, ঘূরণ পাকে, আর কত ঘুরবি!
কত কালে ওরে হাবা, আর আক্কেল পাবি ?
যার বাজী, তার কারসাজি তুই, কেম্‌নে সম্‌ঝিবি।
যে সাজে সে সাজায় যারে, সাজতে হবে তারে সেটা।

দক্ষ কর্ত্তৃক শিবহীন যজ্ঞের কল্পনা।

মৈত্রেয় কহিল, "শোনো হে প্রাজ্ঞ বিদুর !
দক্ষে শিবে হোলো দ্বন্দ্ব, বহুকাল প্রচুর।
পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, দক্ষে কিছুকাল পরে,
আধিপত্য দিল, সর্ব্ব প্রজাপতি 'পরে।
দক্ষ চিত্তে উপজিল ঘোর অহঙ্কার,
ধরাকে দেখিল সরা শিবে গণে ছার।
এইবারে বোলবো কিছু লৌকিক কথা,
কথকের মুখে শোনা রহস্য বারতা।
কোনো পুরাণে, আছে কিনা জানি না সন্ধান,
সব কথকই লাগান একটু, নারদ উপাখ্যান।
হয়ে যায় সব একঘেঁয়ে, (যেমন) বর শূন্য বাসর ;
নারদ না নাম্‌লে আসরে, জমে না সে আসর,
তাই একটু ব'লতে হবে, নারদ কাহিনী,
আগাগোড়াই কল্পিত প্রায়, শুধু কেবল চাটনী।

নারদ দেখলেন, বড় দাদার বড্ডই বেড়েছে বাড়,
দিনে দিনে হচ্ছেন একটি, আস্তো কালাপাহাড়।
পাহাড়ে ফাড়, না ধরাই যদি, (তবে) মিছেই নারদ নাম ;
(দাদার) অহং ইমারৎ ভেঙ্গে মেরামৎ কোর্বো সাফ চূণকাম।
বেশী গরম হলে নিশ্চিত্, তদনন্তর বর্ষা,
বড়্দার মাথা বেজায় গরম, (এবার) ঠাণ্ডা হবে ভর্সা।

ওঁর আমিটা, হয়েছে যেন, পাতলা রবারের বেলুন,
ফাঁপা হাওয়ায় ফুলে ব্যাটা হচ্ছে ফাটবো ফাটুন্।
টুস্ ক'রে যদি একটা টোকা দিই জোরে ;
ভুস্ ক'রে চুপ্‌সে অমনি ভূঁয়ে যাবে পড়ে।
একটু বটে হবে পাপ, (কিন্তু) পুণ্যি হবে বেশী ;
নিষ্পাপ কর্ম্ম রয় সৃষ্টিতে, বিধাতার নয় খুশী।
এত ভাবি নারদ মুনি, বীণা হাতে করি,
জয় দক্ষ জয় দক্ষ বলি, গেলেন দক্ষের বাড়ী।
জয় দক্ষ ধ্বনি শুনে, নারদ বদনে,
হৃষ্ট বটে দক্ষ রাজা, (আবার) ধোঁকাও লাগে মনে।
প্রজাপতি এগিয়ে এসে, বলে হাস্য মুখে,
"কিহে ভায়া কি মনে করে এলে এদিকে ?
মুখে কেন হঠাৎ শুনি জয় দক্ষ রব ?
সবাই জানে শিবের চেলা নারদ ভৈরব।"
"আরে ছিঃ ! ছিঃ ! নিও না নাম, ও ব্যাটার মুখে ;
এতদিনে হাড়ে হাড়ে চিনেছি ব্যাটাকে।
আমি জানতুম্ দাদাই পাজী, শিব বুঝি ভালো ;
ও বাবা ! ওর কাণ্ড দেখে মন হোলো তিত্‌কালো।"
শিবের নিন্দা শুনে দক্ষের বড়ই আনন্দ,
আবো কাছে ঘনিয়ে এসে ধরে নারদ স্কন্ধ।
গাল ভরা হাসি হেসে বলে "ভাই দেখলেতো ?
সাধে কি ওর ওপরে চটা, এখন সেটা বুঝলেতো ?

তুমি ভাবতে দাদাই আমার সব নষ্টের গোড়া ;
নিন্দে করে বেড়িয়েছ ঘুরে পাড়া পাড়া।
এখনত বুঝ্‌ছ ভায়া, কত বুদ্ধি ধরি,
আমার বুদ্ধি যায়, তোমার বুদ্ধির দশ হাত আগে দৌড়ি।
আচ্ছা ভাই বল দেখি ভাল করে শুনি,
হঠাৎ কেন শিবের ওপর চট্‌লে এতখানি ?"
'ঘাট হয়েছে, কানমলা খাই, করি দণ্ডবৎ,
লম্বা করে দিই নাকে খৎ প্রমাণ এক বিঘৎ।
তোমার বুদ্ধি আর শিবের বুদ্ধি, আকাশ পাতাল ফাঁক,
তোমার বুদ্ধির কি তারিফ দাদা বাজে জয়ঢাক ;
আর শিবের বুদ্ধি বোঝাই যায় না আছে কি না আছে,
বুঝতে নারি তবু ক্যামনে দলটা পাকিয়েছে।
আরে দাদা কতকদিন থাকলুম শিবের কাছে ;
কাছে থেকে দেখব ব'লে গুণাগুণ কি আছে।
যা বলেছ দাদা তুমি একেবারে সত্যি,
ব্যাটার নাই মান অপমান একটু ঘেন্না পিত্তি।
এই যে তুমি এতগুলো দিলে গালাগাল
একটুও কি গায় মাখালে, হ'ল কি সামাল ?
যেমন তেমন পূর্ব্বাপর কিছুই করে না গ্রাহ্যি,
তোমার গালের চাইতে নাকি পিঁপড়ের কামড় অসহ্যি।
অনেক চেতিয়ে বললুম শিবে লও শোধবোধ,
তোমারে একঘরে ক'রলে একটু কর ক্রোধ।

তার উত্তরে কি বোল্‌লে দাদা, তোমায় ব'লব কি ?
(বলে) 'দক্ষ একটা ছেলে মানুষ ওর ওপর রাগ কি ?
ন্যাংটার নাইকো বাটপাড়ের ভয় আমার আবার ভয় কোথা ?
এক ব্রহ্ম ঘরে থাকি, দুই ঘর তো নেই দেখা।'
(দেখলুম) কথার বিষে কিছুই হয়না খুঁজলুম কারণ কি ?
অনেক মাথা ঘামিয়ে শেষে পেলুম হেতুর টিকি !
দেখলুম একদিন চুপি চুপি, আস্তে নিরিবিলি ;
হাত পা মাথায় জাতসাপগুলো কোচ্চে কিলিবিলি ;
ওরে বাপরে গেলুম ব'লে মাল্লুম চোঁচা দৌড়,
হোঁচট খেয়ে ভাংলো ঠ্যাং, বাঁচলুম বরাত জোর।
আমায় দেখে কি গর্জ্জানি, চক্র কুলোপানা,
আর শিবের কোলে শুয়েছিল যেন কেঁচোর ছানা !
তোমার মতন খাঁটী ব্রাহ্মণ, তোমার জামাই শিব,
ভেবেছিলাম নিশ্চয় হবেন কুলীন ব্রাহ্মণ জীব।
সেদিন বুঝলুম কেন যে ওর শ্রদ্ধা নেইক বেদে,
বামুন নয় মোটেই, হবে সাপুড়ে বা বেদে ;
এমন বরে বিয়ে দিলে সতী হেন মেয়ে ;
ঘটক যোটক দেখলে নাকো কুলজী মিলিয়ে।
জাত জন্ম বলে নাকো, বলে না উপাধি,
জিজ্ঞেস ক'ল্লে মাথা নেড়ে কয়, উপাধি ব্যাধি।
অজাতের হাতে মেয়ে দিলে জাতের মাথা খেয়ে ;
জাত জাত করে বেড়াও, দেখলেনা খতিয়ে।

যাক সে কথা, মনের ব্যথা দেখলে না খতিয়ে ;
জানাজানি হ'লেই শত্রু বদনাম দেবে রটিয়ে।
যা ব'লছিলুম সাপের কথা সেই কথাটা বলি ;
জামাই তোমার গুণ শূন্য, শূন্য পুণ্য থলি।
খোঁজ ক'ল্লুম, এত সাপ গায়ে কেন রাখে,
কারণ শুনে চক্ষু আমার গেল কোটরে ঢুকে ;
দেখতেই শুধু ভোলানাথ আসলে রাক্ষস ;
ব্রহ্মাণ্ড গিলতে পারে, যদি হয় মানস ;
পেটটি নয় দেখেছ তো ? সদ্য একটি জালা,
কিছুতেই মেটে না ওর যমের ক্ষিদের জ্বালা।
সেই জ্বালায় জ্ব'লে মরে তোমার সতীরাণী ;
দুহাতে যোগাতে নারে, বের করে হাত দশখানি।
সাবাস মেয়ের কাণ্ড দেখে আমিতো অবাক্ ;
তার ওপরে দেয় জামাই টেক্কা, শুনলে লাগে তাক্ ;
ভাঙ্গড় ব্যাটা যাদু কোল্লে, অকস্মাৎ কি যেন কী,
চার চারটে ফাল্‌তো মাথা উঠলো ঘাড়ে আচম্‌কি !!
কাঁধ থেকে আরো আটটা বের কোল্লে হাত ;
দশহাতে পাঁচ মুখে দেয় গো-গরাসে ভাত।
অন্নপূর্ণা মানলে হার, কুলুতে না পারে,
পঞ্চ মুখে হুকুম ছাড়ে ভাত আনরে ডাল আনরে।
চাদ্দিকেতে চারটে মুখ, ওপরে একটা,
যেদিকে যা পারে ধ'রতে পোকাটা মাকড়টা ;

পাটী-সাপটা পেলেতো, কোন কথাই নাই ;
হাসি মুখে দেয় গহ্বরে, জগৎ জোড়া খাই।
বেচে গেছি বড্ড দাদা, বড় কপাল জোর,
ভাগ্যিস্ একটা নীচের দিকে মুখ ছিল না ওর।
তেপাঁচা পনেরটা আছে শিবের অক্ষি ;
খাবার সময় দশটা খোলে, পাঁচটা থাকে বাকী।
ভারী এক মজার ধরণ, ওর চক্ষুর গড়ন,
নীচের দিকে দেয় না নজর, ঊর্দ্ধে নড়ন চড়ন।
ভয়ে ভয়ে সদাই আমি থাকি শিবের নীচে,
প'ড়ে যাই বেভ্যুল ক্রমে ওর নজরে পাছে।
ভাল মন্দ সব খেয়ে ওর ভরে নাকো পেট,
সাগর মন্থন হ'চ্ছে শুনে সেথায় ক'ল্লেন ভেট।
শুনতে পেলেন লোকের মুখে, উঠেছে অমৃত ;
নোলা দিয়ে জল গড়াতে লাগলো অবিরত ;
সেথায় গিয়ে ছাড়লো হুঙ্কার, 'দে অমৃত দে'।
অমৃত কে দেবে শিবে পোড়লো বিষম ফাঁদে ;
তেচোখোর রাগের ভয়ে, ফের মন্থন হোলো ;
হর কপালে, মন্থন্ ফলে গরল বেরুলো।
বিষের জ্বালায় লোকের প্রাণ যায়, সব করে হায় হায়,
শিব দেখলে ভেবে চিন্তে, এযে বিষম দায়।
যাদের দিয়ে তুলব সুধা, তারাই যায় মারা,
সবাই যদি পটোল তোলে (তবে) ভিক্ষে দেবে কারা ?

দিশেহারা ভোলা পাগলা ভেবে পায় না কূল,
অতিলোভে তাঁতী নষ্ট, কথাটা নয় ভুল ;
সবাই মিলে দিলেন শলা, ওগো ভোলানাথ,
নালুচির ফল, এই হলাহল কর উদরসাৎ।
বোকা ভাবলে, বুদ্ধিটা তো নেহাৎ মন্দ নয়,
এক চুমুকে মেরে দিলে (সেই) কালকূট আশয়।
ঢক ঢক ঢক করে যখন ঢাললে বিষ মুখে,
দেখে সবে ভয়ে মরি, ঢিপ ঢিপ করে বুকে ?
কিন্তু দাদা এক আশ্চর্য্য ব'লব কথা কি,
বেমালুম কল্লে হজম, রৈল না কিছুই বাকী ;
গলার ধারে শুধু একটু দাগ রইল কালো ;
সেদিন থেকে নতুন নাম 'নীলকণ্ঠ' 'হোলো।
বিষ সমুদ্র কোল্লে হজম, খুচরো বিষে করবে কি ?
সাপগুলো গায় জড়িয়ে থাকে ঠিক যেন খোকা-খুকী।
বিষহরি শঙ্করারে কি ক'রবে নিন্দা বিষে ?
ভিতরে কি এক সুধা আছে, সুধা হয় বিষ তায় মিশে ;
সদাই বুঁদ হয়ে থাকে ব্যোম ভোলানাথ।
তাদেরও সেই দশা, যারা থাকে ওর সাথ ;
বম বম গালবাদ্য করে, হাতীর আওয়াজ,
ভূতেরা সব সঙ্গে সঙ্গে, করে কুচ্‌কাওয়াজ।
থেকে থেকে নৃত্য করে ভীষণ তাণ্ডব,
পশু পাখী ছুটে পালায় হংস কারণ্ডব।

সেই সব দেখে ভাবলুম, যদি এর সঙ্গে থাকি,
সংসার ফংসার যাবে ঘুচে পাগল হবার কি বাকী।
যে যায় কাছে পাগল বনে, (এক) মোহন শক্তি জানে,
তোমার ভাই ব'লেই শুধু, বেঁচে গেছি প্রাণে।
আমারই কয়েক দিনে এই দশা হ'ল,
চক্ষু করে ঢুলু ঢুলু, বিষম নাচ পেলো।
ভাগ্যিস্ তোমরা কেউ ছিলে না, দেখ নাই সে নাচ ;
কৈলাসে নেই লজ্জা সরম, সবাই যেন কাচ।
তোমরা কি দেব্‌তারা যদি দেখতো মোরে কেটা,
মুখে কাপড় গুঁজে বোলতো, কেন নাচে ধিঙ্গীটা।
সময় থাকতে তাই পালিয়ে, এলাম তোমার কাছে,
যাহোক কিছু করো যাতে প্রাজাপত্য বাঁচে ;
ভেবে দেখলাম, আর কিছুতেই হবে না ও জব্দ ;
মরার মতন থাকতে পারে শত শত অব্দ ;
একটা ফন্দী বার ক'রেছি সব ফন্দীর রাজা,
দাঁও বুঝে কোপ মাত্তে পাল্লেই গেঁজেল পাবে সাজা
পৃথিবীর কোন সুখেই ওর নেইক কোন টান ;
টান না থাকলে, কোন জায়গায় মারবে বল বাণ।
পাগলার কিন্তু একটা আছে ভীষণ দুর্ব্বলতা,
সতীর প্রতি অত্যাসক্তি, অতল গভীরতা।
এমন টান দেখি নাই কোথা, দেখি নাই, দেখি নাই
মনে হ'ত অন্ত নাই তার, সীমা নাই, যত যাই।

যত উঁচু যাওনা তুমি, পাবে না নাগাল,
যত নীচু যাও না কেন, পানি পায় না হাল।
ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছে, মিলবে না তার বেড় ;
যে দিকেই টানো দড়ি, আরো দূরে জের।
বাক্য মন হার মেনে যায়, অপার সমুদ্র,
কল্লোলিত, তরঙ্গিত, বিরাট শান্ত, রুদ্র।
ব'লতে গেলেই এলিয়ে যাই, ভাবতেই পারি না ;
না দেখি তার কূল কিনারা, তুলনা কি সীমানা।
ভালবাসা, ভালবাসা, আছে কথা একটা ;
মনে হয় শিব প্রেম সিন্ধুর, এক বিন্দু ফোঁটা ;
আবহমান কাল তো আছে, দুজনে এক সঙ্গে.
তথাপি অরতি নাই, জ'ড়েছে আধ অঙ্গে।
সঙ্গ ছাড়া হয় না সতী একটি নিমেষ কাল ;
এক নিমেষের অদর্শনেই, বিকল মহাকাল।
যেখানে থাকুক সতী, মহাদেব তার সঙ্গে,
সান্নিধ্যেই মহা উল্লাস, নাচে রঙ্গে ভঙ্গে ;
রকম রকম এত নর্ত্তন, আসে কোথা থেকে,
কি যে তার মোহন ভঙ্গী, অবাক্ আমরা দেখে।
কাব্য রসিক লম্পট বলে স্বকীয়াতে হয় না রস,
শিবরস পায়নি ব'লে পাশব রসের বশ।
আরে ছিঃ! ছিঃ! নিন্দা ক'ত্তে কল্লুম প্রশংসা,
যদ্দিও শিবে ভাল বলবার নেইক মোটেই আশংসা।

নির্গুণের ওই একটা গুণ, আছে ব'লতেই হবে,
একেবারে বিনা গুণে কেউ আছে কি ভবে ?
একটা কিছু গুণ দেখেইত দিয়েছিলে বিয়ে ?
অস্বীকার করা ঠিক নয়, এখন ঠ'কে গিয়ে।
গুণই বা বলি ক্যামনে, এত বাড়াবাড়ি,
উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয় সব সংসার ঘরবাড়ী।
সতী হেন মেয়ে তোমার, ভুবন মনোহরা,
রূপের যার নাই তুলনা, সারা জগৎ জোড়া,
একটি গয়না গায়ে নাই তার, সেজেছে যোগিনী,
রূপ তবু ফেটে পড়ে, ত্রিলোক মোহিনী।
কি সুখে আর গয়না পরে, স্বামী যার পাগল,
দিন রাত চ'লে যায় বা কোথা, ভোলারে ক'ত্তে আগল।
কিন্তু দাদা! বলিহারি তোমার মেয়ের মহিমা,
আনন্দে ভরপূর ভেবে, সদানন্দ গরিমা।
জামাই যেমন পাগলা তোমার মেয়েও তেমন পাগলী,
(বলে) গয়না-গাঁটী, ওগুলো সব, হীরে সোনার শিকলী।
সদানন্দের প্রেমানন্দে, মা আনন্দরূপিণী,
গ'লে ঢ'লে হেসে পড়ে আনন্দে আটখানি ;
এমনি ভোলার প্রেমে সতী মা মোর আত্মহারা,
আদরের ডাক শুনলে শিবের, চক্ষে বহে ধারা।
দুজনে দুজনা পানে এমন ক'রে চায়,
সে চাউনি দেখলে জগৎ অমনি মূর্চ্ছা যায়।

শিবের দৃষ্টি, সতীর দৃষ্টি, দুইয়েরি কি দৃষ্টি,
কোটী সূর্য্য ক্ষণপ্রভা যদি করে বৃষ্টি,
মুহুর্মুহু কিরণমালা, নয় তবু উপমা,
সৃষ্টিতে নাই, বোঝায় যে তার অসীম মাধুরিমা।
সেটা বোধ হয় মেয়েরি গুণ, শিবের আবার গুণ কোথা ?
ত্রিগুণধরা পরাৎপরা, তোমার মেয়ে সর্ব্বথা।
এই যে, বিষম ব্যাপার, বুঝতে লাগে ধাধা,
নির্গুণ গুণময়ীর প্রেমে, কেমনে প'ড়্‌ল বাঁধা।
তোমার মেয়ের কত গুণ, বোলবে কে একমুখে,
সহস্রমুখ, চতুর্মুখ, নারে বহুমুখে।
সতী মায়ের কি যে মায়া, অনির্ব্বচনীয়া,
মায়াসূত্রে নাচায় সবে, টানে সবার হিয়া।
রূপেরি বৈচিত্র্য কত, থাকে না এক রূপে,
কখন কালো, কখন ধলো, যে যেমন জপে।
কখনও বা বাঘাম্বরী কভু নীলাম্বরী,
মনোহরা পীতাম্বরী, কভু দিগম্বরী ;
কভু রাজরাজেশ্বরী, ভুবনমোহিনী ;
কভু বা করালী কালী, নৃমুণ্ডমালিনী ;
কভু বা যোগিনী বেশে, শিব পদ প্রান্তে ;
কভু কান্ত বুকে পদ, শাস্তি দিতে কান্তে ;
বিচিত্র বেশ ধরে সতী, ভোলাতে মহেশে ;
দৃষ্টির বার হলেই ভোলা, ব্রহ্মে যায় মিশে।

নিগুর্ণ পুরুষে কেন এত যে আসক্তি,
মায়াময়ীর, এই কথাটা বোঝাবার নেই শক্তি।
হতচ্ছাড়া শিবেরি কোন সৃষ্টিছাড়া টান,
এর মর্ম্ম ভাবতে ভাবতে হ'য়েছি অজ্ঞান।
প্রজ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, সজ্ঞানে ঘেঁটেছি,
ঘাঁটাঘাঁটি সত্ত্বেও, যেমন তেমনি বোকা আছি।
এইতে আমি শিবের ওপর গেছি বিষম চ'টে,
এত কন্যা দিলাম সেজে, আমল দেয় না মোটে।
বৃথাই ক'ল্লুম চেলাগিরি, মিছে ম'ল্লুম খেটে,
বিনে মুজ্‌রোয় সেবা নিলে বেহায়া বোম্বেটে।
তাইতে তোমায় দিচ্ছি আমি ভারী মজার শলা,
একেবারে সাঙ্গ হবে ভবের ভবলীলা।
তুমি একটা যজ্ঞ কর বৃহৎ আয়োজন,
শিব সতীরে কোরোনাকো যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
সতী তো দুলালী তোমার নিশ্চয় ধ'রবে বায়না,
বাপের বাড়ী আসবার তরে, জুড়ে দেবে কান্না।
শিব তখন বাধ্য হয়ে দেবে তারে ছেড়ে,
ছট্‌ফটিয়ে ম'রবে ব্যাটা হাত পা কামড়ে।
যতক্ষণ শক্তি সঙ্গে, ততক্ষণ শিব ভব,
শক্তিছাড়া হ'লেই বাছা, হ'য়ে যায় জড় শব;
মহাদেবের যা ভোলা মন, এতেও বা না হয় কাবু,
আর একটা প্যাঁচ শিখিয়ে দি, মনে রেখো বাবু।

সতী যাতে নেমন্তন্নে আসে তার ব্যবস্থা,
না যদি করি আমি, কোরো আমায় সায়েস্তা।
সতী যখন রেগে মেগে আসবে সভাস্থলে,
শিবে বাদ দিলে ব'লে, ভাসবে চোখের জলে,
শক্ত তো আছো তুমি, আরও হবে শক্ত,
শক্ত শক্ত গাল দেবে তায়, তাতিয়ে সতীর রক্ত।
গালি বিদ্যা ভালই জান, তাতে আছ বেশ পোক্ত,
ভয় শুধু এই ছলনাময়ীর মুখ দেখে হও ভক্ত।
সে ভয় তো নেই ? বেশ ক'রেছ শিবের সঙ্গে সতী,
মন থেকে বিদেয় ক'রেছ, দুজনার এক গতি।
তবেই দেখ কেমন নির্ঘাৎ শিব জব্দ হবে ;
এতদিনের মনোবাঞ্ছা, সোজায় মিটে যাবে।
শিবে তুমি যত অপমান কর মারধোর,
কিছুতেই কিছু হয় না, থাকে নেশায় ভোর।
কিন্তু যদি সতীর মনে, কেউ দেয় একটু দুঃখ,
একটু করে তাচ্ছিল্য বা হয় পরাঙ্‌মুখ,
কি যেন কি অপার দুঃখ ভাঙ্গে শিবের বুক,
ক্ষোভে, ক্রোধে, গর্জ্জে ভীষণ, অপর সময় মূক।
ঝিকে মেরে বউ শেখানো, আছে প্রবন্ধে কথা,
সত্যতা তার প্রমাণ হবে, হবে না অন্যথা।
সতীর অপমান ক'ল্লেই হবে শিবের অপমান,
তোমার মতলব সিদ্ধ হবে ভাবছ, যা দিনমান।

অভিমান অন্ধ দক্ষ নারদ কথা শুনে,
পরামর্শটা মন্দ নয় ভাবছে মনে মনে।
অতি বড় মেধাবীর ও বুদ্ধি হয় ভ্রষ্ট,
ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা দ্বারা যদি হয় দষ্ট।
বুঝিতে পারে না শত্রু, মিত্র তাহার কে!
বন্ধু হয় সেই হিংসানলে, ইন্ধন যোগায় যে।
ভীষণ অসূয়া বিষে জর্জ্জরিত বুদ্ধি,
খুঁজছে কেবল দক্ষ, কিসে নাশ হয় শিবের ঋদ্ধি।
জানে, নারদ শুদ্ধ বুদ্ধি, ঈর্ষ্যা হিংসা রহিত,
সাংসারিক কর্ম্মে অকর্ম্মা, করে নিঃস্বার্থ হিত;
তবুও তা ভুলে গিয়ে মনে কল্লে, "বেশ,
নারদ বোকার এই বুদ্ধিটা মন্দ নয় তো বেশ।"
নারদ ক'রলে পরে, পরম আপ্যায়িত,
নারদ ফিরে চল্লেন ঘরে গাইতে গাইতে গীত।

নারদের গান—সুর, দেশ-তেতালা

ভজরে ভজরে মন পরম শিব চরণ ঃ
নিরন্তর নির্নিমেষে, গৌরী করে দরশন।
রাজেরাজেশ্বরী রাণী, ভুবন তিন জননী,
ষোড়শী মহারমণী, আসীনা যোগ আসন;

যোগেশ্বর-যোগেশ্বরী, নিত্যানন্দ পরাৎপরী,
ভক্তি ভরে কর যুড়ি (যাঁর) পাদন্যস্ত দৃষ্টি মন।
আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী, মণিদ্বীপ নিবাসিনী,
ব্রহ্ম রন্ধ্র প্রবাহিনী, ব্রহ্ম শক্তি চিদ্‌ঘন;
ধরিয়া নারা বিগ্রহ, ভজে যাঁরে অহরহ,
পরম সুখ আবহ, ভজ ভজ পদ নিরঞ্জন।
শিব গৌরী নামামৃত, পানে হওরে উনমত,
সব দুখ হবে গত, সার্থক তব বদন ;
হর হর হর গৌরী, বলরে পরাণ ভরি,
অনায়াসে যাবে তরি, ভব সাগর ভীষণ ॥

কাকের মত সেয়ানা দক্ষ ভাবে সে চতুর,
চতুর চূড়ামণি নারদ, দক্ষ চক্ষে দেয় ধূর।
দূরদৃষ্টি ঋষি নাশি দক্ষের ক্ষুদ্র অহং,
আত্ম দৃষ্টি খুলে দিতে করিল এই রং।

পাগলার গান—জংলা সুর।

কালোমুখী হিংসে বলরে তোর সৃষ্টি কেন ?
কোন কি উপকার কারো করিস্ কক্ষণো ?
যার বুকে তুই জাগিস হিংসা, সঙ্গে জিঘাংসা,
(তার) বুকের মাংস খাস রাক্ষসী, শুষে নিস তার প্রাণও।

সুখে থাকতে দিস না তারে, গুমরে সে মরে,
সদাই যে তার বুকটা জ্বলে অম্বল রোগে যেন।
কারও ভাল দেখতে নারিস, আগাগোড়া বিষ,
টাটানির ছট্‌ফটানিতে ফুটী ফাটা হেন।
কোটনা-কুটনীর পেটকামড়ানি, কুটভুটভুটানি,
কুট করে তাক লাগান স্বভাব, পরের মন তাঁতানো।
তুই একটি শিব তুল্য ব্যক্তির ছাড়া বা কেন,
সবার এমন পরের ভালোয় বুকটা টাটানো ?
পরের ভালো সয় না গায়ে, এমনি স্বভাব,
পণ্ডিত মূর্খ বাছিস্ না তুই, ধনী নির্ধন।
একটি ভালো এই দেখি তোর, ওরে কালকূটী,
যার গায়ে তুই মাখিস কালী, উত্তম সেই জন।
বুদ্ধিমান যে, বুঝে চটসে, নিন্দে করিস যার,
পরম উৎকৃষ্ট, নৈলে হিংসা হৈল কেন।

সতীর দক্ষালয়ে গমন প্রার্থনা

অতঃপর যাব মোরা ভাগবত নিকটে,
শুনিব কি দক্ষ কৈল, সতী কৃত্তিপটে।
আধিপত্য অহঙ্কারে, দাম্ভিক দক্ষ গর্ব্বভরে,
সরুদ্র ব্রহ্মিষ্ঠ গণে, গ্রাহ্য বলি নাহি গণে ;

বাজপেয় যজ্ঞ সারি, বৃহস্পতি নামে ভারি,
উৎকৃষ্ট যজ্ঞ পরে, আরম্ভ ভবনে।
ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি পিতৃ ও দেব, হ'লো পূজিত,
পত্নীগণও পূজা প্রাপ্ত, স্ব স্ব স্বামী অনুমত।

পাগলের গান—সুর, বাউল।

চল দেখি মন কৈলাসে ঃ

যেথায় ক্লেশের নাই লবলেশ, ভাসবি সদা উল্লাসে।
চিত্ররূপে অপরূপা, বিরাজে পিতার পাশে,
বিচিত্র আনন্দময়ী, নিত্য আনন্দে হাসে॥
মৃত্যু যেথা হয়রে অভয়, মৃত্যুহীনের সকাশে,
শিবজ্যোতি মুক্তিশিখা, সেথায় সুখে প্রকাশে।
মা অভয়া, অভয় করে, ভক্তশির পরশে,
রোমাঞ্চে শিহরে শরীর, পরাণ ভাসে হরষে।
মন বিহঙ্গ, সদা রঙ্গে, বিহরে চিদাকাশে,
(আবার) মীনের মতন যায় তলিয়ে, অতল প্রেমরসে।
ভুবন ভরা রূপটি নিয়ে, সতী মোহিনী বেশে,
শিবের সুখের নাই সীমানা, মুগ্ধনেত্রে দরশে।
হৃদয় মাঝে সদাই রাজে, ডাকলে তখনই আসে,
সাক্ষাতে হেরিবে যদি, চলরে মন সেই দেশে।

আকাস বাসিনী বাসী, কলগুঞ্জন, হাসে,
যজ্ঞ যশ ভস্তাসিয়া, চলিতেছে হরষে ;
রাঙাইয়া দিগবলয়, চিত্রাম্বরী বধূরা,
আকাশে ভাসিয়া যেন, কে কা কণ্ঠ সুস্বরা ;
মঞ্জীর শিঞ্জিনী পদে, বিচরে রাজহংস,
কোকিল জিনি ধ্বনি শ্রবণে অবতংস ;
হরষ সরস প্রাণে কূজিতে উৎকণ্ঠী ;
কল কল বাণী বোলে, অঙ্গনা কলকণ্ঠী ;
শুনিল কাকলী সতী, কৈলাস গিরিবাসে,
ছুটিল রভসে কৌতূহলে গবাক্ষ পাশে ;
চঞ্চল মৃগ লোচনা, চাহিল নভস্তলে,
চমকি দেখিল সেথা, চারুহাসিনী দলে ।
খেচর বদনে শুনে, মহোৎসব বারতা,
বেপথুকম্পিতা দেবী, ঔৎসুক্য উৎকণ্ঠিতা ;
আদর গৌরব স্নেহে, আশৈশব লালিতা,
স্মরহর-প্রেম-সঙ্গ সতত পুলকিতা,
হেরে গৃহে উপকণ্ঠে, দিক দিক চারিণী,
প্রফুল্ল গামিনী চলে, গন্ধরব রমণী,
স্ব স্ব প্রিয়তম সনে বিমান আরোহণে ;
শঙ্করমোহিনী হেরে ওই বরাঙ্গনা গণে ।
শোভিছে পদক কণ্ঠে, অঙ্গে রঙ্গীন শাটী,
উজ্জ্বল কুণ্ডল কর্ণে, কিরীট পরিপাটী,

হাটক শোভিত কটী, খঞ্জন নয়না,
কনক চম্পক বর্ণা, কমলিনী আননা ;
নেহারিয়া শোভারাশি অপূর্ব্ব সাজসজ্জা,
সংস্পর্শজ হর্ষবাঞ্ছা প্রবেশে নারীমজ্জা।
"পিতৃগৃহে যজ্ঞোৎসব আমি অনিমন্ত্রিতা ?"
আর্ত্ত কন্যা হৃদি ক্ষুধিতা
"দুলালী দুহিতা পিতার, দুটি নয়নের মণি,
ভুলিলা কি সেই পিতা, স্নেহময়ী জননী ?"
বেদনায় শিহরিল চিত্ত ;
শিব আজ্ঞা মাগে, যেতে পিতৃ ভবনে স্বতঃ।
বৈকুণ্ঠের অকুণ্ঠিত অবগুণ্ঠন শালিনী,
মহীয়সী কৈলাসশ্রী, পরম সীমন্তিনী,
বিশ্ব-মাতৃ-হৃদি পয়োধি, সুধা-নিস্যন্দিনী,
নির্মন্থি, মন্মথ দলনী,
উঠিল জননী রূপে, ভুবন বিজয়িনী,
অমৃত সায়র হ'তে, পরামৃত ক্ষরণী ;
হের হের, হরকামিনী,
সুপরম রমণীয়া ললামা ও মোহিনী।
ব্রহ্মার ভাণ্ডার হ'তে তিল তিল সুষমা
চুনি নাকি, নিরমলা বিধাতা, তিলোত্তমা ;
নিরুপম সতীরূপের সে বামা নহে উপমা,
ভামিনী হর মনোরমা।

নিষ্কর্ষিয়া জগতের প্রেয়সী পূত কান্তি,
ব্রীড়ামাধুরিমাপূর্ণা, সুমঙ্গলা জয়ন্তী.
হর উরসে প্রিয়তমা,
পরম প্রশান্তি বর্ষি, হর্ষ সরসা ভামা।
পালনে শঙ্কর আজ্ঞা, সতত পরিতোষ,
অহর্নিশ ধ্যান কিসে, সন্তোষে আশুতোষ,
পাতিব্রত্য অধীনতা, নাহে হেরে তাহে দোষ ;
প্রণয় বিহ্বলা রমণী;
অনঙ্গ-গরব-ভঞ্জনালিঙ্গিতা অৰ্দ্ধাঙ্গিনী,
ঈশ্বর-শুশ্রূষা-রতা, সুখদুখভাগিনী
উরুবাসিনী, যুড়ি পাণি,
বিকচ বদনে যাচে অজে, অনুজ্ঞা বাণী :—
"হে নাথ, বিশ্বেশ্বর, হে অনাথনাথ দীনবন্ধো,
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, সতীপতি, করুণাসিন্ধো।
আসিয়াছে দাসী কাছে, করিতে তোমার নিবেদন,
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, ঘুচাবে কি মোর মনোবেদন ?
আরম্ভিল তব শ্বশুর দক্ষের, যজ্ঞ মহোৎসব,
আমরা সকলে যাব, যদি তুমি ইচ্ছা কর ভব ;
করি অনুমান যজ্ঞ এখনও হয় নাই নিতান্ত শেষ,
ঐ দেখ যাইছে দেবগণ হর্ষে, পরি নানা উজ্জ্বল বেশ।
বোনেরা সকলে নিশ্চয় এসেছে, স্ব স্ব স্বামীর সঙ্গে,
বাপের বাড়ী উৎসবে তারা, অবশ্য মেতেছে রঙ্গে ;

আমার হতেছে তীব্র বাসনা, সঙ্গে তোমারে লয়ে,
জনক গৃহে আনন্দ উৎসবে, আনন্দ করিব গিয়ে।
ভিক্ষা মাগিছে প্রণমি চরণে, তব আদরিণী সতী ;
চল ওগো চল, ওগো ভোলানাথ, দাও মোরে দাও অনুমতি
বাপ মা আমারে, কত অলঙ্কার দিবে এই মহোৎসবে,
সে সবে লইতে, তোমার সহিত, বাঞ্ছা মরমে উদ্ভবে।
স্নেহময়ী মাতা, চির উৎকণ্ঠিতা, আর যত মাসীমাতা,
প্রাণের বোনেরা, মরমী আমার, তাদের দেখিব তথা ;
বহুদিন হ'তে, তাদের দেখিতে, চিত্ত মোর হ'য়েছে চঞ্চল ;
অদৃষ্টবশে সুযোগ মিলেছে, তোমার আদেশ কেবল।
পিতৃযজ্ঞে যে, মহর্ষি সবে, তুলিল যজ্ঞীয় ধ্বজা,
দেখিতে আকৃতি, দাও অনুমতি ; হে মোর প্রাণের রাজা !
ত্রিগুণ স্বরূপ এই আশ্চর্য্য বিশ্ব, ওগো আজ মায়াবী !
শুনেছি আমি, তোমারি মুখে তোমারি মায়াছবি।
সত্যই আশ্চর্য্যকর নাহি তব কিছু কিন্তু আমি যে নারী।
ঔৎসুক্যই জানো স্ত্রীজাতি স্বভাব, কেমনে বল নিবারি ?
বুঝি নাকো আমি, তত্ত্ব তোমারি তত্ত্বস্বরূপ তুমি,
করি তাই তাই বাঞ্ছা, হইয়ে কাতরা, দেখিতে জন্মভূমি।
জন্ম নাই তবু, কেমনে জানিবে সুহৃদ বিয়োগ দুঃখ,
করি গো মিনতি, দাও অনুমতি, ভেঙ্গো না আমার বুক।
আমাদের সঙ্গে, কোন সম্বন্ধ গন্ধ নেইক' যাদের,
কত কত মেয়ে, অলঙ্কার গায়ে, হাত ধ'রে পতিদের,

"দেখ, দলে দলে, চলে হেলে দুলে, আমারি পিতার যজ্ঞে,
অপরে দেখিবে, হবে না দর্শন, শুধু কি আমারি ভাগ্যে ?
ঐ দেখ দেব, কলহংস তুল্য পাণ্ডুর বর্ণ বিমান,
সারি সারি হ'য়ে, চ'লেছে ভাসিয়ে, নভোমণ্ডল শোভমান।
পর কৃপাহেতু, হ'লে নীলকণ্ঠ, যেতে দাও অনুমতি।
বাপের বাড়ীতে, হ'তেছে উৎসব, শোনে যদি তার কন্যা.
সুস্থির থাকিতে, পারে কি সে কভু ? ছোটে চঞ্চলতা বন্যা
বন্ধুজন, কিংবা স্বামী বা শ্বশুর, কিম্বা পিতৃ ভবনে,
দোষ নাহি অর্শে, যদি কেহ যায়, বিনা কোন আহ্বানে।
প্রসন্ন হও গো, বিতর কৃপা, পূর্ণ কর বাসনা,
পরমজ্ঞানী, হোয়েও কোরেছ, মোর দেহার্দ্ধ ঘটনা।
প্রার্থনা করি, বাঞ্ছাকল্পতরু, জানাই তোমারে আরতি,
হৃদয়বল্লভ ! কাকুতি করি, দাও মোরে অনুমতি।"

সতীর গান—সুর, সুরট—ঝাঁপতাল।

করুণা কর হর, কর করুণা !
বাঁচেনা পরাণে সতী তব কৃপা বিনা।
জন্ম জন্ম তুমি পতি, আমি তো তোমারই সতী,
অগতির গতি ভব, ভবেতে জানা ;
তুমি মম সাথের সাথী, আমার সকল ব্যথার ব্যথী,
চরম দুখে তুমি স্বামী, পরম সান্ত্বনা ॥

তুমি নির্ব্বিকার অজ, মায়া অতীত সহজ,
আত্মারামে সদা ভজ, মোহে মজ না ;
আমি যে দেব মায়াময়ী, মায়া আমায় ছাড়ে কই,
জগতের মা হ'য়ে বই, অসীম যন্ত্রণা।
প্রতি পুত্র কন্যা ঘরে, বেড়াই আমি ঘুরে ঘুরে,
সুখের দুঃখের তত্ত্ব ক'রে, আদর লাঞ্ছনা ;
তাদের সুখে আমি সুখী, তাদের দুখে আমি দুখী,
কত যে সুখ দুঃখ ভুগি, তারা জানে না।
তোমারই দেওয়া প্রকৃতি, স্নেহ, ভালবাসা, রতি,
শিবেরই আমি শকতি, হর অঙ্গনা ;
পিতা মাতা ভগ্নী প্রীতি, স্বভাবে উথলে প্রীতি,
দেখিতে হ'তেছে রতি, কোরো না মানা।

চম্পক অঙ্গুলি জটামাঝে চালি, কহিল কাকুতি কথা,
দয়াদ্র হৃদয় ভগবান ভব হৃদয়ে জাগিল ব্যথা।
দেব আদিদেব শূলী মহাদেব, গম্ভীর সকলি তাঁর,
ভাষণ, আসন, হাসন, নর্ত্তন, অপ্রাকৃত অতি উদার।
অপার মহিমা, অনন্ত গরিমা, মহাকাল রূপে রাজে,
যুগ যুগ ধরি, কাল লীলা হেরে, কাল না পরশে অঙ্গে।
প্রকৃতি-বিক্ষোভ ঘটিছে হেরিয়া, করিল উদার হাস্য,
ভাঙ্গিল মৌন নিবিড় গহন, ধরিল সতীর আস্য।

চিবুক ধরিয়া, শিরে কর স্থাপি, কহিতে লাগিল বাণী,
মন্দ মধুরা, অন্বর্থ অক্ষরা, মেঘ গরজন ধ্বনি।
বিশ্বস্রষ্টা যজ্ঞে, তব পিতা দক্ষ, মর্ম্মভেদী যে বাক্যবাণ,
প্রয়োজিল মোরে, দেখ মনে ক'রে দেবি, তুমি শিব প্রাণ।
অনাহূত হ'য়ে, বান্ধব গেহে, গমন সম্ভব মানি,
কিন্তু সে কখন ? বন্ধুগণের যখন, নাহি ঘটে দৃষ্টিহানি ;
যদি দেহাদিতে অহঙ্কার জন্য, উদ্ধত মদে ও ক্রোধে,
করে নাকো বন্ধুর শুধু দোষদৃষ্টি, তেয়াগিয়া বন্ধুবোধে।
বিদ্যা, তপ, বিত্ত, দেহ, বয়ঃ, কুল, এ ছয় বটে সাধু গুণ,
কিন্তু যদি এরা বর্ত্তে অসাধুতে, গুণ ছাড়ি হয় অবগুণ ;
এ সমস্ত গুণ অসৎ জনার, হরয়ে বিবেক ও জ্ঞান,
স্তব্ধ তুল্য, নারে হেরিতে ইহারা, মহৎ জনার তেজে ;
বন্ধুজন বোধে, সে জনার গৃহে, দৃক্‌পাত করা নাহি সাজে ;
অব্যবস্থিত চিত্ত এরা ; যদি কেহ উপনীত হয় ভবনে,
ক্রোধ ভরে করে নিরীক্ষণ তারে ভ্রুকুটী করাল নয়নে।
কূটবুদ্ধি বন্ধু যারা, তাহাদের উদ্গীরিত দুর্ব্বচন,
এতাদৃশ মর্ম্মপীড়া এত মনস্তাপ, করয়ে জনন,
সুতীক্ষ্ণ বাণ কর্ত্তিত গাত্র, এহেন ব্যথা না দেয় জনম।
প্রিয়ে ! শোনো কথা, পাবে প্রাণে ব্যথা, শুনিবে উক্তি নির্ম্মম;
শোনগো শোভনে ! দক্ষের মর্য্যাদা অতি উৎকৃষ্ট আমি মানি,
তুমি যে তাহার সকল অপেক্ষা আদরিণী কন্যা জানি,

তথাপি আমার সম্বন্ধ বশতঃ, আদর তুমি পাবে না তথা ;
করগো প্রত্যয় হোয়ো না অবুঝ ! রাখ দরিদ্রের কথা।
নিরহঙ্কারী জনার সমৃদ্ধি হেরিলে, দক্ষের অন্তঃকরণ,
হয় অতি সন্তপ্ত, তাইতে সতত আছে সে বিমনায়মান।
নিরহঙ্কারীর ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি লাভ ঘটে অনায়াসে,
অর্জ্জিতে কদাপি হবে না সমর্থ, দক্ষ পুণ্যকীর্ত্তি ক্লেশে।
অসুরেরা যথা করে হে নিয়ত ভগবান হরিরে দ্বেষ,
তেমনি আমারে দক্ষ অবিরত করে হিংসা আর দ্বেষ।
শোনো সুমধ্যমে ! মরমের কথা বলিব আজি তোমারে ;
লোক পরস্পর, প্রত্যুত্তর বিনয়, অভিবাদন যে করে,
সে সকলি প্রাজ্ঞ, অপর প্রকারে, সুচারু রূপে আচরে ;
সর্ব্ব অন্তর্যামী পরম পুরুষ নিত্য অন্তরে বিহরে,
ভগবান সেই বাসুদেব প্রতি, অন্তঃকরণ সংযোগে,
সেই সব ব্যবহার করে সম্পাদন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগে।
দেহ অভিমানী পুরুষের প্রতি করে না সেই সৎকার ;
অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা, মন সহযোগে, দক্ষে যুক্ত ব্যবহার
করিয়াছি আমি অতি সুষ্ঠু রূপে, করি নাই তারে অবজ্ঞা ;
হে সুন্দরি ! নিত্য চিত্ত-সত্ত্ব মাঝে, রাজে বাসুদেব প্রজ্ঞা
নির্ম্মল সত্ত্বগুণে পরমপুরুষ, বাসুদেব প্রকাশিত,
শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, সেই হেতু হয়, বাসুদেব নামে খ্যাত।
সত্ত্বস্বরূপ সেই ইন্দ্রিয় অতীত, অর্চ্চি আমি বাসুদেবে,
নিরন্তর তাই, প্রণমি তাঁহারে, মনে, আন্তরিক ভাবে।

শোনো শিবরাণি ! কহি সত্য কথা, দক্ষ বিপক্ষ মম ;
জন্মদাতা পিতা যদ্যপি তোমারই, তবু তিনি শত্রু সম ;
না হয় উচিত, তোমারে করিতে মুখাবলোকন তাঁর,
অথবা যাঁহারা দক্ষ অনুগামী, চলে তার অনুসার।
ভেবে দেখ দেখি, প্রিয়তমে সতি ! একি গো দুঃখ সামান্য,
বিশ্বস্রষ্টা যজ্ঞে, বিনা অপরাধে, দুর্ব্বাক্য দিল অগণ্য ?
হবে না মঙ্গল কদাপি তোমার, যাও যদি লঙ্ঘি বাণী,
স্বজন নিকটে মানী পরাভব, সদ্য মরণ আনে টানি।"

শিবের গান—কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—একতালা।

শোন প্রিয়ে সতী করিগো মিনতি, যেওনা যেওনা পিতার ভবনে।
তুমি শিবের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি, ভুক্তি,
শিবের নাই যে কিছু সতী বিহনে।
সতী আছে আমার, এই শুধু জেনে, ঘুরি সদানন্দে বিজনে গহনে,
সতী বই ভোলা, আর কিছু না জানে,
সতী বিনা সমান জীবনে মরণে।
প্রাণের প্রাণ সতী, প্রাণের কথা কই,
জানি নাকো আমি কিছুই তোমা বই,
(আমি) যেদিকে তাকাই তোমায় দেখতে পাই,
ব্রহ্মময়ী হেরি সারা ত্রিভুবনে ॥
একবার হারা হ'য়ে মুদিনাক' আঁখি,
শশীমুখী তোমায় চোখে চোখে রাখি,

আবার আমায় তুমি দিতে চাও কি ফাকি,
সর্ব্ব-হারা হয়ে, দুখ দিবে মনে।
অন্ধ তব প্রেমে জানতো কল্যাণি, জগজন জানে ভবের ভবানী,
অন্ধের দণ্ড তুমি, নয়নের মণি, দুখহরা তারা, থাক গো ভবনে।
সদানন্দময়ী, অতি আদরিণী, সহিবে না পিতৃগৃহে পিতৃগ্লানি,
অনাদরে সতী, ত্যজিবে পরাণি, কৈলাস শ্মশান, হবে তোমা বিনে

এত কহি ভব হইলা নীরব, চিতে ওঠে আন্দোলন,
যেতে দিব কিনা, জোর করি কিবা করিব তারে বারণ।
প্রকৃতি-বিকৃতি ; কে বুঝিবে রীতি, অপরূপ রূপ রঙ্গ,
আপনা আপনি, আপনারে গড়ি, আপনারে করে ভঙ্গ ;
একই ভাবেতে স্বভাব না থাকা, ধরে নব নব ভাব ;
কি ভাবে ভাবিনী, ভবেরে ভোলাবে, বুঝিবে কে অনুভাব ?
আদিভূতা নারী, স্বরূপ সম্বরি, ধরিলা নারী মূরতী ;
মূলে নারী কি যে দেখাইলা নিজে, যোগাত্মা প্রকৃতি সতী।
আত্মীয় স্বজনে, সুগভীর প্রীতি, তত ঊর্দ্ধ পতিপ্রেম ;
ভালবাসা বশে, থাকে না স্ববশে, বিসরে আপন ক্ষেম।
ভালবাসা হীনা রমণী যে জনা, হোক্ সে বরারোহা বামা,
সে নহে রমণী, পত্নী বা জননী, বরাকী কুকুরী সমা।
বিচার বিভবে, নহে অভিভূতা, মূলা নারী ভাবময়ী ;
বামা অন্তঃপ্রজ্ঞা, অভ্রান্ত লক্ষ্যা, বেগবতী চিরজয়ী ;

বিচারে বিচলি, নিয়ে চলে ঠেলি, উচিত গন্তব্য স্থানে ;
বাধা বা বিপত্তি সহস্র আপত্তি, রাখিতে পারে না টেনে।
দেখিতে অবলা ; আসলে প্রবলা, স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্য শক্তি ;
অঙ্গুলী সঙ্কেতে, ইঙ্গিত প্রভাবে, পুরুষে করায় ভক্তি।
শিব উপদেশ শুনিলা সকলি, চিতে না পাইল স্থান ;
বালু বন্ধ মত, ভাসাইয়া নিল, পিতৃ মাতৃ ভগ্নী টান।
একবার ভাবে, যাবো কিনা যাবো, পুনঃ ভাবে নিশ্চয়ই ;
বাপ মা বোনেরা এত আপনার, বাল্যসখী স্নেহময়ী।
বাবা তো আমারে, কত ভালবাসে, চুমিয়াছে কত মুখে ;
আদর মাখান 'সতীরাণি' ডাকে, কত না ধ'রেছে বুকে।
আমিও বাবার শ্মশ্রু মাঝারে, দিয়াছি অঙ্গুলি চালি ;
পিতৃগণ্ডে গণ্ড মিশায়েছি কত, পিতার আদরে গলি।
কি চমৎকার, দৃষ্টি যে পিতার, কি যে বুকভরা স্নেহ ;
এও কি সম্ভব, ভুলিবে এসব ? না ! না ! পিতারে সন্দেহ !
কৌমার্য্য অবধি, আশৈশব যাঁর, বাড়িয়াছি কোলে কোলে,
একি ঘোর পাপ, সহে না যে তাপ, সন্দেহ তাঁহারে ! ভুলে ?
হেন মনে ভাবি, সতী মহাদেবী, হইলা ঘরের বাহির ;
পিতৃগৃহে যাব মানা না শুনিব, মনেতে করিলা স্থির।
ঘরের বাহিরে, পদ বাড়াইতে, শিবের শাসনবাক্য
কানেতে বাজিল, মরমে বিঁধিল, শঙ্কর সহ অনৈক্য !
অলঙ্ঘ্য শাসন মনমর্থ রিপু, স্বভাব সহজ মৌন ;
নিগূঢ় নির্ব্বন্ধ বিনা, রাক্যব্যয় করে না সে কখনও ;

আমারে অবাধে দেন স্বাধীনতা, মুক্ত বিহঙ্গিনী মত,
চলিতে ফিরিতে শুইতে বসিতে, আদেশে নহি বিব্রত।
ছুটি বনে বনে হরিণীর মত, হর্ষ তরঙ্গ উল্লাসে,
কোনো কথা দেব, কহে না নীরবে, আসিয়া দাঁড়ান পাশে ;
জটাজুটশোভী, শ্মশ্রু বিমণ্ডিত, ধ্যান-প্রশান্ত বদনে,
সর্ব্বমর্ম্মস্পর্শী, মুগ্ধ দরশনে, শুধু চাহে মম পানে।
কিছুতো চাহে না, কিছুতো বলে না, দেয় না আদেশ বাণী ;
অব্যক্ত আহ্বান, মরমেতে শুনি, এসোগো হৃদয় রাণি !
কি যে মনে হয়, কহিতে না পারি মুখে না জুয়ায় ভাষা,
মনে হয় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ধোয়াবো ঢালিয়া প্রেমাশ্রু বরষা !”
বিপরীত ভাব, পশে পুনঃ হৃদে, অদ্ভুত গঠন মন ;
অসীম প্রণয়, ক্রোধ দুরজয়, একান্ত বিরুদ্ধগণ ;
বিধির বিধানে, এক অবস্থানে উভয়ে বেঁধেছে বাসা,
একই মুহূর্ত্তে, ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে, ঘোরে মন সর্ব্বনাশা।
পিতৃ-স্নেহ-স্মৃতি, মাতৃ-ভগ্নী প্রীতি, আবরিল সতীহৃদি ;
দিল ডুবাইয়া শিবা শিব-রতি, গর্জিল ক্রোধ জলধি।
বন্ধু দরশন বাসনা ব্যাকুল হইলা নিতান্ত সতী ;
গৃহ হোতে আসে বাহিরিয়া, পুনঃ পশে চিতে ভব ভীতি ;
গৃহে আসে ফিরি, দ্বিভাব-খণ্ডিত দোলে চিত্ত-দোলা ঘন ;
বন্ধু দরশন আশা প্রতিহত, অতীব দুঃখিত মন।
স্নেহের প্রভাবে, কাঁদিতে কাঁদিতে, কোপে চাহে ভবপানে ;
চাহনিতে যেন করিবেন ভস্ম, অতুল্য সে ভগবানে !

ক্রোধ বশে তাঁর সকল শরীর থর থর কম্পমান ;
কোপস্ফীত নাসা হোতে বারম্বার, দীর্ঘশ্বাস বহমান ॥
স্ত্রীস্বভাব হেতু, এতই বিমূঢ়া, নষ্টবুদ্ধি, হতজ্ঞান,
সাধু প্রিয় ভব যে, প্রীতি বশতঃ কৈল দেহার্দ্ধ দান,
সে কথা ভুলিয়া, কোপেতে ফুলিয়া, আজি দুর্জ্জয় মানিনী ;
পতিরে ফেলিয়া, জনকভবনে, বেগে চলে, একাকিনী।

ধাবমানা সতী

ঃ চলে একাকিনী,	চলে একাকিনী ; (ধুয়া)
ক্রোধভরে, (বেগভরে)	চলে একাকিনী।
উন্মাদিনী, মাদিনী,	শঙ্কর ভাবিনী
ত্রিলোক মোহিনী,	পরমা যোগিনী। (চলে)
চমকি মেদিনী,	ফুল্লা সৌদামিনী,
অমৃত প্লাবনী,	সবেগ গামিনী। (চলে)
ফুল্ল কমলিনী, (আজ)	কুপিত আননী,
আরক্ত-নয়নী,	অনল-বর্ষিণী। (চলে)
শিব-সোহাগিনী,	উর-বিলাসিনী,
পত্নীত্ব-গৌরবে,	মান-গরবিনী। (চলে)
জগত জননী,	বিশ্ববিজয়িনী,
অনাদি-ঘরণী	রঙ্গ প্রকাশিনী। (চলে)
রাতুল-চরণী	নূপুর, কিঙ্কিনী,
বাজে কিনি কিনি,	ভক্ত আহ্লাদিনী। (চলে)

মুক্তাবগুণ্ঠনা, স্রস্ত দীর্ঘ বেণী,
ঘর্ম্মাক্ত বদনী, যেন উন্মাদিনী। (চলে)*

শিবের আশঙ্কা

ভাবী অমঙ্গল করে পূর্ব্বে ছায়াপাত,
আছে প্রবচন ; তাই বুঝি অকস্মাৎ,
বিশ্বমাতা, বিশ্বপত্নী, ঐ বিশ্ব দুহিতা,
ছাড়ে উষ্ণশ্বাস, ভীম-রোষপরীতাত্মা ?
অলক্ষ্যে আনিল বহি অদৃশ্য ঈশ্বর,
বুঝি, তিলে তিলে, পুঞ্জীভূত পাপস্তর,
কলুষাত্মা অনুভব অগোচর, নিত্য
সাহচর্য হেতু ; কিন্তু সুবিশুদ্ধ সত্ব—
বুদ্ধি সুগোচর, শিবের সন্নিধি হেতু ;
অনন্ত, অসীম, উদার মঙ্গল কেতু।
অলক্ষিত, অতীন্দ্রিয় সেই আন্দোলন,
সর্ব্বমঙ্গলারে বুঝি কৈল পরশন ?
শিবহীন দক্ষযজ্ঞ চূর্ণ করিবারে,
দেখা দিল মঙ্গলার ক্রোধের আকারে ?
মুকুন্দ, ব্রহ্মেন্দ্র আদি যত পরিবার,
হতপ্রভ করিয়াছে যে রম্য আগার,
ত্যজি সে কৈলাস ভূমি, বাস-শিরোমণি,
ছুটিল ত্রিভুবন মহারাজ-গৃহিণী।

রক্ত-পদ-কোকনদ, যাহার পরশে,
উর্দ্ধরেতা-শিব-বক্ষ উদ্বেল, উল্লাসে,
সে কোমল পাদ-পদ্ম স্থাপিলা ধরায়,
বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে, কঙ্কর যথায় ;
রক্তিম চরণ ভেদি, শোণিতের ধারা
রঞ্জিল প্রস্তর পথ, সতী, জ্ঞান-হারা।
ভাবিনীর হেরি রুদ্র ভাব পরকাশ,
ভবহৃদে উপজিল দারুণ সন্ত্রাস ;
মুক্তবেণী ভবানীর ক্রোধ-বহ্নি-জ্বালা,
বিকীরিছে যেন ঘোর প্রলয়ের আলা ;
কোনো মানা মানিবে না হিমালয় বালা
জ্ঞান-বল-লীনা দেবী, প্রচণ্ডা, প্রবলা।
প্রকৃতির লীলা দেব বুঝিলা ইঙ্গিতে,
আদ্যা-প্রকৃতি-বিক্ষোভ কে পারে বারিতে ?
নিজে রুদ্র, অবগত ধ্বংসের প্রেরণা,
আত্মসম্বিদাবরক তমঃ উন্মাদনা।
জানিলা, যে ভবিতব্য ঘটিবে নিশ্চয়,
কোপাগ্নিতে সতীদেহ হইবে অত্যয় ;
জ্ঞান, মন, কদাচিৎ একসাথে চলে ;
অকল্যাণ সুনিশ্চিত, শিব-জ্ঞান বলে ;
জেনে, শুনে স্নেহাকুল মন নাহি মানে ;
ভাবে ভব, সতীধনে বাঁচাবে কেমনে।

দিশাহারা দিগ্‌বসন, না দেখে কিনারা,
তারা-চিন্তাপ্লুত-ধারা ঊর্দ্ধনেত্র-তারা।
ইঙ্গিতে ডাকিয়া বলে পার্শ্বচরগণে,
"যাহ সবে সতী সনে দক্ষের ভবনে;
রোষেতে প্রলয়ঙ্করী হোয়েছে শঙ্করী;
দেখো যেন ভগ্ন নাহি হয় দেহতরী;
দক্ষস্থানে পাবে মৃত্যু তুল্য অপমান,
পার যদি ফিরাইয়া এনো শিবপ্রাণ।"
এত বলি মহাদেব বসে যোগাসনে,
সমাহিত, সত্য-স্বরূপিনী সতীধ্যানে।

শিবগণের অভিযান

হেরিয়া সতীরে, অতি বেগভরে, ছুটিতে পাগল-পারা,
'মণিমাণ' আদি, যক্ষ, শিব-যোধী, শিবের পার্শ্বদ যারা,
'মদ' আদি করি, কৈলাস প্রহরী, শঙ্কর কিঙ্কর যত;
হাজার হাজার, জটীয়া রাজার প্রজা, প্রাণ, প্রভুগত;
ছুটিল ত্বরিতে, সতীর পশ্চাতে, বৃষেন্দ্রে লইয়া সাথে;
সন্তান-হৃদয়, নাহি ডর ভয়, মার কোপ লয় পাতি মাথে।

সতী-সন্তান সংবাদ

হৈ হৈ রবে পোড়লো সাড়া, সারা কৈলাস পুরে ;
মা মা ধ্বনি উঠলো জোরে, আকাশ বাতাস ঘিরে।
"ওরে ভাই নন্দী ভৃঙ্গী, কোথায় আছিস তোরা ?
ত্বরা কোরে আয়রে ছুটে, ছেড়ে চোললো তারা।
যে যেখানে যেমন আছিস, তেমনি আয়রে চোলে
কাজ বা অকাজ, দ্বন্দ্ব সন্দ, দূরে ছুঁড়ে ফেলে।
সব যদি যায় সবই পাব থাকলে সর্ব্বময়ী ;
যার কৃপাতে ন্যাংটা মোরা হোলেম বিশ্বজয়ী।"
মুখে মুখে রটে বার্ত্তা কুটীরে কুটীরে,
শিবদানা দিল হানা, কাতারে কাতারে।
নন্দীশ্বরের ভ্রূভঙ্গীতে, অমল শিবের দল,
বিমলিন, বিমলার প্রয়াণে বিহ্বল ;
প্রেম আবেগে, অতি বেগে, ছুটলো তীরের মত,
এক পলকে, ঝাঁকে ঝাঁকে, হোলো অগ্রগত ;
ধন্না দিয়ে, পড়লো ভূঁয়ে, যত ভূতের সারি ;
ঘোর মুস্কিলে, মুস্কিল আসান পোড়লো শিবনারী।
বলবন্ত, প্রাণবন্ত, শিবের সন্তানচয় ;
মার কৃপাতে, সব স্থানেতে ল'ভেছে অভয় ;
প্রেমছাড়া যার নাইরে বন্ধন, সে কি ডরে কারে ?
মায়ের জোরে, মানে নারে, বিশ্ববিধাতারে ;

দেহাত্মবোধ নাইকো যাহার, মাতৃভক্তি জোরে,
মার পায়েতে, তার প্রাণেতে, জোড়া ভক্তি-তারে ;
অভয়ার অক্ষুণ্ণ দৃষ্টি ঘেরা চারিদিকে,
সেই চাহনি, প্রাণ-মোহিনী, সদানন্দে দেখে।
সতী কোপ অগ্রাহ্য কোরে, যত সতীর ছেলে
মার সুমুখে অশ্রু মুখে পোড়লো মা, মা বোলে।

বলে, "মা তুই কোথায় যাবি, কেন মোদের তেয়াগিবি,
পাপ কিবা কোরেছি মোরা সবে ?
পাপ, পুণ্য, কিবা জানি, সবে জানি চরণ দুখানি,
বৈতরণীর তরণী এ ভবে।
খাই, দাই, ঘুরে বেড়াই, শিবশঙ্করীর গুণ গাই,
নির্গুণ পাহাড়ী মোরা ঘর ছাড়া ;
চাই না তো কিছুই তোর কাছে, চাইবার বস্তু আর কি আছে,
শিব-শক্তির পদে ভক্তির বাড়া ?
নিজেই তো মা ইচ্ছে কোরে, এলে শিব ঠাকুরের ঘরে,
জেনে শুনে বাবা যে ভিখারী ;
বাবার যে নাই কোন সম্বল, বিনা শুধু লোটা কম্বল,
মা অম্বালিকা ! দক্ষের ঝিয়ারী !
দক্ষের ঐশ্বর্য্য পায় ঠেলে, যোগীর যোগেশ্বরী হোলে,
শিব সন্তানে করিলে কৃতার্থ !
আজ আবার দেখাও একি ভাব, ভাবময়ীর কিসের অভাব ?
স্বভাব তব, ঘটাবে অনর্থ।

কি আছে তোর বাপের বাড়ী, সেথায় কেন পোঁতানাড়ী,
নারীর স্বভাব, বাপের বাড়ীর বায়না ;
তুমি তো শিব-মোহিনী, স্বেচ্ছায় সেজেছ যোগিনী ;
প্রাকৃতভাব তোমারে মানায় না।

দেখেছি মা দক্ষের মেলা, সেথা শুধু দ্বৈতের খেলা,
খোলাখুলি নাই সেথা ব্যবহার ;
নেতাগিরির ছেঁড়া কাঁথা, নিয়ে মারামারি সেথা,
কূট, কদর্য্য, মিথ্যা, জঘন্য ব্যাপার ;
যদি কেহ সত্য বলে, তারে রসাতলে ঠেলে,
ঠগ প্রবঞ্চকে দেয় উচ্চে স্থান ;
অসদুপায় অর্জ্জিত ঐশ্বর্য-ভার-সম্ভৃত,
নীচ, কাপুরুষ তথা পায় বহু মান।

নেতৃত্ব লভিবার তরে, ত্যাগেরও ছলনা করে,
কত মতলববাজ করে ফেরেববাজি ;
শুধু নিজের স্বার্থ লক্ষ্য, সততার ঘোর বিপক্ষ
ঘরে ঘরে মিলবে অনেক পাজী।

গন্তব্য নেই কারো স্থির, স্বার্থ চিন্তায় সদা অস্থির,
থাকতে দেয় না কাহারেও সুস্থির ;
কারু সঙ্গে নাই কারু মিল, সবারি আঁটা মনের খিল,
কিল্‌বিল্‌ করে নিন্দাগ্লানির ভিড়।

এ সবই তো দেখে শুনে, পালিয়ে এলাম কৈলাস বনে,
স্বীকার কৈনু শিবের আনুগত্য ;
দেখবামাত্র পিতা শিবে. আপনা হোতে ওমা শিবে ?
জৈব বৈভবে ঘুচ্‌লো মমত্ব।”
“কি যে অপরূপ, পিতার স্বরূপ, বোঝানো কাহারেও যায় না
স্বতঃই হৃদয়, হইল তন্ময়, ঘুচিল অলীক কামনা ;
রহিল কেবল, জ্বল-জ্বল-জ্বল, শিবের সেবার বাসনা ;
কেন হেন হয়, শুদ্ধ ভাবোদয়, বলিতে বাণী জুয়ায় না।
মনে হ’লো হেন, পুরাণ জীবন কোথায় গেল সরিয়া ;
হইল প্রতীত, যেন সে অতীত, খোলস রহিল খসিয়া।
দেখিলাম সেথা, সবাকার নেতা, আমাদের দাদা নন্দী,
দরশন মাত্র, জুড়াইল গাত্র, চিত্ত হইল বন্দী॥”
“নিষ্কাম কর্ম্মী, নিষ্কাম কর্ম্মী, শুনতুম একটা কথা,
কচ্‌কচানার কূটবাজীতে, ঘুরে যেত মাথা।
কে যে নিষ্কাম, কে যে সকাম, বোঝাই হ’তো দায়
হুঁ ! হুঁ ! হাঁ ! হা ! তা না ! নানা, দিতে হ’তো সায় ;
মনের ভেতর যেমন তেমন, থেকে যেত ধোকা,
ছেঁদো কথার বাঁধুনীতে ব’নে যেতুম বোকা।
কিন্তু মাগো ! কি বলিব নন্দীদাকে দেখে,
প্রাণের ভেতর, নেতার ছবি, আপনি উঠলো এঁকে।
মনে হ’লো, এইতো নেতা, খুঁজছিলুম যাঁর সঙ্গ,
এক দৃষ্টান্তেই, যত বিচার রণে দিল ভঙ্গ।

বিশাল বাহু, বিশাল দেহ, বিশাল লোচন,
বিশাল বক্ষ, বিশাল লক্ষ্য, বিশাল দাদার মন।
সুপ্রসন্ন বদন কমল, কপাল প্রশস্ত,
মোটা সোটা হাতের আঙ্গুল, দীর্ঘায়ত হস্ত।
যাবা মাত্র কাছে টেনে. দিল হাতে হাত,
করস্পর্শ বরষিল, বিদ্যুৎ প্রপাত ;
সারা শরীর ছেয়ে গেল, আনন্দের এক ঢেউ,
সে আনন্দের স্বরূপ কেমন ব'লতে নারে কেউ ;
এই যে এমন প্রিয় শরীর, সেটাও গেলুম ভুলে,
তলিয়ে মা ! গেলুম যেন অতল সলিলে ;
দৃগ্ দৃশ্য, রস রস্য, প্রকাশ প্রকাশ্য,
গুরু শিষ্য, ভাষা ভাষ্য, হইল অদৃশ্য ;
চিন্তাতীত, বাক্যাতীত, পরম আনন্দ,
বোধে বোধ হয় মাত্র, ঘোচে মনের সন্দ।
তার পরে মা ! আর এক কথা, শোন তোমায় বলি,
সাদাসিধা নন্দী দাদার বিষম চতুরালী।
ড্যাবা ড্যাবা, ডাগর দুটি, চক্ষু ফ্যাল ফেলে,
সদাই ঊর্ধ্ব দৃষ্টি যেন, সেই ভাবে পা ফেলে ;
মনে হয় হোঁচট বুঝি খাবেন পদে পদে,
প'ড়ে যাবেন হিমালয়ের ডাইনে, বাঁয়ে, খদে ;
কিন্তু কি আশ্চর্য্য চলন, চলেন না বেচালে,
ঠিক জায়গায় পাটি ফেলেন, পড়ে না বেতালে।

এর চাইতেও আরও কথা, আছে যা আশ্চর্য্য,
তত্ত্বমুখী সত্ত্বগুণের অব্যক্ত ঐশ্বর্য্য ;
বেদ বেদান্ত, কোনও গ্রন্থ, ছুঁতেও দেখি না,
কিন্তু অগাধ জ্ঞান বারিধির, না হেরি সীমানা !
যে সিদ্ধান্তে, পণ্ডিতেরা হয়েন হন্ত দন্ত,
দন্ত অগ্রে, দাদার আমার সে সব রাদ্ধান্ত।
আজে বাজে কথা দাদা বলেন না একটিও,
কল্যাণ, মঙ্গলবর্ষী, ঠাট্টা হাসিটিও।
বাবদূক সব জড় করে, রাজ্যের কথার বোঝা,
জঞ্জাল সব দেন জ্বালিয়ে দুই কথাতে সোজা ;
সোজা সোজা, মাজা কথার এমন বাঁধুনী,
বিস্ময়-স্ফারিত নেত্রে, শোনে জ্ঞানী মুনি ;
দৃষ্টি যাদের ঝাপ্‌সা শুনে শব্দ মেঘের বর্ষা,
দাদার কথা সূর্য্য তাদের দৃষ্টি দিল ফর্সা ;
অথচ মা ! দাদা কারেও করেন না অমান্য,
যথাযোগ্য পণ্ডিতে দেন সম্মান অগণ্য ;
পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যদি দেখেন অনুরাগ,
সোনায় সোহাগা যেন করেন সোহাগ।
চালচলনে কোনওখানে নাইকো হের ফের,
একাধারে সহজ গম্ভীর, বুঝবে কে তার জের ?
একদিন তাই জিজ্ঞাসিনু, 'এর সূক্ষ্মটা কি ?
এত জ্ঞান হয় কেমনে, পড়ায় দে' ফাঁকি ?'

মধুর হাসি হেসে উত্তর দিলেন নন্দী দাদা,
'এটা বুঝতে ধাঁধা কেন লাগ্‌লো ওরে হাঁদা !
বিদ্যাময়ী মা আমাদের পিতা বিদ্যেশ্বর,
সর্ব্ববিদ্যা মহামায়া বিদ্যার আকর,
মা কি বাবা, যারে একবার কটাক্ষেতে চায়,
স্বতস্ফূর্ত্ত মহাবিদ্যা হৃদে তার ভায়।
শুধু পোড়লেই জ্ঞান হয় না, বুঝেচিস্‌ রে বোকা,
পড়ার চাইতে শোনা ভালো, শোনার চাইতে দেখা,
দেখার চাইতে আরও ভালো যেটা ঠেকে শেখা,
সব শিক্ষার সেরা যেটা শেখান প্রাণসখা।
অন্তর্যামী জগৎ-স্বামী সবার হৃদে থাকে,
অতীন্দ্রিয় ভাবঘন অবাক সুরে ডাকে ;
অন্তর্মুখী ভক্ত-প্রাণ সেই সুরে দেয় সাড়া,
উথ্‌লে ওঠে বিদ্যা পরা, সকল জ্ঞানের বাড়া।
বহির্ম্মুখী গবেষকগণ, বহিরিন্দ্রিয়ের বশ,
কাম্য যাদের প্রধানতঃ নাম, মান, যশ,
কে কাকে উচিয়ে যাবে, এই যাদের কামনা,
স্পর্দ্ধাজন্য হিংসা বিষে জর জর মনা,
তত্ত্বকর্ণ-শূন্য তারা শোনে না সে ধ্বনি,
নাস্তি নাস্তি চীৎকারেতে ফাটায় অবনী।
বস্তা বস্তা পুস্তক পড়ে, করে ধ্বস্তাধ্বস্তি,
বাগ্‌জাল বিস্তার করে, মনে পায় না স্বস্তি।

কিন্তু যারে কৃপা করেন শঙ্কর ভবানী,
চিত্ত তার জ্ঞানালোকে জ্বল জ্বল তখনি ।
দেখা মাত্র শিব শিবায়, স্বতঃই বিদ্যা স্ফুরে,
যত সব অপরা বিদ্যা কোথায় থাকে পড়ে ;
বাবার এক একটি কথায় শত গ্রন্থ হয়,
পড়া শুধু্ সময়ের বৃথা অপচয় ;
আমাদের মা শিবরাণী, তিনিই শিবের শক্তি,
পরা বিদ্যার মূল, মায়ের চরণেতে ভক্তি ।'
সেই থেকে মা আমরা জানি তুমিই সারাৎসারা,
সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ আদি পরাৎপরা ।"

* মা বই জানে না কেহ, মাই চিত্ত, বিত্ত, দেহ,
সুখ, দুঃখ সকলি ভবানী ।
মার ভাবেতে সদা বিভোর, চোলে যায় দিন রাত্রি ভোর,
ঘোর আনন্দে মগন পরাণি ।
মা করে যার অন্তরে বাস, বহির্ব্বাসে তার কিবা আশ,
বাসিত করে সুবাসে ধরা ;
আনন্দের মাত্রায় যার, ব্রহ্মাণ্ড সুধার ভাণ্ডার,
ভাবে **তারায়,** নয়ন মুদে তারা ।
যত পাগল ছেলের দল, রাঙা আঁখি ছলছল,
অবিরল বহে জল ধারা ।
বলে, "মাগো ! তুমি গেলে, আমাদের কেমনে চলে,
আপনার বলতে নাই তুমি ছাড়া ;

তুমি প্রাণ, তুমি মন, তুমি মোদের মূল বন্ধন,
তুমি আছ তাই মোরা পরস্পর ভাই ;
তাইতে এত ভালবাসা, মাখামাখি মেলামেশা,
সবার মাঝে তোমায় দেখতে পাই।

তুমি যদি যাও চোলে, বিরহ সন্তাপানলে,
হৃদয় পুড়ে হবে গো শ্মশান ;
কিছুই লাগবে না ভালো, চারিদিক দেখবো কালো,
দিনমান রব বিমনায়মান।

মা ! তুমি থাকলে কত সুখ, যদি পার্ত্তাম চিরে বুক,
দেখাতাম করুণাময়ী তোরে ;
(তুমি) একা থাকলে সব পূর্ণ, (এক) তোমা
বিনা সবই শূন্য,
বিশ্ব যেন ঘিরে অন্ধকারে।

ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কথা শুনি, ব্রহ্মবস্তু নাহি চিনি,
জানি শুধু তুমি ব্রহ্মময়ী ;
তুমি ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ছেড়েছি মা ধর্ম্মাধর্ম্ম
কর্ম্মাকর্ম্ম জানি না তোর চরণ বই। *

পণ্ডিতেরা করে বিচার, কূটতর্ক নানাপ্রকার,
করে সব খণ্ডন মণ্ডন ;
"পদার্থ" "বিশেষ" বাদ, "আরম্ভ" "পরিণাম" বাদ
"বিবর্ত্ত" "অজাত" বাদ, "বাদ বিবর্ত্তন"।

বাদানুবাদ শুনে কানে, কি যে ব্যথা পাই পরাণে,
সবে যেন শব ব্যবচ্ছেদ করে ;
সাকারা কি নিরাকারা, বিচার করে চুলচেরা,
শুষ্ক প্রাণে, শুষ্ক মুখে ফেরে।
প্রত্যক্ষের নাই কোন নন্ধান, শুধু অনুমান প্রমাণ,
বস্তুর সঙ্গে নাই কোন সম্পর্ক ;
চোখে সব বেঁধে ঠুলী, অর্কফলা নাড়ে কেবলি,
দেখতে না পায় জাজ্জ্বল্যমান অর্ক।
সত্যরূপার কোমল গায়ে, জল্পের ছুরি দেয় বিঁধিয়ে,
তন্ন তন্ন কোরে চিরে অঙ্গ।
অন্তরে কি আছে শাঁস. বের কোরবে তাই, এই প্রয়াস,
আয়াসের ফল, শুধু মনোভঙ্গ।
এ নয়, সেনয়, তানয়, ক'রে, অন্তর পুরে অন্ধকারে,
মরুর হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাসে ;
না পায় চিতে সোয়াস্তি, ডুক্‌রে কেবল নাস্তি, নাস্তি,
সর্ব্বাস্তিত্বের অস্তিত্ব বিনাশে।
* মা যে আমার সর্ব্বরূপা, কি কুরূপা, কি স্বরূপা,
অরূপা, সরূপা, রূপরাণী,
যার নাই কোন আকার, সে ঈশ্বরী কোন প্রকার,
জানতে দেয় না সাকারা শর্ব্বাণী।
কাজ কি আমার তেমন মায়ে, পারে না যে দেখা দিয়ে,
মূর্ত্তি ধোরে, পুত্রে দিতে সান্ত্বনা ;
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে, অবতীর্ণা অবনীতে,
হবে না যে, তেমন মায়ে চাহি না।

হেরিব ভরিয়া নয়ন, মায়ের কমল বদন,
দিব পদে জবা পুষ্পাঞ্জলি,
অতুল, রাতুল চরণ, বক্ষেতে করিব ধারণ,
ধোয়াইব অশ্রুজল ঢালি ;
রাঙা পায়ে দিব পাদ্য, উৎকৃষ্ট খাদ্য, নৈবেদ্য
নিবেদিব, খাওয়াবো তোমায়,
পরাব উত্তম বসন, সাজাইব দিয়ে ভূষণ,
আদরিণী শিব-সোহাগিনী গায় ;
মা তোমারে বলিব কি, কত ভাবে তোমায় দেখি,
কত সুখের প্রস্রবণ মা তুমি,
যখন ঘুমায়ে থাকি, তোমারে স্বপনে দেখি,
দক্ষিণে বিরাজে শিব স্বামী ;
কি যে হয় ভাবোল্লাস, স্বপ্নে দেখাও লীলাবিলাস,
গণ্ড বহি অশ্রু ব'য়ে যায়,
দেখতে পাই গো মা তখনি, তোমার দুটি অভয় পাণি,
শিরোপরি, সর্ব্ব অঙ্গ জুড়ায় । *
কি ব'লবো তোর শক্তির কথা, বৃহস্পতির বুদ্ধি তথা,
প্রবেশিতে চেষ্টা বৃথা করে ;
সে দরজার কঠিন আগল, খুলতে পারে কেবল পাগল
ভোলা, যে তোর চরণ বুকে ধরে ।

এক সূর্য্যি কোন দূর থেকে, ভূমণ্ডল দেয় আলোয় মেখে,
প্রাণের পুলক তোলে স্বভাব বশে ;
তেমনি মা তোর শুধু স্মৃতি, শরণাগত-সংস্থিতি,
কৈলাসবাসীরে ভাসায় প্রেমরসে।
কেন যে মা নাহি জানি, শুধু আপনা আপনি,
হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই আনন্দে ;
শুধু জানি আছ তুমি, আর পিতা শঙ্কর স্বামী,
যাই না ভালো মন্দের কোন গন্ধে।
আমরা মানি একটি বাদ, যেটির নাম আনন্দবাদ,
শিখেছি আনন্দময়ীর কাছে ;
আনন্দ হ'তে এসেছি, আনন্দেই বেঁচে আছি,
আনন্দেতে মিশে যাব পাছে।
আমাদের শিব পরিবার, আনন্দময়ীর দরবার,
নিরানন্দের কারবার নাই হেথা ;
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত সবাই নাই কোনও বন্ধনের বালাই,
সদাই সন্ধান শিবশক্তি কথা।
তুমি গেলে কেমনে রবো, নিত্য অভাব কারে জানাবো,
কিভাবে মা কাটাবো জীবন ?
আমরা বোকা হাবা ছেলে, মা বিনে কি একদিন চলে,
থাকে কি কাজকর্ম্মে, খেতে, শুতে মন ?”
“জল শূন্য সরোবর, আর রস শূন্য বৃক্ষ,
ভক্তিশূন্য কীর্ত্তন যেমন, বৈরাগ্যহীন মোক্ষ।

গৃহিণীহীন গৃহ যেমন, অসতী গৃহিণী,
বাৎসল্য রহিতা যেমন সন্তান জননী,
নূনশূন্য ব্যঞ্জন যেমন, ক্ষীরশূন্য দুগ্ধ,
সত্যহীন ব্রাহ্মণ যেমন, শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ,
ধ্যানশূন্য জপ যেমন, জ্ঞান বিনা মুক্তি,
জপশূন্য সাধন যেমন, তপশূন্য ভক্তি,
বিবেকহীন ধার্ম্মিক যেমন, অত্যাগী সন্ন্যাসী,
প্রীতিশূন্য গৃহ যেমন, শিবশূন্য কাশী,
প্রতিমাহীন মণ্ডপ যেমন, ভক্তিহীন পূজক,
আরোগ্যহীন শরীর যেমন, ক্ষুধাহীন ভোজক,
দৃষ্টিহীন অক্ষি যেমন, সৃষ্টিহীন ঈশ্বর,
শ্রীহীন সংসারী যেমন, সংযমহীন যতিবর,
আশ্রমহীন মানুষ যেমন, পত্রশূন্য তরু,
কৈলাস-কামিনী বিনা, কৈলাস তেমনি মরু।”
এত বলি মায়েরে সব করিল প্রণাম,
উচ্চৈঃস্বরে মা, মা ব'লে, কাঁদে অবিরাম।
ভক্তস্নেহে স্নেহময়ীর দ্রব হইল হৃদি,
উথলিল স্নেহধারা মাতৃবক্ষ ভেদি।
জগন্মাতার নেত্রাম্বুস্রোত হইল প্রবল,
তাহা হেরি আরও কাঁদে শক্তিসুতদল।
মহাবীর ভক্তগণের অপূর্ব্ব ক্রন্দন,
অন্তরীক্ষ হ'তে দেখে, সুরাসুরগণ।

এহেন পবিত্র দর্শন, কার ভাগ্যে ঘটে ?
দর্শনে ত্রিবিধ কর্ম্ম জন্মের মতন টুটে।
ভক্তভাব অপরূপ, কে বোঝে মহিমা,
আপনি ভিখারী সেজে, সাজাবে প্রতিমা।
আত্মসুখ প্রতি তার কোনও দৃষ্টি নাই,
মাকে শুধু সাজাইবে, সদা ভাবে তাই।
বিচিত্র মায়ের লীলা, কে বুঝিতে পারে,
ভক্তসেবা নিবে ব'লে, ঐশ্বর্য্য সম্বরে।
অনৈশ্বর্য্যের লীলা মায়ের, অতীব মধুর,
মধুস্বাদলব লভে ভকত-বিধুর।
শুদ্ধাভক্তি ধরে হেন অদ্ভুত শকতি,
চিন্ময়ী দেবীরে ধরায় মানুষী প্রকৃতি।
যাহার অবস্থা যেমন, যথা তার সাধ্য,
তেমনি সে করে পূজা, দরিদ্র কি রাদ্ধ।
ভাবময়ী ভাবগ্রাহী, দেখে শুধু ভাব,
ভাব অনুযায়ী করে, আপন বিভাব।
রুদ্রের অনুচর যত, স্বেচ্ছাতে দরিদ্র,
বেশভূষা প্রসাধনে, স্বতঃ হতশ্রদ্ধ।
তথাপি ভক্তের স্বভাব, মাকে সাজাইবে,
উপহাস প্রাকৃত জনার, সহিতে নারিবে।
মা যে জগৎ জননী এ কথা না ভাবে,
হোক না যত অকিঞ্চন, 'মা আমারই' ভাবে

আপনারই ভাবে সাজায় বিশ্ব-জননীরে,
ভক্তসেবা-হৃষ্টা মাতা, নিজেরে দেন ছেড়ে।
খুশি মতন ভক্ত তখন সাজায় মায়েরে,
সাজায় আর চন্দ্রবদন, দেখে বারে বারে,
মার মুখে দেখে হাসি বিশ্ব-মনোলোভা,
মনে ভাবে, ভারি খুশি, আমার সাজের শোভা;
ঐশ্বর্য্যের তারতম্য, কিছু মনে নাই,
আপনার ভাবে ভক্ত বিভোর সদাই।
সেই ভাবে ভাবিত শিব অনুচরগণ;
"যোগিনীর বেশে কি যাবে, জনক ভবন?
অপরে ভাবিবে, শিবের কোনও শক্তি নাই,
রাজোচিত সজ্জা বিনা, সতী এলো তাই।"
অপরে যে কবে কথা সহ্য নাহি হয়,
জোর করি রোধে মায়ে সেবক নিচয়।
নাহি শোনে কোনও কথা, পাগলের মেলা,
রণে ভঙ্গ দিলা রৌদ্রী, গাত্র দিলা এলা।
দানবদলনী দেবী ভক্তসঙ্গে হারে,
কুতূহলে জয়ীদল জয়ধ্বনি করে।
মৃগেন্দ্র-স্কন্ধ বাহিনীরে, চড়াল বৃষেন্দ্রে,
মহাহর্ষে বৃষবর গর্জ্জে মেঘমন্দ্রে;
সারিকা, কন্দুক, দর্পণ, অম্বুজ, শ্বেতচ্ছত্র,
ব্যজন, মাল্য, গীতাশ্রয় শঙ্খাদি বাদিত্র,

বেণু ও দুন্দুভ আদি যত রাজোচিত
দ্রব্যসামগ্রী যোগে, চলে সুসজ্জিত ;
অতঃপর সতী হোলো পিত্রালয়-প্রাপ্ত,
প্রবেশেন যজ্ঞস্থলে, হৃদয় বিক্ষিপ্ত।

গান—সুর, ভৈরব—ঝাঁপতাল

কে আসিল কনখলে, কনক বালা বরারোহা,
কমনীয়া পরমা, যোগিনী সাজে ?
ভালে সিন্দুর বিন্দু, লাল সুন্দর, মোহন বনমালা,
গলে হার রাজে।
মরাল-গামিনী, অরাল-চাহনি, আনমনে,
অনাহত শিবধ্বনি হৃদয়ে বাজে ;
উজ্জ্বল দরশনে, হৃদি-অবগুণ সব, ধাবিত বহুদূর, সরম লাজে।
মরত ধামে, পর অমৃত বিতরিতে, আসিল অমৃতময়ী
ত্যজিয়া অজে ;
কোথা ভকতবর, নির্মৎসর, মধু-অন্তর, আদরে বরিতে মায়ে,
বিনা কাল ব্যাজে ?
কোথা পুরললনা, প্রীতি মগনা, ফুল্লাননা, হরষ-ক্ষিপ্র চরণে,
চলে সহজে ;
সাজায়ে পূজা ডালি, হুলুতে ধ্বনিত আলি, বর্ষিতে ধান্য,
দূর্ব্বাক্ষত, ফুল, লাজে ?

যজ্ঞস্থলে সতীর আগমন ও পতির অপমান দর্শনে দুর্জ্জয় ক্ষোভ ও দেহত্যাগ।

অতঃপর সতী হোলো পিত্রালয় প্রাপ্ত,
প্রবেশেন যজ্ঞস্থলে হৃদয় বিক্ষিপ্ত।
তথায় যজ্ঞীয় পশু বধ কোলাহল,
বেদ পাঠ ধ্বনি সঙ্গে মিশ্রিত, কুশল,
অপূর্ব্ব মধুর ভাবে হয় শ্রুতিগোচর,
স্থানে স্থানে উপবিষ্ট, ব্রহ্মর্ষি, অমর।
যজ্ঞ সম্বন্ধীয় দ্রব্য স্থাপনার্থ মাটি,
কাষ্ঠ, লৌহ, স্বর্ণ, কুশ আছে পরিপাটী।
নানাবিধ পাত্র আছে, চর্ম্ম নির্ম্মিত,
যজ্ঞস্থলে, যোগ্যস্থানে সর্ব্বত্রায়োজিত।
এ সব দেখিলা দেবী, দেখে মূকমুখে,
আরও যা দেখিলা তাতে, বজ্র হানে বুকে।
সতীরে হেরিল দক্ষ, না করে আদর,
করিল না অভ্যর্থনা, স্নেহ পুরঃসর।
জননী ও ভগিনীগণ বিনা অন্য কেহ,
দক্ষ ভয়ে সমাদরে না করে উৎসাহ।
মাতা ও ভগিনী সবে প্রণয় উৎকণ্ঠ,
সাদরে জড়ায়ে ধরে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ।
কিন্তু হেরিলা সতী, অভিমানবতী,
কথা দ্বারাও, পিতা না করে আদৃতি

যদিও ভগিনী সবে সহোদরা বলি,
প্রীতি চিহ্ন প্রদর্শন করিলা সকলি,
সমুচিত আদর সম্ভাষণ পুরঃসর,
মাতা, মাতৃস্বসা, অলঙ্কার মনোহর,
দিলা, বসিতে আসন ; কিছু না লইলা ;
যজ্ঞে রুদ্র অংশ নাহি, দেখিতে পাইলা।
বুঝিলেন স্পষ্ট, দক্ষ কোরেছে অবজ্ঞা
দেবদেব রুদ্রে, এলো, লঙ্ঘি যাঁর আজ্ঞা।
নিজেরও না হেরিল, যজ্ঞ সভামাঝে,
বিশেষ আদর কোনও, ক্ষুব্ধ দুখ লাজে।
বাজিল সতীর বুকে বিষম বেদনা,
ঝন্ ঝনিল শিববাণী, কাতর বারণা ;
ভুলি গেলা সে মুহূর্ত্তে পিতার বাল্যস্মৃতি,
ভাসিল চোখে প্রশান্ত শঙ্কর মূরতি।
এসেছিল আশা কোরে, দুর্জ্জয় মানিনী,
ভাঙিবে পিতার পণ, সতী আদরিণী।
"সোহাগিনী কন্যা আমি, দরশনে মোর,
সহজ পিতৃ-স্নেহ-ধারা ঝরিবে অঝোর ;
সব ভুলে, পিতা মোরে লইবে ক্রোড়েতে,
আদরে চিবুক ধরি, চুম্বিবে শিরেতে ;
'সতী মা ! এসেছ' ব'লে, আনন্দে ভাসিবে,
আনন্দ অশ্রুতে মম, কেশ সিক্ত হবে।

আসিয়াছি অকস্মাৎ বিনা নিমন্ত্রণে,
দ্বিগুণ আনন্দ হবে, ভাবিয়াছি মনে।
'পিতৃ ত্রুটী ক্ষমিয়াছ, আসিয়াছ নিজে !
এত ভালবেসেছ মা' বলিবে সহজে।
অতর্কিতে আসিয়াছি আনন্দ উৎসবে,
ভব প্রতি মিথ্যা দ্বেষ সম্পূর্ণ ভুলিবে।
জামাতা শ্বশুরে পুনঃ ঘটিবে মিলন,
অঘটন ঘটায়ে হব উৎসবে মগন ;
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সনে সমঞ্জস হবে,
গঙ্গা কালিন্দী ধারা একত্র বহিবে।"
সব আশা, আকাঙ্ক্ষা রঙীন, মিলাইল শূন্যে,
বর্ষাবারি যেন তপ্ত, শিকতা অরণ্যে।
অভ্রঙ্কষ দ্যুবিহারী, বিশ্বস্ত বিহঙ্গী,
গুপ্তব্যাধ শরাঘাতে সহসা ছিন্নাঙ্গী,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া যথা পড়ে ভূমিতলে,
নীরব কাকলী ; শুধু চঞ্চুপুট খোলে,
থেকে থেকে করে ধ্বনি' অস্ফুট, কাতর,
বেদনা ব্যথিত তথা, দেবীর অন্তর।
উচ্চ আশা শৃঙ্গ হ'তে সহসা পতিত,
হৃদয় অসাড়, যেন, অবশ মূর্চ্ছিত।
কেহ নাহি উচ্চারিল, সভাসদ যত,
অনুকূল বাণী এক, দক্ষ ভয় ভীত।

স্বার্থ-ক্রূর নির্ম্মমতা, জন ঔদাসীন্য,
স্পষ্ট ভাষণে ভীতি, নিকৃষ্ট জঘন্য,
বিঁধিল সতীর হৃদি, বিষশর সম,
লাগিল কোমল বক্ষে, বেদনা বিষম ;
শুদ্ধ সতী-দেহ—মন করিল বিষাক্ত,
ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে, জীবনে বিরক্ত।
যথা শিব তথা সত্য, মঙ্গল নিলয়,
তাই সত্য-রূপা সতী শিব-জায়া হয়।
শিব দ্বেষ যথা, তথা মিথ্যা রাজ্য করে,
শ্বাস রুদ্ধ হয় সতীর, মিথ্যার গোচরে।
মিথ্যা উপাসক পিতা, শিবে দ্বেষ করে,
তাঁহা হোতে প্রাপ্ত দেহে, বিদ্বেষ সঞ্চারে।
"মিথ্যাসেবী-পিতৃ-সম্পর্কিত যে স্বজন,
তা সহ সম্পর্ক কৈনু সমূলে ছেদন।"
অবিচলিত সংকল্পা করিল মনন,
অচ্যুত সংকল্পে ধরায় উঠিল কম্পন।
সতী, মূর্ত্ত নারীশক্তি-শিরোমণি যিনি,
নারী সার আকর্ষণী অয়স্কান্তি মণি ;
সতী, যাঁর রোমে, রোমে, সত্যের বিদ্যুৎ খেলে,
ধমনীতে পত্নী তেজ তরঙ্গ উথলে,
অবিনাভাব সম্বন্ধ জানে শিব সনে,
মহীয়সী মহানারী, অন্বেষ্টব্যা ধ্যানে।

মিথ্যাঘাত সহিতে নারে, শিব অপমান ;
সর্ব্ব অঙ্গ ক্রোধে থর থর কম্পমান।
মহা-মিথ্যা-বৈরী, নিবিড় দৈবী ঘৃণারূপে,
মহাদেবী তেজঃপুঞ্জ সর্ব্ব অঙ্গ ব্যাপে।
অবিলম্বে প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি তাঁহার,
ধক ধক জ্বলি ধরে, ভীষণ আকার।
রক্তোক্ষণা অক্ষি যেন তাম্র-সূর্য্য জ্বলে,
সর্ব্বলোক ভস্ম যেন হবে ক্রোধানলে।
মহারৌদ্রী মহাভীমার সীমাহীন ক্রোধ,
কে বর্ণিবে মহিমা তার, গীষ্পতি বাকরোধ।
পাপাশয় দুষ্টচিত্তে উপজে সন্ত্রাস,
সন্মার্গাবলম্বীচিতে জন্মায় উল্লাস ;
এ ক্রোধ তো ক্রোধ নয়, যারে ক্রোধ বলি জানি,
সংকীর্ণ মাৎসর্য ভরা চিত্ত যার খনি ;
অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ, চির অভীপ্সিত,
শুদ্ধ-সত্ত্ব-সত্যাশ্রেয়ী, মহৎ আশ্রিত,
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, এ ক্রোধ বঞ্চিত,
প্রাকৃত হীনমনা সংস্কার অতীত।
বিশ্বপ্রেম, উদারতা, দয়া, প্রীতি, ক্ষমা,
প্রখ্যাত জগতে যারা ধর্ম্ম বলি, ভূমা ;
সমান পর্য্যায়ভুক্ত তা সবার সনে,
অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ, মানি হেন মনে।

সূর্য্য যথা অন্ধকার, করি বিদূরিত,
আলোকেতে সারা জগৎ, করে আলোকিত,
অন্যায় বিপক্ষে তথা ক্রোধ বহ্নি জ্বালা,
সত্য-মূঢ়-জগ প্লাবে ঢালি সত্য আলা।
পূতিগন্ধ কলুষিত সর্ব্বস্বাস্থ্য নাশী,
মৃত্যুর কিঙ্কর যত আবর্জ্জনা রাশি,
দগ্ধি যথা জাতবেদ পবিত্র অনল,
সমল বায়ু মণ্ডলে করে নিরমল,
গন্ধবহ মন্দ মন্দ, বহে পরিমল,
পুষ্পিত সৌরভে করে হর্ষ সচঞ্চল ;
অসত্য বিরোধী দেবী ধর্ম্ম-ক্রোধানল,
ভস্মীভূত করে তথা লোক পাপ মল।
মিথ্যাভান, কূটধর্ম্ম, ধর্ম্ম আবরণ,
আত্ম-প্রবঞ্চনাশ্রিত লোক প্রতারণ ;
দেবী ক্রোধ বহ্নি যত কপটকালুষ্য,
পুড়িয়ে উড়িয়ে দেয়, সব দগ্ধ ভস্ম।
শুদ্ধ ক্ষেত্রে সুস্থ, নব ধর্ম্ম বীজ রোপে,
কল্যাণতর সুপুষ্ট, অসংস্পৃষ্ট পাপে ;
সনাতন সত্য বৃক্ষে নব পত্রোদগম,
ঈশ্বরে পরানুরক্তি, ফল, শম, দম,
পর পর আসে সবে, ক্ষেত্র শুদ্ধি হেতু।
মোক্ষপথে ধর্ম্ম ক্রোধ, অসাধারণ সেতু।

এ ক্রোধ যাহার নাই, ধর্ম্ম তার নাই,
ক্ষমা তার দুর্ব্বলতা, তমিস্রে তার ঠাঁই।
দেবীতো নহে দুর্ব্বলা, সর্ব্বশক্তি রূপা,
সত্য-ক্রোধে মূর্ত্তি তাঁর হইল অনুপা।
সৌম্যা সৌম্যাতরাশেষ, পরমা সুন্দরী,
রোষপরীতাত্মা তবু, অতি মনোহারী ;
দীর্ঘাবয়বী, তন্বঙ্গী দাঁড়ালো সভায়,
ঋজু তনু, আলীঢ়পদ, অপূর্ব্ব শোভায় ;
ত্রিবলী অঙ্কিত গ্রীবা বঙ্কিম ভঙ্গিমা,
মুখ প্রতিমা শারদ রাকা শশীসমা ;
সুশাণিত নাসিকার চিত্র রন্ধ্র স্ফীতি,
রোচিষ্ণু চারু লোচনা ভ্রূভঙ্গ বিকৃতি,
বিকৃতি নয়, প্রকৃতির অপ্রাকৃত কৃতি,
বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য কে করিবে স্তুতি ?
গৌরব বিগ্রহ, নাহি চপলতা ছায়া,
সতীতেজ অবনীতে ধরিয়াছে কায়া।

গান—সুর, ইমন কল্যাণ—একতালা।

একি অপরূপ, মরি সতীরূপ, ক্রোধেতে অনুপ, হ'ল হের হের ;
পক্কবিম্বাধর, কাঁপে থর থর, কমললোচনে, অনল সঞ্চার।
ভক্ত মনোহরা, মা ত্রিগুণধরা, সর্ব্বসুখসারা, তারা পরাৎপরা ;
হেরি আজি ধরা, পাপ দম্ভে ভরা, ভীষণ গম্ভীরা, রোষে পাপ-হর।

গণ্ডযুগ রক্ত, অধিক আরক্ত, সে লাবণ্য লীলা, বর্ণিতে অশক্ত,
শিব, মায়াসক্ত, বক্ষ-সমাসক্ত পদ রাখি, হেরে রূপ মনোহর।
হর মনোরমা, সরোষ ভঙ্গিমা, গ্রীবার বক্রিমা, ভ্রূভঙ্গ মহিমা ;
কিবা মধুরিমা, অপূর্ব্ব গরিমা, কেবা দিবে সীমা, সব সীমা পার।

সতীক্রোধাবেশ মাত্র কতিপয় ভূত,
উত্থিত, নাশিতে দক্ষে সতীতেজস্নুত।
বারিলা সবারে দেবী, অঙ্গুলি চালনে,
বাসনা নহে শাসিতে, পাশব শাসনে।
শিবদ্বেষী দক্ষরাজা, কর্ম্ম মার্গে বহুতর,
পরিশ্রম করি গর্ব্বে, আপনারে ভাবে বড়।
পৃথিবীস্থ সর্ব্বলোক সমক্ষেই, পিতা দক্ষে
কহে সতী, রোষ-জন্য অপরিস্ফুট বাক্যে।
"শোন শোন পিতা, কহি ঋতকথা,
যাঁহাপেক্ষা ইহলোকে নাহি কেহ শ্রেষ্ঠ,
নাই যাঁর কেহ প্রিয়, অথবা অপ্রিয়,
সর্ব্বদেহধারী-প্রিয় আত্মরূপী ইষ্ট ;
যিনি আত্মসন্ধ-নাহি কোনও দ্বন্দ্ব,
বিরোধ, অপ্রীতি যাঁর কাহারও সনে,
তোমা বিনা বল, কে আছে গো খল,
দূষিবে সরল, সেই শুদ্ধ ভগবানে ?

তোমা হেন জন ঈর্ষ্যাপরায়ণ,
না পারে সহিতে কভু পরগুণ প্রভা,
অন্যের বহুগুণ, ত্যজিয়া বিগুণ,
লয় তারা পেচক যথা পরিহরে দিবা।

কিন্তু পিতঃ! যাঁরা, নহে বুদ্ধিহারা,
পরগুণ অসহিষ্ণু অসূয়ার বশে,
দোষ, গুণ পেলে, গুণটুকু ফেলে,
লহে না তাঁহারা কভু, শুধু মাত্র দোষে;

দোষ, গুণ যথা, বিচারিয়া তথা,
গ্রহে তাঁরা, খ্যাত যাঁরা, মহৎ আখ্যায়;
যে সকল সাধু, গুণই লয় শুধু,
মহত্তর নামে তাঁরা বিদিত ধরায়।

কিন্তু, যে সকল, উদার, সরল,
পুরুষ হৃদয়ে নাহি ভাসে দোষবিন্দু,
অতীব সামান্য, গুণে বহুমান্য,
করে, গুণবিন্দু গণে যেন গুণসিন্ধু,

তাঁরা মহত্তম, সর্ব্ব সর্ব্বোত্তম,
পুরুষ প্রধান নামে ধরণী-প্রজ্ঞাত।
কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, একি পাপকার্য্য,
হেন মহত্তমে পাপ করিলে কল্পিত?

এই জড় দেহে, যারা আত্মা কহে,
তাদৃশ দেহাত্মবাদী পুরুষ দুর্জ্জন,
শুধু ঈর্ষ্যাবশে, মহাজন যশে,
নিষ্কারণ করে নিন্দা কালিমা লেপন।

এ নহে আশ্চর্য্য, বরং সুকার্য্য,
কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানশূন্য পাপিষ্ঠ জনার ;
কারণ ইহার, স্থূলবুদ্ধি পার,
জানে শুধু তারা, যারা জানে সারাৎসার।

যদ্যপি সজ্জন, সহেন আত্মনিন্দন,
পদরেণু কিন্তু তাঁর, নারে তা সহিতে ;
সে চরণ ধূলি, শক্তি তার বলি,
নিন্দকের নাশে তেজ আপনি ত্বরিতে ;

সদ্য প্রতিফল প্রদানি, মঙ্গল
ঘটায় অসৎ নরের, মহাজন নিন্দা।
তার পক্ষে তাই, সজ্জন নিন্দাই
হিতহেতু ; যে হেতু তার ঘুচায় অনন্দা।

'শিব' যাঁর নাম, সদানন্দ ধাম,
এ দুটি অক্ষর, শুধু বাক্য উচ্চারণে,
মনোমল যত, হয় অপগত,
উচ্চার মুহূর্ত্ত মাত্র ক্ষিপ্র সেইক্ষণে।

যাঁর দীপ্তি কীর্ত্তি, সুপবিত্র অতি,
অলঙ্ঘ্য শাসন যিনি, বিশুদ্ধ মহান ;
তুমি সেই শিবে, দ্বেষাতীত শিবে,
করিলে বিদ্বেষ ! তুমি মূর্ত্ত অকল্যাণ ।

পাদপদ্মে যাঁর, মহৎ সবার
মনোভৃঙ্গ, ব্রহ্মানন্দরূপ মকরন্দ,
হইয়ে পানার্থী, ভজে দিবারাত্রি,
রসপানে পরিতৃপ্ত, লভে পূর্ণানন্দ ;

চরণ যাঁহার, সকাম জনার
অভিলষিত মঙ্গল করয়ে বর্ষণ ।
সেই বিশ্ববন্ধু, করুণার সিন্ধু,
সেই শিবে করিতেছ দ্বেষ আচরণ !

হ'য়ে গর্ব্ব অন্ধ, পুণ্যে ভাব মন্দ,
আরোপিলে শিব নামে অশিব তত্ত্ব যে,
ভেবেছ কি পিতঃ, ব্রহ্মা আদি যত
দেব নহে অবগত শিবের তত্ত্ব সে ?

কেন না যদ্যপি, ভব ভগবান,
জটাজাল বিকিরিয়া, চিতা, ভস্ম অঙ্গে,
প্রেত অস্থি মাল্য, নৃশব-কপাল,
ল'য়ে ফেরে শ্মসানেতে পিশাচের সঙ্গে ;

তবু দেবগণ, তাঁহার চরণ
ভ্রষ্ট নির্ম্মাল্য করিছে মস্তকে ধারণ ?
যদি সুরগণ, তোমার মতন,
জানিত গো শিব তত্ত্ব তবে কি কখন,
তৎপদ গলিত, নির্ম্মাল্য পূত,
স্বমস্তকে তারা কভু করিত ধারণ ?
এ সহজ কথা, কেন বল পিতা,
মস্তিষ্ক তোমার সূক্ষ্ম করেনা গ্রহণ ?”
বলিতে বলিতে, লাগিল বাড়ীতে,
শিব-উপেক্ষা জনিত কোপ, তথা ক্ষোভ,
বিষম বিপাকে, যেন ঘূর্ণীপাকে,
সতী-হৃদি-সিন্ধু মাঝে উঠিল বিক্ষোভ ;
অশ্রু আসে চখে, কথা আসে ঠেকে,
কথা হোতে ভাব চলে দ্রুততর।
বাহিরিলি কথা, যেন অগ্নিশিখা,
পুড়িয়া পুড়িয়া সতীর অন্তর।
“অনেক ব’লেছি, আর বলিব না,
বলাবলি সব হ’য়ে এলো শেষ ;
কঠিন পাথর, পরাণ তোমার,
নাহি তাহে বিন্দু করুণার লেশ।
দুর্দ্দান্ত নরে, যে স্থানে করে,
ধর্ম্মগোপ্তা স্বামীর নিন্দা,
স্ত্রী পতিব্রতা, রবে না সেথা,
নাশিতে নারে যদি পতিচ্ছন্দা।

কর্ণ সেথায়, আচ্ছাদিয়া সে,
নির্গতা হবে তূর্ণ গতিতে ;
নতুবা যদি, থাকে শকতি,
সতী রমণীর শাস্তি দিতে,
যে তুরাত্মা কয়; ঐরূপ কথা,
অকল্যাণময় পতিগ্লানি,
বল পূর্ব্বক ধরি জিহ্বা তার,
অসঙ্কোচে ছেদিবে তখনি।
অতঃপর সে, সতী নারী যে,
মরিবে নিজে এই সে ধর্ম্ম।
যিনি ভগবান নীলকণ্ঠ,
তাঁর করিয়াছ তুমি নিন্দাকর্ম্ম ;
সেই কারণে দেহ ধারণে, নাহি গো আমার এক বিন্দু রতি ;
তোমা হইতে উপজিল যে, ত্যজিব সে দেহে নিশ্চিত অতি।
মোহবশে কেহ, যদি ক'রে ফেলে, নিন্দিত অন্ন সহসা ভোজন
শুদ্ধি তাহার, হয় শুধু তবে, যবে সে অন্ন করে সে বমন।
আত্মানন্দ সম্ভোগেই, যে পুরুষ হয় গো পরিতৃপ্ত,
বুদ্ধি তাঁহার, হয় কি বেদের বিধি নিষেধের অনুগত ?
দেব ও মনুষ্য, তুই থাক যেমন, গতি তাদের পৃথক পৃথক ;
সেইরূপই যার, যেরূপ ধর্ম্ম, তাতেই স্থিত রবে সে সম্যক ;
অন্য ধর্ম্মের, অন্য ব্যক্তিরে বা, করিবে না সে নিন্দা কভু,
বিধির বিধানে, বিভিন্ন মনে, বিবিধ ভানে বিরাজে প্রভু।

প্রবৃত্তি মার্গ, নিবৃত্তি তথা, দ্বিবিধ কর্ম্ম, উভয়ই সত্য,
বেদেতে আছে, দুয়েরি বিধান, সারোদ্ধারে পায় ঐকমত্য।
ঐ দুই কর্ম্ম, বিবেচনা করি, ব্যবস্থা দ্বারা হ'য়েছে বিহিত,
একটি মার্গই একান্ত সত্য, অবশেষে এমন নয় ব্যবস্থিত।
ঐ দুই কর্ম্ম, একই কালে, একই কর্ত্তাতে হয় বিরুদ্ধ ;
দেখেও দেখ না, জেনেও জান না, গর্ব্বে রেখেছ বুদ্ধিরে রুদ্ধ।
শিব তো সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, কোন কার্য্য স্পর্শ নাই তাঁহাতে ;
অণিমাদি যে ঐশ্বর্য্য আশ্রয়, ক'রেছি আমরা মর্ম্মাতীতে,
তোমরা কখনও দেখ নাই চ'ক্ষে, ঐহিক ঐশ্বর্য্য কলুষ-মলিন ;
ঐশ্বর্য্য তোমার, সে তো অতি তুচ্ছ, কেবল যজ্ঞশালা-সীমা-লীন।
যজ্ঞান্ন পরিতৃপ্ত মানুষেই, শুধু প্রশংসা করে তাহার,
কর্ম্ম-কাণ্ড পথ আশ্রিত, পুরুষেরা তায় করে আহার।
অস্মৎ ঐশ্বর্য্য সেরূপ নহে, ইচ্ছাপ্রসূত অব্যক্তহেতু,
ব্রহ্মজ্ঞ ভুঞ্জে সেই ঐশ্বর্য্য, না লভে সংসার-আসক্ত ভীতু।
তোমা সহ আর আলাপনে মোর, নাহি কোন প্রয়োজন,
সকল আলাপ করিব বন্ধ, আজ আমি জন্মের মতন।
শ্রীভগবান ভবের নিকট, ঘোর অপরাধী তুমি,
তব দেহ হতে উৎপন্ন এই দেহ যে পেয়েছি আমি,
অতি কুৎসিৎ জন্ম ইহার, অনুচিত আর ইহার ধারণ,
অতীব ভ্রান্ত, নির্লজ্জ পুরুষ, নিতান্তই তুমি কুজন।
তোমার সহ সম্বন্ধ হেতু, হ'তেছে বিষম লজ্জা,
নিদারুণ ঘৃণা, ঘিরেছে আমার অস্থি, শোণিত, মজ্জা।

মহৎজনার অপ্রিয় কর্ত্তা হ'তে যে জনম হয়,
ধিক! ধিক! শতধিক্! সে জন্ম ধিক্কারময়।
আমার সহ পরিহাস কালে, ভগবান বৃষধ্বজ,
'দাক্ষায়ণী' ব'লে, যখন করেন সম্বোধন আদরজ,
তখন আমার পরিহাস হাস্য, কোথায় লুকায়ে যায়,
অত্যন্ত দুঃখ ঘিরিয়া ধরে, আমার চিত্ত, বাক্য, কায়।
তোমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, ত্যজিব আমি এ অঙ্গ;
এই দেহ মোর শবের তুল্য, করিব ইহারে ভঙ্গ।

সতীর গান—সুর ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

(আমার) মহেশ কি লোক, পুরুষ তিলক,
জানে না বালক মোহ-অন্ধ জনে;
অপূর্ব্ব-চরিত, সমাধি আস্থিত,
কভু উনমত, বিহরে শ্মশানে।
কভু বাঘাম্বর, কভু দিগম্বর,
কি অম্বর সাজে আড়ম্বর হীনে?
মগ্ন সদানন্দে, মোর সদানন্দ,
সর্ব্ব-কর্ম্ম-শূন্য, পরিপূর্ণ জ্ঞানে।
সর্ব্বভূত মাঝে, দেখে যে জন নিজে
কেমনে সে মজে, বল ভেদ ধ্যানে?

সরল অন্তরে, যে ডাকে আদরে,
যান তারই ঘরে, আনন্দিত মনে (প্রসন্ন বদনে)।
ত্রিনয়নের দৃষ্টি, আছে কোন লোকে,
বুঝিবে তাহা কে, ব্রহ্মজ্ঞানী বিনে ?
যে জানে, সে জানে, অসংসারী কেন,
সমদর্শী শিব, চণ্ডালে, ব্রাহ্মণে।
কি আশ্চর্য্য তত্ত্ব, কেন স্বর্গমর্ত্ত্য,
ঢালে উপহার শঙ্কর চরণে ?
কি পেলো শঙ্কর, সর্ব্ব তুচ্ছ-কর,
ভ্রমেও নাহি চান তাহাদের পানে।
তাঁরে যে প্রকৃতি সদা করে নতি,
বিকায়েছে নিজে সরবস্ব দানে ;
কেন ভোলানাথ, অনাথের নাথ
বুকে ধ'রে রাখে তাঁহার চরণে ?
না বুঝে এ তত্ত্ব, সংসারে উন্মত্ত,
হইলে বিষয় মদ মধুপানে ;
অশিব অসার, বিষাক্ত সংসার,
পাপ দেহভার তাজিব এক্ষণে।

এইরূপ নিন্দাবাক্য দাক্ষায়ণী সতী
প্রয়োজিলা যজ্ঞ মধ্যে, রাজা দক্ষ প্রতি

অতঃপর মৌনাবলম্বন পুরঃসর,
ক্ষিতিতলে বসিলেন, আনন উত্তর ;
আত্মমন্ত্রে আচমন করিয়া তৎপর,
আচ্ছাদিল অঙ্গ, দিয়া পীত পট্টাম্বর ;
মুদ্রিত নয়নে, যোগ পথের পথিক,
হৈলা মহাযোগেশ্বরী, বিস্মিত চৌদিক।
আসন করিয়া জয়, শ্রীহরসুন্দরী,
প্রাণ ও অপান বায়ু সংনিরোধ করি,
সমান করিয়া স্থাপিলেন নাভিচক্রে,
স্তম্ভিত করিয়া বিশ্বে, সুর, নর, শক্রে ;
অনন্তর নাভিচক্র হ'তে অল্পে অল্পে,
উত্তোলি উদান বায়ু, স্থাপে হৃদি তল্পে ;
বুদ্ধি তত্ত্বে, তাহা সহ স্থাপিল সে স্থানে,
কণ্ঠমার্গ ধরি পুনঃ তুলিল উদানে,
ধীরে ধীরে নিলা তারে ভ্রূদ্বয় মাঝারে,
বহির্জ্ঞান লুপ্ত মহানির্ধ্যান সাগরে।
মহৎ ব্যক্তি পূজ্যতম ভগবান রুদ্র,
আদরে যে দেহে, ক্রোড়ে স্থাপিয়া প্রেমাদ্র,
হেরিতেন কতভাবে, আজি সেই দেহ,
শিবধ্যান ভঙ্গকারী, শিবধ্যেয় দেহ,
বর্জ্জিতে সেই দেহে আজি দক্ষ প্রতি ক্রোধে,
সতীদেবী সর্ব্ব অঙ্গে, বায়ুরে নিরোধে ;

অনন্তর যুগ্মভুরু মধ্যেতে বামোরু,
চিন্তাতীতা, চিন্তা করে জগতের গুরু।
পতিপদ-অরবিন্দস্রুত মকরন্দ;
শুধু পতি দৃষ্টি বিনা সর্ব্ব দৃষ্টি বন্ধ।
একমুখী চিন্তা শুধু, ভুলে সর্ব্বলোকে,
সংসারের দুঃখজ্বালা, অপমান শোক।
সমাধিতে দেহভঙ্গ করিবার আগে,
শিব আজ্ঞা ভঙ্গ হেতু, অনুতাপ জাগে।
দুইহাত করি যোড়, ঠেকাইয়া ভালে,
শিবেরে উদ্দেশি বলে, ভাসি অশ্রুজলে ঃ—
"দেবদেব! ক্ষম অপরাধ, বিদায় মাগিছে দাসী,
জান প্রভো! অন্তরযামী! তোমা কত ভালবাসি।
ভালবাসি, তাই প্রভু, ছাড়িয়া যাইব তোমা,
এ কায়াতে, সেবা তব আর করিবে না এ অধমা।
মনে পড়ে, দেবাদিদেব! তোমার কাতর মুখ,
অধীনীরে, দিতে বিদায় ভেঙেছিল তব বুক;
দেখেছিলে ভবিষ্যৎ কি? তাই ক'রেছিলে মানা?
দুই হাতে বারিলে মোরে, সতী তোমার শুনিল না।
ছল ছল আঁখি যুগল, দাঁড়ায়ে রহিলে দ্বারে,
না কহিলে একটিবারও, একটি রূঢ় বাক্য মোরে।
মুখে ছিল না এতটুকুও ক্রোধ, অভিমান চিহ্ন,
আদরিণী, সতীরাণীর অনিষ্ট আশঙ্কা ভিন্ন।

সোহাগিনী, অতি আদরে, বুঝিল না তব মর্ম্ম,
একেবারে নিরপরাধে, ভৎ'সিল নাশি শর্ম্ম।
তিরস্কারে, কুণ্ঠিত মুখে, দাঁড়ায়ে রহিলে শুধু,
নিরানন্দ কালিমা ছায়, সদানন্দ মুখবিধু।
দেখিলাম, শুনিলাম না কিন্তু তোমার আদেশ,
বুঝিয়াও বুঝিলাম না মূঢ়া, পিতৃ স্নেহাবেশ।
ভেবেছিনু, সত্য বলি নাথ! তোমারই বুঝিতে ভুল,
ভুল ভাঙি, দেখাব তোমা, স্নেহের শক্তি অতুল।
মোর ভুল ভাঙ্গিল আজি, সকল আশা নির্ম্মূল;
গর্ব্ব কঠিন হৃদয়ে ব্যর্থ, প্রার্থনা স্নেহ-আকুল।
মুখ তব, হে ভোলানাথ! পড়িছে সতত মনে,
বারম্বার ক্ষমা চাহিগো, ক্ষমিও শেষের দিনে।
তব আজ্ঞা, কল্যাণময়! শোনে নি তব কল্যাণী।
সেই পাপে হেরিনু চ'ক্ষে, সাক্ষাতে তোমারই গ্লানি।
ইচ্ছা ক'রে বাড়ায়েছি গো! তব অপমান ভার;
ফিরি পুনঃ, কি মুখে বল, আশ্রমে, শিব তোমার?
শিব-গ্লানি, স্বেচ্ছা-দর্শনে, অশুদ্ধ এ মোর দেহ,
উন্মোচিয়া, শুদ্ধ হইয়া, মিশিব পুনঃ অনীহ!
জানি আমি, হে প্রেমময়, কত ব্যথা পাবে তুমি,
গুমরিয়া, কাঁদিবে কত, হে মোর মরম স্বামী!
সব জানি, তবুও নাথ, জানতো তোমার সতীরে?
ক্ষুণ্না হ'য়ে, ফিরবে কি সে, অক্ষুণ্ন কৈলাস দ্বারে?

না, না, না, না, সতীরে বোলোনা, দিও না হেন অনুজ্ঞা,
বারে বারে, কহায়ো না মোরে, আদেশ তোমার অবজ্ঞা।
বল, বল, এইতো ভাল, তোমার রাণীর যোগ্য,
দুঃখ হোলেও, প্রসন্ন মুখে, বরিষ আশীষ ভাগ্য।
যাই তবে, যাই তবে গো! আজি এ জন্মের মত,
এ দেহেতে, হ'ল না দেখা, ক্ষমিও দোষ শত শত।
কোথা যাব, তোমা ছাড়িয়া, তোমা বিনা আছে মোর কে?
যেথা যাব সঙ্গে রহিব, শক্তি শিব সঙ্গে থাকে।
তুমি আমারি, তুমি আমারি, আমারি তুমি আমারই,
আমি তোমারি, আমি তোমারি, তোমারি আমি তোমারই।
খুলে গেল তৃতীয় চক্ষু, দেখিতেছি দূরে দূরে,
পূর্ব্বজন্মের অপূর্ব্ব স্মৃতি, জাগিতেছে ধীরে ধীরে;
যুগ যুগ, ধরিয়া তুমি, ছিলে মোর প্রাণনাথ,
জন্মে জন্মে, ছিনু সঙ্গিনী, আমি গো তোমারিই সাথ।
একি! একি! কি দৃশ্য দেখি! আসিতেছ ভোলানাথ!
সেই হাসি! সতী-মোহন! বাড়ালে অভয় হাত!
কি সুন্দর! আঃ! কি সুন্দর! সেজেছ কৈলাস-পতি,
যাই, যাই, আর দেরী নয়, উঠিবে ক্রোড়েতে সতী;
তব ক্রোড়ে নিত্য আসন, কোথায় বসিব আমি?
এস! এস! ধর গো আমায়, ওগো প্রিয়! ওগো স্বামী!
লইয়াছ, তুলিয়াছ আঃ! জুড়াল পরাণ মোর,
আমি তুমি, হরিলে বোধ, সর্ব্বময় চিত চোর!

ঊর্দ্ধ, অধঃ, সম্মুখ, পশ্চাৎ, হেরিগো কেবলই তোমা,
ফুরাইল সকল কথা, তোমারই পরশে ভূমা।”
চিন্তা, কথা, হইল নিঃশেষ, শিবধ্যান রহিল শেষ,
বাক্য, মন, অব্যক্তে লীন রহে শুধু চিন্মহেশ;
দ্বৈতাদ্বৈত, বিবর্জ্জিত সব, ঘুচিল কল্প বিকল্প,
শুদ্ধ শিব তত্ত্ব আরূঢ়, নাহি তাহে ভূমা, অল্প।
স্বয়ম্প্রভা, সম্বিৎ আলো, সকল প্রকাশ-প্রকাশ,
সূর্য্য আভা প্রবেশে না যথা, আদি জ্যোতি চিদাকাশ
বিদ্যুৎ ঐ, চন্দ্র তারকা, অথবা অগ্নির আলো,
পথরুদ্ধ, অননুগ্রহে যাঁহার, সকলই কালো;
অনুসরি ভাস্বর যাঁরে, হয় সবে অনুভাত,
ভাসে যাঁহার, প্রত্যক্ষ সর্ব্ব, হয় দীপ্ত, বিভাসিত;
নিত্য যিনি, সকল নিত্যের, চেতন যিনি চেতনের,
আত্মার আত্মা, পরম আত্মা, অনুগ্রাহক জীবনের,
সতী দেহ, মন হ'লো তাঁহে সমাধিতে সমাহিত,
সমাধিজ অনলে সদ্য, দেহ হ'ল প্রজ্জ্বলিত।

সতীর আত্মোৎসর্গে সার্ব্বভৌম বিলাপ

দেখিয়া ব্যাপার, উঠে হাহাকার,
আকাশে, বাতাসে, অতি মহান ;
প্রাণবন্ত যত, হেরিয়া মূর্চ্ছিত,
যজ্ঞভূমিতে সতীশ্মশান।
প্রথম বিস্ময় মূর্চ্ছা অপগমে,
বিদ্ধহৃদয়ে ওঠে আর্ত্তনাদ,
"এ কি ভয়ঙ্কর! সর্ব্বনাশকর,
সতীসমক্ষে পতি পরিবাদ !
কি খেদের কথা, কারে বলি ব্যথা,
পূজ্যতম দেব-প্রিয়া সতী,
দেবী দক্ষসুতা, দক্ষাবমানিতা
ত্যজিলা ক্রোধে জীবনে রতি !
দক্ষ দুর্জ্জনতা, সর্ব্ব-সীমাতীতা,
দেখ হে দেখ ! অহো পরিতাপ !
উনি প্রজাপতি, উহারই সন্ততি
বিশ্বচরাচর ; একি মহাপাপ !
সকলেরই প্রতি, বরিষণ প্রীতি,
উচিত কৃতি দক্ষ পিতার ;
স্নেহ তো সুদূরে, স্বীয় আত্মজারে,
দুঃসহ কৈল অপব্যবহার

মনস্তাপে সেই, মনস্বিনী এই,
করিল সদ্য মহাপ্রয়াণ ;
এ দেবী সতত, সজ্জন সম্মত,
পাইতে যোগ্যা যোগ্য সম্মান।
শিবদ্বেষী দক্ষ, অতিশয় রুক্ষ,
ব্রহ্মদ্রোহী, পাষাণ হৃদয় ;
জনমাঝে অতি, কীর্ত্তি অসতী,
দেহান্তে নিরয়, পাইবে নিশ্চয়।
দুহিতা ইহাঁরই, সমক্ষে ইহাঁরই,
মরণ জন্য সমুদ্যতা হৈল,
দেখিয়াও চক্ষে, বাজিল না বক্ষে,
একটি বারও বাধা না দিল।”
কাঁদিল সকলে, “হা হা সতী বলে,
ধন্য রে ! ধন্য রে ! ধন্য সতী”
সব মুখে শুনি, শুধু এক বাণী,
“ধন্য রে ! ধন্য রে ! ধন্য সতী”।
ঝন্‌ঝনি বেগে, ভীম প্রভঞ্জন, ক্রন্দন রোল তোলে মহতী,
শ্বন্ শ্বন্ নিঃশ্বাসে, শ্বাসে মাতরিশ্বা, ধন্য রে···সতী।
বায়ু কাছে শুনি, সতীর কাহিনী, উথলি উঠিল স্রোতস্বতী ;
আছাড়ি, আছাড়ি, কাঁদিছে ফুকারি, ধন্য রে....সতী।
ধরণী কাঁপিল, বক্ষ ফেটে গেল, গৈরিকস্রাব করে প্রস্রুতি।
ভাঙ্গিল পঞ্জর, গরজে ঘর্ঘর, ধন্য রে...সতী।

গগনে দামিনী, শিহরে অমনি, চমকি চাহে, বিস্মিত মতি ;
ঘোর ঘন ঘটা, রোষে স্ফীততটা, ধন্যরে......সতী।
অন্ধ ইরম্মদ করে আর্ত্তনাদ, সঙ্কুচিত, হৃদয় অতি।
ভৈরব হুঙ্কারে, বলে বারে বারে, ধন্যরে......সতী
কৃষ্ণ জলধর, ঝর ঝর ঝর, ঝরে অঝোরে, নাহি বিরতি,
নিরন্ধ্র আধারে, ঢাকিয়া ধরারে, কাঁদে কোথারে, কোথারে সতী,
সতীমনোজ্বালা নিভাবে বলিয়া, ঢালিছে জল, বুঝি কাদম্বিনী,
যেন সপ্তসিন্ধু, শেষ জলবিন্দু, নিঙারি মেঘে, দিল মেলানি।
সতীশোকানল, নিভাবে কে বল, জানে কেবা তার অনন্ত সীমা ?
যথা সতী প্রেম, অনন্ত অসীম, শোকেরও তথা নাহি প্রতিমা।
কোটি কোটি যুগ, ধরিয়া সংযুগ, করে প্রকৃতি পুরুষ সনে,
কত ভাবে তারে, বশীভূত করে, কত বিরহ, কত মিলনে ;
কত গুপ্ত কথা, অজানিত ব্যথা, নিবিড়, ঘন, ছিল গোপনে ;
কত দীর্ঘশ্বাস, মিলন সুবাস, বহিল কত, কেহ কি জানে ?
নরনারী হিয়া, চুনিয়া চুনিয়া, সার উদ্ধার করিল বিধি,
সেই সার দিয়া, গড়ে সতী হিয়া, অবর্ণনীয়া, অপূর্ব্ব নিধি।
সতীর ধরমে, সতীর মরমে, কাহার বুদ্ধি পারে পশিতে ?
অতি স্বচ্ছ যে, কিছু বোঝে সে, কলুষ বুদ্ধি নারে স্পর্শিতে।
সতীশোক জ্বালা, নাহি তার তুলা, পবিত্র-শিখ হোম অনল,
প্রতি ঘরে ঘরে, যত নারীনরে, পূজিবে নিত্য পূত অমল ;
স্মরণ রাখিবে, বুকে জ্বালাইবে, পতিপ্রেমজ সতী তেজাগ্নি,
অগ্নিহোত্রী মত, গৃহধাত্রী যত, দুহিতা, মাতা, বনিতা, ভগ্নী।

স্তিমিত লোচনে, আন সবে ধ্যানে, সমাধিমগ্না সতী মূরতি,
আপনা আপনি, দেখিবে তখনি, আসিবে বুদ্ধি, যোগজ মতি।
সতী তেজ শিখী, আজও ধিকি ধিকি, জ্বলে থাকি থাকি আর্য্য প্রাণে,
তাহাতেই বুঝি, আজও বেঁচে আছি, না ভুলে আত্ম-সম্মান জ্ঞানে।
কিন্তু বুঝি হায়, নিভিয়া বা যায়, সতী-পাবক দীপ্ত জ্বালা ;
পরবুদ্ধি দাস্যে, গভীর ঔদাস্যে, ভুলিছে হিন্দু চৌষট্টি কলা।
এত গুপ্তনিধি, দিয়াছেন বিধি, জানিল না স্বীয় করম দোষে,
রাণীর সন্তান, তাই ক্ষুন্নপ্রাণ, ফিরে ভিখারী, দেশে, বিদেশে !
যে যাহাই বলে, তাহাতেই ভোলে, কঞ্চুলিকা প্রায় মেরুদণ্ড হীন,
মজিয়া নকলে, হারাল আসলে, হীরা ছাড়ি, মন রাঙেতে লীন ;
ইন্দ্রিয় বিলাসে, মোহনিয়া বেশে, সাজায়ে বলে, এই পরমার্থ,
খুঁজি পাঁতি পাঁতি, আনে নিতি নিতি, অর্থের নামে, যত অনর্থ।
লালসা-পশরা সার্থবাহ যারা, আনে ভারতে দলে, দলে, দলে,
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, মোক্ষ-প্রতিপক্ষ, ভাব-বাগুরা পাতে স্থলে স্থলে।
ইহৈক সর্ব্বস্ব, পরমার্থ-নিঃস্ব, ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রীয় 'মন-সমীক্ষণ,'
কামানল জ্বালে, ছাই পাঁশ ফেলে, দুহাতে তাহাই করে গ্রহণ।
কুল কুণ্ডলিনী. জীবন ধারিণী, লক্ষ্য যাহার পরম শিব,
মধুর মত্তালি, গুঞ্জরে কেবলই, ব্যোম হর হর আনন্দ ভব,
'বাগ বৈখরী,' ত্যজি শব্দঝরি, 'পরা পাশ্যন্তী' কথয়ে বাণী,
বর্ষে নব নব, মঙ্গল সম্ভব ভাবধারা, কুল কুণ্ডলিনী ;
ভুলি তাঁর স্থিতি, করয়ে সংহতি, 'বিক্ষিপ্ত,' 'মূঢ়,' ভূমিক সনে,
যেথা সব নর, অথবা বানর, বরাহ কিম্বা, একই আসনে।

সতীপুত্র শুধু, জানে কত মধু, কত যে সুধা ঝরে সতী নামে,
কত যে শক্তি, কত যে ভক্তি, কত যে তেজ, জাগে মরমে।
সহসা যে সতী, ত্যজিবে এমতি, ভব-অতিপ্রিয় আপন দেহ,
সতীর পার্ষদ, মণিমান, মদ, করে নাই কভু বিন্দু সন্দেহ।
অদ্ভুত মরণ, দেখিল যখন, নয়নে নাহি করে বিশ্বাস,
এও কি সম্ভব! ভস্মীভূত সব, যোগ অনলে রোধি নিশ্বাস!
একি প্রহেলিকা, কিম্বা কুহেলিকা, ঘিরিল জগৎ তিমিরে ঘোর!
নাহি দেখে চ'ক্ষে, অকস্মাৎ বক্ষে, বাজিল আঘাত অতি কঠোর।
বেদনা আহত, হৃদয় মূর্চ্ছিত, সতীমা পুত্র, বিস্মিত স্তব্ধ।
শিবের কিঙ্কর, নিশ্চল স্থাবর, সরে না মুখে, একটি শব্দ;
চতুর্দ্দিকে সব, করে হাহারব, কলরবে ধীরে আসে চেতনা!
চক্ষু মেলিয়া, চাহিয়া চাহিয়া, আশা ক'রে দেখে, মা আছে কিনা!
মা যে আর নাই, মানিতে না চায়, বিশ্বস্ত হৃদয় সতী সন্তান,
এখনই মা ছিল, প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল, চ'লে যে গেল, একি হয় ভান?
নয়ন মাজিয়া, উঠে দাঁড়াইয়া, চারিভিতে চাহে ভাল ক'রে,
দেখিল সকলে, ভাসে আঁখি জলে, সতী দেহ-ভস্ম আছে প'ড়ে।
প্রত্যয় হইল, একেবারে গেল, শত ডাকিলেও আসিবে না আর,
'মা চ'লে গেল, পুড়ে ছাই হ'ল থাকিতে আমরা সেবক তাঁহার?
কেন বা আসিনু, কি কর্ম্ম করিনু, নারিনু রাখিতে শিবরাণী,
কেমনে ফিরিব, মুখ দেখাইব, শিবেরে পুনঃ, বল জননি!
এস মা! এস মা! হর মনোরমা, ফিরে চল মা, আপন বাসে;
মোদের ফেলিয়া গেলি মা চলিয়া, ভুলিয়া ভোলা কৃত্তিবাসে?

যদি জানিতাম, এই পরিণাম, তবে কি তোরে, দেই মা আসিতে ?
পদযুগ ধরি, রহিতাম পড়ি, আসিতে হ'তো, মোরে নাশিতে।
বল কি করিব, কোথাগো মা যাব, কেমনে সব অসহ দুঃখ ?
সকলে মরিব, তোর কাছে যাব, বিনাশিব আগে দুষ্ট দক্ষ।"

সন্তানদিগের গান—রামপ্রসাদী সুর।

মাগো! আমার কোথায় গেলি ?
এত ভালবাসা মোদের ভুলিলি কি তুই সকলি ?
সুখে দুখে জানি মোরা মা আছেন অভয়া কালী,
কোন দোষেতে চ'লে গেলি সারা বুকটা ক'রে খালি।
দোষের অন্ত নাই মা মোদের, আগাগোড়া দোষ সকলই,
মায়াময়ী তুই জেনে শুনে, আঁচল দিয়ে সব ঢাকিলি
মধুমুখে আদর দিয়ে, আদুরে ছেলে বানালি,
সাধন ভজন নাই মা মোদের, কবে বা তুই শিখালি!
নিঠুর বাপের আচরণে, যদি এত ব্যাথা পেলি,
(তবে) জেনে শুনে, শিবে না মেনে, কেন হেতা ম'রতে এলি ?
বিশ্বেশ্বরী শক্তিসারা, জগৎজুড়ে নাম রটালি,
আসলে তোর সকল অন্তর কোমলতা মাখা খালি।
একটু অনাদর বাতাসে, একেবারে ভেঙ্গে গেলি,
সদানন্দের তাই আদরের আধা অঙ্গ ছেড়ে দিলি।

ঋভুগণ কর্ত্তৃক শিবসৈন্যের পরাজয়।

এই কথা বলি, যুদ্ধ অস্ত্র তুলি, রুষিল সবে ভীষণ ক্রুদ্ধ
দক্ষবধপর, বদ্ধ পরিকর, প্রাণান্তপাতী শোকসমিদ্ধ।
অনন্তর, ভগবান ভৃগু মহামুনি,
সতীর পার্ষদগণে হেরি শস্ত্রপাণি,
দক্ষ বিনাশন তরে আক্রমণোন্মুখ,
অত্যুগ্র ক্রোধেতে হইলা রক্তনেত্রমুখ।
যে মন্ত্রে বিনাশ হয় যজ্ঞবিঘ্নকারী,
যথাবিধি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করি,
দক্ষিণ অগ্নিতে মুনি প্রদানে আহুতি,
সে যজ্ঞে অধ্বর্য্যু ভৃগু, অদ্ভুত শকতি।
আহুতি প্রদান মাত্র সহস্র সহস্র,
সোমত্ব প্রাপ্ত, ঋভু নামেতে অজস্র,
দেববৃন্দ দলবদ্ধ হইলা উত্থিত,
ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান, সংকল্প-প্রস্তুত ;
জ্বলন্ত যজ্ঞকাষ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক
প্রহারে নির্দ্দয় ভাবে, প্রমথ, গুহ্যক ;
শোকক্ষিপ্ত এরা ক্রোধে, উদ্বিগ্ন-মানস,
সংবদ্ধ ঋভু, দীপ্ত ব্রহ্মবর্চ্চস্ ;
অকস্মাৎ সমুদ্ভূত ঋভুর প্রহারে,
প্রপীড়িত শিব-সেনা রড়ে চারিধারে

শিব-নারদ সংবাদ

যত গণ্ডগোলের কর্ত্তা নারদ গোঁসাই,
কাণ্ড দেখে, কাণ্ডজ্ঞান হারালেন এই ঠাঁই।
গোলমাল দিয়ে বাধিয়ে, দেখেন শুধু মজা,
এবারকার ব্যাপারে কিন্তু, নিজেই পেলেন সাজা।
ঘটনাটা যে এই দাঁড়াবে, তা ভাবেন নি মোটে,
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প'ড়লেন, ঘোর বুদ্ধি সঙ্কটে।
"ভাবলুম এক, হ'লো আর এক, একি মায়ের লীলা,
আগে জানলে কি কখনো, করি এমন খেলা ?
দক্ষ দাদা জব্দ হবে, এই ছিল মোর চেষ্টা,
উল্টো হ'লো, সতী মোলো, এই হ'লো কি শেষটা ?
দক্ষরাজা যেমন তেমন, রইল বামুনগুলো,
মাঝখান থেকে মার ছেলেরা লাঠির বাড়ি খেলো!
দক্ষেরি জয়, শিব পরাজয়, এই হ'লো সাব্যস্ত!
অধর্ম্ম উঠলো চেগে, ধর্ম্ম হ'লো ত্রস্ত!
নিজেই সোজা চ'লে যাবে মা অপরাজিতা,
বিনা দণ্ডে, গোমুণ্ডে মোর খেলে নাই এ কথা।
কত দৈত্য দ'লেছিস্ মা শঙ্করী ভবানী,
কর্ম্মশূর দক্ষাসুরে, ছেড়ে দিলি অমনি!
নিজেই গেলি ক'রে খালি, বুড়ো ছেলের বুকটা,
শক্তি-হারা মন-মরা মোর, জোর নেইকো এক ফোঁটা।

'সত্যের জয়,' 'সত্যের জয়,' গাবিয়ে বেড়াই সব খানে,
সত্যরূপা সতী গেল, মুখ দেখাব কোন প্রাণে ?
সতী-প্রয়াণ অত্যাশ্চর্য্য, সে কথা খুব মানি,
লীলা যে অচিন্তনীয়া, ভাল মতই জানি ;
পঞ্চভূতের ফাঁদে প'ড়ে ব্রহ্ম স্বয়ং কাঁদে,
এ কথা শুনেছি বটে, নানান্ নানান্ ছাঁদে ;
যা করেন মা মহামায়া, সবই ভাল'র জন্য,
কথাটা খুব সত্যি বটে, করি মহামান্য ;
পতি অপমানে সতী ছাড়েন আপন দেহ,
এর প্রভাব যে ভারি ব্যাপক, নাই ইথে সন্দেহ ;
এই চিত্র সতীপুত্র ধ'রবে বুকের মাঝে,
ঘরে, ঘরে, সতীমাতা, আসবে ভোরে, সাঁঝে ;
স্থূল বাহ্য জয় না ক'রে, হৃদয় ক'রে জয়,
জয়ন্তী মা বিরাজিবে, এ কথা নিশ্চয় ;
বিনা অস্ত্রে রক্তপাতে, অনুরাগের ত্যাগে,
জয় হবে মহিমাময়, এটা মনে জাগে ;
তা সত্ত্বেও মনে মনে লাগে বড় ধোকা,
গোলক ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে, হ'য়ে পড়ি বোকা।
প্রাণই সত্য, না মৃত্যুই, বুঝি কেমন ক'রে,
প্রাণ রাখতে, নিখুঁত সত্যে, একটু কালী পড়ে ;
সত্য রাখতেই, সতী দিলেন আত্ম-বলিদান,
অথচ দেহের ওপর, লোকের ভীষণ টান।

সত্যের সঙ্গে এ আসক্তির, কোথা সামঞ্জস্য ?
'প্রাণ ব্রহ্ম,' বেদে বলে ত্রিলোক নমস্য।
শুধু এমনি প্রাণ বাঁচাতে, লোকের বেরোয় প্রাণ,
সত্য-প্রাণের জীবন রণে, নেইকো পরিত্রাণ।
গড় পড়তায়, সত্য বটে, চলে অনেকটা ;
চূড়ান্ত সত্যাশ্রয়ীর প্রাণ থাকে কি শেষটা ?
গোঁজামিল দিয়ে দিয়ে চলে কতক দূর,
মিথ্যা মেঘের প্রাসাদ শেষে ভেঙ্গে হয় তো চূর।
সত্যের জয় অবশেষে, হয় বটে নিশ্চয়,
আপাততঃ পড়ে চ'ক্ষে, সত্যের পরাজয়।
এই খানেতে, এখনিই, হোক সত্যের জয়,
সত্যসন্ধীর প্রাণে জাগে, সতত আশয়।
বড়, বড়, মহৎ কাজের ব্যাপক বড়, গতি,
হয় ফল, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, অতি ;
তাই প্রকৃতি নয় অধীরা, কালের সীমা নাই,
ত্রিকালদর্শিনী নিত্যা, স্থিরা থাকেন তাই।
পূর্ব্বাপর দৃষ্টিশূন্য, মধ্যদর্শী জীব,
আদ্যন্তের খবর পায় না, বর্ত্তমান আজীব ;
তার কাছে বড়ই কঠিন চুপটি ক'রে থাকা,
সত্যের ক্ষতি দেখেও, তারে ধামা দিয়ে ঢাকা ;
কোন্ কালে কোন্ যুগে জানি, হবে সত্যের জয়,
এই ভেবে মুখ বুজে থাকা, কষ্ট অতিশয় ;

সত্যের জয়, অলক্ষ্যে হয়, অনৈশ্বর্য্য-প্রাণ,
বিভূতি বিগ্রহে হয়, ক্বচিৎ মূর্ত্তিমান ;
এই যে একটা রকম কথা আছে প্রচলিত,
সুধী, সাধু, সন্ত মাঝে, সর্ব্বসম্মত ;
আমার কাছে রোচেনাকো একথাটা মোটে,
জ্বল জ্বল অক্ষরে লেখা, দেখবো আকাশ পটে,
সত্যের জয়, পাপের ক্ষয়, স্পষ্ট, সাদা চোখে,
প্রমাণ দেদীপ্যমান, চোখে, মুখে, বুকে ।
ধর্ম্ম যদি হেরেই গেল, তারে মানবে কে ?
হাডড়ুকে যে মান্যি করে ভেড়োর ভেড়ো সে ।
'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' বলে তো সবাই,
সর্ব্বতোভাবে অহিংসা, দেখেছ কোন ঠাঁই ?
"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ,"
সূত্র মুখে বলেন উচ্চে, পাতঞ্জল যোগ ;
সূত্রটি খুব চমৎকার, শিরোধার্য্য মোর,
একেবারে সত্যি কিনা, সন্দেহ হয় জোর ।
প্রহ্লাদ, সেতো অহিংসাতে ছিল প্রতিষ্ঠিত ?
হিরণ্যকশিপুর হিংসা তারে ছাড়ে নি তো ?
শিবের চাইতে সমদর্শী কে আছে জগতে,
তবে কেন দক্ষ জ্বলে হিংসানলের তাতে ?
অহিংসকে হিংসা করে, নীচাত্মা দুর্দ্দান্ত,
প্রজাপতির সৃষ্টিতে নয় বিরল দৃষ্টান্ত ।

প্রহ্লাদ বটে পাল্টা হিংসা করেন নাই পিতার,
ভগবান নিজে কিন্তু, পেট চিরলেন তার।
জীবজগতে হিংসাহিংসি চলে অনিবার,
হিংসার হাত থেকে নেইক' সাধুরও নিস্তার।
'রামের ইচ্ছা', 'রামের ইচ্ছা', কথা বটে শুনি,
কোন্‌টা ঠিক রামের ইচ্ছা জেনেছে কোন মুনি ?
বিপদ দেখে পালিয়ে আসা, এটাও রামের ইচ্ছে,
(আবার) পরের দুঃখে প্রাণ দেওয়া, এটাও রামের ইচ্ছে।
রাম যখন নিজে ব'সে চালাবেন এই যন্ত্র,
'আমি' বোধ লুপ্ত হবে, থাকবো না স্বতন্ত্র,
তাঁর ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হ'য়ে যাবে এক,
তিলেক রবে না সংশয়, দ্বিধা ভাবের রেখ,
রামের ইচ্ছা, কথা তখন ঠিক মানাবে মুখে,
তার পূর্ব্বে বলা যেন, বুলি ব'লচে শুকে।
সতী মায়ের পরিণতি দেখে বুক ফাটে,
নিশ্চেষ্ট ব'সে থাকা আর কি আমার খাটে ?
এ অন্যায়ের প্রতীকার করা নিশ্চয় চাই,
নৈলে পাপ বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ আর নাই ;
অন্যায় দেখে নিশ্চেষ্টতা অতি মহাপাপ,
যে সমাজে নাই প্রতিবাদ ঘটে তার সন্তাপ।
এখনই যাই কৈলাসধামে জানাইতে শিবে,
অন্যায় প্রতিবাদ কল্লে প্রাণ ত্যজিল শিবে।"

নারদের গান—ছায়ানট, সুর ফাক্তা

('শম্ভু শিব মহেশ' সুর)

সত্য, শিব, সুন্দর, হওহে সমুদিত ;
তেজ নিরমল, উজ্জ্বল, স্বাধিষ্ঠান জীবন-পালন ভাগবত
ভক্তবৃন্দ আশ্রয়, মুক্তাবলম্বন,
ধরম আয়তন নিত্য, মূল কৃতাকৃত।
শাশ্বত হোমানল, ধক্ ধক্ জ্বলে, জ্বল, জ্বল,
যোগী-হৃদি বেদীতলে, ঊর্দ্ধশিখ সতত ;
ভস্মীভূত করি যত কলুষ অমঙ্গল,
বিভূতি ধরে ভালোপরে শোভন পবিত্রিত।
চেতন অন্তরাত্মা, মহাভাব গরগর,
ঢালে অনলে, অতি শুদ্ধ শ্রদ্ধা-হবন ঘৃত,
প্রাণ পবন, করে ঘন, ইন্ধন আহরণ,
জীবন লাগি যোগীজন, সত্যরূপ অমৃত।
ডম্বরু, ডিমিডিমি ত্র্যম্বককরেতে বাজে,
'জয় হে সত্য' গুরু, গুরু, সুগম্ভীর ধ্বনিত ;
'শিব সত্য' 'শিব সত্য' বিষাণ করে নাদ,
ভৈরব মুখে অবিরত, যোগী শ্রবণাগত।

এত বলি দেব ঋষি কাঁদিতে কাঁদিতে,
সতীভব গুণ কথা স্মরিতে স্মরিতে,
উপনীত হৈলা দ্রুত কৈলাস ভবনে,
বিল্বমূলে, যথা শিব বসি যোগাসনে।
শিবভৃত্য নিষেধ না শুনিল শ্রবণে,
কাঁদিয়া পড়িল ঋষি শিবের চরণে।
সব কথা শিব ঠাঁঞি করি নিবেদন,
বেয়াকুল উচ্চৈস্বরে, করিল ক্রন্দন ;
সমব্যথী কাছে হৃদি, উদঘাটিত দ্বার,
আবেগে ছুটিল বেগে প্রেম-অশ্রুধার।

নারদের গান—ভূপালী—একতাল।।

কি বলিব তোমায় পিতঃ! সে সে কথা বলিবার নয় ;
সতীর বিদায় ছবি, বর্ণিতে বিদরে হৃদয়।
দেখিয়াছি কত শত, মৃত্যু ছবি অবিরত,
জুড়িয়া সারা জগত, ঘন শোক ছায়াময় ;
সতী যে কি দেখাইল, মৃত্যু মহিমা উজ্জ্বল,
পতি-প্রণয় বিহ্বল, মরণে লভিল জয়।
সত্যরূপা মায়ের সনে, উৎসাহ গেল প্রাণে,
মধুর বন্দন গানে, আর তো মন নাহি লয় ;
আর তো তরু:পুষ্পলতা, কহে না প্রেমবারতা,
মাথা সঞ্চালিয়া পাতা প্রাণে কথা নাহি কয়।

চাহি শুধু যে আকাশে, হরষে গিয়াছি ভেসে,
অজানিত কত দেশে, যেথা নাহি জরা ক্ষয় ;
সে আকাশ আজ হেরি শূন্য, বাতাস আজি মনঃক্ষুণ্ণ
ক্রন্দন অবসন্ন, গুমরি গুমরি বয় ।”

মহাপুরুষের বিরাট শোক

প্রখর রৌদ্র-তপ্তদিবসে, সহসা ভীষণ অশনি নাদ
সুস্থ পথিক বক্ষে যথা, পঞ্জর কম্পন তোলে প্রমাদ,
তারা খচিত অম্বর তলে, চকিতে তড়িৎ আহত দৃষ্টি,
মূরছিত প্রায় পান্থ যেন, নেহারে সর্ষপ প্রসূন বৃষ্টি,
অতর্কিতে বা পশ্চাৎ হইতে, লগুড়-আহত-মস্তক গন্তা,
আচ্ছন্ন-দৃষ্টি পতিতধরায়, অভিভূতজ্ঞান, হত কি হন্তা,
তেমতি হর, নারদ বাক্যে, বিলুপ্ত সম্বিৎ, চেতনা হারা ।
একি সম্ভবে ত্যজিয়া ভবে, ভব পারে যাবে রে ভবদারা !
ত্রিনয়নের নয়ন মণি, চ’খে চ’খে থাকে দিন যামিনী,
দ্বিনেত্র-বহিঃ যান যখনই, তৃতীয় নেত্রে হেরে তখনই ।
লুপ্ত চেতনা ফিরিল যবে, বুঝিল মহেশ, নারদ বাণী,
নিসর্গ-উর্দ্ধ প্রপঞ্চাতীত, ছাইল হৃদি, শোক কাদম্বিনী ।
অশোকের যে হ’লো শোক, ব্যক্তাব্যক্ত লোকালোক,
ভূলোক, দ্যুলোক, গোলক,.লোকাতীতা মহিমা তাহার ;

বুঝিবে ত্রিলোকে কে, মহাকালের কালী যে কে,
বিগত-চেতন শোকে, শোকাতিগ, কেন যে তাঁহার।
ছিল না যেথা উদ্বেগ, উঠিল তায় কৃষ্ণ মেঘ,
তীব্র ঝটিকা সংবেগ আবেগে বিক্ষুব্ধ শিব হৃদি,
নাম যাঁর সদানন্দ, কেন তিনি নিরানন্দ,
সতী শোকে নেত্র অন্ধ, কেন বারি ঝরে নিরবধি ?
যিনি নন অন্তঃপ্রজ্ঞ, নহেন বা বহিঃপ্রজ্ঞ,
উভয়তঃ নহেন প্রজ্ঞ, প্রজ্ঞান ঘন নন, নহেন প্রজ্ঞ,
অপ্রজ্ঞও যিনি নন, অদৃষ্টাব্যবহার্য্য হন,
অগ্রাহ্য ও অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অতীত, জ্ঞ বা অজ্ঞ,
ব্যপদেশ হয় না যাঁর, একাত্ম-প্রত্যয় সার,
প্রপঞ্চ-উপসংহার, শান্ত, শিব, অদ্বৈতাত্মতত্ত্ব,
সেই শিব অবর্ণনীয়, সেই অনির্ব্বচনীয়,
ধ্যানৈক প্রাপনীয়, কাঁদে কি ভুলিয়া নিজ সত্ত্ব ?
কে দিবে প্রশ্নের উত্তর, চরিত্র যাঁর লোকোত্তর,
আচরণ তাঁর উত্তরোত্তর, উতরে ইতর-বুদ্ধি সীমা।
সব বিপরীত যথা হয়, তত্ত্বতঃ সমন্বয়,
শিব-চরিত পরিচয়, মনোবাক্ অতীত গরিমা।
তবে যতক্ষণ দেহভার, ততক্ষণ অহঙ্কার,
বিস্তারে নিজাধিকার, নিস্তার নাই মহাপুরুষ জনার।
আধিকারিক পুরুষ বল, জীবন্মুক্ত বীতমল,
অবধূত মহাকৌল, অহং মূল দেহ সবাকার।

জীন হউন, বা অর্হৎ, ত্রিগুণাতীত মহৎ,
যতক্ষণ শরীর সৎ, সুখ দুঃখ তাঁর অনতিক্রম্য।
তবে তাঁদের অহঙ্কার, ধরে উচ্চ উচ্চাকার।
মিল নাই সনে তা সবার, অহঙ্কার প্রাকৃত-অধিগম্য।
সে অহঙ্কার করে প্রসব, গভীর ভাব নব নব,
অদ্ভুত প্রভাব সব, বিরাট, মহান্, অমিতবীর্য্য ;
বিপ্লবিয়া সব সৃষ্টি, করে মহাভাব বৃষ্টি ;
সিক্ত ক্ষেত্রে করে কৃষ্টি, ঊর্দ্ধদৃষ্টি সৎ, ধর্ম্ম আর্য্য।
চতুষ্পাদ আর শতপদে, ষট্‌পদ কিম্বা দ্বিপদে,
ভেদ যে দেখি পদে পদে, পদের সংখ্যাই কি তার পরিমাপক ?
তাতো নয় বাছা তাতো নয়, অন্য কিছু গুণাশয়,
নির্দ্দেশে এই অতিশয়, নিষ্কর্ষিয়া দেখে পরীক্ষক।
আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, জান্তব ধর্ম্মে সমগুণ,
মশা, মৎকুণ, মানুষ, শকুন, ঘুঁঘুর, উৎকুণ, ঘুণ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ ;
তবে তাদের কিসে বিশেষ, ভাবিবার বস্তু বিশেষ,
বিচার বিনা বুঝবে কে শেষ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট কে, নীচ, মহৎ ?
নিম্নতম প্রাণীকুল, ভেদ বোধ তাদের অতীব স্থূল,
ভেদ-কর্ত্তা, সাক্ষীমূল, মনোধর্ম্মের নেই সেথা বিকাশ,
দেখে শুধু আশে পাশে, দৃষ্টি না যায় দূর প্রদেশে,
স্বল্পগ্রাহী ইন্দ্রিয়বশে, অবশ ভাবে ভুঞ্জে ভোগাভাস।
ঊর্দ্ধোর্দ্ধক্রমে যত, ইন্দ্রিয় হয় পরিণত,
ভেদ বুদ্ধি বাড়ে তত, সূক্ষ্ম হ'তে হয় সূক্ষ্মতর ;

মনোধর্ম্ম, বৈচিত্র্য   সৃষ্টি করে নিত্য নিত্য,
সূক্ষ্ম ভোগ উপস্বত্ব,   ভাব সম্পদ উচ্চ, উচ্চতর।
উচ্চতম জানোয়ার,   আর নিম্নতম নরে,
বর্ব্বরে, তথা বানরে,   ভেদ দৃষ্ট হয় নহে তত গণ্য,
প্রণিধানে দেখতে পাবে,   বর্ব্বরে মহামানবে,
পাষণ্ডে ও মহাদেবে,   নরে নরে প্রভেদ অসামান্য।
যত ওঠে স্তরে স্তরে,   পরদার উপর পরদা চড়ে,
ভূমা খুঁজে, অল্পে ছাড়ে,   তারে বাড়া তারে বাড়া চায় ;
ধরে সাত্ত্বিক মনোভাব,   নিবিড়, গভীর, সান্দ্রভাব,
রস্যতম রসবিভাব,   মহাপুরুষ হৃদয়ে ভায় ;
শোক, কাম, প্রেম, ক্রোধ,   স্পর্শে যবে বোধি বোধ,
গ্রাম্যরূপ করি রোধ,   ধরে সবে নূতন আকার ;
ধরে সর্ব্বভক্ষ কাম,   একলক্ষ্য প্রেমঠাম,
দেহ মনে অভিরাম,   উপজয়ে সাত্ত্বিক বিকার ;
নরপশু হয় মুনি,   স্বৈরিণীরে করে পত্নী
স্বামী সহধর্ম্মিণী,   একনারী ব্রহ্মচারী নর ;
ক্রোধ প্রকটে তেজরূপে,   খদ্যোৎ যেন সূর্য্যতাপে,
নাশে জগৎ কলুষ পাপে,   স্বাস্থ্য প্রাণ করয়ে সঞ্চর ;
শোক প্রেম অনবচ্ছিন্ন,   এক ঢালের দুই দিক্ গণ্য,
নিতান্ত উভে অভিন্ন,   প্রেম, শোকের নিত্য আলম্বন ;
ক্ষুদ্র প্রেমে ক্ষুদ্র শোক,   যেন স্বল্পজীবী তোক,
না গিলিতেই এক ঢোক,   ক্ষুদ্র প্রাণ করে বিসর্জ্জন ;

পত্নী ত্যজিলে বিগ্রহ, পুনঃ দার পরিগ্রহ
করে নিতান্ত সাগ্রহ, মৃতার মৃত্যুর দুই দশ দিবস পর,
কামঘুণদষ্ট মজ্জা, নাহি থাকে চক্ষু লজ্জা,
ভুলে যায় চিতাসজ্জা, পুনর্বিবাহে সহে না তর;
নিবিড় প্রেমের সন্তান যে শোক, তার তীব্র অর্চ্চি আলোক,
ঝলসিত করে চোখ, শ্রদ্ধাচক্ষু সহৃদয় দ্রষ্টার।
সে শোক যে কত গভীর, আয়তন তার কত নিবিড়,
বুঝতে তাহা নারে অধীর, মহাধীর বোঝে মহিমা স্রষ্টার।
যদি সে শোক বুঝতে চাও, উচ্চ ভাবশৃঙ্গে যাও,
পরাধ্যানে মগ্ন হও, চিদাকাশে হবে দীপ্যমান;
শিবের শোক প্রসার, দিগন্ত মহিমা যার,
উচ্ছলিত দুর্নিবার, ত্রিলোক বিপ্লবী মহীয়ান।
ঊর্দ্ধরেতার সতীপ্রেম, শুদ্ধ বিগলিত হেম,
ক্ষেমঙ্করের মূল ক্ষেম, শুভঙ্করী প্রেরণা শকতি;
যাঁর বিশোকা জ্যোতিষ্মতী, যোগবর্ত্মে সদা স্থিতি,
শুনি ভঙ্গাকৃতি সতী, মহামতি হৈলা ছন্নমতি।
অনন্যপ্রাণ মহাদেব, সতী বিয়োগ উদ্ভব
দুঃখে যেন হৈলা শব, শুধু কাঁদে নাহি সরে বাণী;
সতীপ্রেম পুষ্ট ত্র্যক্ষ, ভেদিয়া বিশাল বক্ষ,
সূচিয়া অপার দুঃখ, বাহিরিল শুধু 'আঃ' 'আঃ' ধ্বনি।

নারদের গান—কাফি-সিন্ধু—একতালা।

বল কে বোঝে তোমার লীলা ?

কত রূপে ঢালছ নিজে, ক'রছ কত রকম খেলা।

তুই মা নিজে মায়াবিনী, সকল ভাবের মূল ভাবিনী,

ভোলানাথের মনমোহিনী, জানিস কত মোহন ছলা।

আড়ালে মা নিজে ব'সে, সূতো ধরে টানিস ক'সে

ম'জে থাকিস খেলার রসে, বুঝবি কি তুই ফাঁসের জ্বালা ?

আকাশ জোড়া ইন্দ্র ধনু, রোমাঞ্চিত করে তনু,

মনভুলানো ফুলের রেণু, বাস বিতরে প্রাণ উতলা।

বাজ কেন আকাশে হানে, সহসা মারে প্রাণে,

নিরপরাধ জনে, কোন মতে যায় কি বলা ?

কুসুমে কীট কেন পশে, মুছে দেয় হাসি সুবাসে,

শুকিয়ে নেয় সকল রসে, রেখে নীরব ক্ষয়ের জ্বালা ?

মহান জলধি, বাত্যা আন্দোলনে

হইল যেন মহোর্ম্মি সংকুল ;

ভৈরব আরাবে, গরজে ঘোর,

উত্তাল সিন্ধু, ঘন উতরোল ;

বেগেতে ছুটিয়া, আছাড়ি বিছাড়ি,

ভীম তরঙ্গে, আঘাতে তটে,

যেন শিবজটা, ফেনোদ্গম ঘটা,

ব্যাদানি বদন, চুম্বিতে ছোটে ;

ব্যর্থকাম হেন, ফিরিয়া আইসে,
হা হা রবে ছিঁড়িয়া কেশ,
আসে ছুটে পুনঃ, বেগেতে দ্বিগুণ,
গ্রাসিবে বলিয়া ধরায় জলেশ ;
পুনঃ যায় ফিরি, আসে পুনঃ ফিরি,
আশা না ছাড়ে, মহাসমুদ্র ;
মহেশ হৃদয়, প্রেমাপরাজেয়,
মৃত্যু মানে না প্রেমিক রুদ্র ।
পৃথ্বীসতী শূন্য, পশিল শ্রবণে,
ধারণা নাহি জন্মিল চিতে ;
"ওহোঃ একি হয় ! প্রাণপ্রিয়া সতী
পারে কি আমারে ছাড়িয়া যেতে ?
এইতো সে গেল, পূর্ণ তেজে সতী
প্রদীপ্ত রোষরক্তিম মুখে,
স্বাস্থ্য ঢলঢল, মরাল গামিনী
হেরিতে যজ্ঞে, মাতা, জনকে ;
সবার সম্মুখে, তেয়াগিল প্রাণ,
বারিল না কেহ আদরিণীরে ?
হেরিলে যাঁহারে, গলে রে পাষাণ,
দক্ষ গলেনি হেরিয়া তাঁরে ?
কেন রৈলে স্তব্ধ ? সত্যি নিভে গেছে,
আমার সতীর জীবন দীপ ?

আসিবে না ফিরে, হাসি মুখে আর
জ্বালাতে ঘরে, সান্ধ্য-প্রদীপ ?
বসিবে না ক্রোড়ে, সুধাবে না মোরে,
সহস্র প্রশ্ন প্রেম কুতূহলে ;
সহস্র রূপেতে, বিশ্বরূপা মোর,
ভোলাবে না আর সহস্র ছলে ?”
বলিতে বলিতে, লাগিল বাড়িতে,
গভীর সমুদ্র, প্রেম স্মৃতি।
ত্রিনয়ন বহি, ছোটে অশ্রুনদী,
গঙ্গা, কালিন্দী, সরস্বতী।
বাষ্পারুদ্ধ কণ্ঠে, নাহি ফোটে কথা,
গম্ভীর ওঠে, শবদ ‘আঃ’ !
মহী উত্তুম্ভিত, ভূধর কম্পিত,
বিটপী স্তব্ধ, শব্দ শুনিয়া।
ইরম্মদ নাদ, মাতঙ্গ বৃংহিত,
হইতে উচ্চ শিব আর্ত্তনাদ,
বাতাস বহিছে, দিগদিগন্তে
শিব-মরমভেদী সংবাদ।
চিত্ত আলোড়িত, বাহ্যজ্ঞান হত,
ঊর্দ্ধশ্রোতাগণ নমস্ত ;
ব্যথিত নারদ, দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
দেখি এ মহান্ শোকের দৃশ্য।

প্রথম আবেগ, হইলে সংবৃত,
নারদে ধীরে, পুছে শঙ্কর,
"বল দেখি শুনি, বিস্তারিয়া মুনি,
কেমনে ত্যজে প্রিয়া, কলেবর ?
স্মরিল কি মোরে, ডাকিল কাতরে,
পতিরে সতী, অন্তিমকালে ?
কোনও কথা কি সে, শেষের সেদিন,
চাহিল কহিতে, ভোলা পাগলে ?"
"প্রভো! দয়াময়!" কহিল দেবর্ষি,
"স্মরিতে সে কথা বিদরে হৃদয় ;
কেমনে ত্যজিল, বলিব কেমনে,
বলিবার ভাষা মুখে না জুয়ায়।
দেখিলেও তাহা, বলিতে না পারি,
মনে আসে প্রভো! মনে থেকে যায়,
ভাষা কিগো প্রভু! বুঝাইতে পারে,
অপূর্ব্ব সতীর মহিমা প্রভায় ?
দক্ষযজ্ঞ মাঝে, না হেরি রুদ্রাংশ
সতীরে ঘিরিল, কি যে যাতনা,
সদানন্দময়ী, দুলালী মায়ের
অরবিন্দ মুখে লেপিল বেদনা ;

কোথা তার ছবি মিলিবে জগতে,
সতী মা যে নিজে নিজেরই তুলনা।
ছলনাময়ী মা, লীলা ছলা ছাড়ি,
ছল ছল নেত্রে তোমারই ললনা,
দাঁড়ালো অঙ্গনে, হরাঙ্গনা রূপে,
অভঙ্গ-সতীত্ব-ভঙ্গী শোভমানা;
সতী শোভা যে কি, বলিব দেব! কি,
কেমনে করিব তাহার বর্ণনা?
তুমি সব জান, প্রভো! সব জান
তোমারই প্রণয় গঠিত প্রতিমা।
তিরস্কারি দক্ষে, সকল সমক্ষে,
বসে যোগাসনে তব মনোরমা;
যুগ্ম কর পদ্ম, স্থাপি ভালোপরি,
করিল প্রণাম তোমারেই বুঝি?
মাঝে মাঝে ওষ্ঠ, উঠিল কাঁপিয়া
কি যেন বলিল আঁখিপদ্ম বুজি।
নয়ন পল্লব হইল সিক্ত
গোমুখী ধারা বহে গণ্ড বাহি;
আয়ত নেত্র ঘন কৃষ্ণ তারা
লুকাল ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিশূন্য বহি।
কৃষ্ণা প্রতিপদ চাঁদের মতন,
ভাতিল যোগিনী নয়নগোলোক;

প্রাণায়াম রুদ্ধ বায়ু চলাচল,
স্থিরা কায়া যেন নিস্পন্দ আলোক।
এত দেখিয়াছি, এত শুনিয়াছি,
অনিরুদ্ধপথ মত মুক্তগতি ;
কি সে অপূর্ব্ব শ্রী, কেহ দেখেছে কি,
ধ'রেছিল মহাযোগেশ্বরী সতী।
হেরিছে সকলে, বিস্মিত নেত্রে
সমাধি মগনা দেবী আকৃতি,
দেখিতে দেখিতে যোগোত্থ অনলে,
সহসা দহিল স্বকীয় মূরতী।
শুধু তোমা লাগি, শুধু তোমা লাগি,
ওগো শিব যোগী ! শুধু তোমা লাগি,
এমন সুন্দর ভক্ত মনোহর
লীলা সম্বরিলা সতী তনু ত্যাগি।

শিব-বিলাপ

শুনিতে শুনিতে ভব হ'লো শিবনেত্র,
নারদ বাক্যেতে ধ্যানে সতী হয় মূর্ত্ত।
শিব-চিন্তা করি সতী কত যে কাঁদিল,
শিব-হৃদি-পটে তাহা ফুটিয়া উঠিল।

গম্ভীরবেদী শিবের সকলই গম্ভীর,
বিরাট, বিশাল, ভয়াল, অচল, অটল, স্থির।
হিমাচল যেন কম্পে কাঁপিয়া উঠিল,
প্রস্তর পঞ্জর কত ভাঙ্গিয়া পড়িল ;
বহিশ্চক্ষে হিমালয় অটল, অচল,
অন্তঃক্ষুব্ধ মহাশৈল, অন্তরে বিচল।
আত্মসাক্ষী, আত্ম-দ্রষ্টা, কে বুঝিবে তার
শক্তি-বিরহ ব্যথা মহাদুঃখ ভার ?
যত ঊর্দ্ধে আরোহিবে, পাইবে দেখিতে,
সঙ্গী তত খ'সে যাবে, রহিবে নীচেতে।
উচ্চ চিন্তা সমগ্রাহী, দুর্ল্লভ জগতে,
উচ্চ-ভাব সমব্যথী, মিলেনা মহীতে।
কে চিনিবে উচ্চজনে, উচ্চ না হইলে ?
সবে উচ্চ হ'লে কভু সৃষ্টি নাহি চলে।
আত্মতৃপ্ত, আত্মানন্দ, স্বস্থ, নিরাশ্রয়,
আত্মসুখ, আত্মদুঃখ, চরে মহাশয়।
সাধারণে করিবে কি তাঁর সমবেদনা,
তুচ্ছ সুখ-দুঃখ ভোগী বুঝিবে কি তার কণা ?
সর্ব্ব-লোক স্পর্শ তাই ত্যজিয়া মহেশ,
সতী-অভিধ্যানে করে মনোভিনিবেশ।
মহারাধ্যা সতী যেন শুধু শিব-চিন্ত্যা,
অপর চিন্তা পরশে অশুচি, অচিন্ত্যা।

একমাত্র শিব ভিন্ন, বুঝিবে কে তাঁরে ?
মাতৃ-ভাব-সিন্ধু বিনা কে পাবে মায়েরে ?
এক-তত্ত্ব-সার ভিন্ন ঊৰ্দ্ধরেতা যোগী,
সতীতত্ত্ব বুঝিবে কে অন্যলুব্ধ ভোগী ?
শিব বিনা সতী চিন্তা করিবে যে কেহ,
ক্ষুদ্রা করিবে তাঁরে নাহিক সন্দেহ ;
অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট, ভাবদুষ্ট ছায়া
হেরিবে সতীর সে জন, না হেরিবে কায়া।
"অগাধ জল সঞ্চারী নৈব বিকারী রোহিতঃ
গণ্ডুষ জলমাত্রেন শফরী ফরফরায়তে।"
বিন্দুমাত্র মাতৃভাব স্পর্শ বিচলিত,
সামান্য আধার জীব, গুরুভাব স্ফীত ;
সুগভীর ভাবসিন্ধু নিমজ্জিত ভব,
শ্লাঘা-রহিত পুরুষ, মহা-অনুভব।
কেমনে বর্ণিব আমি শিব অনুভূতি ?
শিব আজ্ঞা লাগি করি শিব পদে নতি।
স্বরূপ দর্শনাশক্ত মন্দ অধিকারী,
প্রতিমা গড়ায়ে ভজে দুর্গা, শিব, হরি ;
আত্মমত করে পূজা, নিবেদন, স্তুতি,
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তুষ্ট তার প্রতি ;
সর্ব্বদেব নমস্কার পৌঁছে আদিদেবে,
সামর্থ্যানুসারে বর্ণি শিব অনুভবে।

দোষ ত্রুটী যত হউক করিবেন ক্ষমা,
আশুতোষ নামে যাঁর প্রখ্যাত মহিমা ;
মানসে উদয় হ'য়ে যেমন বলাবে,
তেমতি বলিব প্রভো ! আপনি শুনিবে ;
তোমারই দেওয়া মন তোমারই তো ভাষা,
তুমি শ্রোতা, তুমি শ্রুত, সেই সে ভরসা।
তুমি এসে হৃদে ব'সো জাগাইয়া স্মৃতি,
বুঝাও আমারে পিতঃ ! শিব-সতী প্রীতি।
কি ব'লে কেঁদেছিলে জানি না তো আমি,
এই ব'লে ঢেলেছিলে, অশ্রু কিগো স্বামী ?
"কি আর বলিব, কি আর বলিব, কি আর বলিব আমি,
(আমার) যাহা কিছু ছিল, গিয়াছ লইয়া সকলই গো সাথে তুমি।
আমি নিঃসম্বল, সতী মোর বল, সতীর বলেতে বলী,
আজি সতী ছাড়া আমি বল-হারা সে কথা কাহারে বলি ?
শিব দুঃখ কথা, মরমের ব্যথা, বুঝিবে কি ত্রিভুবনে ?
হারে হা হা সতী, কৈলাসে বসতি ছাড়িয়া গেলে বা কেনে ?
রাজার ঝিয়ারী, রাজভোগ ছাড়ি, আসিলে কুটীরে মোর,
পদ রাজ-রাণী, ত্যজিয়া যোগিনী, সাজিলে প্রেমেতে ভোর।
দরিদ্র বলিয়া কর নাই হেলা, সেবিয়াছ প্রাণ ভরি,
বিনা কুণ্ঠা, দ্বিধা, হরষিতা সদা, উজল রাখিতে পুরী,
ভোর না হইতে, শেষ যামিনীতে, শুনিব কার কলধ্বনি,
উঠি সব আগে, কে আর জাগাবে, সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী ?

স্নেহ-কণ্টকিত, শ্রীকরপল্লবে কে মার্জ্জিবে বিল্বমূল,
ল'য়ে সম্মার্জ্জনী, সকল শোধনী শোধিবে কে সকল ভুল ?
স্বহস্তে রাঁধিয়া, শ্রদ্ধান্ন বাঁটিয়া, খাওয়াবে কে শিবজনে ?
ভক্ত-অর্থ-পরা, পরাৎপরা তারা বিনা তারা নাহি জানে।
যবে মা মা ব'লে, কাঁদিবে সকলে, বোঝাব তাদের কিবা ব'লে,
সতীশূন্য ঘর, মরুসম মোর, কে ভিজাবে স্নেহজলে ?
আর না দাঁড়াবে, ঘরের দুয়ারে, সতী-সদ্য-স্নাতা বেশে,
সিঁথি ও কপালে, সিন্দূর লেপিয়া এলোকেশী এলোকেশে ;
দাঁড়াবে না সাঁঝে, আসি মম পাশে, শুধাবে না প্রশ্ন শত,
কনক অঙ্গুলী, জটামাঝে চালি, করিবে না শিহরিত।
ওগো বিদ্যুৎবর্ণা, ভবানী অপর্ণা, সত্যই কি গেছ ছাড়ি ?
হয় না প্রত্যয়, সতী পতিময়, ত্যজিবে কৈলাস পুরী।
বল সতি ! এও কি সম্ভব, আসিবে না মোর কক্ষে,
কৈলাস ফুল ! শিব-কণ্ঠ-শোভী, রাজিবে না শিব বক্ষে ?
জুড়াবে না পূর্ণসুখে বুক, ভোলাবে না কি মহেশে,
কমলিনী ! প্রফুল্ল নলিনী ! ফুল্লহসিত প্রকাশে ?
কি মধুর ! অহো ! কি মধুর দন্তরুচি কৌমুদী,
ভাসাইলে, বহালে ধরায়, কি সৌন্দর্য্য-সারা নদী !
সে হাসিতে, হে মোর দয়িতে, কি ঢলিত স্নেহসুধা,
অতৃপ্ত, চির অতৃপ্ত, মিটিত না মোর ক্ষুধা।
রহিতাম, চাহিয়া চাহিয়া, মুগ্ধ অপলক নেত্রে,
পুলকিত হে মধু হাসিনি ! করিতে সরব গাত্রে।

পরিতে না, স্বর্ণ অলঙ্কার, ভিখারী-ঘরণী ব'লে,
পিতৃদত্ত মহার্ঘ ভূষণ, রাখিলে পেটকে তুলে।
মানাবে না সন্ন্যাসী শিবের, কুটীরে সে আভরণ,
অক্ষমেরে, ওগো শীলবতী! কর নাই লজ্জাভাজন;
রূপরাণী! বিনা আড়ম্বরে, ধরা দিলে শিবে প্রিয়ে!
অগণিত, অন্তর-সম্পদ, স্ব:স্ব রূপে প্রকাশিয়ে।
কতরূপে, ওগো শতরূপা, এসেছ মনোমন্দিরে,
কি সুন্দর, সাজিতে সুন্দরী! শুধু রাঙ্গা সিন্দুরে।
প্রাতে উঠি, সমুজ্জ্বল দিঠি, চাহিতে যে চারিধারে,
সে চাহনি, মৃত-সঞ্জীবনী, জাগাইত ধীরে ধীরে,
মাতৃরূপা! প্রাণপ্রিয়তব, কৈলাস তরু ফুলবন
অরুণিমা, নয়নহ্লাদিনী, তরুণ-তপন তাপন।
যত ফুল, অয়ি ফুলরাণি! হাসিয়া ডাকিত তোমা,
কাছে এস, মাগো কাছে এস, ওগো হর মনোরমা!
সাজাইব, শিব সিমন্তিনী, সাজাইব তোমারে আজি,
এ জীবন তো, তোমারই তরে মা, মরিব তোমারে পূজি;
ফুল্লমুখে, কনকলতিকে! লইয়া ফুলের সাজি,
ফুলদলে, গাঁথিতে গো মালা, আসিতে মালাতে সাজি।
হে বিমলে যবে মালা গলে, আসিতে মোহিনী বেশে,
প্রণমিতে, সুরেন্দ্র-নমিতে! পদে লুটাইয়া কেশে,
কলহাসে, ওগো হাস্যময়ি! দিতে গলে মোর মাল্য,
দেবি সুভদ্র! প্রেমাশ্রু লোচনে, চরণে পূত নির্ম্মাল্য,

কলকণ্ঠে, হে কোকিলকণ্ঠী ! তুলিতে যে কলতান,
মুখরিতে, নিশ্চল কৈলাসে, গাহি যে মোহন গান,
ঝঙ্কারিতে, বীণার ঝঙ্কারে, সকল অচল পুরী,
উল্লসিতে আকাশে, বাতাসে, সুরের তরঙ্গে ভরি ;
ভক্তি-প্রেম-সুধা উছলিত সর্ব্ব অবয়বে তব,
কি সৌন্দর্য্য, উঠিত ফুটিয়া, নিত্য পরামৃতস্রব,
বর্ণিব কি, অবর্ণনীয়ে ! সকল বরণময়ী,
কত শোভা, মধুরবর্ষিণী, ধরিতে গো শোভাময়ী !
স্নেহময়ি ! কত ভালবাসা, পিতা মাতা ভগ্নী প্রীতি,
উথলিল, নবনী কোমল, তব হৃদি সিন্ধু মথি।
স্নেহাবেশে, গেলে চ'লে, শুনিলে না কোন মানা,
ভুলে গেলে, সতী ভিন্ন, ভোলার যে দিন চলে না।
জানিতাম আদরিণী, তাচ্ছিল্য নার সহিতে,
বিন্দুমাত্র বক্রবাক্যে, ভাঙিয়া তুমি পড়িতে।
বিশুদ্ধ নৈবেদ্যে যদি, পড়ে একটি সূক্ষ্ম কেশ,
শুদ্ধ ভক্তহৃদি যথা, উদ্বেজিত করে ক্লেশ,
তেমনি গো শিবরাণী ! বিন্দুমাত্র শিবগ্লানি,
করিত তন্মুহূর্ত্তে, তব সর্ব্ব সুখ হানি ;
সব জানি, সব জানি, তাইতে করিনু মানা,
দুই হাতে নিষেধিনু, যেও না সতি, যেও না।
চির-স্নেহ-অন্ধ তুমি, নিত্যা স্বতন্ত্রা প্রকৃতি,
পরবশ-অসহিষ্ণু, দুর্জ্জয় মানিনী সতী।

স্বেচ্ছায় ব'রেছ মোরে আকাঙ্ক্ষিত স্বামীপদে,
স্বেচ্ছায় বিকায়েছ শির, নিঃস্ব শঙ্কর পদে।
অনিচ্ছায় ইচ্ছাময়ি! কে পারে তোমা চালাতে?
তুমি যেথা চালাইবে, সেই পথে হবে যেতে।
বেঁধেছিলে এ পাগলে, কঠিন প্রেম শৃঙ্খলে,
সর্ব্বভোলায় ছলাময়ি! ভুলালে কি মায়া ছলে!
পার্থিব আনন্দ বিষ, চুষিয়া ক'রেছি পান,
বৈকৃতিক সুখ লব, করিয়াছি খান খান,
সর্ব্বসুখ স্পর্শ এড়ি, ছিনু ব্রহ্মসুখে মগ্ন,
অচিন্ত্যা সতী প্রকৃতি তপস্যা করিল ভগ্ন;
সগুণে টানিয়া আনি, দেখাইলে প্রেমলীলা,
সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখমাত্রা নহে তো ষোড়শ কলা;
দরশন মাত্র তব, উপজিল পূর্ণানন্দ,
বিচার, বিতর্কহীন, স্বয়ম্ভূত মুক্তছন্দ।
বাঁধিলে বিরক্ত শিবে, অলক্ষ্য দৃঢ় বাঁধনে,
জাগিতে সতত, স্বতঃ, নিশি দিন ঘন ধ্যানে;
সে বাঁধন যে ছিঁড়িয়া, যেতে পার গো চলিয়া,'
কে ভেবেছে মনে?
এত ত্বরা যদি গেলে, এত সুখ কেন দিলে,
মিলিলে মো'সনে?

আঁধারি কৈলাসপুরী, কেন বল গেলে ছাড়ি,
ভাবিলে না চিতে,
কেমনে রহিব আমি, তুমি যে আমার আমি,
তোমা শূন্য ভিতে ?
তুমিতো অতি কোমলা, নিঠুরা কেন হইলা,
আজি মম প্রতি ?
না ! না ! নহ নিঠুরা, গাঢ় প্রণয়-বিধুরা,
চিরদিন সতী !
তবে কেন, তবে কেন, মৃত্যু পরিণাম হেন,
লভিলে প্রেয়সি ?
না জানি যে কি যাতনা, চেতনা-লোপী বেদনা,
ম্লানি মুখশশী,
নিবিড় কালিমা মসী, অন্তর অন্তরে পশি,
ছাইল মরম ;
কত কাঁদিলে গুমরি, আমারে না জানি স্মরি,
পাইলে সরম।
নিজ অপমান হ'তে, শিব পরিবাদ তা'তে,
পুড়িল ভিতর ;
নিজে মোরে দিতে গালি, সে সকলই মুখে খালি,
গালি না আদর ;
পরে যে শিবে দূষিবে, খর্ব্ব যে মোরে করিবে,
অসহ্য তোমার ;
দেখিলে যজ্ঞেতে যবে, উপেক্ষা ক'রেছে ভবে,
বৃশ্চিক হাজার

দংশিল তোমারে বুঝি, সে জ্বালাতে প্রাণ ত্যজি,
করিলে প্রয়াণ ;
লজ্জা, ক্ষোভ, অপমান, মথিল সতী পরাণ,
অতুল প্রমাণ ;
ভাঙ্গিল সতী পরাণ, পুড়িল সতী পরাণ,
অমূল্য মহান ;
তেজ সমাধি অনলে, গেল সতী দেহ জ্ব'লে,
সতী অবদান।
কে কোথা দেখেছে চ'ক্ষে, কে ফিরায়ে দিবে বক্ষে,
মোর সতীধন ;
ফিরে এসো, ফিরে এসো, সর্ব্বস্ব আমার এসো
অমূল্য রতন !
আসিবে না ? এ দেহেতে দেখা দিতে আর মোরে,
নিয়েছ বিদায় !
চির জনমের মত, প্রাণদীপ নির্ব্বাপিত,
ছেড়েছ আমায় ?
ওগো ! করিয়াছ বেশ, সতী ! করিয়াছ বেশ,
ছাড়িয়াছ দেহ ;
ত্যজিলে অমূল্য প্রাণ, রাখিলে শিবের মান,
পারে কি গো কেহ ?

তব দেহে অধিকার, ছিল সম্পূর্ণ আমার,
দিয়েছিলে তুমি ;
দেহ ছাড়িবার আগে, অনুমতি, মহাভাগে !
দিয়েছিল স্বামী।
নতুবা কিগো পারিতে, সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে,
ক'রে সর্ব্বস্বান্ত ?
ভিখারী দিগম্বর ! পুনঃ হ'লো যাযাবর,
উন্মাদ, উদ্ভ্রান্ত।
যাহা কর সবই ভাল, সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল,
সবই সুশোভন,
সত্যের স্বরূপ ধরি, জনমিলা মহানারী,
ভবে অতুলন।
সুন্দর, সকলই সুন্দর, পরাৎপর, মনোহর,
সুন্দর ! সুন্দর !
জীবন তব সুন্দর, মরণ অতীব সুন্দর,
পরান্ত গোচর।
আমি আর করিব কি, এ আশ্রমে কাজ বা কি,
কাজ কি এ জীবনে ?
ত্যজিলাম কর্ম্মাকর্ম্ম, যতকিছু ধর্ম্মাধর্ম্ম,
যাইব বিজনে।

সতীর অপূর্ব্ব মরণ, করিয়া অবলম্বন,
কাটাব জীবন ;
বিদেহ সতী মূরতি, ধ্যানেতে বসাব মতি,
মগ্ন অনুক্ষণ ।
অনন্তে কি মিশে গেছে, সিন্ধুতে বিন্দু মিশেছে,
মুছিল কি চিহ্ন ?
শুধু ক্ষণিকের স্মৃতি, নিশুতি আঁধার রাতি,
করিবে আচ্ছন্ন ?
সে কি হয় প্রিয়তমে ! মিশে যাবে অন্ধতমে,
সমুজ্জ্বল স্মৃতি !
শুধু কি রহিবে কথা, এত প্রেম এত ব্যথা,
হারাবে সংস্থিতি ?
তোমা মাঝে দেখা দিয়ে, নিঃশেষে যাবে ফুরায়ে,
হ'য়ে যাবে লয় ;
এও কি সম্ভব হয়, কভু নয়, কভু নয়,
কখনই নয় ।
সব স্বষ্টি তবে বৃথা, নির্ম্মম বিদ্রূপ কথা,
ক্রুর পরিহাস ;
প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, অনন্ত অসীম আশা,
প্রগাঢ় বিশ্বাস ।

অনন্তে লুকায়ে ছিলে, অনন্ত হ'তে আসিলে,
মিশেছ অনন্তে ;
কে ফুটায়ে কৈল সান্ত, বিচিত্র-বিগ্রহবন্ত,
অন্তর্হিত অন্তে ?
প্রাণ কহে ফুকারিয়া, আনিবে তারে টানিয়া,
সূক্ষ্ম আকর্ষণে,
অনন্তের মাঝ হ'তে, সীমাহীন শকতিতে,
প্রাণই শুধু জানে।
আপনার জন যেথা, প্রাণ যাবে ছুটে তথা,
ভেদি আবরণ।
ঋতু আবর্ত্তন কালে, পাখী ছোটে কোন বলে,
খুঁজি দূর বন ?
কচ্ছপ যে জলে চরে, ডিম্ব তার থাকে আড়ে,
ইন্দ্রিয়াগোচর ;
কোন ভাবনা অদৃষ্ট, বল তারে করে পুষ্ট,
ঊর্দ্ধ চরাচর ?
'অনন্ত' তো শব্দমাত্র. কে জানে তার তন্মাত্র,
মাত্রা জ্ঞানী কোথা ?
কে জানে তার নির্ব্বচন, শুধু একটা ভাব বচন,
মাত্র একটি কথা।

কে বুঝে সৃষ্টি তাৎপর্য্য,   প্রাকৃত বোধ অগ্রাহ্য,
মর্ম্ম জানে কেবা ?
প্রাণোচ্ছ্বাসে জীব সৃষ্টি,   যার আছে প্রাণে দৃষ্টি,
প্রাণে করে সেবা,
সে জানে প্রাণের ধরম,   বোঝে সে প্রাণের মরম,
প্রেমিকের ক্ষুধা ;
প্রিয়তরে সেই জন,   প্রাণ দিয়ে আহরণ,
করে স্বর্গসুধা।
তেয়াগি সব এষণে   যাই প্রিয়া অন্বেষণে,
উচ্ছ্রিতা বাসনা,
বসি স্থির যোগাসনে,   হেরিব গভীর ধ্যানে,
হৃদে শবাসনা ;
আদ্যা, সর্ব্ব-বিদ্যা-বিদ্যা,   শিবারাধ্যা মহাবিদ্যা,
অনাদ্যা প্রকৃতি ;
চিন্ময়ী মহাশকতি,   যোগীজন অন্তর্জ্যোতি,
জগৎ প্রসূতি।
কালাকালের ঊর্দ্ধ কালী,   মহাকালের নিত্যা আলি,
অবন্ধনে ফেরে ;
জীব-জন্ম-মৃত্যু কাল,   অঙ্গুলী সংখ্যেয় কাল,
বাঁধিবে কি তারে ?

তুচ্ছ গণনীয় কাল, ঊর্ণনাভ তন্তুজাল
পাতি মায়াবলে,
ঘিরে ব্যষ্টিভূত জীবে, মিথ্যা মোহ অভিভবে,
ভোলায় সকলে ;
আমি অজ, অনশ্বর, কালাতীত মহেশ্বর,
ধরি কলেবর,
মায়াময়ী মায়ামুগ্ধ, শোকেতে হৃদয় দগ্ধ,
অঙ্গ জর জর।
যাইব মহাশ্মশানে, শুইব শবশয়নে,
স্তিমিত লোচনে ;
লীলাময়ী লীলামূর্ত্তি, সুমহাপাবনী কীর্ত্তি,
নেহারিব ধ্যানে ;
বর্ণ যিনি জাম্বুনদ, সতীপদ কোকনদ,
স্থাপিব উরসে ;
কোটি কোটি বর্ষযুগ, রুদ্ধ সমাধি সংযুগ
যাপিব রভসে।”

মহাদেবের মহাপ্রস্থান ও নারদের তেজগর্ভ নিবেদন।

*যথাজাত রূপধর, বিশ্বেশ্বর দিগম্বর,
উনমত ভাবিতে ভাবিতে,
ত্যজি অজিন আসন, ওঙ্কার ঘন, ঘন,
উচ্চারিয়া, লাগিল ছুটিতে।

পদভরে কাঁপে মহী, বিচলিত মহা-অহি,
সহস্রফণ গরজে ভীষণ ;
ভীমজটা আবর্ত্তনে, কম্প ওঠে দেবাঙ্গনে,
ত্রাসিত গগনচরগণ ;
বাহুশুণ্ড আন্দোলন বিভঞ্জিত তরুগণ,
বক্ষাঘাতে চূর্ণিত ভূধর ;
রুদ্রনেত্র ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, বরষিছে অশ্রু বৃষ্টি,
উদ্ভবিয়া ত্রিবেণী লহর।

সর্ব্বভার ধরাধর, কম্পে আজি থরথর,
হরভারে বেয়াকুল অতি ;
সর্ব্ব-হর ভয়ঙ্কর শোক ভরে নারী নর
প্রপীড়িত, নির্জ্জর সংহতি।
ঊর্দ্ধলিঙ্গ শোক পশি, বিত্রাসিত দেব ঋষি,
অভিভূত ভীষণ বিস্ময়ে ;
ভীমবেগ সমুচ্ছ্রিত, অ-দৃষ্ট, অ-পূর্ব্বশ্রুত,
শোক দৃষ্টে বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে,

অপহৃত দিগ্‌দর্শন, চিন্তা-সমুদ্বিগ্ন মন,
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-বিজ্ঞান,
বিভ্রম বিঘূর্ণিত, সম্ভ্রম পরিহৃত,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ঋষি ধাবমান।

মহাদেব সীমাতীতা, মহাশোক বিহ্বলতা
দরশনে নারদ বিকল,
অতি মানবের কর্ম্ম, সমাক্রান্ত 'অতি' ধর্ম্ম,
অতিক্রান্ত দেহ-বুদ্ধি, বল।

বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক, ঋষিকণ্ঠ পরিশুষ্ক,
মহাজন সমুচ্ছ্বাস হেরি ;
হ'তে সতী মহাযাত্রা, শিবশোক অধিমাত্রা
খেদভাব উদ্দীপনকরী।

বলশালী দুর্ব্বলতা, করুণা রস আপ্লুতা,
যথা শূন্য-করেণু দ্বিরদ ;
আশুতোষ দশা হেরি, দীর্ণকণ্ঠে নাম স্মরি,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল নারদ। *

"শিব ! প্রভো ! কোথা যাও, ক্ষান্ত হও হে দাঁড়াও,
নিবেদন করি গো চরণে।

কোথা যাবে মহেশ্বর, দণ্ডপাণি শূলধর !
না দণ্ডিয়া দণ্ড-অর্হ জনে ?
শোকে এত মুহ্যমান, হারাইলে বাহ্যজ্ঞান,
সর্ব্বজ্ঞান আকর ঈশান !
ঈশানীরে নাশিল যে, সুখে দিন যাপিবে সে,
অনায়াসে, এই কি বিধান ?

অত্যুৎকট পাপপুণ্য, ফল দেয় সেইক্ষণ,
শাস্ত্র বাক্য রটিত জগতে ;
ইহাপেক্ষা উৎকট পাপ, মহাপাপ বৃক্ষাবাপ,
কল্পনাতে পার কি ভাবিতে ?
পিতামাতা স্নেহ স্মরি, মনস্বিনী মহানারী,
আশান্বিতা কৈলাস বল্লরী,
গজরাজগতি লীলা, পিতৃগৃহে উতরিলা,
স্নেহৌৎসুক্যে কম্পিতা মঞ্জরী ;
সর্ব্বজন ভক্তি-অর্হা, তব পদে প্রীতি দৃঢ়া,
রক্ষিবারে তোমারই সম্মান ;
উপেক্ষিত হেরি তোমা, আবরিত দুঃখ-অমা,
তেজস্বিনী রাখিল পরাণ ;
দেবী ক্রোধ সমুত্থিত, ভূতগণে নিবারিত,
দয়াময়ী কৈলা কৃপাবশে,
মহামায়া নারী প্রাণ, গুরু অঙ্গে হস্তদান,
অসমর্থ, গুরুতর দোষে।
তেয়াগি তরুণ প্রাণ, সতী শ্রেষ্ঠ অবদান,
পিতৃপাপ কৈল প্রায়শ্চিত্ত ;
কিন্তু, দক্ষ অচলিত, ঈর্ষ্যানলানির্ব্বাপিত,
অনমিত গর্ব্বারূঢ় চিত্ত :

যজ্ঞানল বিধূমিত, ঋক্ মন্ত্র উদীরিত,
অবারিত সতী দেহাত্যয়ে,
ভৃগু-অগ্র দ্বিজবর্গ, লভিবারে অপবর্গ,
করে যজ্ঞ ব্যতীত ব্যত্যয়ে।
তব অনুচরগণ সতীমৃত্যু-ভগ্ন-মন,
আয়োধনে হৈল অগ্রসর,
ভৃগু তেজ সমুৎপন্ন, ঋভু নামা অগ্রগণ্য
দেবগণ প্রহারিল খর।
জ্বলন্ত কাষ্ঠ প্রহারে, অভিদ্রুত চারিধারে
মাতৃশক্তিহীন শিবদল ;
স্বীয় তেজে কর্ম্মীকুল, অরাতি করি নির্ম্মূল,
হাস্য মুখে বিহরে অটল।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, ফিরে নিয়মিত ধারা,
কক্ষচ্যুত না হইল কেহ ;
বায়ু গতি নহে বন্ধ, স্রোত নিম্নগতি ছন্দ,
সংবর্ত্ত না উঠে ভয়াবহ ;
ইন্দ্র, চন্দ্র, দেব আদি, নহে দক্ষ প্রতিবাদী,
দক্ষ যজ্ঞ না করিল ভ্রষ্ট ;
শুধু, শুধু, সতী ম'লো, দক্ষ যথা, তথা রৈলো,
ইতো ভ্রষ্ট ধর্ম্ম ততো নষ্ট।
কর্ম্ম বলে বলীয়ান, শিবে করি হতমান,
গর্ববস্ফীত দক্ষ ধরাবক্ষে,
বিহরিবে মহাদর্পে, প্রসর্পি অবিদ্যা সর্পে,
বিনাশিবে ভক্ত, শিব পক্ষে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু কেন স্তব্ধ, কেন নাহি করে শব্দ,
দেখো প্রভো ! করিয়া বিচার ;
কে করে কাহারে রক্ষা, আত্মা করে আত্ম-রক্ষা.
স্ব-রক্ষণে স্বীয় অধিকার।
নিজে না রাখিলে নিজে, কে কাহারে জগমাঝে,
বিনা কাজে রাখিতে ছুটিবে ?
নিগ্রহানুগ্রহ শক্ত, তাই সবে তব ভক্ত,
হতমানে মান কেবা দিবে ?
শোক পক্ষাঘাতগ্রস্ত, হ'য়ে কেন কর ত্রস্ত,
শূল হস্ত ! অনুগত জনে ?
সম্বর, শোক সম্বর, সংহর, রিপু সংহর,
ভয় হর অভয় প্রদানে।
চন্দ্রচূড়, ত্রিপুরারে ! দ'লেছ কত অসুরে,
সুরাসুর সঙ্কট ত্রাতা ;
পাশুবল দৃপ্ত দৈত্য, সবিনয়ে কহি সত্য,
আশুতোষ ! বরাভয় দাতা !
অকপট ঋজুমতি, প্রকটিত মনোগতি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনাবৃত তার ;
ব'লে ক'য়ে করে ছল, প্রকাশ্যে দেখায় বল,
স্পষ্টভাবে করে অত্যাচার ;

ভোগ সুখ পরমার্থ, মুখ্য লক্ষ্য নিজ স্বার্থ,
অতি স্পষ্ট করয়ে প্রচার ;
নহে তারা ধর্ম্মধ্বজী, বঞ্চে নাক' সাধু সাজি,
জন সঙ্ঘে, কপট-আচার।
সাধু-শক্তি দার্ঢ্যকরী, দিতিসুত স্থূল বৈরী,
আহ্বায়ক সম্মুখ সমরে ;
বাহু শক্তি করি পণ, যোঝে তারা প্রাণপণ,
সোজা যুদ্ধে জিতে কিম্বা হারে।
কিন্তু, যারা কর্ম্ম-শূর, ভক্তি-মূঢ় ধর্ম্মধুর,
তাহারাই যথার্থ অসুর ;
ছদ্ম-ধর্ম্ম বেশ ধরি, বিস্তারয়ে ধিরি ধিরি,
জনমাঝে প্রভাব প্রচুর :
চিত্ত করে কর্ম্মাসক্ত, অসম-স্পৃহা বিষাক্ত,
অনাসক্ত-ভক্ত-পরাঙ্মুখী ;
চিত্তেরে যে করে জয়, মারাত্মক সেই হয়,
নাশে বিজিতে, বিবেক ভখি !
উপদংশ রোগ যথা, দেহ, প্রাণ, মন তথা,
সরবথা করে অকর্ম্মণ্য,
রসপূর্ণ, সুস্থ কাষ্ঠ, অন্তর্গূঢ় ঘুণ দষ্ট,
হয় যথা অন্তঃসার শূন্য !
তথাবিধ সে সমাজ, যে অনৃজু-খল-রাজ,
হয় নষ্ট-বিবেক-বিশদ ;
যে জাতি বিবেক হত, স্বতঃই সে পরাজিত,
মৃত যত প্রেতের সংসদ।

গাঢ়-কর্ম্ম-বুদ্ধি-বল, বেদবাদ রত দল,
ভক্তি শূন্য, কূট তর্কশৌণ্ড,
মুগ্ধ করে বাক্যছলে, জড়ায়ে বিতর্ক জালে,
অল্পমেধা বাল, অপোগণ্ড ;
ধর্ম্মনামে অপোধর্ম্ম, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম্ম,
দৃষ্টানুশ্রবিক ফলপ্রদ,
প্রচারে অসংসাহসে, বৈতংসিক যথা মাংসে,
আলম্বিয়া জীব লোভ, মদ।
সত্য ধর্ম্ম স্বরূপিনী, কর্ম্ম মর্ম্মাববোধিনী,
শিবরাণী, অশিব-দ্বেষিণী,
অভক্তির পূতিগন্ধে, নাসিকা করিল বন্ধ,
বদ্ধশ্বাস, ত্যজিল পরাণি ;
পৃথিবী না হ'লো দ্বিধা স্বর্ণগঙ্গা ভগ্নরোধা,
না ঘটিল কোনও বিপর্য্যয় ;
পৃথিবী কি অনীশ্বর, ধর্ম্ম জয় অগোচর ?
আবরিল দারুণ সংশয়।
প্রত্যক্ষ থাকিতে শিব, তুলিবে শির, অশিব,
এ ভাবনা নিতান্ত অসহ্য,
অবশ্য সত্য জিতিবে, চিত্ত বৃত্তি কেন তবে,
ঠেলে উঠে, দাবী করে ন্যায্য ?

দক্ষ আদি অধঃকৃত, যদি নাহি কর তাত,
অসংকৃত হবে সাধু জনা ;
শ্রেয়স্করী বিদ্যা প্রতি, উপজিবে অসম্প্রীতি
সরস্বতী হবে হতমানা।
ব্রহ্মবিদ্যা হবে লোপ, যদি নাহি কর কোপ,
উচ্চণ্ডে দণ্ডিতে তোল দণ্ড ;
জানি, তব ক্ষমা সীমা, অতীত গণিত প্রমা,
ব্যক্তিগত ক্রোধে নহ চণ্ড ;
দক্ষ তব আক্ষেপক, তাহা নহে উদ্বেজক,
মহারুদ্র রোষানল পক্ষে ;
জানি, প্রিয়া তনু ত্যাগ উপজিয়া ক্রোধবাগ,
রঞ্জিবে না বিতরাগ বক্ষে ;
যথা কুক্কুর চীৎকারে, শশী উদাসীন চরে,
জানি তথা হে চন্দ্রশেখর !
ব্যক্তিগত তিরস্কার রাখে তোমা নির্ব্বিকার,
ব্রহ্ম-অভ্রঙ্কষ নিরন্তর।
কিন্তু, জান মহামতি ! পত্নী শুধু নহে সতী,
মা আমার ব্যাপিকা শকতি ;
ত্রিলোকের যত ভাল ছানি সতীতনু হ'ল,
সতী, শুদ্ধ মঙ্গল মূরতি ;
সতী, মঙ্গল নিলয়, সকল সুখ আলয়,
ভাবরূপা, বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি ;
সতী উৎকৃষ্ট নিষ্কর্ষ, পরানন্দ অনুতর্ষ,
পিপাসিত করে ভক্তচিতি।

নাম ধ'রেছ শঙ্কর শিব, শম্ভু, শুভঙ্কর,
অন্বর্থ নাম ব্যর্থ কেন কর ?
সতী কেন ত্যজে প্রাণ ভেবে দেখ মতিমান,
বিচারিয়া কর্ত্তব্য আচর।
সতী সনে সত্য গেল, অসত্য ধরা ঘিরিল,
আবরিল মিথ্যা মহানিশা,
নাশিতে এ অন্ধকার, তোমা বিনা সাধ্য কার ?
ভয়াভয়! তুমি মাত্র আশা।
দক্ষ আদি গৃহকীট, বিড়্ ভোজী নিভ দ্বিট্,
নহে তব শত্রুনাম যোগ্য ;
তথাপি পাপ প্রতিভূ, বিস্তারিবে তারা প্রভু,
প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, অনারোগ্য ;
সমাজ হইবে ক্ষয় মিথ্যা-ব্যাধি-আধিময়
নষ্ট হবে কল্যাণ বিধিৎসা ;
বিধাতার সিসৃক্ষা করিবে সবে উপেক্ষা
রটিবে স্রষ্টার কুৎসিত কুৎসা।
রুদ্র হে! তব অপাঙ্গে, কৃত-বিকৃত ভ্রূ-ভঙ্গে,
ভঙ্গ করে জগৎ সংসার ;
দক্ষেরে করি প্রতীক, অমঙ্গলে নৈকৃতিক
হও ঈশ! হও এইবার।"

নারদের গান—ইমন কল্যাণ—সুরফাঁক তাল।

শঙ্কর শশী ভাল !

দয়াল, জটা বিশাল, ফণী শিরো-ভূষণ হর।

রোষ কর হর, প্রকাশ কর হে রোষ,

শিব আশুতোষ, হৃদে আন অতোষ ;

নির্ব্বিষ সর্পে, কূট হলাহলে,

পূর্ণ, দিগ্ধ, দৃপ্ত, তপ্ত কর।

তব করধৃত, বিষাণ ভয়ঙ্কর,

নীরব নিঃশব্দ, রবে কি নিরন্তর ?

ভৈরবারাবে বাজাও ঈশান,

খর্ব্ব, ত্রস্ত কর পাপচর।

ডম্বরু ডিমি ডিমি, ভীম গরজনে,

তুলুক সন্ত্রাস, অন্যায়াচারী মনে ;

শঙ্কানাশন, বাজুক ডঙ্কা,

জয়, জয়, জয়, জয়, জয় হর।

সতী সনে যদা, তখনই তুমি শিব,

সতী-বিরহিত শম্ভু, জড় শব,

ভাব হে ভব ! ত্যজ শব ভাব,

শূল তোল প্রভো ! শূল ধর।

এত বলি দেবঋষি দণ্ডবৎ হইয়া,
পড়িল শিবের আগে চরণ ধরিয়া।
প্রশান্তসমুদ্র দৃশ, গভীর, অতল
অনন্ত আকাশনিভ ব্যাপক, অচল ;
মানব আগ্রহে ধরি মানব-বিগ্রহ,
পিতা আশুতোষ করে ভক্তে অনুগ্রহ।
স্ব-স্বরূপে থাকিলে কে বুঝিবে তাঁহারে,
নর হেতু নরবৎ আচরণ করে।
নারদ বাক্যেতে যেন হৈল সপ্রতিভ,
বিমনস্ক শিব যেন সমনস্ক নিভ ;
দেব ঋষি শিরে শিব দিল শুভ্র হাত,
অবনমি সমাদরে চুম্বে তার মাথ।
নেত্রেঙ্গিতে জানাইলা যুক্তি সারবত্তা,
মূকমুখে আজি, আগম নিগম বেক্তা।

বীরভদ্রের আবির্ভাব ও যজ্ঞ ধ্বংসার্থ অভিযান।

*ভীষণ বর্ষা ঝটিকাচ্ছন্ন, ক্লান্ত, ঘোর তিমির রাত্রি,
স্বকীয় গাত্র, করের বেত্র, পড়ে না নেত্রে, পথের যাত্রী ;
আকাশ প্রান্তে, সহসা ধ্বান্ত, চিরি চমকে, ক্ষণিক আলো,
উঠি মুহূর্ত্তে, আঁধারে মিশি, নিশিরে করে তমিস্র কালো ;

তড়িৎ দমকে পান্থ থমকে, লাগয়ে চক্ষে বিষম ধাঁধা,
ভীত একাকী, মীলিত আঁখি, চপেটি যেন, কে দিল বাধা ;
নারদ বাণী শ্রবণে শুনি, শোক-আঁধার, ঈশান আস্যে,
উঠিল হাস্য, রৌদ্র ভীষ্ম, ত্রাসিত পৃথ্বী, উদাস হাস্যে ;
হাস্য সঙ্গে, করে ভ্রূভঙ্গ, ভাঙিতে ভঙ্গী, পাপের রাজ্য,
ওষ্ঠ সংঘট্টে, উৎপাটি জটা, পাতিল মাটি, অমিত বীর্য্য ;
জ্বলে সে জটা, অনল ছটা, দামিনী ঘটা, ভীষণ উগ্র,
জটা ঘুরিয়া, হয় মহাকায়া, বীরভদ্র, ভীম আনখাগ্র ;
উচ্চ-কলেবর পরশে অম্বর, ডম্বরু বাজে, ভৈরব গর্জ্জি ;
কৃষ্ণ বরণ জলদ যেন, সহস্র বাহু, হুঙ্কারে তর্জ্জি ।
জ্বলত্তপন ত্রয়লোচন, দংষ্ট্রা বিশাল, অতি করাল,
যেন জ্বলন্ত, বহ্নি অশান্ত, ধক ধক জ্বলে, কুন্তল জাল ;
লম্বিত গলে, নৃমুণ্ডমালা, হস্তে বিবিধ উদ্যত অস্ত্র,
ভয়ঙ্কর এই আকৃতি ধরি, আত্ম প্রকাশি, গলেতে বস্ত্র,
অঙ্গুলি বাঁধি, শিব সন্নিধি, দণ্ডায়মান, চাহিল আজ্ঞা,
করি প্রণতি "কি অনুমতি হে মহামতি, তব অনুজ্ঞা ?"*

ভগবান ভূতনাথ সুগম্ভীর স্বরে,
অর্থভূৎ স্বল্পবাক্যে আদেশিলা তাঁরে ;
"সংগ্রাম উৎকট তুমি ওহে রুদ্র ভট !
মম সেনাপতি হও অরাতি সঙ্কট ;
যজ্ঞ সহ অবিলম্বে দক্ষে কর ধ্বংস,
ব্রহ্মতেজে না হও ভীত, তুমি মম অংশ ।"

দুরজয় ভগবান ভব, কোপান্বিত,
আদেশিলে এতাদৃশ, ভৃত্য অবনত,
মহাবীর বীরভদ্র নমি:মহেশ্বরে,
ভক্তিভরে দেবদেবে প্রদক্ষিণ করে ;
শিব প্রদক্ষিণ সঙ্গে হয় আবির্ভাব,
প্রচণ্ড দুর্বার বেগ শিবের প্রভাব ;
সহিতে অতীব বলীশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বল,
বুঝিলা দুর্দ্ধর্ষ নিজে সম্পূর্ণ সবল।
ভগবদাদেশে যত মহাদেব ভৃত্য,
সিংহনাদ সহ চলে, করি যুদ্ধ নৃত্য ;
উত্তোলিয়া ভীম শূল, ভীম বীরভদ্র,
গরজিল ভয়ঙ্কর, মেঘমন্দ্র রুদ্র।
জগৎ অন্তক যম, যমেরও অন্তক,
বীরভদ্র ধৃত শূল, অতি ভয়ানক,
উগ্রবেগে বীর যবে চলে পদব্রজে,
প্রধ্মাপিত দিক্‌চতুঃ, গগন গরজে,
ঝন্ ঝন্, ঝন্ ঝন্, ঝন্ ঝন্ ঝন্,
কর্ণত্রাস শব্দ করে চরণভূষণ ;
ধূলিজাল সমাচ্ছন্ন গগনমণ্ডল,
ভৈরব আরাব ভারে পৃথ্বী টলমল।

ভৈরব দলের গান—শঙ্করা—তেতালা

সরল, সবল শিবদল, বাজারে জোরে দলমাদল ;
চলরে চল শিবদল, বাজায়ে জোরে দলমাদল।
সতী বিনে আজ শিব বিকল, ভোলা মহেশ্বর শোক বিভোল,
ক্ষেপেছে আজিরে শিব পাগল, ঘরের, মনের খোল আগল।
বাজারে দামামা, কাড়া নাকাড়া, ব্যোম্ ! হর হর, তারারা তারা,
জগৎ জোড়া তোল্‌রে সাড়া, বুকভরা জয়, জয়ধ্বনি তোল।
খোল্ খোল্ মনের কপাট খোল্, তোল্ তোল্ শিবের জয়ের রোল
নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভোল্, শিব জয় শিব জয়, বোল্।
সাজ, সাজ, সাজ শিবরণে, জাগা জাগা, যত শিবজনে,
জনে, জনে, শিবতানে, মরণ ভয়ে কররে তল।
শিবের যেথা হ'লো অপমান, সত্যরূপা সতী ত্যজিল প্রাণ,
সত্যহীন প্রাণ শ্মশান সমান, সে জীবনে লাভ কি আছে বল্ ?
অন্যায়ে যারা দেখিবে চাহিয়া, যাইবে তারা তখনই মরিয়া,
ন্যায়ে বাঁচাতে হওরে মরিয়া, দলিতে দম্ভ কলুষ মল।
আনরে বুকেতে বিশাল বিশ্বাস, শিবতরে বহুক জীবন নিঃশ্বাস,
পরস্পরে দে মাহেশ আশ্বাস, মোদের দৈবী সম্পদ্ বল।
ডডম্ ডডম্ বাজারে ডম্বরু, বাজুক বিষাণ, গুরু, গুরু, গুরু,
শিবোহম্ সোহম্ বলরে ভীরু, হবি যদি দুরজয় প্রবল।
জন্মিলেই ভবে আছেরে মরণ, শিবরণে দাও প্রাণ বিসর্জ্জন,
এমন মরণ পাবিরে কখন, সত্যপ্রাণ অমৃত ফল ?

———

সভাসদ্‌দিগের উদ্বেগ সঞ্চার।

দক্ষযজ্ঞ সভাস্থিত ঋত্বিক, সদস্য,
যজমান, দ্বিজপত্নী, দ্বিজ, কৃষ্ণ আস্য,
চিন্তাভারে ; চিন্তা করে সবে সবিস্ময়ে,
"অন্ধকার ঢাকিল কি ?" ভাবে চমকিয়ে ;
"ধূলি কিম্বা ? নহে বুঝি সত্য অন্ধকার !
কারণ তো নাহি হেরি ধূলি উড়িবার
এ সময়ে ! কোথা হ'তে আসিল এ ধূলি ?
বহিছে না চণ্ড বেগে পবন মণ্ডলী !
এক্ষণে দেশে তো নাহি দস্যুর প্রভাব ;
রাজা প্রাচীনবর্হি, মহৎ স্বভাব,
অতিশয় উগ্রদণ্ড, এখনও জীবিত,
তিনি বর্ত্তমানে, হইবে কি সংঘটিত
দস্যুর দৌরাত্ম্য ? উঁহুঁ ! তা নহে সম্ভব।
একি আশ্চর্য্য তবে ! শীঘ্র গরু সব
আনিতেছে না তো কেহ ? তবে কি কারণ ?
একি ! প্রলয়কাল কি আসিল এক্ষণ ?"
দক্ষ পত্নী আদি অন্য যত নারীকুল,
কহে পরস্পর, উদ্বিগ্ন, চিত আকুল ;
"নিশ্চয়ই বুঝি ইহা সেই পাপ ফল,
উপস্থিত যবে অন্য দুহিতা সকল,

তা সবা সমক্ষে, দক্ষ, বিনা অপরাধে
সতীরে যে অপমান কৈলা বৃথা বাদে,
তজ্জন্যই আসিল এই, ভীষণ উৎপাৎ,
সন্দেহ নাহিক ইথে, করিবে উৎখাত।
দক্ষ যে ভগবান রুদ্রে কৈলা অপমান,
তাহাতে ঘটিবে অমঙ্গল যে মহান,
আশ্চর্য্য কি আছে ইথে? বরঞ্চ সঙ্গত;
করিয়া প্রলয়কালে জটা বিকীরিত,
যিনি অনায়াসে নিজ শূল-অগ্রভাগে,
করেন সংবিদ্ধ সর্ব্ব দিকহস্তিদিগে,
এবং করেন নৃত্য, মহা আহ্লাদিত,
বাহু ধ্বজ তুলি নানা শস্ত্র-বিভূষিত;
হাস্য মেঘ গর্জ্জনে যাঁর, অত্যুচ্চ কঠোর,
বিদীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন দিগ্বন্ধন ডোর;
ক্রোধ উদ্ভবিয়া তাঁর, কহিব কার কথা,
ব্রহ্মারও কি মঙ্গল হ'তে পারে কোথা?
অসহ্য তেজ এবে! স্বতঃই কোপন;
ভ্রূকুটী বিকৃত মুখ করে নিরীক্ষণ,
সাধ্য কার? তারাগণে, করাল দশনে
উৎক্ষিপ্ত করেন তিনি সমুচ্চ বিমানে।
এতাদৃশ উগ্রমূর্ত্তি রুদ্রে পুনর্ব্বার,
ক্রোধান্বিত করিলে কি রক্ষা আছে কার?"

বারম্বার যজ্ঞসভাস্থিত ব্যক্তিগণ,
কহে এবম্বিধ, ভীত, চকিত-লোচন।
অকস্মাৎ গগনমণ্ডলে, ভূমিতলে,
সহস্র সহস্র উৎপাত আসে দলে দলে।
এ সমস্ত উপদ্রব এত ঘোরতর,
দক্ষ হেন ব্যক্তি চিত্ত ভয়েতে কাতর।
অনতিবিলম্বে রুদ্র অনুচরগণ,
খর্ব্বাকৃতি, স্ব স্ব অস্ত্র করি উত্তোলন,
চারিদিক হ'তে সবে দৌড়িয়া আসিল,
দক্ষযজ্ঞসভা আসি বেষ্টন করিল।
অনুমতি দিন মোরে যতেক সজ্জন,
রুদ্র অনুচর রূপ করিব বর্ণন;
ভাগবতে কহে সবে বিকট আকার,
চলিত ভাষায় বলি তারা কি প্রকার।
ইতিহাস বা পুরাণের প্রায় থাক্‌বে না সম্পর্ক,
তা নিয়ে কেও আশা করি, বাধাবেন না তর্ক;
বর্ত্তমান সমাজ থেকে লইব দৃষ্টান্ত,
মুখবন্ধ ক'রব না আর হইলাম ক্ষান্ত।

শিবদানাদিগের বর্ণনা।

শিব ঠাকুরের পাইক যত, রূপের তাদের সীমা নাই,
ভাগবতকার দুকথাতেই সেরে বুঝি দিলেন তাই;

বেঁটে বেঁটে, গেঁটে গেঁটে, গুণ সর্ব্বসাধারণ,
গায়ের চামড়ার ভিন্ন ভিন্ন, দিলেন বিশেষ বিবরণ ;
কেউ তামাটে, হোলদেটে কেউ, যায় না দিয়ে ধোলোর ধার,
চেহারার যা ক'ল্লেন বর্ণন, শুনতে ভারী চমৎকার ;
কোনটা বা মকর মুখো, কোনটার বা মকর পেট,
মনে হয় মাঝে মাঝে দলের সঙ্গে মেলে ভেট।
বড্ড একটা দোষ ক'রেছেন, মোদের ঋষি পুরাণকার,
দেশ যে কোথায় ভূত সেনাদের বলেন নিকো একটি বার।
প্রত্নতাত্ত্বিকদের হয়েছে বড্ড সুবিধে ভারী,
যেমন খুসী কর্ত্তে পারেন, বিচার সরাসরি ;
কেউ ব'লবেন চীনে ভূত, কেউ ব'লবেন নেপালী,
বিশেষ ক'রে খুঁজে দেখলে, মিল্‌তে পারে বাঙালী ;
আবার চোটে হ'লদে গা পীলেয় মোটা পেট,
মাথায় খাটো, কথায় পটু, আছে বাঙালী সেট্।
ভেবে দেখলে বোধ হয় যেন তিব্বতেরই ভূত এরা,
হ'লদে তামা দু'রকমই, মিলবে সেরা সেরা।
বিশাল বুদ্ধি বিচারক, অনেক ভেবে চিন্তে,
রাত্তির জেগে মাথা ঘামিয়ে আসবেন এই সিদ্ধান্তে ঃ—
যত দেশের আর্য্যেতর, জাতছাড়া বর্ব্বর,
যাগযজ্ঞের ধার ধারে না, সভ্যতার ধূম আড়ম্বর,
প্রাণটা ধরে হাতের মুটে, মানে শুধু শঙ্করে,
তারা সবাই শিবের চেলা, ঘর বাড়ী, দোর সব ছেড়ে।

শিবের তো কেউ নয়কো পর, সবাই তাঁর আপন,
বাপ তাড়ানো, মা খেদানো, পতিত অন্ত্যজ জন,
লক্ষ্মীছাড়া, পান্তামারা, ছন্নছাড়া, বয়াটে,
কেউ নাই ত্রিকুলে যাদের, তারাই শঙ্করের কোটে ;
হতভাগা ব'লেই যদি, যত সকল বোম্বেটে,
দুই হাতে কেচে ফেলে দেয় রে সমাজ ছেটে,
বিশ্বপিতা, অভয়দাতা, শিব দেন তাদের কোল,
কোন টানে না জানি প্রাণে, তোলেন প্রেমের বোল।
যত ষণ্ডা, গুণ্ডা, শৌণ্ড, চণ্ড, মুণ্ড, ডানপিটে,
ভণ্ড নইলে শিবের চেলা, মার্কামারা একচেটে।
হাঘর, ধাঙ্গর, গেঁজেল, ভাঙ্গড়, গঙ্গাকোন্ডর, চ্যাংড়া,
ঠ্যাঙ্গারু, সব শিবের চেলা, বাতিল কুটিল, ঠগ, ন্যাংড়া।
ভুঁড়ি, ভড়ং, বোলওয়ালা, তাকিয়া ঠেসানদার,
পায়ের ওপর পা তুলে দেয়, পরের ওপর হুকুমদার,
নিজের স্বার্থ, পাঁচ পাঁচ সিকে, পরের বেলায় কাঁচকলা,
পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে ভোজন চালান দুবেলা ;
পরের ভালোয় বুক ফেটে যায়, চুকলী কাটা কুরচুটে,
নিজের ভিতর বিষ্ঠা ভরা, পরের নিন্দায় দিন কাটে,
হাবা দেখলে ভোগা দিয়ে দল পাকাতে দেয় শলা,
খোপদস্ত কাপড় প'রে বুক ফুলিয়ে পথ চলা ;
ল্যাজ গুটিয়ে, ঘরে ব'সে, থাকবেন বাবুজী নিজে,
খেলবেন গ্রাবু, হবুরা জান দেবে বাবুর কাজে ;

টেরিকাটা, পায়রা বুকো, মর্কুটে, ছিরকুটে খল,
সাবুখেগো কাপ্ড়ে বাবু, কাপড়ে হাগার দল ;
মানুষের মল, এই কয় শ্রেণীর, শিব ঠাকুরের খাতায় নাম,
তোলেন না শিবের কেরাণী, সাকিন খাস শ্রীকৈলাসধাম।
আপনা হ'তেই স'রে থাকে, বাদবাকী এই জন তিন,
ছিচকাঁদুনে, ঘ্যান্‌ঘেনে যার, ছুচি বাইয়ে গা ঘিন্‌ঘিন্।
বুকের পাটা মোটাসোটা, হোক না কেন ভিখিরী,
রাস্তার ওপর ঘুমিয়ে থাকা, হাতেরে বালিস করি ;
চাল চুলোর না থাকুক খবর, হোক না সে উদোগাধা,
খাঁচায় ঠাসা হাসের মতন, গোলার বা চালের গাদা,
খোলা কয়লার গাড়ী জাতা কুলী কুলিনী সৈন্য,
দেখলে ঠাহর হয় না যাদের, মানুষ না পশু বন্য।
পূজো অর্চ্চা কি বুঝবে তারা, খেতেই পায় না দু মুঠো,
গুণের মধ্যে এক গুণ সম্বল, প্রাণটা হয় নিকো শুঁঠো ;
আকাশ পানে চেয়ে যদি, চেঁচিয়ে খুব জোর গলায়,
ব্যোম, ব্যোম, হর হর, ব'লে মাথায় হাত ঠেকায়,
শিব কেরাণী তখনই তার, নামটি খাতায় লন লিখে,
সেও তখনই জান্তে পারে, বাবা শিব আছেন বুকে।
যে জাতই হোক না কেন, যে কোনও দেশের লোক,
মাদ্রাজ বা মাডাগাস্কার, ইস্তাম্বুল বা ভ্লাডিভস্টক,
শিবকে সবাই ছুতে পারে, পারে কর্ত্তে আলিঙ্গন,
একটি দাবী শিবের শুধু, "হওরে ব্যাটা সরল মন।"

ভারতবর্ষে শিবের লীলায়, এলো ভারতীয় ভূত,
দুই দশটা তিব্বতী সঙ্গে, বেশ দর্শন অদ্ভুত।
ভোটান থেকে দু পাঁচটা কোন সিকিমীও না ছিল?
উড়িষ্যা, বরিশাল, ঢাকা আর সিলেট থেকেও এলো;
কিষ্কিন্ধ্যাও বাদ যায়নি, মাড়বার গুর্জ্জর প্রদেশ,
মেদিনীপুর অঞ্চল কিম্বা, বুন্দেল, সিন্ধু, খন্দেশ।
ভিন্ন, ভিন্ন ভাষা সবার, ভিন্ন, ভিন্ন মুখের ভঙ্গী,
কেউ বোঝে না কারু কথা, তবু পরস্পর সঙ্গী।
বোকা সরল ভূতের মাথায় সাঁদ ক'রেছে এক কথা;
শিবের অপমানের দাদ, তুলতে হবে সর্ব্বথা।
"মার, মার," শব্দে সবে, প'ড়লো যজ্ঞের মাঝে,
শিবের কথায় বামুনের ভয়, একদম ঘুচে গেছে।
তমোগুণী ভূতের দলের এই একটা বিশেষ গুণ,
বিচার তর্কের ধার ধারে না, গোঁয়ার্ত্তুমীতে নিপুণ;
যে দিকেতে ধ'রবে গোঁ ঠিক বুনো শূয়ারের মত,
ছুটবে তারা সেই দিকেতে দিক্ কি বিদিক্ জ্ঞান হত।
নেতার মত নেতা যদি, খাটি মিলে যায় তাদের,
দুর্জ্জয় তারা বিশ্বজয়ী, গতি পার্ব্বত্য স্রোতের।
কে তারে রুখবে বল, হুকুম মানাই স্বভাব যার,
লড়াইয়ে যার সহজ সুখ, প্রাণের অধিক যার সর্দ্দার,
খোচাখুচি খেতে তার, লাগে প্রাণে থোড়াই ডর,
রক্তধারা দেখলে নাচে রক্তনাড়ী, তর তর তর;

তাল ঠুকে যে ল'ড়তে আসে, বাঁচে সেজন তাল ঠুকে,
দেনা পাওনা সোজায় মেটে, থাকে ভাবনাহীন সুখে।
ধ্বংসকাজে বড্ড সহায় শিবের বিশ্রী ভূত সকল,
রুদ্র পাশে তাইতে আসে, সাংড়া বেঁধে দলে দল।
ধ্বংস বিনে হয় না গঠন, আর গঠন বিনে ধ্বংস,
ধ্বংসরূপী রুদ্রসেবীর, বিনাশ হয় না তাই বংশ।
দেখতে তারা যেমন তেমন, হোক না কেন কদাকার,
"টার্জ্জান অব্ দি এপ্‌সের" সেই বুনো, কিম্ভুত কিমাকার।
নির্ব্বিকারে নাশ ব্যাপারে ভূতেরা যেমন চোস্ত,
তেমন ধারা নয় বাবুরা, কাপড় পরা ধোপ দস্ত।
রুদ্রাদেশে, মন হরষে লাগলো রে ধ্বংসের কাজে,
ভেঙ্গে, চূরে, নৃত্য করে, আর শিবের গাজন গাজে।

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংশ ও ভূতদিগের দৌরাত্ম্য

যজ্ঞ শালার পূর্ব্ব পশ্চিম স্তম্ভের উপরিস্থিত,
ভেঙ্গে দিল কাষ্ঠ খণ্ড পূর্ব্ব-পশ্চিম আয়ত ;
আর এক দল যজ্ঞশালার পশ্চিম দিকস্থিত,
পত্নীশালা ভেঙ্গে দিল, গুঁড়িয়ে একদম থেঁতো।
আর আর সকলে মিলে সম্মুখে স্থিত মণ্ডপ,
অগ্রবর্ত্তী হবির্ধান, মুচড়ে ভাঙলে টপাটপ।

উত্তর দিককার ঘরগুলো সব যথা অগ্নীধ্রশালা,
যজমানের পাক ভোজনের ঘর, ক'রে দিল ধূলা।
টুক্‌রো টুকরো ক'রে তাদের দিলে ভেঙ্গে চূরে,
যজ্ঞ পাত্রগুলি কেউ কেউ ভাঙ্‌লে মট্ মট্ করে ;
কেউ ক'ল্লে অগ্নি নষ্ট, কেউ ক'ল্লে এক কাণ্ড,
ব'লতে লাগে সরম একটু, ত্যাজ্য জলে ভরে কুণ্ড ;
কেউ বেদির মেখলা ভেঙ্গে, ক'রে দিল বেবাক চূর ;
ধ'রলে গান দেলখোলা প্রাণে, প্রলয়-পাগল, রুদ্র সুর।

রুদ্রদানাদিগের গান—সুর জংলা

ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ ;
ওরে ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ ;
উঠে প'ড়ে লাগ্‌রে সবাই, ভেঙ্গে কররে ছত্রছান।
ঘুণ ধ'রেছে বাঁশে, অস্থি, মজ্জা, মাসে,
রস নিয়েছে শুষে, শাঁসে নাইরে প্রাণ।
ধ'রে আচারের ধূয়া, মাড়ায় না শিবের ছায়া,
গুঁয়ে, বেদম বেহায়া, প্রেতের সন্তান ;
শিবহীন করে যজ্ঞ, সেতো কুকুরের ভোগ্য,
মণ্ডপ পাইখানার যোগ্য, কররে তার সমান।
ওদের যে যজ্ঞ কুণ্ড, ক'রে দে ময়লা কুণ্ড,
অন্ন ভাণ্ড মলভাণ্ড, কররে যোয়ান ;

উড়িয়ে ধর্ম্মের ধ্বজা, সেজেছেন ধর্ম্মের রাজা,
কাজেতে বোকা অজা, পাজী, বদ্ সেয়ান।
ধররে মুগুর ক'সে, মাররে বাড়ি ঠেসে,
ধূলোয় যাক রে মিশে, ঘর বাড়ী বেইমান;
তোল শিবের নিশান, বাজা রুদ্র বিষাণ,
জয় জয় রাজা ঈশান, বিনা দুনিয়া শ্মশান।
(বাইরে) বড্ড জাঁক জমক, (ভেতরে) লেগেছে মড়ক;
হ'য়েছে আস্ত নরক, ক'সে মাররে টান;
নাচরে ভূতের নাচ, কর ভৈরবের কাচ,
দে ভাঙনের বাচ, পাঁচে কর মিশান।
মোরা পঞ্চাননের দল, পঞ্চ, পঞ্চ ভূত প্রবল,
প্রলয়ে নাচি কেবল, তুলি মরণের তুফান;
শিবের আজ্ঞা মান, ধর মরণের তান,
গা ভয়ঙ্কর গান, ঝুটার দেউল ভাঙ্।

যজ্ঞ ব্যাপার ধ্বংস ক'রে, গায় বাজিয়ে দলমাদল,
অতঃপর নষ্টামীতে মন দিল সব ভূতের দল।
ব্যাপার দেখে বেয়াড়া, ঘেবড়ে গেল মুনিরা,
একেবারে বিষম হকচকিয়ে;
বলে, "আরে একি কাণ্ড, করে যজ্ঞ লণ্ড ভণ্ড,
ষণ্ডগুলো কোত্থেকে আসিয়ে?

চেহেরা বাবা কি বিট্‌কেল মারছে ছুঁড়ে ইট পাটকেল,

নার্কেল বুঝি ভাবলে মাথার খুলি ;

এলুম ভারী খুসী দেল, চেছে মাথা মেখে তেল,

রাখলুম লম্বা অর্কফলা খালি ;

টিকি বুঝি ভাবলে বোঁটা, যত সব নির্ব্বিংশের ব্যাটা,

পটাং করে মারছে টান সটাং ;

সি কি বাপ ! টানের জোর, পট্‌ পট্‌ ছিঁড়লে টিকির গোড়,

শিরডাড়া উঠল ক'রে কটাং ;

ওঃ বাবা ! কি ভীষণ উৎপাত কেউ হ'লো চিৎ কেউ হ,লো পাত,

হাত পা একসঙ্গে করা দায় হ'লে ;

পেটের ভেতর সেঁধুচ্ছে যে, কাঁপছে গা যে ঠক্‌ঠকিয়ে,

কটকটিয়ে তাকাচ্ছে ভূতগুলো।

এদিকে আসছে বুঝি, ও বাবারে ! ও ভশ্চাজি,

গাজী গাজী করে সব দাওহে চম্পট ;

মারছে যেমন পটাপট, ছুটছে যেমন চটাচট,

মর্কটেরা করলে বুঝি জীবন সঙ্কট।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম, আগে জানলে কি আসিতাম,

বসিতাম এই শিবহীন কর্ম্মে ?

"শিব" "শিব" বলে এখন, প্রাণ নিয়ে করি পলায়ন,

নইলে ফল বুঝবে মর্ম্মে মর্ম্মে।

হউক দক্ষযজ্ঞ নষ্ট, তাতে এমন কিবা কষ্ট
প্রাণ নষ্ট করা নয় কাজের কথা ;
এখনিই প্রণে মারিবে, ব্রাহ্মণী বিধবা হবে
দুর্দ্দশা ভেবে তার পাই যে ব্যথা ;
ব্রাহ্মণী যখন কাঁদিবে, কে তারে সান্ত্বনা দিবে,
মুছাবে কে বল তার চখের জল ?
সে দশা অনুমানি, কান্না পায় মোর এখমই,
ব্রাহ্মণী যে ব্রাহ্মণের একমাত্র সম্বল।
কোথায় রৈলে গো ব্রাহ্মণী তোমার সবে ধন নীলমণি,
প'ড়েছে এবার অঘোর বেঘোরে ;
আর বুঝি হয় না বক্ষা, একেবারেই হ'লাম অক্কা,
প'ড়ে ফেরবাজ মাম্‌দো ভূতের ফেরে ;
বামুন বলে নাই গ্রাহ্যি, যজ্ঞকুণ্ডে করে বাহ্যি,
নাই লজ্জা, ঘেন্না পিণ্ডির ধাত ;
বাপু বাছা ব'ল্লে পরে, চটাস্ ক'রে চাপড় মারে,
মুখ খিঁচিয়ে দেখায় মূলো দাঁত।
দাঁতে দাঁতে করে কিড়মিড়, দেখে আবেশ হচ্ছে ভিরমির
গল্মির ঘর্ম্ম ছুটছে মোর গায়ে ;
হাত পা কচ্ছে বিষম ঠক্ ঠক্, আপনা আপনি ডন বৈঠক,
সর্ব্ব অঙ্গ করছে ভূতের ভয়ে।

ও বাবারে ! আরে নারে ! ধন্না দিলেও ছাড়ে নারে,
কান্না শুনলে আরও করে ঘেন্না ;
কানটা ধ'রে মারছে টান, কানের সঙ্গে বেরোয় প্রাণ,
নাক, কান মলা খাই, এ পথে আর না ।"
এই বলে ভশ্চাজ্জিদল এদিক ওদিক চেয়ে,
একটু ফাঁক পেলেই অমনিই ছুটে হুড়মুড়িয়ে ;
হাত ছাড়া করে নাকো পাওনা গাড়ু গামছা,
প্রাণ যায় তাও স্বীকার খুলে যাক না কাপড় কাছা ।
প্রাণ গেলে প্রাণ মিলতে পারে আবার এক জন্মে,
কাছাও আবার অ'াটতে পারি, বাঁচলে পুণ্যি কম্মে ;
কিন্তু উপোস কাপাস ক'রে, পেলাম গামছা গাড়ু,
গেলে কি আর পাবো ফিরে, ছাড়বে কোন গরু ?
পোঁটলা পুঁটলী নিয়ে ছুটে জ'টে মুনির দল,
বেটক্করে হোঁচট খায়, ভূত হাসে খল খল ;
কাছা আটতে কোঁচা খোলে কোঁচা অ'াটতে কচ্ছ,
সব সামলাতে বেভ্যাল মুনি, কাছা সামলান তুচ্ছ ।
ফলে পোঁটলা পুঁটলি সমেত প'ড়লেন খেয়ে হুমড়ি,
গাড়ু গামছা কাছা নিয়ে যান গড়াগড়ি ।
যত ঔড্র রৌদ্র ভূত তাদের বড় হ'ল জুত,
ক্ষৌদ্র পটলে (মৌচাকে অর্থাৎ) প'ড়লো যেন ঢিল ;
এলো সব ঘুলঘুলিয়ে, পিলপিল করে কিলকিলিয়ে,
ছোট্ট কিল মারে, আর হাসে খিলখিল ;

মুখ ভঙ্গী ক'রে রঙ্গে, বলে নানা রঙ্গে ভঙ্গে,
ঔড্র ভূত সহজ কমল মতি ;
"পূজা না করি শিব, যজ্ঞের ঘ্রূত খিব,
তাঙ্কু মুখে মারিবি লাতি।
তেমন্তি আশা করিলা, কেমন্তি ঘ্রূত খাইলা,
বিড়াড়ির মূত খাও ষড়া ;
চুটিকু জোর ধরি, পকে দিব চাপড়ি,
ছাড়ই লেইকিরি ঢাড় কড়া।"
"ওগো বাবা! উড়ে ভূত! তোমরা বড় দয়াযুত"
বলে এক টিকি গ্রস্ত মুনি ;
"ছেড়ে দাও বাবা টিকি, অমন টানলে কি আর টিকি
টিক্‌টিকির সামিল মুই সরল প্রাণী ?
উহুঃ! একটু আস্তে আস্তে, টানো একটু দাও গো বস'তে,
একটুখানি জিরিয়ে নিই হাঁপ ;
আগে জানলে কি পাপ করি এমন ভূতের ফাঁদে পড়ি,
জেনে সাপের গর্ত্তে হাত দেই বাপ!
দিন খাই দিন আনি, আমরা কি আর এত জানি,
বিশ্বাস কর যাদুমণি দাদা!
পার্ব্বতীর সিকি আসটা, দক্ষ যোগায় বারমাসটা,
তাইতো এবার হ'য়ে গেলুম হাঁদা।"

'ইয়ে মধুয়া ! ইয়ে শ্রীধড় ! এ যদু ভাই, করুণাকড় !
শুনি পাইলা বড়ামহড়র কথা ?
ইয়ে যেমন্তি কহিলা, মুতো সাফ সমঝিলি,
মুনি ঠাকুরর আছে মথা ;
উড়িয়া যে ভলা মানুষ, মুনিঙ্কর অছে বিশ্বাস,
থটা কি তমাসা ন করিলা ;
গরীব বড়ামহড় অছি, পেট লাগি এই করুচি,
আপন মুখে ইয়ে মানিলা ;
পাপ স্বীকার পাউচি, নাক, কান, এই মলুচি,
অধিক শাস্তি অনাবশ্যক ;
দিয় এক গড়ারে ধক্কা, কাঢ়ি লউ যত টাকা,
অরজিলা কারবারে ঠক।"

এত বলি দক্ষিণার টাকা নিল কাড়ি,
শিবদূত ঢেল মারি দিল তারে ছুড়ি,
কল্লোলিনী নীলধারা বহমান বক্ষে,
সর্ব্বগ্রাসী স্রোতস্বিনী অকাতরে ভক্ষে।
অতি-কৃচ্ছ্র-ব্রত-সাধ্য অর্থ হৃত দেখি,
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে মুনি জলভরা আঁখি।
অতি যে দুর্দ্দান্ত ঔড্র, নিরীহ নিতান্ত,
স্বল্প হেতু, বহু দুঃখে, বিস্ময়-আক্রান্ত।
শিব কৃপায় অর্থপ্রতি স্বতঃ উদাসীন,
অজ্ঞাত, আসক্তিমূল কত যে কঠিন।

আসক্তি-মলিন চিতে কি তার প্রভাব,
অন্তর-প্রোথিত, সুদূর প্রসর্পি ভাব,
শিবভক্ত, অনাসক্ত কেমনে বুঝিবে ?
কি আশ্চর্য্য ? মুনিদুঃখে বিস্ময় মানিবে ?
সর্ব্ব উপার্জ্জন পথ, রুদ্ধ শাস্ত্রাদেশে,
স্বল্প-যোগ ধার্য্য, উপবাস কায়ক্লেশে ;
অলক্ষ্য আচার বলে, বর্জ্জিত বিলাস,
জৈবধর্ম্মে দৃঢ় রূঢ়, দেহ অভিলাষ।
দেহরক্ষা হেতু তাই অত্যল্প জীবিকা,
মহার্ঘ তাহার কাছে, জীবনসাধিকা ;
সিকিরে সে গণে মোহর, মোহরে জহর,
স্বল্প পরিসর তার দানের বহর ;
দৃশ্যতঃ কিঞ্চিৎ বস্তু, বস্তুতঃ কিঞ্চিৎ নয়,
ধর্ম্মযাজী তাহাই ক্বচিৎ ধনদাতা হয় ;
লাখ টাকায় বামন ভিখারী রটিল প্রবাদ,
বস্তুধর্ম্মে ব্রাহ্মণেতে অর্শে অপবাদ।
ব্রাহ্মণের শোক হেরি হইয়া বিস্মিত,
উপদেশ তারে ভূত দিল কৃপান্বিতঃ—
"লিখাপঢ়া জানি কিড়ি এমন্তি অজ্ঞান,
কাঁই হলা মহামুনি ! কড় অবধান ;
দুই টঙ্কা থিলা মাত্র তুমর কমর,
ফোপাড়ি দেলি মুই, কাইকি দুঃখ কর ?

কেতে পূজা জপ কর শস্ত্রের ব্যাখ্যান,
ভল, মন্দ বুদ্ধি দিয় মূর্খ যজমান ;
এইবার তুহ্মে নিজ কর্ম্মফল পাইলা,
পরউপদেশ দেলা, নিজে পাশরিলা ?
করিলা যে পাপকর্ম্ম করিলা স্বীকার,
সিধা কথা পারাশ্চিত্ত উচিত তাহার !
কৌড়ি যে আনিলা তুহ্মে করি পাপ অশান্তি,
অপবিত্র অত্যন্ত সে, অজীর্ণর বান্তি,
ন খাই মরিব তেবে বান্তি কে খাইব ?
পাপর কৌড়ি তেমন্তি, হাতে ন ছুঁইব ।
পাপর যে উপযুক্ত হেলা পরাশ্চিত্ত,
এবে মুনিবর তুমে হেলা যে পবিত্র !
অতএব ক্ষোভ করা উচিত নুহে,
শুদ্ধমনে ঘরকু ফেরি যাহ মুনি তুহ্মে ।
শিব কহিছন্তি মোতে, বেশী লিখাপঢ়া,
অন্তরে বঢ়ায় খালি সন্দেহর বেঢ়া ;
সিধা সিধা কথা কয় ভূতনাথ শিব,
ঠিক, কি বেঠিক্ক সিধা মনতে বুঝিব ।”
সন্ধ্যা-যাগ-ব্রতাসক্ত ব্রাহ্মণের মন,
সহজ সংস্কৃত সদা, বৈরাগ্য প্রবণ ;
শিবভূত উপদেশ প্রবেশি অন্তরে,
আঘাতিল চিন্তামণি গুপ্ত কক্ষদ্বারে ।

পরম বিবেকমণি হইল প্রকাশ,
চিন্ময়ী রুচিয়া জ্যোতি ভাসে চিদাকাশ ;
শিবভৃত্যরূপী স্পর্শমণির পরশে,
অশিব কলুষ লৌহে, হেমাভা বিকাশে ;
ভক্তি-পূত ধারা বিপ্লাবিয়া ঋষি হৃদি ;
গঙ্গা নির্গমিল, নয়ন গোমুখী ভেদি।
অনুতপ্ত ঋষি, শিব ভৃত্যের চরণ
রজঃ ধূপ নিলা শিরে, পরম পাবন ;
শিব ভক্ত আলিঙ্গনে ঋষি প্রেমযুত,
ফিরিলা কুটীরে নিজ, অতি হরষিত।

ব্রাহ্মণের গান—বাউল।

কোথায় শিব পিতা, অভয়দাতা দীনে কৃপা কর ;
তুমি জগৎপাতা, ভয়ত্রাতা সর্ব্ব-দুঃখ-হর।
তুমি মহাজন, আমি অভাজন,
আমার নাইকো সাধন, নাইক ভজন, দয়ার ভাজন বড়।
সত্যের অপলাপে, (তোমার) উপাসনা লোপে,
আমি প'ড়ে আছি অন্ধকূপে, আমায় তুলে ধর।
আমি দীন ব্রাহ্মণ, নিঃসম্বল, অকিঞ্চন,
ভববন্ধন কর মোচন, হে চন্দ্রশেখর।

মুঠো দুই চাল যোগাতে, পরের ছন্দে হয় চলিতে,
পরের মন যোগাতে, হয় ভুলিতে সত্য সারাৎসার।
আমি চ'লতে চ'লতে, নীচু পিছল পথে,
দণ্ড পেলাম তোমার হাতে, শিব, শুভঙ্কর।
ওগো ইন্দুভাল, তোমার সকল ভাল,
আমার হৃদয় কাল কর আলো, এসে নিরন্তর।

অতঃপর আরেক ঋষির ঘটিল যে উপদ্রব,
শুনলে পরে সবাকার মনটি হবে দ্রব।
পিঠে ছিল তাঁর দক্রু, লাগলো তাতে ফাটা রক্রু,
কক্রুস্থত দংশে যেন দর্দ্দুরে,
পৃষ্ঠ করে ভীষণ চিড়্‌মিড়, হৃষ্ট ভূতে করে কিড়মিড়্,
(যেন) ভৃষ্ট পর্পর কর্ক্করে খায় দন্তুরে।
মাথায় আবার ছিল টাক, সেথায় জবর ক'ল্লেন তাক্
তাকতুকের সেরা যিনি, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড ;
একে মনসা, তায় ধূনার গন্ধ, "সালসাতে হয় না বন্ধ,
রন্ধ্র ফাটে, যেন ফুটী প্রচণ্ড।
ছুটবে না পিঠ চুলকোবে ; কোন হাতে বা টাক সামলাবে,
গা হাত কামড়ে ইচ্ছে হয় যেন ম'র্ত্তে ;
গামছা মাথার, ভয়ের চোটে, খাম্‌কা কোথায় গেল ছুটে,
গা ছম্ ছম্ করে চাইতে, পেছন ফির্ত্তে।

"ঢাকাই ভূত দিচ্ছে তাড়া, টাকের টনক হ'চ্ছে নাড়া,
গণক ব'লবে গিন্নীর শাঁখা খসলো ;
বলি বাবা সূয্যি ঠাকুর ! তুমিও কি হ'লে নিঠুর,
সত্যিই কি জীবনসূর্য্য পাটে বসলো ?
এত যে দিলুম অর্ঘ্য, আওড়ালুম মন্ত্রবর্গ,
ফুস মন্তোর হ'য়ে গেল কি সব ?
আজকের এই ভীষণ দুর্দ্দিন, দিনকর কি পেলে সুদিন,
দেখাতে টাকে পিঠে, কিরণ বৈভব ?
এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা, পেছুলেও ঠিক সেইটা,
আছে কাজ কি আর এগিয়ে পিছিয়ে ;
দেবতার ইচ্ছে পিঠ চুলকিয়ে, টেকো মাথাটা বাঁচিয়ে,
ভূতের হাতে মৃত্যু, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"
এতবলি দ্বিজবর বসিয়া পড়িল,
খরবেগে আঙ্গুল যোগে চুল্‌কাতে লাগিল,
চুল্‌কানির ঠ্যালায় অঙ্গ, ক্ষত ও বিক্ষত,
হেনকালে তারে আসি ধরে ঢাকাই ভূত।
বলে, "হালা ! নূর দিছ ক্যান ? যাইবা কুন পথে ?
হিব্ ঠাকুর্‌রে ছাইরা দিলি, বাঁচ্‌বি কুন মতে ?
মার হালারে, ধর হালারে, দে হালারে গুতা,
মাইরা পিট্ট্যা কর হালারে, গুড্ডী উড়াইবার হুতা।
হ্বাব্‌লা বুজি হ্ব্যাব্‌লা বামুন, শিব গেছে গা মৈরা,
নরে না চরে না থাকে মরার মতন পৈরা ;

যা খুশী তাই কৈরা যাই, হে কোর্ব্বো আমার কি ?
মজার সুখে দক্ষ যজ্ঞে খামু পায়স ঘি।
হে গুরে পরছে বালি, খাওয়ামু বিষ কচু,
নিমপাতা বাইটা লগে, দিমূ ম্যালা ঘেচু ;
বাব্‌লা কাটা, ক্যাব্‌লা বামুন, গায় ফুটাইয়া দিমু,
তরতরাইয়া উঠ্‌বা হ্যানে, কি কও পাচু মামু ?
'বাঙ্গালের মাইর, দুনিয়ার বাইর' হোনস্‌ নাই হে কথা ?
একোই বারিতে ভাঙ্গুম, তর ত্যালা টাইক্কা মাথা।
বাংগাল, বাংগাল, করস্‌ হালা, বাংগাল ছ্যাখস্‌ নাই,
বূত বাংগালের পর্‌ছস্‌ হাতে, ডাক্‌ আছে তর্‌ কুন্‌ বোনাই।"
"কি ব'ল্লে ভাই ঢাকাই ভূত ! বুঝতে তেমন পাল্লুম না,
দোহাই লাগে শিবের বাবার, বাঘা ঝাঁকি দিওনা।
গরীব ব্রাহ্মণ আমি, অবলা অখলা,
উচিত কি আমারে নাহক যাচ্ছে নয় তাই বলা ?
শাস্ত্রমতে মুনিঋষি, সকলেরই অবধ্য,
শিব ঠাকুরের চেলা হ'য়ে, শাস্ত্রে হবে অবাধ্য ?"
"উঃ ! ব্যাটা আবার শাস্তর আওরায়, ব্যাটা কিরে ব্যাহায়া,
পাঞ্জা কইরা ধর ব্যাটারে, দে জলে চুবাইয়া।"
মনে মনে ভাবে মুনি চুলকানির যা অবস্থা,
জলেতে চুবোবে এটা মন্দ নয়কো ব্যবস্থা।
সূয্যি তাতে মাথাটাও, হ'য়েছে চুলোর হাঁড়ি,
গঙ্গায় ডুব দিলে সেটাও আরাম পাবে ভারি ;

মা গঙ্গার স্তব স্তোত্র আউড়িয়েছি কত,
সে সব কি মা ভুলে গিয়ে ক'রবেন ক্রোড়গত ?
বুক ধুকপুক ক'রছে তবু, পূরো নেই যে বিশ্বাস,
সেই পাপে কি মারবে পুত্রে, আটকিয়ে শেষে নিঃশ্বাস ?
ত্রি-সন্ধ্যা গায়ত্রী সঙ্গে ক'রেছি যে প্রাণায়াম,
দম্ আটকান বিদ্যেটা তায়, ক'রলুম একটু এন্তেজাম ;
আজকের দিনে সে বিদ্যে কি, এতটুকুও খাটবে ?
ভূঁয়ে দাঁড়িয়েই দম্ আটকাচ্ছে, ভূতেতে ঘাড় মটকাবে।
ভাল ব'ল্লেও মন্দ বোঝে, বিষম গুঁয়ে ঢাকাই ভূত,
যমের দূত সব দাঁড়িয়ে আছে, গাল দেয় ব'লে 'হালার পুত' !
নিদান কালে কি ক'রব আর, দিলাম হাত, পা, সব ছেড়ে,
যা কর ভাই ! তাতেই রাজী, শুধু ফেলোনা মেরে।"
এত বলি ভীত ব্রাহ্মণ, কেঁদে ধরলে ভূতের পা,
ঘেন্নায় তারা পা সরালে, শিউরে উঠে সকল গা।
"এই হালা সব্বইরা বামুন, এক্কোইকালে নিশ্চয় ঠিক,
প্রাণের ডরে পায়ে দরে, কেউছার ন্যাগাল হ্যাক থুঃ ধিক।
সময়কালে বূত বূত বইলা দিচ্ছাল তাড়াইয়া,
হক্কটকালে, শারামজাদা, ধরছে পাও জরাইয়া।
ইয়ার বাইরে দাইদ, বিতরেও, সবই দাইদে ভরা,
ছুইলে নাওন লাগবো অরে, মনটা বূতের বারা।
মন্তর, তন্তর, পটর, পটর, হটর বটর যে কল্লা,
মরণকালে আসল সময়, হক্কল বুইলা মারলা ?

খরম্ পায়ে আসন পাইতা চক্ষু যে বুইজা বইছে,
ট্যাহার কথা বাব্‌ছে খালি, বইয়া ঠগ্‌বাজী কর্‌ছে।
নিদান কালে ইষ্টনাম, আইল না অর মুখে,
পয়সার লাইগা টিয়ার মতন, বুলি আওরাইছে ঠগে।
ইটারে মারুম কি আর, ঠাকুরই মারছে অরে,
মনের থনে কখ্‌খনো উ, ডাকে নাই হরি হরে।
ব্রাহ্মণের পাইল শরীল, মনটা পাইল শিয়ালের,
শরীলডারেই কবছে সার, খবর পায় নাই চৈতন্যের।
হ্যাহের বৃত দরছে অ্যারে, করণ লাগবো সোজা,
হ্যাহ বৃত তারাইতে পরম শিব ঠাকুরই ওঝা।
আমার গুরু, জগদগুরু, আমার নাথ যে জগন্নাথ,
আমার আত্তা সব বৃতাত্তা, সদাই আছেন আমার সাথ;
জগদ্‌গুরুর জোরে আমি, তরামু এই পাপীরে,
বাংগাল, উইরা, ম্যারা, ঘিন্না, ঘুচামু এই ফিকিরে,
'যেমুন কুকুর তেমুন মুগুর' কয় বাংগাইলা শাস্তরে,
হ্যাস্ত ন্যাস্ত শাস্তি দিয়া করুম অরে আস্তারে।
ছ্যামাই আছে গঙ্গামাতা হত্ত পতিত পাবনী,
হেইখানে দেই বাম্‌নারে এই, ঠাইসা এক রাম চুবানী;
চুবান খাইয়া নিদান কালে ডাকে যদি ইষ্টরে,
তবেই ছারুম, নয় পাওয়ামু জন্‌মের মতন কিষ্টরে।"
এই না বলি ঢাকাই ভূত, ধ'রলে জাপটে ব্রাহ্মণে,
ভোজন পুষ্ট ব্রাহ্মণ দুষ্ট, ভারী ছিল ওজনে;

খেয়ে খেয়ে পরের বাড়ী, বাড়িয়েছিল মেদ,
সাহস ধাড়স বিসর্জ্জিয়ে, মাংসপিণ্ড ক্লেদ।
বিনা প্রতিবাদে দ্বিজ শরীর কৈল আল্‌গা.
লম্বকর্ণের মতন কেবল, ভয়ে গোঙায় গাঁ গাঁ গাঁ
ব্রাহ্মণের দশা দেখে, ভূতের দল খালি হাসে,
হাসির তাড়সে বিপ্রের, বুকের পাঁজর খসে।
ধরাধরি করি তারে জলে নামাইল,
নির্ম্মম, নির্দ্দয় ভূত, ব্রাহ্মণ বুঝিল।
কোনও বাক্যে, অনুরোধে ফল না হইবে,
গঙ্গাগর্ভে ডুবাইয়া নিশ্চয় মারিবে।
অপঘাতে মৃত্যু যবে নিশ্চয় জানিল,
অনুতাপানল হৃদে জ্বলিয়া উঠিল ;
স্বার্থ, কি নিঃস্বার্থ ভাবে লইয়াছে নাম.
অমোঘ নামের ফল করিবে সে কাম ;
কল্যাণকৃৎ কোনও ব্যক্তি দুর্গতি না লভে,
স্বল্প ধর্ম্ম মহদ্ভয়ে তারে এই ভবে ;
ইচ্ছা কি অনিচ্ছায় যেবা করে সাধু কাম,
অথবা যে জন লয় ভগবান নাম,
নামফল, পুণ্যফল, অবশ্য ফলিবে,
বিলম্বে বা অবিলম্বে, শিষ্টোক্তি জানিবে।
ভণ্ডামির শাস্তি ঘোর হইবে ভুঞ্জিতে,
মিশ্র পুণ্যফলও তথা পাবে হাতে হাতে।

সম্মুখে দেখিয়া মৃত্যু ব্রাহ্মণ বিকল,
আর্ত্তভাবে ডাকে শিবে চ'ক্ষে বহে জল।
"করিয়াছি অপকর্ম্ম, করিব না আর,
ক্ষমা কর আশুতোষ, ক্ষম শেষবার ;
এবার বাঁচাও মোরে ওগো দয়াময় !
প্রায়শ্চিত্ত করি লব, তব পদাশ্রয় ;
কুটিল কুপথে প্রভু, আর না চলিব,
শিবপদ ত্যজি কোথা, আর না যাইব।"
ভূতদল তবু তারে না করে বিশ্বাস,
চুবাইয়া ধরে জলে করে রুদ্ধ শ্বাস,
হাঁসফাস করে যবে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
তুলিয়া ধরয়ে নাসা, প্রাণ প্রত্যাগত ;
এইরূপে ব্রাহ্মণেরে করি অর্দ্ধমৃত,
প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দিল কর্ণামৃত !
মন্ত্রপূত শিবনাম সর্ব্ব পাপ হর,
চৈতন্য-প্রাপিত দ্বিজ বলে "ব্যোম হর।"
পুলকিত ভূতদল নাচয়ে আনন্দে,
হাওয়া ভরিয়া দিল শিবনামগন্ধে।

শিবকীর্ত্তন—সুর, দেশ—ঝাঁপতাল

শ্রবণ মঙ্গল শিব, শিব, হর গৌরী নাম,
ভুবন মঙ্গল নাম প্রাণারাম, প্রাণারাম।
উচ্চৈঃস্বরে, বদন ভ'রে, যদি একবার ডাক,
হর, হর, শঙ্কর, শিব, শম্ভু, তারক ;
ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে, মন-প্রাণ জুড়াইবে ;
প্রেম ত্রিধারা হৃদে বহিবে ;
পুলকে দেহ ভরিবে, পূরিবে তোর সর্ব্বকাম।
মোহবশে ভুলিস নারে, নামের মহিমা,
তারক ব্রহ্ম নাম মাহাত্ম্যের, মিলে নারে সীমা ;
বাচবি যদি ভবরোগে অল্পবীর্য্য কলিযুগে,
হবে কি ভাই যোগে বা যাগে ?
নাম যজ্ঞে ম'জে থাক দিবানিশি অবিরাম।
শিব দুর্গা, শিব দুর্গা, বল অবিরত,
নামের সনে যুগল মূর্ত্তি, ভাবরে নিয়ত ;
নিত্য নব, নব রসে, হৃদয় তোমার যাবে ভেসে,
আঁধার বাঁধন যাবে রে খ'সে।
পার্ব্বতী শঙ্কর হর, বল বল অবিশ্রাম।

শিবভূত দণ্ড কভু দণ্ড নহে বর,
দণ্ডলাভে ব্রহ্মবন্ধু, ব্রাহ্মণ প্রবর ;

শিবধ্যানোজ্জ্বলমতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ,
ভেদবুদ্ধিগত, ধরে ভূতের চরণ।
সংকীর্ণ অহং শূন্য শিবভূতগণ,
সমদর্শী, গুটাইয়া লইল চরণ ;
জড়াইয়া ধরে তারে নিবিড় প্রেমেতে,
অশ্রু অভিষিক্ত করি, লাগিল নাচিতে।
বড় বড় দেব ঋষি, অভিদ্রুত যথা,
দ্রুতপদে ভূতদল উতরিল তথা।

চণ্ডেশ কর্ত্তৃক সূর্য্যের বন্ধন

সূর্য্য অধিষ্ঠাতৃদেব তপন বরণ,
অপলক নেত্রে বসি, শোণিম আসন ;
হেরিতেছে দক্ষ যজ্ঞ আলোকি চৌদিক,
আসন্ন বিপদ্ পাতে সম্পূর্ণ নির্ভীক।
ভীতি নাহি জানে কভু দেবের হৃদয়,
ঘর্ঘরিয়া রথ চক্র করে, চলি, জয় ;
কর্ম্মবর্ত্মে নিরন্তর অপ্রতিহত বেগ,
ব্যাপক-বিষ্ণু-শক্তি-পূর্ণ, নিরুদ্বেগ।
ঘোর-কৃষ্ণ-ঘনরূপী সুবিপুল ছায়া,
আবির্ভূত পুরোভাগে ঢাকি সূর্য্য কায়া ;

নাহি চমকিল রবি, কুঞ্চিল না ভুরু,
কম্পিল না কেশ-অগ্র, দীপ্ত বক্ষ উরু ;
শুধাইল নবাগতে বিশ্বস্ত হৃদয়ে ;
"কে তুমি হে যজ্ঞবিঘ্ন এলে অসময়ে ?
ভীমকায়া, অন্তহীন ছায়া, কৃষ্ণকেশ,
উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, ঘোর উন্মাদের বেশ ?"
"চেন নাকি মোরে শিশু অনুজ দিনেশ !
ঋতের সন্তান আমি প্রখ্যাত চণ্ডেশ ;
অগ্রজ তোমার ; প্রভু মহেশ কিঙ্কর ;
আদেশ, বাঁধিব তব কর দিনকর।"

সূর্য্য।

"অগ্রজ আমার তুমি ঋতের সন্তান !!
অসম্ভব ! জ্যোতি জ্যোতি আমি জ্যোতিষ্মান ;
ঘোর হ'তে ঘোরতর তমোমূর্ত্তি তব,
বস্তুহীন, শুদ্ধ অন্ধকার অভিনব,
অভিভবি সর্ব্বপ্রভা, আঁধার কঙ্কাল !
সূচীভেদ্য, অসংবেদ্য, ভৈরব ভয়াল,
সংবিত্তি-উচ্ছেত্তা, কৃষ্ণ, অজ্ঞান করাল,
আচ্ছাদিয়া বোধ-হেতু—দেশ, পাত্র, কাল,
আসিলে হে রূপগ্রাসী, প্রকাশ বিরোধী ;
তুমি মোর অগ্রজন্মা ! বাদ বিসম্বাদী।"

চণ্ডেশ।

"তেজ-অহঙ্কারী ভ্রাতঃ! সর্ব্ব জ্ঞানাকর
কিরণনিকর তব, বিভক্ত প্রকাশ পর;
অবিভক্ত অদ্বৈতে, দ্বৈত-অম্বর-মণি!
অসমর্থ অবেক্ষিতে, সম্মুখ-চাহনি!
সতত জাগ্রত দেব, অক্ষুণ্ণ-দর্শন
বিকর্ত্তন! জান তুমি শুধু বিবর্ত্তন;
সংবর্ত্তসংবাদ অবিদিত বেদারাধ্য!
কর বদ্ধ করি, শিখিতে করিব বাধ্য।"

সূর্য্য।

"মার্ত্তণ্ডে বাঁধিবে চণ্ড! বৃথা আস্ফালন;
আবির্ভাব লিঙ্গ যার তমঃ পলায়ন।"

চণ্ডেশ।

"ভ্রান্ত ভ্রাতঃ! অভিমান কর পরিহার;
জানিলে করিবে স্বতঃ যুদ্ধে অবহার।
স্বভাব-অক্লিষ্ট-কর্ম্মী, মহারণধীর,
হে উগ্র! অগ্রজ বাণী, শোন হ'য়ে স্থির।
নহি আমি অন্ধকার, আলোক অভাব;
ভাবরূপী তম আমি রুদ্রের প্রভাব।
ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্র জপে যে ব্রাহ্মণ,
সবিতৃগুণ প্রকাশি করে উচ্চারণ,

সন্ধ্যামন্ত্র, সন্ন আপো অঘমরষণ,
প্রত্যহ তব উদ্দেশে কর তো শ্রবণ ?
পুনঃ পুনঃ একই মন্ত্র. লক্ষ লক্ষ মুখে,
কোটী কোটী বার শুনি, পরশে না বুকে ;
তাৎপর্য্য গ্রহণে তাই হ'লে উদাসীন,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া মোরে প্রত্যভিজ্ঞাহীন।
হে সবিতা ! হে বরেণ্য, ভর্গময় দেব !
আরোগ্য, তেজ বিধাতা, পূজিত-ভূদেব !
বিস্মৃত কি স্মৃতিসিন্ধো ! সন্ধ্যামূল মন্ত্র,
বর্ণিত, অঙ্কিত যেথা বিশ্ব-সৃষ্টি-তন্ত্র ?
অমার্জ্জিত বুদ্ধি তব, করিতে মার্জ্জন,
সন্ধ্যার মার্জ্জন মন্ত্র, কবি উচ্চারণ ;
সাবহিত হ'য়ে অদ্য শোন দিবাকর !
গুরুমুখশ্রুত মন্ত্র, সিদ্ধ অর্থ-পর।
'ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোধ্যজায়ত
ততোরাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।
ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী।
ওঁ সূর্য্যাশ্চন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।'
(মহা প্রলয় কালে ছিল) সত্য ঋত ;
(অবিকৃত মূল তত্ত্ব, পরব্রহ্ম খ্যাত)।

সর্জ্জন-আরম্ভকালে, তপাখ্য অদৃষ্ট,
লব্ধ-সর্ব্ব-বৃত্তি-বলে, রাত্রি হ'ল সৃষ্ট।
অতঃপর সমুদ্রাদি, বহু পরে তুমি,
মহা-প্রলয়-কাল-রাত্রি ভূত আমি।
তম দ্বারা তম ছিল অভিতঃ আক্রান্ত,
ভ্রাজিষ্ণু অর্ক! নিশ্চয় শুনেছ ঋক্ মন্ত্র?
'অসদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' এই বাণী,
ছান্দোগ্যবর্ণিত শুনিয়াছ দিনমণি!
শুনিয়াছ, মর্ম্ম কিন্তু কর নাই গ্রহণ,
অহর্নিশ কর্ম্মাগ্রহ সমাসক্ত মন।
জান আজি, বালারুণ, অনূরু সারথি!
ঋতজন্মা কালরাত্রি, মহাকাল সাথী,
অতিথি সম্মুখে তোমার, তমগ্রাসী তম,
ভাবরূপী আদি অসৎ, সদ্বিনাশী অম;
সৃষ্ট্যারম্ভে ভাব্য, পুনশ্চ প্রতিসঞ্চরে,
ক্ষীরকণ্ঠ, বাল অর্ক! দেখিবে কে মোরে?
জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দরশন,
এ ত্রিপুটী বহির্ভূত, জগদাবরণ;
সৃষ্টি মাঝে আদি সৃষ্টি, সকল প্রাচীন;
কল্যকার আপোগণ্ড, তুমি অর্ব্বাচীন।
জগৎ প্রক্রিয়া যবে হইবে নিঃশেষ,
নিঃশেষে আকর্ষি বক্ষে লইবে মহেশ,

ক্ষয়গ্রস্ত হবে যবে অত্যুজ্জ্বল তনু,
অন্তিম সময়ে কিঞ্চিৎ জানিবে হে ভানু,
অগ্রজ চণ্ডেশে তব ; নহে তার পূর্ব্বে ;
আজি যাব করি খর্ব্ব, শর্ব্বদ্বেষী গর্ব্বে।
নাশিব না অবশেষে তোমা প্রভাকর !
দণ্ড দিব বাঁধি শুধু তব দীপ্তকর।
দেহবতী মহামায়া, শিব-সতী রূপা,
প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-শকতি-নিসর্গ অনুপা,
শিবহীন যজ্ঞে আজি স্পন্দিতা, খণ্ডিতা,
ভাগবতী তনু, যোগ বহ্নি সমাহিতা,
সাক্ষাতে তোমার সূর্য্য ! রহিলে নিস্পন্দ,
বিনা বাধা, আস্কন্দন ! লহ তাই বন্ধ।
প্লবঙ্গ-সারথি ! তুলিলে না উপপ্লব ;
দণ্ডদানে ঘুচাইব, মানস-বিপ্লব।”

চণ্ডেশের গান—বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

গম্ভীর এসেছে দ্বারে, অনাহুত ভীম অতিথি ;
ফিরায়ে দিও না তারে, চিরদিন আদি সাথী !
যে অগম্য কাল কোলে, বিরাট প্রপঞ্চ খেলে,
পরম প্রলয়কালে, লুপ্ত দিবা, নিশি, তিথি।

নাহি ক্ষোভ, চঞ্চলতা, সুন্দর প্রাণ বারতা,
বিষাদ, উল্লাস, দ্বন্দ, আশাভঙ্গ ব্যথা, ব্যথী ;
দেহ দেহী, অনলম্ব, শূন্য বিম্ব, প্রতিবিম্ব,
স্বয়ম্বেত্ত সর্ব্বালম্ব রাজে সর্ব্ব দ্বৈত মথি।
নির্ব্বিকল্প ধ্যান গম্য, শুদ্ধ মহাযোগী কাম্য,
চৈতন্য লহরে, সাম্য লভে বাসনা প্রমাথী ;
যেথা নির্ব্বাসন মন, মগ্ন চিদানন্দ ঘন,
লভে যেথা নিরবাণ, অনাদি সংসার বীথি।

সূর্য্য।

চণ্ডেশ ! প্রকাশ গুপ্ত !
মিহির পূর্ব্বজ, তিমির সান্দ্র.
সর্গ-পরিচয়-লুপ্ত !
দোঁহারই পিতা যদি সত্য ঋত্,
কেন অত্যন্ত বিপরীত্ রীত্।
তম প্রকাশে, প্রবাদ চলিত,
বিরোধ, আজন্ম ক্লৃপ্ত।
মিলন কোথা ? তোমাতে আমাতে,
বল গো অজ্ঞান মূর্ত্তি !
যে দিকে চাহি, ভেদচিহ্ন ভাসে ;
প্রাণে, মরণে ; আঁধারে প্রকাশে ;
উর্ব্বরে, ঊষরে ; পালনে ধ্বংসে ;
নিতান্ত বিভেদ স্ফূর্ত্তি।

নৈষ্কর্ম্ম্য তুমি, আমি মূর্ত্ত কর্ম্ম,
শর্ম্ম আমার পোষণে ;
ধর্ম্ম তোমার, সকল নাশন ;
কর্ম্ম আমার, সরব তোষণ ;
মর্ম্ম মাঝারে, উঠিছে ভাষণ,
মিলে কি দূষণ, ভূষণে ?

মম স্পন্দনে স্পন্দিত ভুবন,
সৌন্দর্য্য সুখ নন্দিত ;
আমি আছি তাই, জীবন প্রবাহ,
ছুটিছে চলি, বহে গন্ধবহ ;
জগৎ নাট্য, আনন্দ আবহ,
বন্দন সুর বন্দিত।

প্রাণ ? সে তো আমারই সৃজন,
তপন তেজ দোলন ;
আমারই কর মধুর পরশে,
ফোটে অঙ্কুর, মুকুল বিকাশে,
তরু বীথিকায়, ফুল্ল ফুল হাসে,
চঞ্চল স্নিগ্ধ লোচন।

ছোটে কুরঙ্গ ভঙ্গীতে সুন্দর,
ভৃঙ্গ মধুপানে মত্ত
ভৃঙ্গ গুঞ্জনে দিল মাধুরিমা,
কুরঙ্গ অঙ্গে, সুঠাম ভঙ্গিমা,
শিখীর গাত্রে, বিচিত্র সুষমা,
রচিল, অরুণতত্ত্ব।

বটিহে আমি অরুণ তরুণ,
তব তুলনায় নবীন ;
বয়সে যদিও রবি অর্ব্বাচীন,
তুমি অগ্রজ, প্রাচীন প্রাচীন,
লোচন বাহির, থাক তিরশ্চীন,
তবুও আমি নহি হীন।

ছোট ব'লেই ছোট নহি আমি,
ছোট, বড় মাপিবে কে ?
বয়ঃকনিষ্ঠ নহে তো লঘিষ্ঠ,
বলিষ্ঠ নহে যে বয়ঃগরিষ্ঠ,
প্রশস্ত সেই, তারে গণি শ্রেষ্ঠ,
ঈশগুণ প্রকাশে যে।

মন্ত্র তোমার নাস্তি, নেতি, নেতি ;
আমার মন্ত্র, অস্তি ইতি ;
আমার নীতি, গড়িব, বাঁচাব,
ফল-ফুলভারে ধরণী সাজাব,
ভকতির স্রোত, হৃদয়ে বহাব,
তুলিব প্রীতির গীতি ।

ধরায় সাজাব বরবধূ বেশে,
পুলকিতা হরষিতা ;
নাচিবে কন্যা, হরষ পুলকে,
প্রেমের বন্যা, ছুটিবে ভূলোকে,
করিবে ধন্য, সর্ব্ব লোকালোকে,
জীবন জাহ্নবী স্নাতা ।

"ধ্যেয়ঃ সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী,"
ত্রিলোক-পালন বিষ্ণু ;
হেরি রোচিষ্ণু, মম হৃদিপদ্ম,
পাতিল আসন, ছাড়ি বেশ ছদ্ম,
মমালয়ে করি, আপন সদ্ম,
আমারে করিল জিষ্ণু ।

আমারে করিল আপন চক্ষু,
বিশ্বতশ্চক্ষু নারায়ণ ;
শ্রীহরি পরশ সরস সূর্য্য,
পূরিত অমিত, অমৃত বীর্য্য,
বাজিল জগতে, মঙ্গল তূর্য্য,
জয়, সত্য সনাতন ।

সেই তো জগতে রহে গো জীবিত,
চাহনি মোর, লেপিত যে ;
মম দিঠিহীন, আঁধার মলিন,
সমগ্র জগৎ, প্রসুপ্তি লীন,
তন্ত্রীছিন্ন, সৃষ্টি-বাদকবীণ,
শান্তি ! মরণমৌন সে ।

অন্ধ ! বুঝিবে কি সৃষ্টি-বিক্ষোভ,
চঞ্চল জগৎ লীলা ?
দৃষ্টিহীন, অভেদ পিয়াসী,
লয় বিলাসী, চরাচর ধ্বংসী,
বিকটতম, সর্ব্বরূপ গ্রাসী,
বুঝিবে কি রূপ খেলা ?

শূন্য ! বুঝিবে কি পূর্ণ-বেদনা,
পুণ্য পাপের দ্বন্দ্ব পীড়া,
করুণামণ্ডিত আমারই দৃষ্টি,
কিরণ বৃষ্টি, করিল সৃষ্টি,
স্বরগ ইষ্টি, ললিত কৃষ্টি, ।
শ্রীহরি হ্লাদিনী ক্রীড়া ।

'নঙ্,' 'না,' 'না,' দিয়া তব বিশেষণ,
হে গুণ গরিমা শূন্য !
অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ অব্যয়,
অস্থূল, অনণু অহ্রস্ব, অক্ষয়,
অদীর্ঘ, অদৃশ্য, অচ্ছায় অপ্যয়,
চিত্ত, অস্বীকৃতি-ক্ষুণ্ণ ।

'সর্ব্ব' বিশেষণ মণ্ডিত আমি,
সকল গুণ ভূষণ ;
সর্ব্ব-কাম সর্ব্বগন্ধ, আঘ্রাণ,
সর্ব্ব-কর্ম্মা, সর্ব্ব-রসময় প্রাণ,
সর্ব্ব-দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞান,
সর্ব্ব আনন্দ বর্ষণ ।

শোন হে অভাব, বিনাশ মুখী,
নির্ম্মম, বিরাগী, ত্যাগী !
নবীন সৃজনে কত যে কষ্ট,
সৃষ্টিরে বাঁচাতে, রাখিতে পুষ্ট,
পিতা 'সত্য' ঋতে, করিতে তুষ্ট,
দ্বৈত-আনন্দ বিলাসী।

বিষ্ণু হৃদয়, আমারই হৃদয়,
চারু রচনা রক্ষক ;
শ্রীহরি বক্ষে প্রেমের প্রেরণা,
তোলে যে তীব্র সৃজন বেদনা,
জড়ে করিতে পূরিত চেতনা,
জান কি জগৎ ভক্ষক ?

পেয়েছ কি মোর জ্বালার পরিধি ?
বরিধি হিম তমসার !
দ্বৈত সম্ভোগে আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত,
তরঙ্গাবর্ত্ত, অমেয় উত্তপ্ত,
তুলিল তুফান, করিল রে ক্ষিপ্ত,
জ্বলন্ত অন্তর আমার।

আমারে করিল কেবলই চক্ষু,
বিধাতা মঙ্গলময়,
বিশাল হৃদয় দিল তার সঙ্গে,
উষ্ণ ভীষণ, করিল সর্ব্বাঙ্গে,
রাঙ্গিল লোহিত পাটল রঙ্গে,
তপ্ত-প্রেম-রঙ্গময়।

জাগিল ক্ষুধা, দরশন লাগি,
সে কিরে অসীম ক্ষুধা!
অন্তর মম অনল উদ্গারে,
তৈজস আত্মা, আছাড়ে বিছাড়ে,
ভীম কলেবর, ভীষণ শিহরে,
পাইতে পরশ সুধা।

চাহিলাম মেলি, বিশাল নয়ন,
আপনার দশধারে।
দূরে দূরে, বহু, অতি সুদূরে,
মুহূর্ত্তে লক্ষ ক্রোশ ব্যাপী করে,
দেখি প্রতি গ্রহ তারা নিকরে,
দীপালি শোভা অম্বরে।

খুঁজিয়া বেড়াই সুন্দরে মম,
অগণিত গ্রহমাঝে ;
অনন্তে ভখিতে, অনিমিখ আঁখি,
নিতি নিতি ঘোরে, নিরখি, নিরখি,
তন্নতলাসে, পরখি, পরখি,
মোহনিয়া মনোরাজে।

না পাই যাহারে, খুঁজিয়া ফিরি ;
থামে না মনোবেদনা ;
সহসা আসে, অপূর্ব্ব প্রেরণা,
উৎসর্গ দানা বুকে দিল হানা,
পাইবি যদি, বিলারে আপনা,
মিলিবে শান্ত সান্ত্বনা।

জাগিল প্রাণে অবর্ণ্য আবেগ,
উৎসৃষ্ট করিতে মোরে ;
চাঞ্চল্য, চিত্তে উঠিল প্রকাণ্ড,
প্রধ্বস্ত তনু, তেজোময় ভাণ্ড ;
উপাড়ি ছুঁড়িনু রক্ত হৃৎপিণ্ড,
অনন্ত শূন্য মাঝারে।

শূন্য আকাশে অপরূপ দৃশ্য,
বিস্ময় চকিত বিশ্ব ;
হৃদয়জাত কিরণ সরণি
গড়িল নূতন, তরুণ তরুণী,
ধরণী নামা, বিচিত্র বরণী,
প্রথম অরণি-হাস্য ।

অহো ! কি সুন্দরী ! মনোরমা কি ;
আমার নূতন বালা ;
বৈষ্ণবী-প্রেরণা ঔরস জাতা,
সৌরভ পূর্ণ, পুষ্প অনাঘ্রাতা,
তপ্ত প্রীতি সুতা, পৃথিবী মাতা,
প্রীতি-পুলক চঞ্চলা ।

মিশাল না শূন্যে, গেল না দূরে,
আমার বুকের বালিকা ;
বাঁধিল কঠিন বাৎসল্য ডোরে ;
আমারে ঘিরে, ঘোরে চারিধারে,
নয়ন ভ'রে, নেহারি মায়েরে,
ফুল্ল কুসুম কলিকা ।

আকারে ক্ষুদ্রা, মাতা বসুমতী,
কোটী কোটী গ্রহ মাঝে ;
বরেণ্য গুণে, সর্ব্ব গরীয়সী,
উজ্জ্বল পুণ্যে, মহা-মহীয়সী,
রস মাধুর্য্যে, প্রিয় বরীয়সী,
রাণী মা আমার রাজে ।

আমার দৃষ্টির হইল কেন্দ্র,
নয়নাভিরামা রামা ;
কি জানি কেমনে, কি এক নূতন
সৃষ্টি স্পন্দন, আলোড়িল মন ;
অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি, হরষ বেদন,
অতীত অতীত সীমা ।

নয়ন রুচিরা কন্যারে মম,
ঘিরিল বায়ু মণ্ডল,
ব্যজন করে, করিল বীজন,
শীতল করি, কায়া, তেজঘন,
বাষ্পময়ী তনু করিল সৃজন,
আসিল সরস জল ;

এল অতঃপর মৃত্তিকা স্থূলা,
পঞ্চতত্ত্ব বাটিকা ;
দরশ, পরশ, গন্ধ মূর্ত্তি,
শ্রবণ, মনন, সকল স্ফূর্ত্তি,
মনোবৃত্তি সব, করিতে পূর্ত্তি
ক্ষিতি আঁধারে বর্ত্তিকা।

হৃদয়ে উঠিল আকুলি বিকুলি,
কন্যা বদন চুম্বিতে ;
পরশ কাতর সহস্র অঙ্গুলি,
কুমারী কপোল, ফিরে বুলি বুলি,
জাগ মা ! দেখ মা ! নয়ন মেলি,
বলি, প্রতি পরশেতে।

আহ্বান মম পশিল শ্রবণে,
উঠিল নব স্পন্দন,
অবাক ! দেখিনু নূতন কম্প,
চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের লম্ফ,
মাতামাতি নৃত্য, আনন্দ ঝম্প,
উঠে অঙ্গ শিহরণ।

সে যে কি আনন্দ! বলিব কারে?
দর্শন, প্রাণ স্পন্দন ;
জড় মাঝারে, চেতন উচ্ছ্বাস,
অনিন্দ্রিয় স্থূলে ইন্দ্রিয় বিকাশ,
অস্বতন্ত্র ভূতে, স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ,
অচেতে, চৈতন্ত ঈক্ষণ।

ঊর্দ্ধ মুক্তি পথে প্রথম সোপান
পড়িল আমার চোখে,
বিধিবদ্ধ গতি অনাত্ম-সংহতি
জৈব সংঘাতে, লভে পরিণতি ;
অভূতপূর্ব্ব আত্মবশ গতি,
উল্লাস লহরী বুকে।

উঠিল ধরাতে মহা উল্লাস,
কেবলই চলার স্ফূর্ত্তি ;
উঁচুপানে বেড়ে, চ'লেছে বৃক্ষ,
ছোটে জীবাণু কোটী, কোটী, লক্ষ,
খগ, উরগ, মৃগ, বৃক, ঋক্ষ,
অগণিত গণমূর্ত্তি ;

সবার শেষে আসিল মানুষ,
রচনা শক্তি সমাপ্তি ;
মানুষ আসে, সব সৃষ্টি রাজা,
চর, অচরে, করিল সে প্রজা
ইচ্ছা, অনিচ্ছায়, করে সবে পূজা,
পৃথিবী পাইল তৃপ্তি।

বিশেষ ভাবে মানুষের মাঝে,
প্রবেশে আত্ম-চৈতন্য ;
অপর প্রাণীরা প্রায়শঃ মূক,
স্বল্প-আতত, সুখ বা দুখ,
একই ভাবে চলে, নাহি ভুল, চুক,
মনন শকতি শূন্য ;

মনুষ্য হইল মননশীল,
বিচার-শক্ত, মনস্বী ;
দিগ্‌দিগন্ত বিসারী আকাঙ্ক্ষা,
অনন্ত-লিপ্সু, নাহি মানে শঙ্কা,
বাজিল মানব বিজয় ডঙ্কা,
লেপিত-ভাল জয়শ্রী।

বর্ণিব কি ভ্রাতঃ! মনুষ্য গুণ,
ঈশাকার আকারিত ;
ঈশ প্রসাদে, ঈশ্বর শকতি,
অনুপ্রবিষ্ট মানব চিতি,
সৃষ্টি কৃতিতে, হইল কৃতী,
ধরা, ধন্য, প্রসাদিত।

অনন্ত নর অনন্ত মহিমা,
বর্ণিতে সামর্থ্য কার ?
কাল, সাদা, নীল, কত না বর্ণে,
লিখিছে পৃথিবী, অক্ষরে স্বর্ণে,
আপনার বুকে, পর্ণে পর্ণে,
পূর্ণ নর জয়কার।

আমার দুহিতা ধরণী, লালিতা,
বলিতে, দুলালী লীলা,
ডুবে যাই নিজে, অনন্তের মাঝে,
তাইতো আমি রহি বিনা ব্যজে,
ভোর, দিবা, সাঁঝে, শুধু, দেখা কাজে,
নির্নিমেষ দৃষ্টি-মালা।

বলা বলি নাই, কেবলই চাওয়া,
এইতো আমার কর্ম্ম ;
ভাল বা মন্দ, সুশ্রী, কুশ্রী,
আমার নয়নে সবই মঞ্জুশ্রী,
দেখিতে অশক্ত, কিছুতে বিশ্রী,
সর্ব্বশ্রীদর্শন ধর্ম্ম।

যোত্র খুঁজিল, গোত্র উঠিল
প্রণয় ভূমিক ক্ষেত্র ;
হ'ল পরিবার, স্বামী কলত্র
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, দুহিতা পুত্র,
দাস, বন্ধু, রাজা, প্রভু একচ্ছত্র
পবিত্র প্রীতির সত্র।

ক্রম ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ মানব গতির
বিচিত্র মহিমা ভঙ্গী
এত সৌন্দর্য্য কে পারে অঙ্কিতে,
কহিয়াছি তাই, শুধুই সঙ্কেতে,
হে ইঙ্গিতজ্ঞ, বোঝ হে ইঙ্গিতে,
ভঙ্গীর আদিম সঙ্গী।

ক্রমে প্রকাশিত, অমূল্যনিধি,

গুপ্ত হ'তে গুপ্ততম ;

শ্রীভগবান পরাণ প্রিয়,

ভাগবতী মতি, মাখা অমিয়,

উঠিল মথিয়া নারায়ণ হিয়,

চির কল্যাণতম ।

চারু চিত্রকর, চির সে নবীন

কত রূপে প্রকাশিল ;

স্নিগ্ধ শান্ত রস, প্রণত দাস্য,

চরণ শরণ, উজ্জ্বল আস্য,

আদেশ সাধিতে, বদনে হাস্য

প্রাণ দেহ, নিবেদিল ।

সখ্য রসেতে নিষিক্ত অন্তর,

এল হরি চিতচোর ;

প্রিয় গোবিন্দ হৃদয়-অভিন্ন

ভগবদৈশ্বর্য্য ভেদজ্ঞান শূন্য,

গভীর প্রীতি রস অবিচ্ছিন্ন,

মজ্জিত ভকত চকোর ।

ভকত-বৎসলে, বাৎসল্য রতি,
পুত্র বা দুহিতা বোধ ;
শ্রীভগবানে বসাইবে ক্রোড়ে,
চুম্বিবে গণ্ডে, সস্নেহ আদরে,
আপন পাসরা ভালবাসা ডোরে,
হরিরে করিবে রোধ ।

ধীরে ধীরে আসে মাধুর্য্য ভক্তি,
বর্ণিতে নাহিক সাধ্য ;
সে বৈষ্ণবী লীলা, প্রণয়ব্যথা,
অপ্রাকৃত প্রেম, গোপন কথা,
রবিকর দৃষ্টি পশে না সেথা,
হ্লাদিনী শকতি স্বাদ্য ।

বলিলাম কিছু কাহিনী মাত্র,
ছিল বহু বলিবার ।
অন্ধকার ! চির শত্রু, চির মিত্র,
ঋতের সন্তান বদ্ধ এক সূত্র,
বিরুদ্ধ-স্বভাব, এক পিতা পুত্র,
শেষ শোন এইবার ঃ—

বিরাট, পরম ঈশ্বর কীর্ত্তি ;
উদ্বেলিত হৃদি বৃত্তি,
সেই নিরাকার পরম ব্রহ্ম,
ইন্দ্রিয় বার্ত্তা, ধ্যান অগম্য,
শূন্য-প্রতীতি সহ যাঁর সাম্য
কেবল ঘন সংবিত্তি ;
আপন সৃজনে আপনি পাগল,
আপন ভোলা মহেশ ;
গাভী যথা ধায়, বৎস পেছনে,
তাহারই নিছনি, স্নেহের টানে,
ছোটে নারায়ণ, আকুল প্রাণে,
রূপেতে করে প্রবেশ ;

অরূপ রূপিত হয় নানারূপে,
স্বাদিতে ভকতি সুখ ;
শশী আকর্ষণে, যথা সমুদ্র,
তরঙ্গ উদ্বেল, উচ্ছ্বাস রুদ্র,
ভক্ত আহ্বানে, তথা প্রেমার্দ্র
উছলিত বিষ্ণু বুক ;

আপনি আসেন ধরিয়া রূপ,
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে ;
কভু বা সৌম্য, কখনও ভীষণ,
কভু বা চারু চন্দ্র আনন,
কভু বা নারী, পুরুষ কখন,
বাসনা যেমন চিতে ;

জানা কি অজানা, নাহি ঠিকানা,
প্রভু আগমন চিহ্ন ;
কভু মহিমা ভুবন ব্যাপ্ত,
কভু স্বেচ্ছাময়, আসেন গুপ্ত,
বাহ্য ঐশ্বর্য্য সকল লুপ্ত,
পরিহিত বাস ছিন্ন।

তাইতো আজি জুড়াইল চক্ষু,
দেখি মা সতীর লীলা ;
চিনিবে কে বল আমার মায়েরে ?
সর্ব্বভাব ধারা একটি আধারে,
সবকূল ছাপি, ঝর ঝর ঝরে
প্রসবি সকল কলা।

দেখেছি আমি মায়ের মরণ !

বন্ধো ! করিয়াছ ভ্রম ;

মরণ নহে সে সত্য জীবন,

পূর্ণত্বের ব্রত হ'ল উদ্‌যাপন,

সতী নারী সৃষ্টির বীজ বপন,

সার্থক আমার শ্রম।

বল হে অন্ধ ! বল, বল মোরে,

দেখেছ এমন দৃশ্য ?

মা এসে নিজে নাহি দেখাইলে,

প্রেমের মহিমা, নাহি প্রকটিলে,

কে বুঝিবে দাদা ! প্রেম কারে বলে,

কে হবে শিবের শিষ্য ?

দেখিনু মায়ের আত্ম বিসর্জ্জন,

বিস্ফারি বিশাল লোচন ;

চাহি, চাহি, চাহি, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে,

বিস্মিত, স্তম্ভিত, অতুল সৃষ্টিতে,

হৃদয় প্রস্তরে, রাগের ঘৃষ্টিতে,

তুলিল প্রেম চন্দন।

নিশ্চয় তুমি আছ অবগত,
'মন্ত্রবশ্যাঃ হি দেবতাঃ' ;
নহি তো স্বাধীন, শুধু তাঁর যন্ত্র,
মানিয়া চলি, প্রভুর তন্ত্র,
টানিয়া আনিল অলঙ্ঘ্য মন্ত্র,
রচিত বেদ বিধাতা।

যতকাল, কাল না করিবে গ্রস্ত,
ত্রস্ত হব না ততকাল ;
আমারে করিল স্বয়ং স্বয়ম্ভু
ভৌম ধর্ম্মের সাক্ষী, প্রতিভূ,
বিতরিতে আলো, আদেশিল বিভু,
অনপেক্ষ চিরকাল ;

ভাল, মন্দ, নির্ব্বিচারে অক্লান্ত,
বরষি কিরণরাশি ;
ধর্ম্ম বিচার তাঁহার হাতে,
কর্ম্ম ফলিবে অদৃষ্ট মতে,
চলিব আমি ঋতের পথে,
অবিতথ দিবানিশি।

অলঙ্ঘ্য বত্ম´ আমার নিমিত্ত,
নির্দ্দেশিল পরমেশ ;
'বিনা বিচারে, কর্ত্তব্য আচর ;
সর্ব্বতশ্চক্ষু, নির্ভয়ে সঞ্চর ;
আলো বিতর, বিশ্ব চরাচর,
পাপ, পুণ্য, নির্ব্বিশেষ।"

পালিতেছি যত্নে পিতৃ আদেশ,
কঠোরে, সহজ জ্ঞানে ;
করি নাই জ্ঞানে, কোনও অপরাধ,
আমার সনে, কেন সাধ বাদ ?
মোরে বাঁধা যদি হয় ঋত সাধ,
বাঁধ মোরে এই ক্ষণে।

তদিচ্ছা দুর্দ্দর্শ, অনধিগম্য,
কেবলই কল্যাণমুখী ;
আমার ইচ্ছা, তাঁহারই তো ইচ্ছা,
ছায়ামাত্র নাই, স্বতন্ত্র ইচ্ছা,
নাহি মনে দ্বিধা কোনই পৃচ্ছা,
আদেশ পালনে সুখী।

কালরূপী ! দিনু বাড়ায়ে হস্ত,
বাঁধ, বাঁধ, খুব জোরে ;
কত মধুর তাঁহার বাঁধন,
কত যে শুভ, কল্যাণ সাধন,
বাঁধন নহে সে স্নেহের চুম্বন,
বাঁধ বাঁধ খুব জোরে।”

সূর্য্যের গান—সুর খাম্বাজ—তেতালা

দাদা ! বাঁধ, বাঁধ, বাঁধ মোরে ;
তব করে প্রেম ভরে, বাঁধ, বাঁধ, কঠিন ক’রে।
কত মধুর তোমার বাঁধন, তোলে হৃদে প্রেমের প্লাবন,
কি মোহন যে তোমার স্পর্শন, জানাইব কেমন ক’রে।
বেঁধে প্রেমের বাঁধনে, পাঠাল মোরে ভুবনে,
রোদনে, বেদনে, গানে, কত যে আনন্দ ঝরে।
দেখি চেয়ে দিবা রাতি, চাওয়ার আমার নাই বিরতি,
চাইনা এ বাঁধন মুকতি, প্রাণের লীলা বিলাস ছেড়ে।
হোক না সৃষ্টি দুখে কাল, আমার বড় লাগে ভাল,
ছড়িয়ে দিই সুখের আলো, গোলকপতির ত্রিলোক জুড়ে।
ভুবন স্বামীর মোহন ধরা, হউক না সুখে দুঃখে ভরা,
করে আমায় পাগল পারা, ডাকে সে এক মাদন সুরে।

চণ্ডেশ।

হে মার্ত্তণ্ড! অতি তৃপ্ত, শুনি তব বাণী,
উপযুক্ত, ভবদৃশ দেব দিনমণি!
কোকিল কাকলি যথা, পাপিয়ার তান,
অর্ভক অর্দ্ধোক্তি কিম্বা, মুগ্ধ করে প্রাণ
তেমনি উজ্জ্বল ভ্রাতঃ! রূপ অবতার,
মহোৎসাহ উদ্দীপিত বচন তোমার,
স্পর্শিয়াছে হৃদি মম, করেছে আচ্ছন্ন;
আমি বিশ্ব অন্তর্গূঢ় হৃদয় প্রচ্ছন্ন।
বিরাট সৃষ্টি-বিক্ষোভ-ভূত তেজপিণ্ড,
বহির্ম্মুখী কেন্দ্রাতিগ সমুৎসাহ ভাণ্ড,
সর্ব্বাব ভাসক সর্ব্বরূপ-অহংকারী,
ব্যতিরেক মুখী-চিন্তা ন্ধকারকারী
তিমিরারি! কি বুঝিবে আঁধারের কথা?
তব আলো, হে আদিত্য! পশে কিগো সেথা?
নিবিড় আঁধার কোলে দোলে বিশ্বছবি,
ভুলে গেলে আলোপতি আদিকবি রবি?
যেথা প্রাণ, সেথা মৃত্যু সতত বিরাজে;
শুধু প্রাণ দেখেছ কি মৃত্যুহীন অজে?

জানা বল কতটুকু ভাই
অজানার কিন্তু সীমা নাই,
অনন্ত সে অপার, অঠাঁই ;
আমি সেই অসীম অজ্ঞান

আধেয় কোথা বিনা আধার ?
ভূস্তর বিনা কোথা পাথার ?
আলো-আঁধার ! আমি, আঁধার,
নিবিড় ঘন প্রজ্ঞান।

চির অতৃপ্তি, অভাব বোধ,
বর্ত্তমান পরি' নিত্য ক্রোধ,
ইচ্ছা ভাঙ্গিতে সকল রোধ,
আমি সে সংবেগ স্বামী।

আমি, দুঃখ-বিস্মরণ ভ্রান্তি,
সর্ব্বজ্বালা-প্রশমন শান্তি,
সুষুপ্তি আমি, হরণ শ্রান্তি,
প্রগাঢ় সমাধি ভূমি।

আমি ধর্ম্ম বিধারণ সেতু,
কর্ম্মাকর্ম্ম বিবেচন হেতু,
সজ্জন গতি, মঙ্গল কেতু,
অদৃশ্য চিত্রগুপ্ত।

তব সাথে সাথে আমি ফিরি,
আদি অন্ত সম্পুটিত করি,
আদি অব্যক্ত, আমি হে হরি!
নিধনে, অব্যক্ত লুপ্ত।

প্রপঞ্চ-গ্রাসী মহাতিমিরে,
শুদ্ধ চৈতন্য সদা বিহরে;
ধ্যান-স্তিমিত জীব অন্তরে,
ফোটায় বিবেক বাণী।

সেই বাণীরূপী কালরাত্রি,
আসিয়াছি রক্ষিতে ধরিত্রী,
ধর্ম্মবোধ—সত্যগময়িত্রী,
বাঁধি তব দীপ্তপাণি।

জানিবে জগতে, চন্দ্র, সূর্য্য,
দেখিবে চাহিয়া ধর্ম্মকার্য্য,
তমঃ গ্রাসিবে, পাপ অকার্য্য,
চিরদিন, চিরদিন।

তপন সনে. ধর্ম্ম রহিবে,
ভুবনে যশোগাঁথা রটিবে,
এস কনিষ্ঠ! লহগো তবে
বন্ধন, অন্ধ মলিন।”

চণ্ডেশের গান—সুর বাহার—ঝাঁপতাল।

বন্ধন লহ রবি, লহ লহ বন্ধন,
অঘ-বিমোচন, বন্দিত দেব-নন্দন।
দীপ্তানলার্কদ্যুতি, অপ্রমেয় জ্যোতি,
সে অক্ষর বেদিতব্য, পর বিশ্বের নিধান,
পুরুষ, অনাদি-মধ্য-অন্ত, অনন্তবীর্য্য,
অব্যয়-শাশ্বত-ধর্ম্ম-গোপ্তা, সনাতন।
হেরিয়া সত্যের গ্লানি, সে পুরুষ অন্তর,
বিক্ষোভিত, আলোড়িত, ক্ষুব্ধ চরাচর ;
মহাকাল তাই মোরে, করিল প্রেরণ,
করিতে কিরণমালী, তব দৃষ্টি আবরণ।
সবে জানে শশী, সূর্য্য, পুরুষোত্তম অক্ষি,
হইবে না কভু তারা, মহাপাপ কর্ম্ম সাক্ষী
প্রপঞ্চ-দোষভঞ্জন, প্রভু নিরঞ্জন,
সহিতে না পারে, বাঁধে আপন নয়ন।

এতবলি চণ্ডদেব বাঁধে রবিকর,
অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হ'ল সভা ঘর,
আঁধার আলোতে মিশে লোহিত ঘোরাল,
রচিল উৎকট দৃশ্য, ভীষণ ভয়াল।

পরস্পরে দেখে সবে ভয়ানক রূপ,
ভূত, নর একাকার, যেন অন্ধকূপ,
ধূপ ধাপ পড়ে সবে এ উহার গায়ে,
পালাতে না পায় পথ মরে সবে ভয়ে ;
অন্ধকারে ভূতদলের বাড়িল দৌরাত্ম্য।
আলোসেবী দ্বিজদল বিলুপ্ত মাহাত্ম্য
বড় বড় ব্রাহ্মণেরে ধরে বড় ভূত,
মন্ত্রবল, বিপ্রদল, ভোলে হুতাহুত।
মণিমান, ধরি বাঁধে ভৃগু মহামতি ;
বীরভদ্র, দক্ষে ; ভগদেবে, নন্দী যতি।
অবস্থা দেখিয়া যত ঋত্বিক সদস্য
উভরড়ে দেয় রড়, ভয়ে বিকৃতাস্য ;
রুদ্র অনুচরগণ নাহি ছাড়ে কারে,
ব্যথিত করয়ে সবে শিলার প্রহারে ;
যজ্ঞস্থলে, শ্রুবখ্যাত যজ্ঞপাত্র হস্ত,
মহর্ষি ভৃগু ছিলেন যজ্ঞকার্য্যে ব্যস্ত ;
শঙ্কর-কিঙ্কর বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে,
উপারে পড়পড় করি, ভৃগুদাড়ি, বলে !
"দাড়ি নেড়ে নেড়ে ব্যাটা হেসেছিলি বড়,
মুঠো মুঠো ছিড়ি এবার, গালে দিয়ে চড় ;
মস্করার জায়গা পাওনি শিবে কর ঠাট্টা ?
এই হুড়ো সাম্‌লা দেড়ে হারামজাদা ব্যাটা।

বামনাগিরি ফলালিরে নেড়ে লম্বা দাড়ি,
একটি একটি ক'রে সব পাঠাই যমের বাড়া।
ভূতের মন্তোর আউড়ে, বুঝলি ? বেহায়া বেহদ্দ ;
হদ্দ মদ্দ কোরবো তোর, জংলা দাড়ির শ্রাদ্ধ ;
দাড়ি-পণ্ড কাজে তোরেই কোরবো পুরুত ভণ্ড !
দাড়িশূন্য গালে গিলবি দাড়ি শ্রাদ্ধ পিণ্ড।"
নন্দীশ্বর ভগদেবে পাড়ে ভূমিতলে,
দুইটী চক্ষু তাঁহার উপাড়িয়া ফেলে ;
দক্ষ যবে সভাস্থলে শিবনিন্দা করে,
চক্ষুকোণে ভগদেব উৎসাহে তাহারে।
"শিবদ্বেষী দৃষ্টি তব দিনু ঘুচাইয়া,
উদ্ধতচিত শুদ্ধ হবে দগ্ধ হইয়া।
প্রাণে না মারিব তোমা ব্রাহ্মণ প্রবর,
নিরন্তর কর্ম্ম যোগে বিশুদ্ধ অন্তর ;
কিঞ্চিৎ বক্রিমা হেতু নহ শুদ্ধ সত্ত্ব ;
চিত শুদ্ধি অন্তরায়, নাশে, প্রায়শ্চিত্ত ;
সে কারণে করিলাম নেত্র উৎপাটন,
অশুদ্ধ মনন, নেত্রে কৈল উদ্গমন।
দরশন মধ্যে সার, শিব দরশন,
শিব পরাঙ্মুখ নেত্রে কিবা প্রয়োজন ?
যে ইন্দ্রিয় কৈল তব পরমার্থ হানি,
ফেলিয়া দিনু তাহারে উপাড়িয়া টানি ;

আপাততঃ কিঞ্চিৎ বটে পাবে তুমি দুখ,
পরিণামে উপজিবে কিন্তু মহাসুখ ;
শিবের কিঙ্কর সর্ব্বমঙ্গলা সন্তান ;
কেবল মঙ্গল বিনা নাহি জানি আন ;
শুদ্ধ হিংসা বশে কাজ না করি আমরা,
ভালবেসে দুরজনে দেই রুদ্রপীড়া ।
মন্দন্ত দণ্ডে তব, ঊর্দ্ধগতি হবে ;
স্বল্প প্রায়শ্চিত্তে তুমি শিবত্ব লভিবে ।
চক্ষুসাধ্য বিত্তার তব নাহি অনাটন,
ধ্যান সাধ্য বিত্তা এবে কর উপার্জ্জন ।
অনন্যমনন ধ্যানে, যবে শুদ্ধ হবে,
শিব কৃপা বলে নেত্র, পুনঃ ফিরে পাবে ।”
অতঃপর এলো ঋত্বিক পূষার পালা,
বীরভদ্র দিল মন ঘুচাতে তার মলা ।
হৃতশক্তি যত্তপি ব্রাহ্মণ সমস্ত,
সন্ত্রস্ত তথাপি তার, গাত্রে দিতে হস্ত ;
শিব-আজ্ঞা-দৃপ্ত, পুষ্ট, দেব বীরভদ্র,
ব্রহ্মতেজে গণ্য করে অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র ;
শিব বিনা কে করিবে ব্রাহ্মণ শাসন,
সমাজের শীর্ষোপরি যাঁহার আসন ।
পরম গুরু মহেশে দক্ষ যবে নিন্দে,
দন্ত বিস্ফারিয়া পূষা হাসিল আনন্দে ।

সমস্ত হাসির শোভা, পূষা দন্তপাটি,
ভেঙ্গে দিল বীরভদ্র অতি পরিপাটী।
"এইবার হাস গিয়া ফোক্‌লা মুখেতে,
অদন্তের হাসি সুন্দর হইবে দেখিতে।"
অতঃপর দক্ষ প্রতি ভদ্র দিল মন ;
প্রাণদণ্ড নির্দ্ধারিত, তাহার শাসন।

পাগলের গান—জংলা সুর।

হায়রে, বাপ্‌রে, কি হ'লো রে, বিষম ভূতের দল,
মনের খোসে, মারছে ঠেসে, হাসতেছে খল্‌ খল্‌।
আমরা জানি দক্ষ রাজা, বড় ব্রাহ্মণ মহাতেজা,
মোন্তোর ঝেড়ে মারবে সোজা, জামাই শিবের বল ;
উল্টো এখন একি দেখি, উড়লো সকল মাথার টিকি,
ভোর সকালে তাই টিকটিকি ডাক্‌ছিল প্রবল।
কারু টেনে দাড়ি ছেড়ে, চক্ষু কারু দেয় রে উপড়ে,
দাঁত ভাঙ্গে কার গাল চাপ্‌ড়ে, একি বিষম খল,
বাপু, বাছা, যাদু, সোনা, শোনে নাকো শিবের দানা,
তুলে দেয় ছুঁড়ে খানায়, যেথা শুধুই মল।
মানে নাকো মাসি, পিসি, শিবের ভায়রা অমন শশী,
শিবের মাথার দেখন হাসি, জ্বল্‌তেছে জ্বল জ্বল ;
যতই বল রাম, রাম, কেমনতর ভূত হারাম,
পালাবার নেই কোন নাম, আরও বাড়ে বল।

ধ'রে দেয় রাম ঝাঁকুনী, আন্ত্রিক অস্তুটিপুনী,
প্রাণ নিয়ে টানাটানি, সব মুনি বিকল।
সুরেন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, চন্দ্র, পবন,
দেখে পাগল ভোলাগণ, ভয়ে সব ভাগল।

বীরভদ্র ও দক্ষের বাগ্‌যুদ্ধ ও দক্ষবধ।

উপবিষ্ট দক্ষরাজা আনত নয়নে,
অপ্রধৃষ্য, মহাতেজা, ভাবিতেছে মনে ;
নির্ব্বাক, নিষ্পন্দ, স্থির, ধীর, অচঞ্চল,
মৃত্যু প্রত্যাসন্ন জানি অদৃষ্ট-প্রবল,
ওঙ্কার নিধ্যানে, দেহ, প্রাণ, সমর্পিল,
ব্রহ্মতেজ পরিব্যাপ্ত বদন মণ্ডল ;
চিরকাল উচ্চশির, নতি নাহি জানে,
মহাপ্রয়াণ প্রযত, বসে পদ্মাসনে ;
জন্মাবধি গুরুবোধে সুপূজিত দক্ষ,
অঙ্গে হস্ত দিতে কুণ্ঠা বাধে শিব-পক্ষ ;
লক্ষ্য করিল চক্ষে বীরভদ্র বলী,
প্রভাশালী দক্ষ অগ্রে দাঁড়াইল শূলী ;
ডাকিয়া কহিল তারে অশনি নিঃস্বনে
সর্ব্ব শব্দ পরিলুপ্ত ভদ্রের গর্জ্জনে।

"হে দক্ষ সতীর জনক !
উৎপীড়ক, সাক্ষাৎ মড়ক,

শুনিছ কি মরণ আণক,
বাজিছে যে ভয়ানক নরক সন্ত্রাস—?
রে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণম্মন্য,
শুভ্র-শিব-নিন্দুক জঘন্য,
রে কপট, মূঢ়, মতিচ্ছন্ন !
মরণ-সঙ্কটে ত্যজরে ধ্যান প্রয়াস।
ওরে গর্ব্বিত মানসপুত্র !
ছিঁড়িব তব জীবনসূত্র,
ভ্রষ্ট করিব কলুষ সত্র,
বাজাব বাদিত্র, স্থাপি শিব পূজা।
দেখরে সম্মুখে মহাকাল,
তব কর্ম্মের জটিল জাল,
ধ'রেছে মূর্ত্তি কৃষ্ণকরাল,
চূর্ণিয়া দন্ত বিশাল, দিতে মৃত্যু সাজা।"

দক্ষ।

"শোন বীরভদ্র !
মৃত্যুরে না ডরে দক্ষ কাঁপে না ব্রাহ্মণ বক্ষ,
শুনি শব্দ রুদ্র।
ক'রেছি কর্ত্তব্য কাজ, নাহি মনে কোন লাজ,
বৃথা গঞ্জ মোরে ;
যাহা বুঝিয়াছি সত্য, করিয়াছি তাহা নিত্য,
মহোৎসাহভরে।

ধূম সহ অগ্নি যথা, পাপ সহ কর্ম্ম তথা,
সতত বিরাজে ;
কোথা আছে কোন কর্ম্ম, অনাশ্রিত পাপধর্ম্ম,
মানব সমাজে ?
নিয়োজিল মোরে ধাতা, স্থাপিতে আর্য্য সভ্যতা,
শুচি প্রতিষ্ঠান ;
অনুতাপ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কর্ম্ম-বিঘ্ন অনুবন্ধ
মনে নাহি স্থান।
কলুষ যে উপজিবে, আশ্চর্য্য কি আছে তবে,
কর্ম্মের স্বভাবে ?
একদিকে বাড়িয়াছি, আর দিকে হারিয়াছি,
নিয়ম প্রভাবে।
বেড়েছে কর্ম্মজা বুদ্ধি, লভিয়াছি তাহে সিদ্ধি
আচার বিশুদ্ধি ;
সামান্য ত্রুটী আচারে, কি প্রত্যবায় সঞ্চারে,
নাশে সংঘঋদ্ধি ;
তৎক্ষণাৎ পড়ে চ'ক্ষে, অস্বস্তি জন্মায় বক্ষে,
কলুষ সূচনা ;
উরগ-দষ্ট অঙ্গুলি তখনই কাটিয়া ফেলি,
না করি শোচনা ;

তেমনই আচার হন্তা, হোক্ বিধাতা নিয়ন্তা,
জামাতা, দুহিতা ;
গণি জঞ্জালের মত, করি সংঘ বহিষ্কৃত,
নাহিক মমতা ।
কর্ত্তব্য সেনানী ব্যূঢ়, হৃদয় ক'রেছি দৃঢ়;
মূঢ় নহি আমি ;
পিশাচ-সিদ্ধ কপর্দ্দী পাদে, তব রতি, হার্দ্দি,
মূঢ় বট তুমি ।
করিয়াছি নিত্য কর্ম্ম, আচরি সম্যক ধর্ম্ম,
বেদ বিধি মত ;
আমি দক্ষ প্রজাপতি, ভেবেছ কি মূঢ় মতি,
মৃত্যুভয়ে ভীত ?
সহজ জীবন যাপন, ঘটে কি তাহার কখন,
ঊর্দ্ধদৃষ্টি যার ?
তমে যে করয়ে পীড়ন, পদে পদে সংঘর্ষণ,
অদৃষ্টে তাহার ;
গ্রাম্য সুখে যাবে দিন, নহে হেন মতিহীন,
মানস তনয় ;
কর্ম্মোপাত্ত যা লভিব, তাহাই সাদরে লব,
যখন যা হয় ।

আচার রক্ষণ ফলে, যদি অপমৃত্যু ফলে,
ভয় কিরে তাতে ?
ভেবেছ কি মৃত্যুশ্বাস ঘটাইবে অবিশ্বাস,
বেদাচার মতে ?
যা করিতে পার কর, বীরভদ্র নিশাচর,
আছিরে প্রস্তুত ;
বিন্দু মাত্র না টলিব, শিবে কভু না পূজিব,
জেনো শিব ভূত !
অশুচিরে করি ঘৃণা, ভূতপতিরে মানিনা,
বেদাচার লক্ষী ;
স্বয়ং ব্রাহ্মণ হ'য়ে, বেদাচার নীতি নয়ে,
ভাঙ্গে শম্ভু ভঙ্গী।
যা হবার তাই হবে, ভয় কিরে আছে ভবে
ভব্যে ভাবে যেবা ?
জয়, কিংবা পরাজয়, এক ভাবে নাহি রয়,
নাহি জানে কেবা ?
জিতিয়াছি বহুকাল, এবে আসিয়াছে কাল,
কালগ্রস্ত হব ;
তাই ব'লে নাহি ভেব, আত্মতেজ খোয়াইব,
শির নোয়াইব ;

এসেছি যে ভাবে চ'লে তুচ্ছ ক'রে মহাকালে,
যাব সেই ভাবে।
অনশ্বর আত্মা মোর, কি করিবে কাল ঘোর ?
শরীর নাশিবে।
মৃত্যুদ্বারে পাব জয় ; ব্রহ্মতেজ দুরজয়,
মহিমা ঘোষিবে।
অস্ত্র বলে দুরবল, তপস্যা, মন্ত্র প্রবল
ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ;
বিসর্জ্জিবে স্বীয় প্রাণ, তবু না করিবে হান,
আত্মার জীবন।
বুঝিবে সে যাহা ন্যায়, শরীর করিয়া ব্যয়
রাখিবে তাহারে ;
জীবনপাতী সংকল্পে, বাঁচাবে নিষ্ঠা অনল্পে
বিপ্র বলি তারে।
সহজাত আভিজাত্য, জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব,
সদাচার নিষ্ঠা,
জন্মকর্ম্ম সিদ্ধমতি, নিকৃষ্ট কর্ম্মে অরতি,
গণি কাক বিষ্ঠা।
আমি যে আদর্শবাদী, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, অনাদি,
স্থাপক ব্রাহ্মণ ;
ঘৃণা করি একাকার, বেদদ্বিষ্ট ব্যবহার,
আচার যবন ;

কেশরী আর কুক্কুরে, ভেদ রবে চিরতরে,
বিধাতা বিধান ;
যত না কর চীৎকার, যত না দাও ধিক্কার,
কর অসম্মান,
শ্রেষ্ঠ যে, সে শ্রেষ্ঠ রবে, নিকৃষ্ট, নিকৃষ্ট রবে,
হবে না সমান ;
কভু হবে না সমান, আমিই তাহার প্রমাণ,
অন্য নিরপেক্ষ ;
ভয়ে ধর্ম্ম না ত্যজিবে, প্রাণভিক্ষা না চাহিবে
ব্রহ্মবীর দক্ষ।
বিপ্র আমি অগ্নিহোত্রী, জ্যোতির্ম্ময় তীর্থযাত্রী,
সবিতা সেবক ;
অজ্ঞান সহজ বৈরী, সর্ব্বধ্বান্ত নিত্যঅরি,
ব্রাহ্মণ তিলক।
ব্রাহ্মণের মহাশালা, দীপ্ত করে অগ্নি-জ্বালা,
জ্ঞানের প্রতীক ;
গৃহে জ্বলে পঞ্চ অগ্নি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি,
আজন্ম সাগ্নিক ;
বাহিরে তার অগ্নি জ্বলে, অন্তরে তেজাগ্নি জ্বালে,
জ্বলে অগ্নিশিখা ;
দহে সে অজ্ঞান সঙ্গী, স্ত্যানালস্য, অঙ্গ-অঙ্গী,
দূরিত দাহিকা।

জ্ঞান শিখা জ্বালিয়াছি, আঁধার সহ যুঝেছি,
পক্ষ, মাস, বর্ষ ;
আশ্চর্য্য কি আছে তবে, তমঃশক্তি জড় হবে,
হইবে সমর্ষ ?
শীঘ্র কর বজ্রাঘাত, শত্রুরে কর নিপাত,
তমঃ সেনাপতি ;
মানস তেজ সম্ভব, ব্রহ্ম তেজে মিশে যাব,
পাবো ব্রাহ্মী স্থিতি।
আদর্শ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা, করি ধরাতে প্রতিষ্ঠা,
যাব ব্রহ্মলোকে ;
প্রাণ ত্যজিবে ব্রাহ্মণ, মান নহে কদাচন,
সুখে, দুঃখে, শোকে।
জ্বলে ব্রহ্ম বিস্ফুলিঙ্গ, স্পর্শ প্রতি বিপ্র অঙ্গ,
দেহ ভঙ্গ সনে ;
ব্রাহ্মণ হ'তে ব্রাহ্মণে, ব্যাপ্ত হোক জনে, জনে,
ব্রাহ্মণ সন্তানে ;
জানুক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, জীবনে করি অবজ্ঞা,
আচার রক্ষণে।
দেরী কেন রুদ্র ভট, মৃত্যুদূত সমূৎকট,
বধ এইক্ষণে।"

দক্ষের গান—ভৈরবী—কাওয়ালী।

ভদ্র ! কি ভয় দেখাও ব্রাহ্মণে ?
ব্রহ্মপদ-কামী বিপ্র ডরে কি ধর্ম্ম-মরণে।
জলদ কি কুণ্ঠিত জল বরিষণে,
আশ্রয়াশ হুতাশন সতত দহনে,
আপনারে বিলাইতে নিঃশেষ দানে ?
গোত্রে বর্দ্ধন শরীর ব্রাহ্মণ,
আহুত জীবন, তপঃ আচরণ,
চরাচরে সদাচারে সতত রক্ষণে।
নশ্বর দেহে, ঈশ্বর কর্ম্মে,
নিয়োজিত সদা, বৈদিক ধর্ম্মে,
বেদ মর্ম্মে বাচাইতে, বিয়োজিবে প্রাণ।
ধর্ম্ম রক্ষিতে, যাউক এই প্রাণ,
ধর্ম্ম জ্যোতি না করিব ম্লান,
ত্যাগ পূত গঙ্গাস্নানে, শোধিব জীবনে।

বীরভদ্র

রে দুর্ব্বিনীত, দুঃশীল দক্ষ !
অপক্ষপাতী মোক্ষ পক্ষ,
মৃত্যুদণ্ড বিধানিল ত্র্যক্ষ ;
কর্ম্মসাক্ষী বিরূপাক্ষ, বিরূপ তোমারে।

কলুষ সংক্ষয় শিক্ষা তরে,
জর্জ্জরিত কৈনু রূক্ষ প্রহারে,
ভৃগু অগ্রণী, বিপ্র মূখরে,
মারি নাই কাহারেও প্রাণে একেবারে ;
কিন্তু, বিপুল কর্ম্ম সাফল্য
ঘটালো তব গর্ব্ব প্রাবল্য,
সারল্য-নাশী বুদ্ধি তারল্য ;
ঘুচিবেনা এজন্মে কভু মৃত্যুদণ্ড বিনা।
আকাশব্যাপী বেড়েছে দম্ভ,
হৃদয় শূন্য, হোয়েছ স্তম্ভ,
পশুর মতন, বিনা আলস্ত
মানস উত্তপ্ত তব, নিবৃত্ত হবে না।
ধর্ম্ম পাবে কি কষিয়া অঙ্ক ?
মিথ্যা আচারী, ভকতি-রঙ্ক,
স্বার্থ অন্ধ, ব্রহ্ম কলঙ্ক,
বিশুদ্ধ আচারে শুধু, না সেবিয়া শিবে ?
ঘোর অহমিকা তিরস্করণী
আবরিল তব, নয়ন মণি ;
দিব শলাকা জ্ঞানোন্মীলনী,
শিবানুশীলনী প্রজ্ঞা যাহাতে লভিবে।

মস্তিষ্ক-সেবী, হৃদয়-হত,
শিব-অস্পৃষ্ট, স্পর্দ্ধা বর্দ্ধিত,
উগারিছ রে বৃথা বল্গিত,
ফল্গু জল্পে ফলিবে না কোন ফল।
যে মাথারে তুলিয়াছ উচ্চে,
মহতে ভুলি, বাড়ালে তুচ্ছে,
ম্লানিলে চিত্তে, নির্ম্মল স্বচ্ছে,
বলিদান প্রায়শ্চিত্তে করিব অমল।
জান না কি বাবদূক মূঢ়!
অন্তর দেবতা, হৃদয় নিগূঢ়,
সাধ্য কেবল ভকতি গাঢ়,
দূর, দূর, বহুদূর, শুষ্কচিত্ত হ'তে?
মৃত্যু পূর্ব্বে শোনাই তোমারে,
তারক ব্রহ্ম বাণী নিকরে,
বেদান্তপ্রোক্ত অমৃতসরে,
করাইব স্নান তোরে বিশুদ্ধ করিতে!—
অক্ষেত্রজ্ঞ, অজ্ঞাত সর্ব্বথা
গুপ্ত-সুবর্ণ প্রোথন কথা
নিহিত হিরণ্য নিধি, যথা
সঞ্চারি উপর্য্যুপরি জানে না বারতা;
তথা, অনৃত-ছাদিত-চিত্ত
সর্ব্ব-প্রজা, অহরহ, নিত্য,

হ'তেছে ব্রহ্মলোক উপান্ত,
অথচ, অজ্ঞাত, সত্য ব্রহ্ম কোথা।
সেই এই আত্মা হৃদে বিরাজে,
'হৃদয়' নামে খ্যাত সমাজে ;
হৃদয় বিহীনে ব্রহ্ম ত্যজে,
লক্ষ্মী ত্যজে যথা সতী বিহীন ভবনে।
স, ত, য়, তিন অক্ষর কৃত
নামে, ব্রহ্ম পরিচিত ;
অর্ত্ত্য, মর্ত্ত্য যাহা তৎ, সৎ অমৃত,
যৎ বলি তারে, যে এই উভয়ে প্রদানে
হৃদয়ে নাশি, নেশেছ সত্য,
অমৃত সনে, গিয়াছে মর্ত্ত্য,
ব্রহ্ম ত্যজিয়া দানব সত্ত্ব
লভিয়াছ ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ প্রবর !
দীর্ঘকাল, প্রতি পলে, পলে,
বাড়িয়াছে পাপ তিলে তিলে,
পর্ব্বতাকার ধ'রেছে কালে,
ভেদকর অহঙ্কার, অসম দরশী।
শিব-বিদ্বেষ পাপ কালিমা
বাড়াল রুদ্র কোপ মহিমা,
সম্মুখে হের দিগন্ত সীমা,
বীরভদ্র কৃষ্ণমূর্ত্তি আকাশ পরশী।

হের পাপী! মূর্ত্ত রুদ্রকোপ,
গর্ব্বিত শির করি বিলোপ,
ঘুচাব মিথ্যা, ধর্ম্ম আরোপ
বপিব নূতন সনাতন ধর্ম্ম বীজ।
ওরে পশু, কুলিশ-কঠোর!
সহজ মৃত্যু হবে না তোর,
পশুর মারণ ঘটাবো ঘোর
শিব মহাযজ্ঞ যোগ্য পশু, দক্ষ দ্বিজ।"

বীরভদ্রের গান—ঝিঁঝিট খাম্বাজ

দক্ষ! ছাড় বৃথা অহঙ্কার;
ঘিরেছে অগণ্য জটিল সংস্কার।
পাতিবে ভাবিয়া পবিত্র আসন,
নিরমিলা ব্রাহ্মণ হৃদি, নারায়ণ;
অন্তর লোচনে, কর অবলোকন,
দেখিবে সঞ্চিত কলুষভার।
শৈব মার্জ্জনীতে যে মন্দির বেদী,
হয় না মর্জ্জিত, নিত্য নিরবধি,
ধৌত করে না, প্রেম-গঙ্গা-নদী,
দম্ভ আসি তারে করে অধিকার।

অহঙ্কারে, তুমি ভাব ব্রহ্মতেজ,
সাজান পুতুলে ভাব মহারাজ,
শিব চৈতন্যে হৃদি মাঝে খোঁজ
কায়মনোবচনেতে একবার।
জড় কর্ম্মে মগ্ন থাকি দিবারাতি,
হারায়েছ গভীর ধ্যানের শকৃতি,
শিবেরই আদেশে ঘুচাব বিরতি,
বিনাশিয়া দিব নূতন আকার।

হাঁটুগাড়ি বসে বীর দক্ষ বক্ষোপরে,
তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাত পুনঃপুনঃ করে ;
তথাপিও নাহি ঘটে দক্ষ-শিরশ্ছেদ,
বিস্ময়ে ভাবিছে বীর "আছে কোন ভেদ ;
অস্ত্র সহ শস্ত্র করিতেছি যে প্রয়োগ,
না হয় নির্ভিন্ন ত্বক একি কর্ম্মভোগ।"
বহুক্ষণ চিন্তা ফলে পড়িল দৃষ্টিতে,
যজ্ঞস্থলে আছে এক, পশুরে মারিতে,
কণ্ঠ-নিস্পীড়নাদিরূপ পশুঘাতী যন্ত্র,
তাহাতে নিক্ষেপে দক্ষে, পশু-পরতন্ত্র ;

এ উপায়ে দেহ হ'তে মুণ্ড হ'লো ছিন্ন,
ভূত, প্রেত, পিশাচদল আনন্দ আচ্ছন্ন ;
সাধু, সাধু রবে হয় মহা কোলাহল,
ভীম কলরবে পূর্ণ নষ্ট যজ্ঞস্থল।
হেরিয়া দক্ষদেহের বীভৎস বিকার,
ব্রাহ্মণ সমাজ করে ঘোর হাহাকার।
রোষবশে বীরভদ্র দক্ষ ছিন্নমুণ্ড,
দক্ষিণাগ্নিতে নিক্ষেপে, করি হোমকাণ্ড ;
যজ্ঞশালারে পরে করি অগ্নিসাৎ,
রুদ্রচর সহ গেলা কৈলাসে পশ্চাৎ।

দেবাদি সহ ব্রহ্মার কৈলাস যাত্রা

শিবভূত বিদ্রাবিত দেব মুনিগণ
সবে মিলি, উপস্থিত ব্রহ্মার সদন ;
দক্ষযজ্ঞে ঘটিবে যে ঐরূপ দুর্দ্দৈব,
ব্রহ্মা ও বিশ্বাত্মা হরি জ্ঞাত পূর্ব্ব সব ;
অতএব, তাঁরা দু'য়ে যান নাই যজ্ঞে,
ত্রিমূর্ত্তি অভেদ তত্ত্বে, ভেদ করে অজ্ঞে।
শুনি দেবগণ মুখে যজ্ঞের বৃত্তান্ত,
কহিল কমলযোনি সর্ব্বদা প্রশান্ত :—

"শোন হে অমরগণ! শোন সার কথা,
লোভবশে লুপ্তজ্ঞান হইলে সর্ব্বথা;
অপরাধ-কৃত ব্যক্তি যদি হ'ন তেজী
প্রাণভিক্ষা চাহিলেও নাহি হন রাজী;
জীবনাশা নাহি হেরি এইরূপ স্থলে,
মূল কাটি পত্রে জল কি হবে সিঞ্চিলে?
ভগবান ভব মুখ্য-যজ্ঞভাগ ভাগী।
মহা অপরাধী হ'লে তাঁহারে তেয়াগি;
সর্ব্ব কল্যাণ আকর শিবের ভাবনা,
শিবে হিংসি নাহি শুভ-লাভ সম্ভাবনা।
অতএব এই কর্ম্ম সাধ এইক্ষণ,
তদীয় চরণকমল, করিয়া গ্রহণ,
সুনির্ম্মল চিত্তে; যত্ন কর প্রসাদিতে;
শিব আশুতোষ, তুষ্ট হবেন ত্বরিতে;
পুত্রগণ! শিব নহেন দেবতা সামান্য,
তাঁর কোপে নষ্টলোক, লোকপাল গণ্য
যাহ সবে অনুতপ্ত; নিকটে তাঁহার,
ক্ষমা চাহি, মাগ পুনঃ যজ্ঞের উদ্ধার।
একে তিনি প্রিয়তমা বিরহকাতর;
তদুপরি বাক্যবাণে ভেদিত অন্তর;
ক্ষমা মাগি যদি শান্ত নাহি কর রোষ।
হবেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, বাড়িবে আক্রোশ;

আমি, ইন্দ্র, তোমরাও মুনি, দেহধারী,
যাঁর তত্ত্ব, বলবীর্য্য, সীমা দিতে নারি,
হেন আছে কোন ব্যক্তি, সে ভব নিকট
উপায় বিধান করে, নাশন সঙ্কট ?"
এমত আদেশি দেবগণে পদ্মযোনি,
দেব, পিতৃ, প্রজাপতি, সহিত আপনি।
বাহিরিলা গণসহ ত্যজি নিজধাম,
চলিলা কৈলাসপুরী অপরূপ ধাম।
ভগবান ত্রিপুরারি, প্রিয়তর গিরি।
যেথায় রাজেন হর, বামে নিয়ে গৌরী,
সে গিরির শোভা কেবা বর্ণিবারে পারে ?
ব্রহ্মা বিমুগ্ধচিতে চৌদিকে নেহারে।

কৈলাসপুরী।

ক্ষমা কর কৈলাসপতি ধৃষ্টতা নাই বর্ণিতে
হরগৌরীর বাড়ীর শোভা ; কুলায় কি কার শক্তিতে ?
কল্পনা কি সত্যি তুমি, সিদ্ধমাঝে সিদ্ধভূমি,
সর্ব্বতীর্থ শিরোমণি ! তোমার শোভন পায়ে নমি।
সকল কবির চরম সাধ্য সব কবিতার শেষ কথা,
প্রস্তরে অঙ্কিত তোমার বিপুল পুলক, নিবিড় ব্যথা ;
তোমার পাথর নয়ত পাথর, শিবগৌরীর চরণ অঙ্ক,
আঁকড়ে বুকে রাখবে ব'লে চিৎমাখন গিরিপঙ্ক ;

জমাট বেঁধে, প্রাণের বেগে, প্রস্তরে তার পরিণতি,
সেই পাহাড়ের প্রতি কণায়, বারংবার করি নতি ;
স্তুতি কোত্তে হার মেনে যায়, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, শ্রুতি,
অচ্যুত পরমানন্দ দ্রবধারা হয়রে শ্রুতি।
একদিকে তার বয় তটিনী, আহ্লাদিনী নদী নন্দা,
উছল বেগে, আর দিকে ধায়, পুলকে অলকানন্দা,
তরতরিয়ে, কুলকুলিয়ে গান গেয়ে যায় আপন মনে,
আছাড়, বিছাড়, খায় চারিধার, নাচে, চলে নিজের তানে ;
হরগৌরী স্নান করে যে, সেই গরবে গরবিনী,
মনমাতানো কলহাসে, মত্তা দুই কলনাদিনী,
দুই ভগিনী, শিবকাহিনী কত সুরে, ছন্দে, বলে,
আনন্দে, বাঁধ মানে না, ছলছলিয়ে আঁখিজলে।
তীরে তীরে, ঝুপড়ী বেঁধে, সিদ্ধ, চারণ, ভক্ত কত,
চক্ষুবুজে, প্রাণের মাঝে, শুনছে ধ্বনি অবিরত—
কত কথা কয় যে নদী, ভক্ত সাধুর কানে কানে,
রকম রকম, নিতুই নূতন, তারাই জানে প্রাণে প্রাণে।
প্রাণমাতানো, মনগলানো, ধ্যানজমানো কলকলানি,
উছল, উথল, বিচল, চেতন, বিকল ক'রে দেয় পরাণি।
নদীর পারে থরে থরে, ফুলের, ফলের, নানান তরু,
রাঙা, সবুজ, সুনীল, কাল, দীঘল, খাটো, মোটা, সরু,
রঙ্ বেরঙের কত পাতা, কত যে তার ফুলের শোভা,
চিত্র, বিচিত্র, বাহার, রতিপতি মনোলোভা।

ভরা নদীর কি যে ধারা, কাকের চোখের সামিল বরণ,
ময়লা তায় থাকবে কেন, ধোয়াবে শিব-গৌরী চরণ ;
সেই সলিলের ফেনিল রসে, লেহিত যে তরুর মূল,
জীবন রসে পূর্ত্তি যে সে, স্ফূর্ত্তি হবে তার কি ভুল ?
গাছের মাথায় পাতার বোঝা, ঠাসা যেন কুন্তলরাশি,
তাজা তাজা, সবুজ, পাটল, সবাই চিকণ, হাসি খুশী।
পৃথ্বীর শোভা কৈলাস ভূধর, তার অলঙ্কার সৌগন্ধিক বন.
কানন কান্তি বৈজয়ন্তী, স্বর্গমালী মলয় পবন ;
গাঁথে নিত্য, ফুল্লচিত্ত, মনসিজ মনোমোহন ;
গাঁথে, আর পাতার সনে করে কথোপকথন ;
মর্ম্মরিয়া মর্ম্মকথা কয় সে প্রতি শাখীর সাথে,
রকম রকম গাছের সুরে ভজন করে গৌরীনাথে।
কখনও বা কান্নার সুরে, উদাস, গম্ভীর করে প্রাণে,
কখনও হাসির লহরী বুকের ভেতর জোয়ার আনে।
পত্রলোমা সব বিটপীর গা ছুয়ে সে জাগায় পুলক,
মাথা টেনে, সবায় আবার, প্রণাম করায় ত্রিলোক-পালক।
স্থাবর যত মহীরুহে, পত্রীশাখা-কর দ্বারে,
ডাইনে, বাঁয়ে, ঊর্দ্ধ, অধঃ, প্রণাম করায় বারে বারে।
নতশীর্ষা, দীর্ঘবেণী ঝাউ, অনিল-স্রস্ত কুন্তলা,
মন-উদাসী, শং শং সোঁ সোঁ, শীষ তোলে পরাণ উতলা ;
কীচক রন্ধ্র, সঙ্গে সঙ্গে, উচ্চারে কর্ কর্ হর ;
দুইয়ে মিলে বলছে যেন, সোহং শঙ্কর হর

বনী-আশ্রম-শোভন, পরম, কদলীবন কম্রপত্র,
পত্ পত্ সন্ সন্ শব্দে স্বনে, "পতিসন্নিধেহি অত্র।"
স্বর্গতরু দেবদারু, দীর্ঘ তাপস, ধ্যানী ঋষি,
সরল, ঋজু, উর্দ্ধদৃষ্টি, মস্ত মস্তক আকাশস্পর্শী;
গম্ভীরভাষী, অচঞ্চল সে, অরণ্যানী মাথার মণি,
নিরপেক্ষ আশ্রয়দাতা, অমল, ধবল পাদপ মুনি,
তলায় তাহার আশ্রম বিমল, শ্রমবারী, মনোহারা;
প্রস্খলিত-পর্ণ-কোমল শয্যা, নিত্য, স্বয়ং তৈরী;
মাতরিশ্বা মুহুর্মুহু, ঝাঁট দিয়ে যায় দারু প্রাঙ্গণ,
সন্তর্পণে সঞ্চরে তায়, দেবঋষি অঙ্গনাগণ;
অপর্ণা তর্পণে তৃপ্তা, পার্ব্বতী অর্পিত-প্রাণা,
সুসংযতা, অনিন্দিতা, মুগ্ধা পার্ব্বত্য ললনা,
সুললিত—লাস্যযুতা, ফুল্লাননা কাদম্বরী,
নৃত্য-তালী সুরলহরী তোলে দ্রুমাঙ্গন ঘিরি;
দেবদারু-তল-বিথারী ধূলি নয় সে পাঁপড়ী কমল,
ঘর্ষিত চন্দন চূর্ণ হেন, অমল, ধবল, কোমল।
সোণার পালং কোথায় লাগে, কুসুম-ঢাকা পর্য্যস্তিকা ?
দারুর তলায় পেলব শয্যা, আমোদিত কস্তূরিকা!
বায়ু-ভর আন্দোলিত, করে ঋ, ঋ, সাঁ আ উঁ আ;
বীজমন্ত্র-সম্বলিত বলে হর্ হর্, শ্যামা, উমা।
সকল পাখী জুটলো আসি, বসে কানন শাখী 'পরে,
কোয়েল, দোয়েল, 'বউ কথা কও', গান জুড়েছে তারস্বরে;

চটক, ফিঙ্গে, চটুল শালিক, লম্বাঠুঁটো মাছরাঙ্গা,
রঙীন, লাল, সবুজ, কালো, রঙ্ ছোপানো পালক নানা,
লক্ষ, লক্ষ, ছোট্টো পক্ষী আসছে চমৎকার সাজে,
গানের সঙ্গত ক'রবে বলে, শোনাবে শিব-মহারাজে ;
চূত-স্বাদ-কষায়-কণ্ঠ, হ্লাদ-মত্তা কুহরিণী,
তুলিল উদাত্ত কণ্ঠে, অতুলিত কুহুধ্বনি ;
প্রিয়ারব শুনি পিক, পঞ্চমে তুলিল তান,
চড়া-হ'তে চড়া পর্দ্দায়, ক্রমে ক্রমে ওঠে গান।
শিব-শক্তি-মহাপ্রেমে কানন-বায়ু ভরপূর,
পশু, পাখী, সবার প্রাণে, জাগায় তীব্র প্রণয় সুর।
প্রতি পুরুষ মাঝে শিব, নারীর মাঝে বৈসে গৌরী,
ঐকান্তিক দাম্পত্য প্রেম, প্রতিবিম্ব সেই প্রেমেরই।
বৃহদারণ্যকোপনিষদে, আছে স্পষ্ট উক্ত,
সর্ব্ব-অগ্রবর্ত্তী আত্মা, পুরুষবিধ প্রোক্ত,
নন একাকী মোটেই সুখী, ইচ্ছা করেন তাই দ্বিতীয়,
স্ত্রীপুমান্ সম্পরিষ্বক্ত, যেন ভাব করিলেন স্বীয় ;
ইদম্ভুত আত্মায় করেন দ্বেধা, দুই ভাগে বিভক্ত,
তাই থেকে হয় পতি পত্নী, পরস্পর অনুরক্ত
মিথুনের আকর্ষণ তাই, এত গভীর, এত নিবিড়,
আস্বাদিতে স্বীয় রস, সর্ব্বরসের মালিক, অধীর ;
তাইতো দুই, তাইতে বহু, তাই মায়াবী হ'লেন পুরু,
ভোগসম্ভার তাইতো বিস্তার, তাই ভগবান কল্পতরু।

প্রতি জীবের হৃদে বসি, প্রীতি বর্ষেণ দিবানিশি,
তাইতো হাসি, তাইতো অশ্রু, বিচ্ছেদ-ব্যথা, মিলন খুশী ;
সখার প্রতি সখীর টান, প্রাণের সাথী অনুসন্ধান,
চন্দ্রিকা নির্ঝরে স্নান, মর্ম্ম-মথী প্রণয় গান ;
অন্ন, মন, প্রাণ, বিজ্ঞান, আর আনন্দময় কোষপঞ্চ,
আকুঞ্চন, প্রমোচন, সিঞ্চে আনন্দ প্রপঞ্চ ;
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, প্রতি কোষে মোদ-কেন্দ্র,
সঞ্চার চঞ্চলায়িত, সঞ্চিত হরষ সান্দ্র ;
কায়মনোবাক্য বেয়ে, ঝরে প্রেমরসধারা,
সুরের কম্পন, স্বপ্ন দেখায়, মন ভুলানো পাগল করা ;
লক্ষ পক্ষী মাঝে যখন, পায় সে পাখী আপন সখী,
উন্মাদনী কণ্ঠধ্বনি বক্ষমাঝে যায়রে হাঁকি ;
উতলা, প্রেম-বিভোল, ডাকে ; "বউ কথা কও" "বউ কথা কও"
লুকায়ে থেক না সখি ! "দেখা দাও গো" "গো দেখা দাও"
"এক বিনা অর্দ্ধ আর ; এসো এক হই মিলি ডুঁহু, ডুহু,"
তাই কি কোকিল ঝঙ্কারিছে ফুকারিয়া কুহু, কুহু ?
কেকা রবে ডাকে শিখী, "কে গা ! কেও ! কই গো সই ?
কোথা গো কাছে এস, কাকু করি কথা কই।"
জলধর দরশনে, হর্ষে শরীর রোমাঞ্চিত,
বিশ্বশিল্পী বিচিত্রিত, চিত্র পিচ্ছ বিস্তারিত।
মরণ, জীয়ন, পাখীর সমান, দুঃখের বোধ নেইক সেথা,
অফুরন্ত প্রীতি ভাণ্ডার, মহামায়া যোগান যেথা।

যতক্ষণ তাই বেঁচে আছে, বেঁচেই তার সুখ, সদানন্দ,
ওড়ে, নড়ে, ফূর্ত্তি করে, ঐকান্তিক নয় কোনও দ্বন্দ্ব।
খানিকক্ষণ কিচির-মিচির, পাখা খুলে সাপ্‌টা সাপ্‌টি,
মুহূর্ত্ত দুই পরেই মেটে, ঝগড়া ঝাটি পরিপাটী;
গলায় গলায় ভাব হ'য়ে যায়, গায় মিলিয়ে সব গলা,
শিবগৌরীর মিলন গান, তুলে নানান সুরের মেলা।
মোহন গানে আকর্ষিত মুগ্ধ গন্ধর্ব্ব দম্পতি,
হাস্যোৎফুল্ল আস্যে আসে, সঙ্গীত-প্রফুল্ল মতি।
পুংপ্রকৃতি, শিবশক্তি, যৌনবৃত্তির মূল প্রসূতি,
সান্দ্র প্রেমের ইন্দ্রজালে, মুগ্ধ করে জীবে নিতি।
কান্ত মুখে মুগ্ধা হেরে, রসময়ের প্রতিকৃতি,
কান্তা মুখে বিম্বিত হয়, কান্তিময়ী আত্মাসতী।
সং লালসার কাষ্ঠা গতি, ভালবাসার বিপরীত রীত,
কুৎসিতে সুন্দর দেখায় সে, অভাবে, সুন্দরে কুৎসিৎ
প্রিয় জানে, আমার প্রিয়া সৃষ্টিমাঝে সৃষ্টিসেরা,
তারই প্রিয়া তরে তৈরী অতুলনীয়া অপ্সরা।
প্রেমাঞ্জনে অঞ্জিত যার হয়রে ভাগ্যে, আঁখিদিঠি,
সকল মিঠা এক ঠাঁইয়ে তাঁর, স্বর্গ হয়রে ভাঙা কুঠি।
পাহাড় মাঝে পাতায় ঢাকা, কত সানু, গিরি কন্দর,
অহ্বানিয়া প্রেমকল্লোলে, ঝরঝরিছে অঝোর নির্ঝর;
জোড়ায় জোড়ায় কান্ত সনে, বিহার করে সিদ্ধনারী,
লতামণ্ডিত বিতানে, বৈসে আসি পাশে তারই;

দোঁহে, দোঁহে প্রেম বিহ্বল, কথা নাহি, শুধু চাওয়া,
নির্ব্বাক, নিস্পন্দ উভে, চাওয়ার মাঝে সকল পাওয়া।
কেউ বা বলে দয়িতারে, চুপি চুপি প্রাণের কথা।
প্রলাপ প্রপঞ্চ কেবল, অভিধান লজ্জিত সেথা;
প্রণয় পাগল প্রগল্ভ দল, উচ্ছ্বাসে হর্ষিত যারা,
মধুর তানে, প্রমোদ গানে, মুখর করে কানন সারা।

দাম্পত্য সংগীত-গৌর সারং-একতালা।

ওগো প্রিয়! আমার ভালবাসা লও গো;
(আমার) আঁখির সনে, তোমার আখি মেলাও বঁধু, চাওগো
তোমার চোখের ওই চাহনি, কাঁপায় সারা তনুখানি,
নাহি জানি কোন বেদনে, বিভোর করে দাও গো।
পাগল পাপিয়া ঝঙ্কারে, বেণুবনে মর্ম্মরে,
নির্ঝরিণীর ঝরঝরে, ভরে হৃদয় মোহন সুরে গো।
তোমার রাঙা বিধুমুখে ঢালছে কিরণ রাশি রাশি,
হাসিমুখে ফুল্ল শশী; ঘোমটা খোল বধু গো।

—০—

আনন্দ প্রস্রবণ দৃষ্টে, অমর দল বিস্মিত,
নদী, গিরি অতিক্রমি, অলকাপুরী আগত;
যক্ষেশ্বর পুরী এড়ি, হেরে সৌগন্ধিক বন,
'সৌগন্ধিক' আখ্যা খ্যাত, পদ্ম জনম ভবন;

স্নিগ্ধ মধুর, সৌরভ তাহার, সর্ব্বত পরিসর্পিত,
পবিত্র অর্চ্চনা গন্ধে, আগন্তুকগণ হরষিত,
উল্লসিত, আনন্দিত, শিবভাব প্রমোদিত,
গদ গদ ভাষে, ভাষে, অশ্রু, কণ্ঠ সমুদ্গত।
অদূরে মানস সরোবর, সহস্রদল কমল বুকে,
কুণ্ডলিনী, শিবের কোলে, নিত্য যেথা মিলেন সুখে;
নিস্তরঙ্গ, অনাবিল, মনের প্রতীক মানস সর,
দরশন মাত্র হৃদে, উদয় সদয় শুভ্র হর।
থৈ থৈ থৈ, কাল জলের, আস্তরণ আস্তৃত,
কাঁচের মত সুনীল আকাশ, বক্ষে প্রতিবিম্বিত;
বিস্মিত সব, ধ্যানহত, কুণ্ডলিনী জাগরিত,
অজ্ঞাতে গণ্ডযুগল, দরদর ধারাপ্লুত;
কর্ণে পশে ঝিল্লীরব, বিলম্বিত প্রণবধ্বনি,
ওঙ্কার নির্ধ্যান মন্থ ঘটে, আপনা আপনি।
চলিতে চলিতে চ'ক্ষে পড়ে অভিরাম দৃশ্য,
জ্ঞানীচিত্ত প্রমথন, বাক্যেতে নহে প্রকাশ্য।
দৈবযোগে আপনা হ'তে হ'য়ে আছে স্বয়ং তৈরী,
মরি! মরি! কি মাধুরী! সহস্র ফুলের কেয়ারী।
বাবার বাগান নিত্য সাজান, জগৎমালিক মালী নিজে
আজ্ঞা তাঁহার, হাত দেবে না, কেউ প্রকৃতির সাজ কাজে।
গাছে, গাছে, ফুলের মালা, গেঁথে যেন কে রেখে যায়,
নিত্য নিত্য, নতুন নতুন, পুষ্প যেন কে যোগায়;

গাছে গাছে আড়াআড়ি, কুসুমে, কুসুমে রঙ্গ ;
কে কত বেশী ফুটিবে, সুষমায় ভাসাবে অঙ্গ।
গন্ধবহ মলয়ানিল বহে সেথা মন্দ মন্দ,
অলিকুল আকুলিত, পান করে মকরন্দ ;
মধুপানে মত্ত ভৃঙ্গ গুঞ্জরিছে গুন্ গুন্ স্বরে,
ভক্ত যেন প্রেমোচ্ছাসে, বিভুগুণ গান করে।
শুধু ধ্যানে প্রাণ মজে কি, পূর্ণ যখন হয়রে হৃদি,
হৃদয় ভেদি নির্গত হয় বেগবতী ভাবনদী ;
মনে হয় রে নিরবধি, কেবল কাঁদি, কেবল কাঁদি,
হর হর গৌরী ব'লে, উচ্চৈঃস্বরে গগন ভেদী ;
হৃদয়টা হোক আকাশ প্রমাণ, সাগর প্রমাণ অশ্রুজল,
চক্ষু গোমুখী হউক, চালুক ধারা অবিরল।
ওই শোন ওই যে শোনা যায়, কি আরাম ! ওহো কি আরাম !
পার্ব্বতী শঙ্কর, হর, গৌরী, শিব, শম্ভু নাম ;
নাচছে কারা, এমন ধারা নর্ত্তন লোমহর্ষণকর ?
চক্ষে ধারা, মুখে তারা, ববম্ বম্ ব্যোম্ হর হর্।
সর, সর ভাই ! সর, সর, একবারটি দেখি নৃত্য,
দেখে জনম সফল করি, এই নাচই তো শিব সত্য।
স্বর্গে কি কেউ দেখেছ ভাই, পাতালে অথবা মর্ত্ত্যে ?
কি আনন্দ ! কি পূর্ণতা ! আহ্লাদে যে চাই গো মরতে।
গায়ে কাঁটা দিচ্ছে কেবল, বইছে বুকে ভাবের ঝড়,
সম্বরিতে নারি নিজে, ধর রে ভাই আমায় ধর।

ও কি ও ? চন্দনের গন্ধ আসছে এত কোথা হ'তে ?
এত স্নিগ্ধ, এত জমাট, পুরী পূর্ণ সৌরভেতে ?
এত চন্দন ঘ'ষছে কারা, কারা ক'চ্ছে মহাপূজা ?
"ভুল্লে, শিবের রাজধানী যে, শিব এ রাজ্যের মহারাজা !
ওই দেখ হাজার হাজার, বনে চন্দন গাছের বাজার.
ইচ্ছা মাত্র মহারাজার, পূজার সম্ভার আপনি যোগাড়।
নিত্যোৎসব, বিরাট পূজা, বাবার করে কৈলাস প্রজা,
বাসন কোসন নাই প্রয়োজন, চন্দন ঘর্ষণ, তৈজস মাজা।
দলে দলে বনকুঞ্জর, চন্দন গাছে ঘ'ষছে গাত্র,
পূজা-প্রকাশ চন্দন-সুবাস বাসিত বন তাই সর্ব্বত্র।
শিবের গাজন ভজন, পূজন, মনোরঞ্জন, অতি সোজা,
মনটি করি কৈলাসপুরী, প্রাণটি যদি রাখ তাজা ;
চাই না ফুল, বিল্বপত্র, আসন, বসন, কোসাকুশী,
টাট্, চন্দন, দিগ্বন্ধন, অঙ্গন্যাসের কষাকষি ;
ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য যোগাড়, ক'র্ত্তে হয় না কৈলাসে,
ভূতশুদ্ধি, আসন শুদ্ধির নাই প্রয়োজন শিবাদেশে।
দেবল, দেউল, নাই প্রতিমা, নাই সাজোয়া সরঞ্জাম,
সর্ব্ব আড়ম্বর শূন্য, সর্ব্ব-পূর্ণ শিবধাম।
গাছে গাছে ফুল ফুঠে রয়, হ'লদে, সবুজ, সাদা, কালো,
কুমুদ কহ্লার, রক্ত কমল, বাপী সলিল ক'রছে আলো ;
চিত্তে করি পুষ্পায়িত, নাহি করি বৃন্তচ্যুত,
ভক্তিভরে পরম শিবের পায়ে করে সমর্পিত ;

ত্রিশিখ, অচ্ছিদ্র, কোমল বিল্বপত্র অগণন,
শিবভাব উদ্দীপক মানসে করে অর্পণ ;
কৈলাসের প্রস্তরাসন, হ'তে আর কোন আছে আসন,
শুধু ক'রলে উপবেশন, আপনি আসে নিদিধ্যাসন ;
দিগ্‌বসনের পুজার বসন, কোন্ রেশমে ক'রবে বয়ন্ ?
ব্যাঘ্রকৃত্তি, বল্কল গৈরিক, শূন্য, বাসি, সবই চলন ;
তামার কোশাকুশী টাট্, কত বা জল ধ'রবে বল ?
পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে, ঝরছে ঝর্ণা অবিরল।
দুধগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা, কত যে গিরিবাহিনী,
আঁকা বাঁকা, কুটিলগা, তুষার ঢাকা মন্দাকিনী ;
শিব-নিনাদিত-গীত-শ্রবণ-গলিত হরি,
দ্রবীভূত বিষ্ণু রাজে শিবশিরে, ব্রহ্মবারি ;
শিবজটায় শিবগঙ্গা বইছে সেথা দিন যামিনী
তা হেরে কি, কোশায় পুরে, জল ছিটাতে সরে পাণি ?
অঙ্গ, কর, মাতৃকান্যাস, বল কোথায় ক'রবে বসি ?
হেথায় শুধু বাস করে যে, সর্ব্বনাশা সর্ব্বন্যাসী।
শিব বিশ্বাসী ন্যাস ক'রেছে, আত্মা শুদ্ধ শিব চরণে,
অং বং আর ক'রবে কোথায়, দেহাত্মবোধ হীন জনে ?
মলয় পবন, পরম পাবন, যোগাচ্ছে ধূপ দিবারাতি,
ধুনুচিতে ধূপ জ্বালাবার, হয় কি সেথা কারও রতি ?
স্মৃতিরূপা পলতেটিরে, রাগভক্তি তৈলে মেখে,
জ্ঞানের বাতি জ্বেলেছে যে, ধাতুর বাতির কি ধার রাখে ?

কায়মনোবাক্য শুদ্ধ নিবেদন ক'রেছে শিবে,
আর নৈবেদ্য পাবে কোথা, কি আছে তার নিজের ভবে ?
ভূত শুদ্ধ হ'য়েই আছে, স্বয়ং ভূতনাথের রাজ্যে,
পায়ের তলায় গড়াগড়ি, হাজির সদা শিবকার্য্যে।
পুরোহিত কি ক'রবে হেথা সবাই যেথা শিব সুহৃৎ,
"শিবায়", "বাবায়,", বা বল না তাতেই সাড়া দেয় যে সচ্চিৎ।
ভুবন জোড়া আবাস যাঁহার, সর্ব্বব্যাপী, সদা মুক্ত,
আকাশেরও আকাশ যিনি মন্দির সীমা তাঁর কি যুক্ত ?
কৈলাসের স্থান মাহাত্ম্যে, উপছে ওঠে শৈবধী,
যত্র তত্র হয় প্রতিভাত, গঙ্গাধরের সন্নিধি।
সাক্ষাত থাকিতে শিব, অপ্রতিম যাঁর মহিমা,
কোন বালক পুজবে গ'ড়ে, বিশ্ব পিতার প্রতিমা ?
দেহ মন যার শিব ভবন, তার প্রতীকের কি প্রয়োজন ?
মূর্ত্তি গ'ড়ে পুজবে সে জন, আত্মার সঙ্গে যার বিয়োজন।
আহার, বিহার, শয়ন, স্বপন, অনুক্ষণ যে ভবে ভাবে,
তদ্ভাবে ভাবিত সদা, বিশেষ পূজা কখন ক'রবে ?
প্রতাপ যাঁহার উগ্র, তপ্ত, সব আতপের যিনি আতপ,
কোন প্রচ্ছদে ঢাকবে তাঁরে, বিনা আকাশ চন্দ্রাতপ ?
চল, চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল ভাই,
তারে বাড়া, তারে বাড়া, দেখছি কেবল বাড়ার শেষ নাই।
ওই শোনা যায়, ওই শোনা যায়, শোন, শোন নূতন ধ্বনি।
মেঘমন্দ্রে উচ্চারিছে, কারা ওই প্রণব বাণী ?

দূর হ'তে আসে ভেসে, প্রাণের ভিতর প'শে,
অভিসিঞ্চিত কৈল, অননুভূতপূর্ব্ব রসে ;
ত্রিদিবের কোনও গানে, অপ্সরা নিন্দিত কণ্ঠ,
করে নাই অভিভূত মোরে এমন বিকুণ্ঠ।
কি যেন এক মহাভাব, উৎকণ্ঠা ঘিরিল মর্ম্ম,
বিলুণ্ঠিত হ'তে চাই, অবনীতে, ভুলি শর্ম্ম।
এ যেন স্বপন দেশ, সকল কামনা শেষ,
চুম্বি, অণু পরমাণু, উন্মোচি কৃত্রিম বেশ।
কিছুই নাই নকল হেথা, সবই খাঁটা স্বাভাবিক,
প্রকৃতির করলেখা মুছে নাই, সব আছে ঠিক।
হের, হের, ওই যে হের, মহারাজাধিরাজাসন,
বিশাল বট বিটপী, মূলে নিষণ্ণ দিগ্বসন।
ঊর্দ্ধে চুম্বিছে আকাশ, পঞ্চ-সপ্ততি যোজন ব্যাস ;
সুপ্রকাণ্ড বৃক্ষ বটে, নাহি একটি পাখীর আবাস,
সমক্ষে আসিয়া তার, নেহারিল নাকবাসী,
মুমুক্ষু-জন-আশ্রয়, মহাযোগময় বসি।"

যোগীশ্বর মহাদেব।

* হের রে ভয়হরে, অভয় দাতা
শঙ্কর, সুখকর, সঙ্কট ত্রাতা ;
আসীন পদ্মাসনে, যেন রে কৃতান্ত,
রোষ-লবলেশ নাহি, মুরতি প্রশান্ত ;

রজত গিরিনিভ, গম্ভীর স্বয়ম্ভু,
ব্যোম, ব্যোম, হর, হর, জয় শিব, শম্ভু ।
সনন্দ আদি যতি, যত মহাসিদ্ধ,
ঋদ্ধি অধিপতি কুবের সমৃদ্ধ,
বর্দ্ধিত যোগ বুদ্ধি, বিরাগী ও ভোগী
করিছে উপাসনা, বিবাসন যোগী ;
সমাধি-তপঃ-বিদ্যা পথিক প্রভু ।
ব্যোম্, ব্যোম্, হর হর, জয় শিব, শম্ভু ।
বিশ্ব-সুহৃদ্ আজি, বাৎসল্য রসে রে,
লোকহিত হেতু, তপস্যা আচরে ;
অঙ্গ শোভা যেন সান্ধ্য অভ্রপ্রভা
বিগ্রহ, বিভাযুত ; তাপস লোভা
ধরিল চিহ্ন দেহে, বিদেহ-প্রতিভূ ;
ব্যোম্, ব্যোম্, হর, হর, জয় শিব, শম্ভু ।
দক্ষিণ ঊরু 'পরে, বাম পদ ন্যস্ত,
বাম জানু উপরে, দক্ষিণ হস্ত,
লগন মণিবন্ধে, অক্ষমালা,
তর্কমুদ্রাকর, বীরাসন ভোলা,
আশ্রিত যোগপট্ট সমাধি, আত্মভূ,
ব্যোম্, ব্যোম্, হর, হর, জয় শিব, শম্ভু ।
থামিল কি মন্মথ-মথন শোক ?
পাইল প্রমথনাথ, অশোক লোক ?

ক্ষিপ্র নিবিল তীব্র বিরহ জ্বালা ?
বিস্মৃতি সৈকতে, লুপ্ত ঊর্ম্মিমালা ?
শাম্ভবী স্মৃতি যাবে, সম্ভব কি কভু ?
ব্যোম্, ব্যোম্, হর হর, জয় শিব, শম্ভু,
ভুলিবে কি সতীপতি, সতী বিরহ ?
কে রাখিবে তবে তার, স্মৃতি অহরহ ?
আবহ–মহাভাব, বহে, মহেশ
অন্তরে সতীরে, বিষ্ণু, যথা শেষ ;
নির্গত ধ্বনি ওম্, ভেদি কণ্ঠ কম্বু,
ব্যোম্, ব্যোম্, হর, হর, জয় শিব শম্ভু।
ধরণী মর্ম্ম, যবে, হইল ছিন্ন, (১)
আকাশে মিশে, বক্ষ, করিল শূন্য ;
বিশাল, গভীর ক্ষত গেল কি জুড়িয়া ?
শূন্য কি হ'ল পূর্ণ, জুড়াল হিয়া ?
খণ্ডিত বুক্ক ফিরে, পেল কি রে ভূ ?
ব্যোম্, ব্যোম্, হর, হর, জয় শিব, শম্ভু।
সে খালি এখনও হয় নি ভরাট,
ভেদিত সে ব্যবধান, আছে রে বিরাট,

(১) প্রশান্ত মহাসাগরে উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত হইতে এই উপমাটি গৃহীত হইয়াছে।

ধরিত্রী, সর্ব্বং-সহা, কাঁদে অবিরল,
প্রলেপিতে ক্ষতে, ছোটে রাশি রাশি জল,
রূপিত, প্রশান্ত মহাসাগর অম্বু,
ব্যোম্, ব্যোম্, হর, হর, জয় শিব, শম্ভূ।
কাটিয়া গিয়াছে নিয়া হৃদয় অর্দ্ধখানি,
প্রেয়সী মহিয়সী, মহামেলানি,
ধূ, ধূ, ধূ, জ্বলিতেছে, হৃদয় শ্মশান,
নিভাবে কে জ্বালা এ, বিনা ব্রহ্মজ্ঞান ?
আনন্দ বাদল হৃদে, বরষে ঋভু,
ব্যোম্, ব্যোম্, হর, হর, জয় শিব শম্ভু।
ভোলেনি ভোলানাথ, সে কি ভুলিবার ?
সকল কামনা কাম্য, সর্ব্বস্মৃতি সার,
কে রাখে ব্রাহ্মী স্থিতি, বিনা ব্রহ্মচর্য্য,
আশ্চর্য্য উর্দ্ধ বীর্য্য, শিব আচার্য্য,
সজ্জন শরণ এক, নির্ভর পরভু ?
ব্যোম্, ব্যোম্, হর, হর, জয় শিব শম্ভু। *

শিব সন্দর্শনে সমাগত দেব ও মুনিবৃন্দের চিত্তে সাত্বিক ভাবের উদ্গাম ও প্রসঙ্গতঃ অবতার তত্ত্ব প্রকটন।

মগন, শিব-দরশনে, সকলে ভেল নিরমল,
উছল, ছল আঁখি জল, প্লাবিত গণ্ড হৃদিতল।

মথি অমৃত অম্ভোধি, পীত আকণ্ঠ শম্ভুধী,
বিক্রিয়া সাক্ষী নিরবধি, প্রাপিত ঐকা সত্ত্ব বোধি ;
অতীব অন্তঃ শক্তিধর, বহিঃ প্রশান্ত গঙ্গাধর,
গৃহীত- মুষ্টি চরাচর, নিহিত দৃষ্টি সর্ব্বান্তর,
আকর্ষে প্রাণ সর্ব্বজন, অঞ্জন মুছে নিরঞ্জন,
ভঞ্জন কলুষ গঞ্জন, অসম বুদ্ধি বিভঞ্জন ;
কুটিল বার্ত্তা দূরবনে, ছুটিল ভীত, দরশনে ;
টুটিল গ্রন্থি দ্রষ্টামনে, মিটিল্ কাঙ্খা অর্থীজনে।
মননশীল জন আদ্য, ভগবান ভব নতারাধ্য ;
অঞ্জলি কৃত, সহ পাদ্য, পতিত শ্রীল পাদপদ্ম,
সহিত যত লোক পাল, কৈলাসগত মুনিদল,
অপূর্ব্ব ভাবে সুবিহ্বল, ঐশ্বর হর্ষে কম্পাকুল।
জানিল ভব, আদি মুনি, এসেছে ব্রহ্মা, আত্মযোনি ;
অসুর, সুর শিরোমণি, নমিছে লুটি অবনী ;
বামন মূর্ত্তি যথা হরি, কশ্যপে নমে পায়ে পড়ি,
মস্তক তথা নত করি, ব্রহ্মারে নমে, কর জুড়ি।
ভারতী মতি অতি সূক্ষ্ম, মানব গতি স্পষ্ট লক্ষ্য,
দর্শিত, তত্ত্ব জ্যোতি পক্ষ, অসত্য অমা প্রতিপক্ষ।
অলীক বাক্য জালাবলী, জালিক নহে পতঞ্জলি,
লিপিতে তুলে তাহাই খালি, জানিল যাহা সত্য বলি ;
মনন গতি সুনির্দ্দিষ্ট, আবছায়া দোষে নহে দুষ্ট,
তত্ত্বে করেনা সত্যভ্রষ্ট, কথার পেষণে পিষ্ট, নষ্ট।

ঈশ্বর যদি আছে, তবে, কেবা সে, তারে প্রকাশিবে,
স্বল্প অক্ষরে, ভূতভাবে, বচন ধূম্রে না ঢাকিবে।
অনন্ত ক্ষুধা, সত্য লাগি, তাড়িছে সবে, ত্যাগী, ভোগী,
মিটাবে কে তা, বিনা যোগী, পরম সত্য অনুরাগী ?
পল্লবগ্রাহী, আত্মম্ভরি, বাক্য-বিলাসী মনোহারী,
অজ্ঞতা ভারী ঢাকে, ছাড়ি বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী।
আদেশে বৃহদারণ্যক, জানিবে যদি সত্য এক,
পঠন বারণ বহু বাক, বাক্যের শুধু বিগ্লাপক।
ঈশ্বর বাসে কি স্বরূপে, অজ্ঞানী ভাষে বহুরূপে,
নিক্ষেপে মূঢ়ে, অন্ধ কূপে, পূরিত গাঢ় মিথ্যা স্তূপে।
প্রোজ্জ্বলমতি যোগী আসে, করেতে বর্ত্তি দীপ্ত, ভাসে,
তত্ত্ব দরশী সত্য ভাষে, ঈশ স্বরূপ পরকাশে।
করম ক্লেশাশয় দোষ, অপরামৃস্ট যে পুরুষ,
ঈশ্বর খ্যাত সে বিশেষ, ভূষিত গুণ সর্ব্বাশেষ।
পরমেশ্বর প্রণিধানে, মুমুক্ষু লভে আত্মজ্ঞানে,
বচনে স্পাষ্ট, যোগ ভনে, জিজ্ঞাসু-সত্য, শিষ্ট জনে।
ধরি বিগ্রহ যদি নিজে, ভকতে ঈশ নাহি ভজে,
কেবা তাহারে তবে পুজে ? শূন্যে কি কভু মন মজে ?
মানব সব দোষযুক্ত, বদ্ধ, অথবা জীবন্মুক্ত,
নরে করিতে নহে শক্ত, একান্ত ভকতি সংসক্ত।
সাধিতে স্বীয় সুত শুভ, সচ্চিদানন্দ স্বয়ম্প্রভ,
অসীম হন সসীম নিভ, মানব পূর্ণ, সপ্রতিভ ;

অনন্ত যদি না হন সান্ত, কেমনে তবে মানুষ ভ্রান্ত,
বিভু মহিমার পাবে অন্ত, সঙ্গম লিপ্সা হবে শান্ত ?
বুঝিবে কিসে, সত্য যে কি, খাঁটী কোনটা কোনটা ফাঁকি ?
লোক বচনে যাবে ঠকি, বচন আপ্ত, শুধু বাকী।
বচন আপ্ত বলিবে কে ? সম্পূর্ণ আপ্ত কে এ লোকে ?
বিনা সে পূর্ণ, মানি যাঁকে, আব্রহ্ম-স্তম্ব পদে থাকে ?
শরীরী কৈ সে বিনা জুগুপ্সা, করণাপাটব বিপ্রলিপ্সা ?
আবল্য শূন্য স্বার্থ ঈপ্সা ? পূর্ণ, লোকহিত বিধিৎসা ?
প্রাণের প্রাণ, সারাৎসার, নিজে না হইলে অবতার ;
মিটাবে তৃষা কেবা আর, বোঝাবে লোক ব্যবহার ?
খণ্ডিত বুদ্ধি কহে কিছু নাই, সংসারই শুধু সার রে ভাই।
অতৃপ্ত পরাণ কাঁদে আরও চাই, ওগো ! আরও চাই,
প্রভো ! আরও চাই।

চাওয়ার আমার বিরাম নাই, ততই চাহিগো যতই পাই,
এদিকের চাওয়া হ'লে ছাই, তোমা চেয়ে শেষে কাঁদি তাই।
আন্তর তীব্র প্রেমক্ষুধা, সাঙ্গ করিল সব দ্বিধা,
নিজে করিলে তাই বহুধা, ভুঞ্জিতে দ্বৈত লীলা সুধা ;
মূরতি স্নেহের হ'লে মাতা, পরম শ্রদ্ধা পাত্র পিতা,
অভিন্ন-আত্মা ভগ্নী, ভ্রাতা, প্রেয়সী কান্তা, প্রিয়া সুতা ;
আত্মজ হইল আত্মা নিজে, আসিলে প্রভো ! বন্ধু সাজে,
লোকশরণ গুরু সেজে, এস দয়ালু ! জনমাঝে।

যাবত শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ, জগত জ্যেষ্ঠ হ'তে জ্যেষ্ঠ
পরম প্রেষ্ঠ হ'তে প্রেষ্ঠ, পূরাতে আর্ত্তি, ভক্তাভীষ্ট ;
আচরি স্বয়ং ধর্ম্ম শিখাও, বিতরি আলো, পথ দেখাও,
জটিল তত্ত্বে সোজা ক'রে দাও কুটিল গ্রন্থ খুলিয়া দাও ;
নিরাশ প্রাণে শান্তি ঢাল, আঁধার গগনে বাতি জ্বাল,
দুর্গম পথে নিয়ে চল, দুর্ব্বল-বল কথা বল ;
সকল অভাব পূর্ণ কর, শঙ্কর, হর, দুঃখ হর,
কানায় কানায় পরাণ ভর, ভাবপূরিত গর গর ।
হৃদয় যদি চাহে তোমারে, কৈতবলব পরিহারে,
তর্ক, বিতর্ক, যায় সুদূরে, আবির্ভাবেতে প্রাণভরে ।
তপন যথা পরত্যক্ষ, প্রমাণ অন্য-নিরপেক্ষ,
অবতার তথা স্বয়ংলক্ষ্য, একান্ত-ভক্তি চক্ষু সাক্ষ্য ।
লোক সংগ্রহ হেতু নিজে, নব বেশে এসে লোক মাঝে,
রাজা, আচার্য্য, হ'য়ে রাজে অজ, জনতা যারে পূজে ।
আচরে ঠাকুর শ্রেষ্ঠ যাহা, ইতরজন করে তাহা ;
প্রমাণ তিনি করেন যাহা, অনুবরতে লোক তাহা ।

প্রণামের তাৎপর্য্য

তাইতো আজি অজ ভব, ত্রিলোকগুরুরূপী শিব,
বাড়াল নমস্য গৌরব, উঠিল জয় জয় রব ;
ব্রাহ্মণ-গতি জ্যোতিষ্মতী-গায়ত্রী-সতী প্রিয়পতি,
কমল যোনিরে করি নতি, স্থাপে আদর্শ আর্য্য নীতি ।

সতীপতি ও প্রজাপতি, পরস্পরে প্রগাঢ় রতি,
অপ্রাকৃত প্রণতি রতি, সমুদ্গত প্রকৃষ্ট প্রীতি ;
প্রণাম যে হয় কত মধুর, পূরিত প্রেম, শ্রদ্ধা মেদুর,
শিখাল সে যাঁর নাহি পাপধূর, শিরে ধরে যে কলা, বিধুর।
ব্রহ্মা মাঝারে, ত্রিলোচন লভিল আত্ম দরশন,
সংস্কৃত সুখ প্রস্রবণ, ব্যাপক বিষ্ণু, নারায়ণ।
মহতে মহতে প্রতিপ্রণাম, হর্ষ-বর্দ্ধন অভিরাম,
অবিরাম, কত প্রাণারাম, জানে সেই যাঁরে বিধি নন বাম।
প্রণতি সনে মনোগতি লভে আশ্চর্য্য ঊর্দ্ধস্থিতি,
জাগিয়ে তোলে নিতি নিতি, শ্রদ্ধা, ভকতি, ধ্রুবা স্মৃতি।
নমিতে শ্রেষ্ঠে অপারগ সজ্জনে শূন্য-অনুরাগ,
বিক্রম যুত, কুটিলগ, শোচ্য, দাম্ভিক সে দুর্ভগ ;
প্রণাম করিতে জানে ধীর, শিব অবতার মহাবীর,
রণে অকুণ্ঠ, অচল, স্থির, রাঘব পদে মতি গভীর।

গান—খাম্বাজ—একতালা

কর, কর রে প্রণাম ;
সরল অন্তরে তাঁরে কর রে প্রণাম
কায়মনোবাক্যে যেবা অষ্ট অঙ্গ প্রসারিয়া,
ঋজু দণ্ড মত পড়ে, নমে ভূমিষ্ঠ হইয়া,
আপনারে ভক্তিভরে একেবারে দেয় সপিয়া,
পূর্ণ হয় রে তার হিয়া, বহে সুধা প্রাণারাম।

কে আছরে হতভাগা, দিবা আত্ম দৃষ্টি হারা,
কুণ্ঠিত, নমিতে শ্রেষ্ঠে, ক্ষুদ্র গর্ব্বে হৃদি ভরা,
দম্ভ সর্পের দংশনে, বিক্ষত হৃদয় তব,
অক্ষত কর প্রণামে ভক্তিমাখা সুখধাম।
প্রাণ খুলে বলে যেবা, প্রভু মোরে পদে রাখ,
যেখানে সেখানে থাকি, তুমি মম সাথে থাক,
শয়নে, স্বপনে নিত্য চিত্ত করে তোমায় প্রণাম
নিত্যানন্দ রসে ভাসে মহাশয় সে অবিশ্রাম।

ব্রহ্মা এবং শিবের কথোপকথন।

প্রণাম করিল যদি চন্দ্রশেখর,
হাস্যবদনে কহে, ব্রহ্মা অতঃপর,
যদিও আমারে প্রভো! কর নমস্কার,
তথাপিহ জানি আমি ঐশ্বর্য্য তোমার;
তুমি হও এ বিশ্বের পরম ঈশ্বর,
যোনি তুমি, বীজ তুমি, জগৎ আকর;
প্রকৃতি পুরুষ নামে শাস্ত্রেতে প্রখ্যাত,
শিব শক্তি নামে যাহা লোকে পরিচিত,
উভয়েরই যে কারণ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম,
আপনি স্বরূপ তাহার, অক্ষর অজিহ্ম।

স্বীয় জাল্ সৃষ্টি কর্ম্মে, ঊর্ণনাভি যথা,
নিমিত্ত ও উপাদান নিজেই সর্ব্বথা,
অবিভক্ত শিবশক্তিরূপী তুমি তথা,
সৃজন, পালন, লয়, কর বিশ্ব পিতা।
ধর্ম্ম, অর্থ প্রসবিনী ত্রয়ী রক্ষা হেতু,
দক্ষে সৃত্র করি নিজে সৃষ্টি কৈলে ক্রতু।
ইহলোকে ব্রতচারী হ'য়ে যে ব্রাহ্মণ,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম করে সশ্রদ্ধ পালন,
আপনি নির্ম্মিলা সেতু বর্ণাশ্রমময়;
শুভকারীর স্বর্গ, মোক্ষ, তোমা হ'তে হয়;
অশুভকারীরে তুমি পাঠাও নিরয়;
এ নিয়মের কেন তবে ঘটে বিপর্য্যয়,
কোন কোন ব্যক্তি পক্ষে, না পারি বুঝিতে,
মোহিত জগৎ তব অবাচ্য মায়াতে।
তব পদে করি যারা আত্ম-সমর্পণ,
সর্ব্ব প্রাণী মাঝে করে তোমা দরশন,
স্বকীয় আত্মাতে পুনঃ সকল প্রাণীরে
অভেদ রূপেতে হেরে, হেন সাধু নরে,
তব ক্রোধ কভু নাহি করে অভিভূত,
অভিভব কৈল যথা দক্ষে, নম স্তুত।
অসৎ উপরে কর ক্রোধ বরিষণ,
সাধুজনে ক্রোধ তব না হয় কখন।

তথাপিহ নিবেদন করিব তোমারে,
না লইও অপরাধ, ক্ষমহ আমারে ;
ভেদ দর্শী দুষ্টাশয় শুধু কর্ম্মাসক্ত,
পর সম্পত্তিতে হৃদয় বেদনা যুক্ত,
দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে দেয় অন্যে মর্ম্ম পীড়া,
অন্য দুঃখ-নিরপেক্ষ-স্বার্থে চিত্ত জোড়া,
হেনজনে বধ করা উচিত না হয়,
ভবদৃশ নিরুপম সাধু মহাশয়।
দৈব হ'তে হইয়াছে উহারা নিহত,
ভগবান পদ্মনাভ মায়াতে মোহিত;
ভেদদর্শী হয় যেবা অপরাধ তার,
গ্রহণ না করে সাধু, কৃপার ভাণ্ডার ;
কৃপা করে পরদুঃখ সহিষ্ণুতা গুণে,
বিক্রম প্রকাশ নাহি করে সেই জনে।
সর্ব্বজ্ঞ আপনি প্রভো ! মায়াস্পৃষ্ট মতি,
যজ্ঞফলদাতা, যজ্ঞভাগী, শ্রেষ্ঠ যতি।
যজ্ঞ অংশ নাহি দিল কুযাজ্ঞিকগণ,
দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস হ'ল, রৈল অপূরণ ;
কৃপা করি, নষ্ট যজ্ঞ করহ উদ্ধার,
দক্ষে সঞ্জীবিত দেব, কর পুনর্ব্বার ;
ভগদেবে পুনরায় কর চক্ষুষ্মান,
পূষার হউক দন্ত, ভৃগু, শ্মশ্রুমান।

তবানুচর প্রমথ শিলার প্রহারে,
অস্ত্রাঘাতে, পুরোহিতে, দেবতারে মারে ;
বহু দেব, পুরোহিত গাত্র হইল ভগ্ন,
তব কৃপা বলে তারা হউক অরুগ্ন।
যজ্ঞ ভাগ আপনার রহিল সম্মুখে,
লহ প্রভো! কৃপা করি, সুপ্রসন্ন মুখে ;
যজ্ঞ অন্তে, যাহা কিছু রবে অবশিষ্ট,
অদ্যাবধি তোমা তরে হইল নির্দ্দিষ্ট ;
স্বীয় অংশ লাভে দেব! লভ গো সন্তোষ,
দক্ষ যজ্ঞ সম্পাদন কর আশুতোষ।"
ব্রহ্মার বচনে তুষ্ট, ভোলা মহেশ্বর,
সহাস্য বদনে কহে বচন সুন্দর।
"জান তুমি প্রজাপতি, আমার প্রকৃতি,
স্বকীয় গুণখ্যাপনা, নহে শৈবরীতি।
কৃতকর্ম্ম বিশেষের কারণ বিবৃতি,
দুটি মুখ্য দোষযুক্ত, শোন মহামতি!
স্বীয় গুণ বিবরণ ব্যঞ্জে অহঙ্কার,
দোষক্ষালন চেষ্টা, ত্রুটীর স্বীকার ;
অতএব বেশী কথা নাহি কব আমি,
ইঙ্গিতে বুঝিবা সব, ইঙ্গিতজ্ঞ তুমি।
দক্ষ হেন বালকের দোষ কভু মুখে
নাহি আনি, নাহি উঠে কভু মোর বুকে ;

দেবমায়া বিমোহিত জনে দণ্ড দান,
কর্ত্তব্য বিভাগে, মোর কর্ত্তব্য প্রধান ;
ব্রহ্মা তুমি, সৃষ্টি কর, অনন্ত, অশ্রান্ত,
নিশ্চিন্ত ভাবেতে বিধি, নাহি হও ক্লান্ত ;
নাহি ভাব, সান্ত ধরা কেমনে ধরিবে,
অবিশ্রান্ত সৃষ্ট জীব, কোথা তারা রবে ?
ভগবান বিষ্ণু সদা পালন তৎপর,
কিসে হয় অভ্যুদয়, চিন্তা নিরন্তর।
কালরূপী আমি তাই, উপযুক্ত কালে,
ভোগান্তে, টানিয়া লই জীবে মম কোলে।
ওঠা, নামা, যাওয়া, আসা, তব সৃষ্টি-লীলা,
চলে অনায়াসে অনুসরি সুশৃঙ্খলা ;
নিজ সৃষ্ট জীব দোষ দেখিতে না পাও,
মনের আনন্দে তুমি সৃষ্টি করি যাও।
দোষ, গুণ, যথাযথ করিয়া বিচার,
রক্ষণ, সংহার, কালে, মমোপরি ভার।
প্রিয়তম পুত্র তব প্রজাপতি দক্ষ,
দগ্ধ মুণ্ড হ'ল, হেতু, অকল্যাণ পক্ষ ;
তোমার আদেশে দিব প্রাণ ফিরাইয়া,
আর্য্য শীর্ষ নাহি কিন্তু পাবে সে ফিরিয়া
কর্ম্মাসক্তি ফলে পেলো ছাগের প্রকৃতি,
ছাগমুণ্ড উপযুক্ত, আমার যুকতি ;

প্রায়শ্চিত্ত ফলে যবে হবে চিত্তশুদ্ধ,
শুদ্ধি অনুপাতে হবে আকার বিশুদ্ধ।
পশুভাব যবে তার হবে অন্তর্হিত,
মানস তনয় মুখ হবে মনোমত।
মিত্রদেব চক্ষু দ্বারা হউক চক্ষুষ্মান,
নষ্টচক্ষু ভগদেব, বিপ্র মতিমান।
পূষা হৌক পিষ্টভোজী যজমান দন্তে,
ভগ্নাঙ্গ লভুক সবে, প্রায়শ্চিত্ত অন্তে।
মহাযোগী, মহামতি ভৃগু মহামুনি,
কর্ম্ম-সংস্কার প্রাবল্যে আছেন অজ্ঞানী ;
সর্ব্ব শাস্ত্র-বিশারদ, কিন্তু ভেদজ্ঞান,
না দেয় দেখিতে তাঁরে মূরতি কল্যাণ ;
সেই হেতু ছাগশ্মশ্রু হইবেন ভৃগু,
সহসা অপরে তবে না ভাবিবে লঘু,
করিবে না যারে তারে সদা অপমান,
ছাগশ্মশ্রু ঘোষিবে সে ছাগের সমান ;
সতত করাবে শ্মশ্রু উহারে স্মরণ,
মনুধর্ম্ম নহে শুধু, আচার পেষণ ;
যে আচার নাহি করে প্রাণের পোষণ,
বিষবৎ বর্জ্জনীয় উহা অনুক্ষণ,
বাঁধা ধরা নিয়মের তন্ত্রে চলে পশু,
স্বতন্ত্র মানব তাতে নষ্ট হবে আশু :

ভৃগু যবে হংস ধর্ম্ম সম্যক বুঝিবে,
ঋষি উপযুক্ত শ্মশ্রু ফিরিয়া পাইবে।"
শিব বাক্যে সকলের চিত্ত পরিতৃপ্ত,
শিবে বলে, "হও প্রভু যজ্ঞ স্থল প্রাপ্ত,
আপনি আসিয়া কর যজ্ঞ সম্পাদন।"
ব্রহ্মা সহ শিব তথা করিল গমন।
শিব-বাক্য অনুযায়ী পেল সবে অঙ্গ,
ছাগলের মুণ্ড হ'ল দক্ষ উত্তমাঙ্গ।

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দক্ষের আত্ম-শুদ্ধি প্রাপ্তি

দক্ষের মস্তক যবে হইল সংলগ্ন,
শুভলগ্নে দিল দৃষ্টি শিব, প্রেমমগ্ন;
রুদ্র দৃষ্টি মাত্র যেন নিদ্রা অপগমে,
জাগিয়া নেহারে হরে, অগম্য আগমে।
বৃষভ-বাহনে পূর্ব্বে বিদ্বেষ বশতঃ,
হ'য়েছিল দক্ষ-আত্মা, সত্ত্ব কলুষিত;
শিব-সন্দর্শনে এবে, সে আত্মা প্রকৃতি,
শরৎ-সরসী মত, নির্ম্মল আকৃতি।

*একি আশ্চর্য্য দর্শন।

দৃপ্তি বদলে তৃপ্তি আসিল স্বপ্তি বদলে আপ্তি,
ব্যাপ্তি হরিল মানস গুপ্তি, স্ফূর্ত্তি বদনে দীপ্তি।
ভাঙিল মোহ, আসিল স্নেহ, উহ ঘুচাল দ্রোহ;
বিদেহ ভাবে দক্ষ অনীহ, স্বর্ণ হইল লৌহ।
শ্লেষের সনে কলুষ ক্লেশ হইল নিরুদ্দেশ;
বিদ্বেষ নাশি, হৃদ্দেশে আসি, বসিল পরমেশ।
মহেশ দৃষ্টি করিল বৃষ্টি, ভকতি-পুষ্ট তুষ্টি;
নূতন কৃষ্টি করিল স্বষ্টি, ধ্বস্তের নাশিয়া দুষ্টি।
ব্রহ্মাণ্ড মাঝে হ'ল অকাণ্ড, যজ্ঞ লণ্ড ও ভণ্ড,
প্রচণ্ড দক্ষ তুণ্ড খসিয়া, হইল ছাগ মুণ্ড।
বিস্ময় মানি, নিঃশ্বাস রোধি, পরস্পরে কয়,
"মানস তনয়, মানসে না লয়, এ মানুষ সেতো নয়।"
ব্রাহ্মণ-আশা দক্ষের দশা, শাসে দাম্ভিক তৃষা,
অতোষ-দোষা মন্ত্রের ভাষা মাত্র, আভাস মৃষা।
তেজস্বী হ্রস্ব, সমর্থ নিঃস্ব, অতি করুণ দৃশ্য;
অধৃষ্য দক্ষের ভীষ্ম পরিণামে, দয়া আপ্লুত বিশ্ব।
দয়াল দয়া, ভয়াল কায়া, আসে কভু ধরিয়া,
ধারাল ছোরা, ঘোরালো ছায়া, মায়া রূপে সাজিয়া।
ক্ষুদ্র অমিত্রের হ'ল উৎক্রান্তি, ভ্রান্তির হইল ক্ষান্তি,
শ্রান্তি ঘুচিয়া শান্তি আসিল, ক্লান্তি মুছিয়া কান্তি।

প্রসন্ন শর্ব্ব, ভাবে অপূর্ব্ব,   গর্ব্ব করিল খর্ব্ব,
ঔর্ব্ব জীবনে, পর্ব্ব নবীন,   শর্ব্বরী নাশে সর্ব্ব।
উষা লেপিল স্নিগ্ধ, উজল,   ভালে কনক আলো,
মুক্তি ঘটিল, ভক্তি ফুটিল,   মুকুলি চিৎকমল।*
বহু কাল রুদ্ধ শ্রদ্ধা, অমর্ষ—বারিত পুঞ্জ প্রেম,
আসিতেছে ঠেলি,
ভৈরব-শাসন শুভ আকর্ষণ মোচিত-অর্গল,
উছলে উথলি ;
প্লাবিত তরল প্রীতি হৃদিতল,   সরলিত অতি,
পুষ্পিত শ্যামল ;
কৈলাসপতিরে শ্রদ্ধা অঞ্জলি ডারিতে, বেয়াকুল,
পরাণ কোমল।
সহসা মানুষ রস কোথা হ'তে আসিল ভাসিয়া,
বাষ্প রোধে কণ্ঠ :
মৃতা সতী তনয়ার অনুনয় সহ অপনয়,
দেহ অবলুণ্ঠ,
ঘরিল দক্ষের স্মৃতি, উঠাইল তীব্র হাহাকার,
জনকের বুকে ;
অভ্রভেদী পিতৃত্বের অশনি-গ্রাসিনী আর্ত্ত ক্ষুধা,
ব্যাদানিত মুখে,
লাগিল কাঁদিতে, "দাও দাও" বলি "মোরে ফিরাইয়ে,
মোর দুলালীরে।

ওরে ! ওরে অহঙ্কারী ! পিশিয়া রাখিলি নীচে নিরমম
দম্ভের পাথরে ।”
স’রে গেছে সে পাথর, অমর পিতৃ বাৎসল্য জ্বালা
উঠিল জ্বলিয়া,
দাউ, দাউ করি চীৎকারিয়া, মর্ম্ম পুড়ি ওঠে শিখা
পঞ্জর ভেদিয়া ;
নাহি সাধ্য, নিভাইবে সপ্তসিন্ধুনীর, অনিবাপ্য
সতী শোক বহ্নি ;
প্রতি সতা ভস্মকণা বিকিরিছে বিস্ফুলিঙ্গ যেন
দিক দিক চিহ্নি ।
যতবার উত্তোলিয়া হস্ত, প্রণমিতে চাহে শিবে,
করিবারে স্তব,
বাষ্প আসি রোধে কণ্ঠ, করে কম্পাকুল সারা দেহ,
নাহি সরে রব ;
কৃতজ্ঞতা, বৎসলতা, একসাথে বহে দক্ষ হৃদে,
গঙ্গা ও যমুনা,
উভয়েই তরঙ্গায়িত, সমন্বিত ফেনিল উচ্ছ্বাসে,
বরষা লগনা ;
দুইধারা যুক্তবেণী অপরূপ রচিল প্রয়াগ,
পূত মহাতীর্থ,
গঙ্গা যমুনা সঙ্গম ব্যাপি অঙ্গ, ভঙ্গকরে কূল,
রোধ চেষ্টা ব্যর্থ ;

দুই নেত্র মার্গ বাহি, ঝর ঝর ঝরে উদ্বেলিত
নয়ন আসার,
স্খলিত-খলতা ক্ষার, প্রক্ষালিল প্রেমধারা, সত্য
নব বরষার ;
বাড়ে আন্তর প্রসার ; বহিষ্কারি বাসনা অসার,
পরিষ্কারি হৃদি,
বিপুল বেগশালিনী, বিশাল-বীচিমালিনী, বহে
বরা স্বর্গ নদ ,
হইল গভীর, ধীর, ঘন প্রবৃদ্ধ মহৌঘ রাশি,
ভাসাইল অঘ ;
দুরজয় পাপজড়, উৎপাটিল, দুস্ট অহঙ্কার,
করিল অনঘ ।
বহু যত্নে সম্বরিল, বিগত-দুহিতা শোকোচ্ছ্বাস,
ভক্তি-প্লুত দক্ষ,
হাঁটু গাড়ি, কর জুড়ি, অশ্রুস্নাত চ'ক্ষে করে স্তব,
ভবে, বিরূপাক্ষ ।

মহাত্মা দক্ষের মহাপ্রার্থনা, পূর্ব্বস্মৃতি ও প্রেম সমাধি প্রাপ্তি

হে ভগবান,
হে সুমহান,
বিলাসী-শ্মশান,
সকল প্রাণ,
দয়াময় প্রভো!
হে লোকাশ্রয়,
চিদানন্দময়,
সুখের নিলয়,
দুস্থ আশ্রয়,
দণ্ডপাণি বিভো।
হে অগতি-গতি,
জগতের পতি,
বরণীয় যতি,
তাপস জ্যোতি,
নিঃশ্রেয়স দাতা!
সৃষ্টি-ছন্দ-যতি!
কাতর অতি,
শরণাগতি
মাগি, করি নতি,
দয়াময় পিতা!

গুরু গরিষ্ঠ,
মহা মহিষ্ঠ.
বর বরিষ্ঠ,
সকল শ্রেষ্ঠ,
বিশ্বাভীষ্ট ইষ্ট;
তব দণ্ডরেখা,
কি অমিয়মাখা,
নাহি মোর ভাখা,
বরণিতে সখা,
হে সুহৃদ্ শিষ্ট।
তুমি হে আমার,
কত আপনার,
সব আপনার
হ'তে আপনার,
আপনি জানালে;
হে সারাৎসার,
করি তিরস্কার,
দিয়েছি ধিক্কার,
তার পুরস্কার,
দণ্ড মোরে দিলে।

প্রভো ! তব শাস্তি,
পূরিত প্রশস্তি,
সর্ব্ব শুভ বস্তি ;
প্রশস্তি স্বস্তি,
বিকীরিলে বিশ্বে ;
না করি উপেক্ষা,
দিলে মোরে শিক্ষা,
সত্য জ্ঞানে দীক্ষা,
ভাব ভক্তি ভিক্ষা,
জ্ঞান-ভক্তি-নিঃস্বে ।
অনাত্ম-বিরক্ত,
ভক্ত-অনুরক্ত,
শিব অবিমুক্ত,
তব যুক্তিযুক্ত,
হেন আচরণ ;
তব ও অচ্যুত,
নহে অবজ্ঞাত,
কৃপাতে বঞ্চিত,
শরণ আগত,
অধম ব্রাহ্মণ ।
প্রভো ! তুমি নিজে,
তত্ত্ব-রক্ষা কাজে,

ব্রহ্মারূপে সেজে,
মুখ হ'তে সৃজে,
আনিলে প্রথমে ;
বিদ্বান তপস্বী,
ব্রতী যশস্বী,
মহা মনস্বী,
কর্ম্মী তরস্বী
ব্রাহ্মণ উত্তমে ।
পশু হিত তরে,
যথা দণ্ড ধ'রে,
পশু রক্ষা ক'রে,
পশুপাল ফিরে ;
তথা হে ঈশ্বর !
আধ্যাত্মিক গদে,
প্রপীড়িত মদে,
সর্ব্ব বিপদে,
প্রতি পদে পদে
বিপ্রে রক্ষা কর।
জড়ের সমান,
হীন তত্ত্ব জ্ঞান,
হৃদয় পাষাণ,
দুর্ব্বচন বাণ
হানিনু তোমারে ;

আমার কারণে,
স্বীয় কৃপা গুণে
ভুলি সেই ক্ষণে,
সদয় বীক্ষণে,
হেরিলে আমারে।

আমি কর্ম্ম-বন্দী,
হ'য়ে শিব-দ্বন্দ্বী,
বন্দ্যে নাহি বন্দি,
পূজ্যতমে নিন্দি,
অনিন্দ্য বিগ্রহে।

অত্যুচ্চ উন্নতি
শৃঙ্গ হ'তে চ্যুতি,
পতন দুর্গতি,
কৃপি মম প্রতি,
বারিলে সাগ্রহে

নাশিয়া নিগ্রহ,
গ্রাসি চিত্তগ্রাহ,
পরে অনুগ্রহ
প্রকাশে আগ্রহ,
স্বভাব যাঁহার ;
সতত সুপ্রীত,
হেন জনা কৃত,
অনুত্তম হিত,
শোধ, সাধ্যাতীত,
প্রতি উপকার।"

এত বলি দক্ষ রাজা লুটায়ে অবনী
বারম্বার স্পর্শে শিব চরণতরণী।
অকৃত্রিম দক্ষস্তবে তুষ্ট ব্যাঘ্রকৃত্তি—
বরদ কর পরশে, অনিরুদ্ধ বৃত্তি
হইল দক্ষমানস ; স্মৃতির ফলকে,
লিপিত হ'তে লাগিল, পলকে, পলকে,
অতীতের শত শত পুরাতন কথা,
আনন্দ নন্দিত কত বিজড়িত ব্যথা।

কল্পনা-বাতাসে কত আসিল ভাসিয়া
মানস-বাসনা, গেল আকাশে মিশিয়া,
আকাশ পুষ্প-সঙ্কাশ; বাতাসের বাসা,
গড়িল যে কত শত কুহকিনী আশা;
মোমের মতন মন, মনের মতন
রতনে যতনে আনি, নূতন নূতন,
রচিল চিত্র খচিত চন্দ্রিকা প্রাসাদ;
চিত-চিত, চারু পুষ্প, আস্পদ-প্রসাদ,
নিয়ে করে, সুখভরে, অবসরে গাঁথে,
সুখমালা কত, কল্পনা সঙ্গিনী সাথে;
শুভাকাঙ্ক্ষা, দুরাকাঙ্ক্ষা, অনাকাঙ্ক্ষা কত,
সংখ্যাতীত-সংজ্ঞা-শরপুঙ্খ ভিন্ন চিত;
মনোভঙ্গ, তপোভঙ্গ, কত যে ভাঙন,
অনঙ্গের বাঙ্গরঙ্গে, ঘটে অগণন;
পঙ্কিল কর্দ্দম স্তর পড়ে. পরে পরে,
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হৃদয় উপরে।
ধীরে ধীরে, আবরিল চিদাত্মা প্রকাশ,
আশু কৈল, শোচ্যপশু প্রভাব আবাস;
ধীরে ধীরে, সত্ত্ব সেনা গেল পরিহরি,
রজঃ চমূ, স্কন্ধাবার, গাড়ে সারি সারি;
দম্ভ হৈল কর্ম্মাধ্যক্ষ ত্রাক্ষে করে বার,
যক্ষারোগী বক্ষ হেন, যজ্ঞ শূন্য-সার।

একে একে, সব চিত্র আসে দক্ষ মনে,
প্রার্থনা করয়ে পুনঃ আকুল ক্রন্দনে।

দক্ষের গান কাফিসিন্ধু-তেতালা।

একি পরশন।
পরশন সনে জাগে একি শিহরণ!
পরাণে তোলে তরঙ্গ, নাহি কথা,
সাত্ত্বিক বিকারে, দূরে গেল ব্যথা;
মূকসুখে ডুবাইল শিব কর
শির অরপণ।
কোথা আছি, কোথা যাব, গেনু ভুলি,
আমার আমিরে তুমি নিলে তুলি,
কি মধুর মধু হৃদে দিল ঢালি,
তব দরশন।
আকাশে, বাতাসে, ভাসে কি আনন্দ,
শরীর জুড়াইল প্রেম মকরন্দ,
অলকাপুলকে প্রাণ, নিমগন,
করে বিচরণ।

* "শম্ভো! ক্ষম অপরাধ
প্রভো! ক্ষম অপরাধ
আমি ক্রুর, কর্ম্মব্যাধ,
তুমি দয়ালু অগাধ
আরাধিত ভক্ত সাধ,
ঘুচাও অর্গল বাধ,
ওগো প্রেমময়!

প্রভো! তুমি প্রেমময়,
শিব! তুমি দয়াময়,
যারে তব কৃপা হয়,
তার চিত্ত কর জয়,
মধু ধারা সদা বয়,
সুরধনী কথা কয়,
থাকে না বিষাদ।

তার থাকে না বিষাদ,
পিশুনতা পরমাদ;
আমি পিশাচ নিষাদ,
তাই করি পরিবাদ,
তোমা সনে করি বাদ,
আস্পদ সকল হ্লাদ,
হ'য়েছি বিষণ্ণ;

নিতান্ত আমি বিষণ্ণ,
মরণ হেরি আসন্ন,
পরীক্ষীণ, মনঃক্ষুণ্ণ,
ক্লিষ্ট, জর্জ্জরিত, খিন্ন,
দেহভার অবসন্ন;
হ'লে কি মোরে প্রসন্ন,
সুপ্রসন্ন পিতা?

ওগো সুপ্রসন্ন পিতা;
বিশ্ব মঙ্গল বিধাতা,
শরণ আগত পাতা,
সকল কল্যাণ দাতা,
অন্তর প্রার্থনা শ্রোতা,
আরত, অনাথ ত্রাতা,
মোরে কর কৃপা।

আশু মোরে কর কৃপা;
হেরি মোরে শূন্য-ত্রপা,
পুণ্য-দীন, হীন তপা,
হইল মোরে বিরূপা,
দুহিতা, রূপ-অনুপা,
কমলিনী, পূতপাপা;
ছেড়ে গেল মোরে।

সতী ছেড়ে গেল মোরে,
আশা-বাসা খালি ক'রে,
আঁধার আসিল ঘিরে,
গ্রাসে রোষে, চারিধারে;
ডোবে অতল গহ্বরে,
আবৃত হিম তিমিরে,
অন্ধ মম চিত্ত।

ডোবে অন্ধ মম চিত্ত,
অবলুপ্ত দৃষ্টি তত্ত্ব,
অপহৃত গুণ-সত্ত্ব,
বিবর্জিত সত্য-বিত্ত,
দীর্ঘ তপস্যা উপাত্ত,
তমঃ দৈত্য করায়ত্ত,
করিলে গো রক্ষা।

তুমি করিলে গো রক্ষা;
হে ক্ষমী! তব তিতিক্ষা,
নির্গুণে, গুণ দিদৃক্ষা,
পঙ্কে, কলম সিসৃক্ষা,
সমলে অমল দীক্ষা,
অজ্ঞানে বৈরাগ্য ভিক্ষা,
জ্ঞান, দিল আজি।

পিতা! জ্ঞান দিলে আজি,
এলে দণ্ডী গুরু সাজি;
শাসনে মানসে মাজি,
শুদ্ধ কৈলে বৈর ত্যজি;
কেমনে তোমারে ভজি,
কোন বিল্বপত্রে পূজি,
বল কোন মন্ত্রে?

পূজি বল কোন মন্ত্রে?
মন্ত্রাধীশ! কোন তন্ত্রে?
বসাইব কোন যন্ত্রে?
বাস তব সর্ব্ব অন্ত্রে;
পাই যেন প্রাণোৎক্রান্তে,
দেখা তব, হৃদি প্রান্তে,
প্রাণকান্ত স্বামী।

প্রিয়, প্রাণকান্ত স্বামী,
সখা, দরদী, মরমী,
সর্ব্ব রসময় ভূমি,
আত্মতৃপ্ত, আপ্তকামী,
সর্ব্ব সুহৃৎ বিশ্বপ্রেমী,
মম নেত্র পথগামী,
রহ সদা রহ।

নেত্রে রহ সদা রহ,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি লহ,
সকল সুখ-আবহ,
নাশন দুখ-নিবহ,
প্রাণে প্রাণে কথা কহ,
দুষ্কৃত দূরিত দহ,
মদন দহন।
মদ-মদন দহন,
গম্ভীর, গুরু গহন,
শাশ্বত সত সদন,
বেদনা-হর-বদন,
ভাসন চেতঃ চেতন,
বিশম্ভর হর।
ঈশ, বিশ্বম্ভর হর,
অন্তঃচারী চরাচর,
শুদ্ধা ভক্তি-গঙ্গাধর,
ক্রুদ্ধা শক্তি, প্রত্যাহর,
ঈশান ! প্রজ্ঞানকর,
বিষাণ বাদন পর,
দিলে ধ্রুবাস্মৃতি।
ধ্রুব ! দিলে ধ্রুবাস্মৃতি,
পূরিতা পরমা প্রীতি,

কি অপূর্ব্ব তব কৃতি,
উক্তি, বচন বিবৃতি
জ্যোতির্ম্ময়ী আলোভাতি,
ভাতিল সকল চিতি,
সাধিল চৈতন্য।
মোর সাধিল চৈতন্য,
ঘুচাল অখিল দৈন্য,
ধিক্‌কৃতে করিল ধন্য,
বিকৃতে করিল পুণ্য,
সুকৃত, কৃতার্থম্মন্য ;
তব কৃপাস্পর্শ জন্য,
হেরিনু আশ্চর্য্য ;
আমি হেরিনু আশ্চর্য্য,
আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য,
অদ্ভুত, উগ্রবীর্য্য,
সে আর্য্য সাধন চর্য্য,
তেজগাঢ় ব্রহ্মচর্য্য,
পূজ্য শিবাচার্য্যকার্য্য,
স্বমহিমারূঢ় ;
সে যে স্বমহিমারূঢ়,
ধৃত আচার, নিগূঢ়,

উর্দ্ধ. ভেদ দৃষ্টি, মূঢ়,
সান্দ্র ব্রহ্মানন্দ বূঢ়,
দৃঢ়া-সতী সনে উঢ়,
অনাদি প্রকৃতি।
মাতা, অনাদি প্রকৃতি,
অচ্ছেদ্যা শিব-শকতি,
অগম্যা, বিনা ভকতি,
ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, রতি ;
প্রগাঢ় প্রেম মূরতি,
ধরিয়া আসিল সতী,
মম কন্যা রূপে।
এল মম কন্যারূপে,
আলোকিয়ে হৃদি কূপে,
তুষ্টা, মাতা মন্ত্র জাপে,
অকুণ্ঠিত, শুদ্ধ তপে,
সমূলে নিম্মূলি পাপে,
শীতলি সকল তাপে,
ত্রিতাপহারিণী।
সুতা, ত্রিতাপহারিণী.
বালা, আহ্লাদদায়িনী,
ফুল্লা, লোহিত পদ্মিনী,
স্ফূর্ত্তা, চলন্ত দামিনী,

বালিকা, বর বর্ণিনী,
কলিকা, হেম বরণী,
কনক কালিকা।
কন্যা, কনক কালিকা,
ধন্যা, উজ্জ্বল ভালিকা,
হাস্য লহরী তালিকা,
লাস্য, যোগিনী চালিকা,
বিশ্ব-হরষ-পালিকা,
প্রেম প্রসূন মালিকা,
সাজিল বধূটী।
সতি সাজিল বধূটী
তন্বীলতা ক্ষীণকটি,
পরিহিতা হেমশাটী
বিকশিতা দন্তপাটী,
মাল্য করে, শূন্য ক্রটী,
বরিল বরে, ধূর্জ্জটী,
সজ্জন শরণা।
আর্য্যা, সজ্জন-শরণা;
ভার্য্যা, কজ্জল-লোচনা,
লজ্জা আনত আননা,
সজ্জা, কুসুম ভূষণা,

প্রেম প্রমোদ মগনা,
শিব-নয়ন লগনা,
মৃগ শাবকাক্ষি।
শুভা মৃগ শাবকাক্ষি,
অলকা আলোক লক্ষ্মী,
মানস আকাশ পক্ষী,
অলক্ষ্যে ত্রিচক্ষে লক্ষি,
ত্রিলোক পুলক সাক্ষী,
মধুপান মত্ত মক্ষি,
করিল গুঞ্জন।
ধনি করিল গুঞ্জন,
ধ্বনি, ভুবন রঞ্জন,
কলি-কলুষ ভঞ্জন,
কুণ্ডলিনী শিহরণ,
প্রগাঢ় প্রীতি বন্দন,
নিগূঢ় নীতি নন্দন,
লোক অপ্রকাশ;
প্রীতি, লোক অপ্রকাশ;
শকতি রতি বিলাস,
তপস্যামৃত নির্য্যাস,
সে অবশ্যা বিপর্য্যাস,

সাধ্বী সতী শিব রাস,
মাধ্বী, ভূমা রস বাস,
সুন্দর নর্ত্তন;
দ্বন্দ্ব, সুন্দর নর্ত্তন,
মান্দা, মন্দর বর্ত্তন,
বৃত্তাকার বিবর্ত্তন,
কভু উর্দ্ধ উদ্বর্ত্তন;
নৃত্য হেরি বিকর্ত্তন,
কৃত্য, মোদ বিবর্দ্ধন,
পরানন্দ পূর্ণ;
সূর্য্য, পরানন্দ পূর্ণ,
বিকীরি কিরণ ঊর্ণ,
পয়োদ পটোল দীর্ণ,
লজ্জা আবরণ চূর্ণ,
নাচিতে লাগিল তূর্ণ;
পবনে উঠিল ঘূর্ণ,
আন্দোলন মৃদু;
মন্দ, আন্দোলন মৃদু,
শিহর কূজন মধু;
শিশির শীকর সীধু,
বহিয়া পবন সাধু,

বারে, শ্রম-হর বধূ,
মোছে, ঘর্ম্ম মুখবিধু,
ইন্দু হেরে বিম্ব ;
মুগ্ধ ইন্দু হেরে বিম্ব,
স্নিগ্ধ কান্তি সিন্ধু বিম্ব ;
সব লাবণ্য অবলম্ব ;
অম্বা মুখে দিতে চুম্ব,
প্রসারে কর কদম্ব ;
অম্বরে উঠিল 'অম্ব'
মধুর আহ্বান ;
ওঠে মধুর আহ্বান,
বম্ বম্ ধ্বনি ধারা বাণ ;
ভুবন মন মাতান,
গন্ধর্ব্ব ধরিল তান,
প্রেম উনমত প্রাণ,
সুর পাষাণ গলান,
শরীর শিহরে ;
সুরে শরীর শিহরে,
হৃদি বিহঙ্গ বিহরে,
বিবশ হরষ ভরে,
মুক্তপক্ষ, চিদম্বরে,
চুম্বে সতি বিম্বাধরে,
স্নেহ স্রবে ঝরঝরে,
কাঁপে থর থরে
চিত কাঁপে থরথরে,
পরাসতী প্রীতি ভারে,
মেদুর মুখমুকুরে,
বিধুর কর নিকরে,
বিস্মিত, নন্দিত হেরে,
চুম্বিত, মুদিত হরে,
প্রণয় কম্পিত ;
হেরে, প্রণয় কম্পিত,
হর, অমর বাঞ্ছিত,
রূপ, মদন লাঞ্ছিত,
বিশ্ব হৃদয় সঞ্চিত,
অশ্রু কপোল অঞ্চিত,
বাঞ্ছা কল্পতরু ;
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু,
বিশ্ব-চিত্র-শিল্প কারু,
ত্রিভুবন স্বামী, গুরু,
বসাইল বাম উরু,
'পরি মাতা সতী ভীরু ;
ধরিয়া চিবুক চারু,
করিছে আদর ;

কত করিছে আদর
চুম্বি সতী বিম্বাধর ;
মগ্ন হর গঙ্গাধর,
প্রেম পরশ কাতর,
মাতা কাঁপে থর থর,
অশ্রু ঝরে, ঝর ঝর,
নাহি যে বিরতি ;

ঝরার নাহি যে বিরতি,
সতী-যতি দ্বন্দ্ব-রতি,
অফুরন্ত উৎস-প্রীতি,
অনির্ব্বচনীয়া রীতি,
অবাধ আনন্দ গতি ;
আদি পত্নী, আদি পতি,
গেল মণি দ্বীপে ;

উড়ে গেল মণি দ্বীপে,
উজ্জ্বল, মাণিক্য দীপে,
বেষ্টিত কনক নীপে,
তুষিত আনন্দ লেপে,
ঝঙ্কৃত পাপিয়ালাপে,
দ্বিরেফ আরাব দাপে ;
দুয়ে দিল দোল ;

প্রেমে, দুয়ে দিল দোল ;
সৃষ্টি নন্দন হিন্দোল,
তোলে আনন্দ হিল্লোল,
সুধা-সমুদ্র কল্লোল ;
হিন্দোল রাগিনী রোল,
জয় শিব সতী বোল,
উঠিল ভুবনে ।

বোল উঠিল ভুবনে,
ঢোল বাজিল কাননে,
গুহা, গহনে, গহনে,
ঘনে, জীবনে, পবনে,
কানে, মনে, প্রাণে, প্রাণে,
টানে পরম নির্ব্বাণে,
নাহি কথা আর ;

মুখে নাহি কথা আর,
সুখে মগন, অপার ;
স্তব্ধ, ইন্দ্রিয় ব্যাপার,
লব্ধ, কেন্দ্রীয় আহার,
মুক্ত বন্ধ মূলাধার,
যুক্ত রন্ধ্র সহস্রার,
চ্যুতামৃত ধারে ।” *

বলিতে বলিতে দক্ষ, ভাব সমাহিত,
দুনয়ন বাহী অশ্রু ধারা বিগলিত ;
অত্যুঙ্গ ভাব শিখর সমারূঢ় দক্ষ,
নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, ভোলে দেশ, কাল পক্ষ ;
শিবকর পরশেতে সমাধি মগন,
সপ্তম ভূমিতে মন করে বিচরণ ;
চমৎকৃত, উপস্থিত সভাসদগণ,
সবিস্ময়ে করে দক্ষে সবে নিরীক্ষণ ।
শিবকৃপা দরশনে সবে অভিভূত,
সকল হৃদয়ে বাজে ধ্বনি অনাহত ;
পরস্পরে ভাবে সবে পরম আত্মীয়,
অতি পরিচিত যেন প্রিয় হ'তে প্রিয় ।

নির্ম্মৎসর দক্ষকে যজ্ঞাধিকার প্রদান ।

হেন ভাবে অতিক্রান্ত হ'ল বহুকাল,
ভাব-মায়া অপাবৃত করে মহাকাল ।
ধীরে ধীরে প্রজাপতি পাইল সংবিৎ,
আদেশে তাঁহারে শিব আনন্দ সচ্চিৎ ।
"যাহ বৎস ! সমাপহ সমারব্ধ যজ্ঞ,
সরল হইলা এবে যজমান যোগ্য ;

অহঙ্কার আবরণ হইয়াছে চূর,
মানব প্রীতিতে এবে চিত্ত হ'ল পূর ;
বিশ্বমানব প্রেমে ভাবিত হইলে,
'বৃহস্পতি' যজ্ঞ কার্য্যে যোগ্যতা লভিলে
জন্ম-বিপ্র ছিলে এবে হ'লে কর্ম্মবিপ্র,
অসম্পূর্ণ কর্ম্ম তব হবে সাঙ্গ ক্ষিপ্র।
ঈশ্বর-ভাবিত কর্ম্ম, তারে বলি কর্ম্ম,
ঈশ্বর-রহিত কর্ম্ম জানিবে অকর্ম্ম ;
ঈশ্বর-বিরোধী কর্ম্মে বিকর্ম্ম জানিবে,
যথাযথ কর্ম্মফল তবেই লভিবে।
মনীষী-পাবন যজ্ঞ সাধে অভ্যুদয়,
আস্তিক্য, অর্থ, সামর্থ্য, স্থিতি পরিচয়।
মহাযজ্ঞ সম্পাদনে তুমি যোগ্যতম,
ব্রহ্মার মানসপুত্র, ব্রাহ্মণ উত্তম ;
সত্য, আর ব্রাহ্মণত্ব যোগ অবিচ্ছিন্ন,
সত্যচ্যুতি ফলে তব ব্রাহ্মণত্ব ক্ষুণ্ণ ;
সত্য আরাধন ফলে সতীরে আনিলে,
শিব-সতী অপমানে পশুত্ব লভিলে।
সত্যচারী ছিলে পূর্ব্বেতে মহামানব,
সত্যভ্রষ্ট, হ'লে ত্বরিতে মহাদানব।
ব্রহ্মাকারে পশুকৃতি না হয় উচিত,
পশ্বাকার তাই তব করিনু বিহিত ;

শরীর গঠিত হয় ভাব অনুযায়ী,
জানিবে এ নিত্য সত্য, পুরাতন স্থায়ী।
বদন, সকল শ্রেষ্ঠ মানস দর্পণ,
পশু, কি মানুষ করে সতত ফলন ;
ছাগমুণ্ড, জানাইল তব অধোগতি,
জাগাইল মোহরুদ্ধ লুপ্ত সতী-স্মৃতি।
বাহ্য বিপর্য্যয়ে স্ফুট, বুঝিলে সম্যক,
সত্যরূপ প্রকটিল হিতৈষী ত্র্যম্বক।
অদ্যাপি থাকিত যদি তপোজ্জ্বল কান্তি,
রহিতে স্বরূপ অজ্ঞ, ঘুচিত না ভ্রান্তি।
অনুতাপানলে তব দগ্ধ সব পাপ,
স্থিরভাবে কর এবে ধ্যান, মন্ত্র জাপ ;
ওঙ্কার মনন ফলে হবে চিত্তশুদ্ধি,
ফিরিবে অচিরে ব্রহ্মবুদ্ধি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি ;
সতত স্মরিবে কর্ম্মে, প্রভু নারায়ণ,
জাগ্রত রাখিবে দ্বারী, স্মরণ মনন ;
এ দুই অভাবে জীব লভে পশুভাব,
হৌক সে ব্রহ্মপ্রভব, অসীম প্রভাব ;
অবসর কালে কর্ম্ম করিবে নিষ্কাম,
জগৎ কল্যাণ হেতু, শুদ্ধ, প্রাণারাম ;
জাতিতে ব্রাহ্মণ তুমি, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বর্ণ,
ভদ্র শ্রবণেতে পূর্ণ রেখ তব কর্ণ ;

চিত্তে রাখিবে সদা ব্রহ্মভূমি লগ্ন,
পঙ্কেরুহ মত কর্ম্ম-পঙ্কে অনিমগ্ন।
সংসারেতে কর্ম্মযোগ অতি সুকঠিন,
'আমি' অতিক্রান্ত মতি, হরিপদে লীন ;
ব্রহ্মযোগী জানে শুধু কর্ম্মের কৌশল,
আত্ম মোক্ষ পরহিত উৎসাহ প্রবল।
যাহ বৎস ! সমুৎসাহে পাল মম আজ্ঞা,
বিনা বিঘ্নে যজ্ঞ সাধ, যুক্ত শিবপ্রজ্ঞা।"
এত বলি মহাদেব লভিলা বিরাম,
নিত্যাসতী অনুধ্যানে সুপ্ত, আপ্তকাম।

দেবর্ষি নারদ ও ভগবৎ কৈঙ্কর্য্য।

হেনকালে এল নারদ গণ্ডগোলের রাজা,
হাজার দুঃখের ঘা খেয়েও যাঁর প্রাণটা আছে তাজা ;
বিশ্বরাজার হাসির বাজার প্রধান পরিদর্শক ;
মাল মশলা যোগাতে তার সেজে পরিব্রাজক,
নিত্য ব্রজেন ভুবন রাজ্যে, জায়গা বেজায়গায়,
দেখা হ'লেই হেসে বলেন, "কাজ বড় বেজায় ;
হরির চাকরী কি ঝক্‌মারী, দায় রাখা বজায়।
কত সাজেই সাজতে হয় যে, ভুগতে হয় যে কি সাজায় !
সাজায় সাজায় মনের মাঝে প'ড়ে গেল কড়া,
ভাবলুম্ তাই দূর হোক্ গে ছাই, নিশ্চয় হব ঘরছাড়া ;
সাড়া দেন না ষাড়ের ডাকেও, বেয়াড়া শ্রীহরি,
ক'রে ফেল্লুম চক্ষু বুঝে ভারি রকম আড়ি।
আড়ি করেও র'ক্ষে নেই, পেতে আছেন আড়ি,
যার পশ্চাতে লাগেন একবার হন না ছাড়াছাড়ি।
মরিই বা দিই গলায় দড়ি, যাই জাহান্নমে,
সদাই হেরি হাতে ছড়ি, ছুটছে হরি পেছনমে।
নেহাৎ দেখলুম নাছোড়বন্দ, গড় কল্লুম পায়ে,
দু'হাত জুড়ে বল্লুম ঠাকুর, বাঁচাও এ ঘোর দায়ে।
'নেংটের নেই বাট্‌পাড়ের ভয়' লোকের মুখে শুনি,
মোর পিছনে লাগলে কেন বাট্‌পাড় শিরোমণি ?

ছিস্থি ছেড়ে পালাতে চাই, নেই যে তবু রক্ষে,
'নেহাৎ যদি ছাড়বে না পাছ দাও আমারে ভিক্ষে :—
শরীরটারে সুস্থ কর, মন ক'রে দাও সাচ্চা,
দোহাই লাগে দিও না আর ভাগ্যা, কাঁচ্চা, বাচ্চা।'
হরি বলে, 'ব্যাটার ছেলে, ফাকীদে পালাবে ?
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে খাবে !
ভাগ্যা, কাঁচ্চা, বাচ্চা নিয়েই, চ'লছে আমার ছিস্থি ;
কষ্টের ভয়ে, রিষ্টি ভরা, দিচ্ছিস্ শনির দৃষ্টি ?
কর্মনাশা ন্যাসীর দশা নেই তোমার বরাতে।'
শাকের করাত হরির দয়া, নেই তুলনা ভারতে।
জীব তরাতে রাত বেরাতে, দিলেন হুকুম হাঁকি,
ফাকীর চেষ্টা যা কোল্লুম সব হয়ে গেল ফাকী।
যতই করি সাধ্য সাধন, এমনি ব'সলেন বেঁকে ;
তিন বাঁকারে, সোজা করে, রোজা কোথা তিন লোকে ?
ব'ল্লেন কি, শুনলে তোমার না হবে পেত্যয়,
মোহন বেশে, কাছে এসে হেসে কথা কয়,
'আমার সংসার ছাড়তে চাওয়ার এই প্রশস্ত শাস্তি.
পরের স্বস্তি বিনে তোমার মিলবে নাকো স্বস্তি।
নিজের ছেলে হবে না তোর, জগৎশুদ্ধ ছেলে
কিল্‌কিলিয়ে ঘিরবে তোরে, ডাকবে বাবা ব'লে ;
জগৎশুদ্ধ যত বামা, কেউ হবে না তোর রামা,
শ্যামাই হোক, আর ভামাই হোক, হোক সে তিলোত্তমা।

নারী দেখলেই হৃদে উদয় হবে মনোরমা,
ঝঙ্কারিবে মনোবীণায়, মধুর বুলি 'মা' 'মা'।
যতই ঝাড় লম্বা বুলি, যতই ঝোলাও দাড়ি,
ভয় করবে না কেউ তোমারে, ছোড়া, ছুঁড়ী, বুড়ী ;
সহজ ভাবে মিশবে সবে, মানবে নাকো কেউ,
যেথায় যাবে রঙ্গ হবে, উঠবে হাসির ঢেউ ;
পুরুষ বলেই ধরবে নাকো, সেয়ানা যুবতী,
সবার বাড়ী করবে চড়াও, হবে অবাধ গতি ;
তরুণেরা ভাববে বুড়োর ভারী হ'ল মজা,
সব সুন্দরী গড়াগড়ি পায়ে যাদের রাজা ;
ওরা কি বুঝবে বল আমার মনের দুখ,
পোড়াকপালে নেই যে আমার, বিয়ে করার সুখ।
মেয়ে দেখলেই মনে হয় মা, এমনই মনের গড়ন,
পাড়ার লোকে মনে করে, শুধু একটা ভড়ং।
বাবা ব্রহ্মা, সৃষ্টি কর্ম্মা, কোল্লেন অকর্ম্ম,
আমায় ক'রলেন প্রজাপতি, প্রজাসৃষ্টি ধর্ম্ম,
শর্ম্মারামের সে দুর্ম্মতি হয় না কিছুতে,
দিন রাত্তির দেন গালাগালি খেতে, শুতে, যেতে ;
ধ'রে ধ'রে নিয়ে যান, ক'নে দেখান কত,
ক'নে দেখলেই ব'লে ফেলি, এমনই বুদ্ধিহত,
'লক্ষ্মী মাটি ! আমারে কি বিয়ে কত্তে চাও ?
আমি তোমার ছেলে হব তুমি হবে মাও।'

প্রশ্ন শুনে মাটীর সনে মিশে যায় সে মেয়ে,
পাত্রীপক্ষের কর্ত্তৃপক্ষ মার্তে আসে ধেয়ে।
দেখে শুনে বাবার আমার হ'ল মন খারাপ
ভাবলেন ব্যাটা ঠিক ঘটাবে খারাপ খুনখারাব।
'বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে অকাল কুষ্মাণ্ড।'
এই ব'লে দিলেন তাড়িয়ে, হ'লেম পাঁরের মণ্ড;
সব, বাড়া, দোর, আপনা হতে সব গেল ছেড়ে;
লক্ষ্মীছাড়া, বুদ্ধিহারা, ছন্ন, ভবঘুরে
ওই যাঃ! কি ব'লছিলুম যেন, ব'লছি আবার কি?
বয়েস দোষে ভুল ভ্রান্তি, অনেক বাজে বকি।
হরির সনে হয়েছিল আমার যে কি চুক্তি,
সেই কথাটা ব'লে খালাস পাব আমি, মুক্তি।
হরি ব'ল্লেন, 'শোন নারদ আরও একটা কথা,
সহজ সম্বন্ধ তোমার, লোকে হবে যথা;
ছেলে, বাবা, বাবার বাবা (তার) বাবাও যদি থাকে,
সব্বাই ব'লবে তোমায় বাবা, সাড়া দেবে ডাকে।
সবার সঙ্গে সকল রকম ফষ্টি-নষ্টির অধিকার,
সকল সময় থাকবে তোমার, বিনা বাধ বিচার।
সকাল, বিকাল বাহুতুলে, জোরে ব'লবে 'হরি,'
প্রেমানন্দে নাচবে, ভুয়ে দেবে গড়াগড়ি;
কারু কথা শুনবে নাকো, মানা মানবে না;
স্ফূর্ত্তিহারা ভাতমারা সব করবে নানা খানা।

ভালো রকম হবে হজম, হবে ক্ষিদের জোর,
আধি, ব্যাধি, দূরে পালাবে, রইবি স্ফূর্তিভোর ;
ধন দৌলত হবে না তোর, রবে না চাল চুলো,
নূন দে ভাত না জুটতেও পারে, খাবি হয়তো মূলো
ঠিক ঠিক যারে করি কৃপা, এমনি হয় তার দশা,
বাইরের সম্পদ নেই সরিয়ে, রেখে নামের নেশা ।
যখনই তোর হবে অবসর, নিয়ে ভাঙা বীণা,
ঘুরে ফিরবি চরাচরে, গেয়ে বন্দনা ।
বাইরে যত প'ড়বে কমতি, ভেতর হবে ভরতি,
সেই মাপে তোর মাপ হবে, আছে কত ভক্তি ।'
এই রকম, রকম রকম, কত দিলেন শলা ;
সবই স্বীকার কল্লুম আমি, খেয়ে নাক কান মলা ।
শেষ কথা এই বলে দিলেন, 'থাক নিয়ে তুই ভক্তি
মুক্তি তোর ছুটবে পিছে হবে না তার খাকতি ।'
ব্রহ্মা মাথা ঠুকে, ঘেটে, পাণিনির ব্যাকরণ,
'কলহানন্দ রস সাগর' ক'রলেন নামকরণ ;
আমার মতন ভাল মানুষ, বদনাম দিলেন এঁটে,
জগৎ জোড়া র'টলো নাম, নারদ ঝগড়াটে ।
নষ্টামীর শিরোমণি কেষ্ট ঠাকুর বোম্বেটে,
কলঙ্ক গায় দিলেন লেপে, নাই জোড়া এ তল্লাটে ।
নিজে থাকেন রাজভোগে, আর করেন লীলা খেলা,
ফকিরী, দারিদ্দির, বদনাম বিধান আমার বেলা ।

ঝগড়া করি, ঝাঁটি করি যা কিছুই করি,
সবাই জেনো আমার পিছে আছেন সদাই হরি।
সব নিয়েচেন কেড়ে আমার, সর্ব্ব স্বাধীনতা,
যা করান তাই করি, বলি, যেমন বলান কর্তা;
আমি যদি একটুখানি মাথা করি উঁচু,
ধাই করে দেন এমন চাটি, অমনি হয় সে নীচু।
যেদিকে তাকাই তাঁরে দেখি, ডাইনে, বাঁয়ে, পিছু,
চ'খে চ'খে রাখেন আমায়, পাছে করি কিছু।
ভাল মন্দ নিজের মতন, গোবেচারা আমি;
কেনা গোলাম পেয়ে আমায়, কড়া শাসেন স্বামী।
পোড়া দেশের সতী বউ যে কাঁদে ভেউ, ভেউ,
তাদের স্বামীর এমন শাসন দেখেছে কি কেউ?
মা লক্ষ্মীর কাছে ঠাকুর পাননা তেমন ক'রে,
আমার ঠেঙে আদায় করেন স্বামীগিরির শুদ্ধে;
যাহোক তাহোক, একটা কথা ব'লতে হবে তাঁর পক্ষে,
নেমকহারামী ক'ল্লে পরে, থাকবে নাকো র'ক্ষে।
যা খাই, তা খাই, খাই বা না খাই, থাকি মনের সুখে,
বুকটি জুড়ে থাকেন স্বামী, দুখ হবে কোন দুখে?
পতির আমার এমনি স্বভাব, একঘেয়ে নন মোটে,
মন ভুলোনো চিত্র রূপে, ডাকলেই আসেন ছুটে;
মাঝে মাঝে, ক্ষিদের জ্বালায় পেট করে চিঁ চিঁ,
অন্তরে কি ঢালেন সুধা, খেয়ে তবে বাঁচি।

লোকনিন্দা গায় মাখিনা, লোক মনে হয় পোক ;
নামের নেশায় দেয় ভুলিয়ে, ক্ষুধা. তৃষ্ণা, শোক ।
দুঃখেরে দুঃখ গণিনা, অভাবে অভাব,
কেমন ক'রে উলটে পালটে দিয়েছে স্বভাব ।
আর এক কথা শুনলে হয় তো হবে সব অবাক,
ন্যাংটো করে ধরে মারলেও, রই আমি নির্ব্বাক ;
রাগ হয় না কারও ওপর, যতই করুক দোষ.
বৈর নাই, তাই রাগী বৈরীর আরও বাড়ে রোষ ;
আমার শুধু পায় যে হাসি, হয় রে মন খুশী,
শত্রু মুখেও হেরি আমার কৃষ্ণ মুখশশী ।
মনে হয় খাওয়াচ্ছেন যিনি, মারছেনও তিনি,
মারের মাঝেও শুনি মোহন মুরলীরই ধ্বনি ।
অচিন্ত্য তাঁর মায়ার লীলা কেবা পাবে পার ?
যত ভাববে ততই তোমার লাগবে চমৎকার ।
চিনির কণা মুখে নিয়ে, ভাবচে পিঁপড়ে মনে,
'এবার গিয়ে পাহাড় শুদ্ধু আনবো একটানে,
বিঘৎখানেক মাথার খুলি, ছটাক দুই এক ঘিলু,
তিন কুড়ি দশ পরমায়ু, একচোকো সব কলু ;
তাঁর দেওয়া মাল মসলা নিয়ে, তাঁরই দেওয়া বুদ্ধি.
নিয়ে খেলে ছিনিমিনি, পায় কর্ম্মজা সিদ্ধি ;
কল কব্জা বানায় নিত্য, ওড়ে আকাশ পথে,
তাঁরই দেওয়া দর্পভরে, হেলে জগন্নাথে ।

আড়াল থেকে হাসেন ব'সে বিশ্ব যাদুকর,
গ'ড়ছে ভাঙছে নিত্য নূতন খেলার তাসের ঘর ;
জানাজানি হ'লেই সব খেলা হবে বন্ধ,
ঘুচে যাবে ঘোরাঘুরি, দ্বন্দ্ব, ভাল মন্দ।
যদি বল, 'এমন কেন ?' কি জানি তার আমি ?
সব জানতে যাওয়া একটা নেহাত মূর্খামি।
একে আমি মূর্খ্য সুখ্যু, নেইক পেটে বিদ্যে,
সবর বিদ্যার আদ্য বুঝি, কুলায় কি মোর সাধ্যে ?
কেন যাঁরে ভালবাসেন তাঁরে করেন বৈরাগী ;
কেন তাঁরে করেন পাগল, ষোল আনা ত্যাগী ?
মাঝে মাঝে কেন করেন বাহ্য দৃষ্টে ভোগী,
কাজের আড়ম্বরের মাঝে, পরম অনুরাগী,
লোকের মাঝে কেন তারে দেন নানারূপ লাঞ্ছনা,
নিরালাতে আদর ক'রে, দেন কেন বা সান্ত্বনা ?
আপনা হ'তে কেন তাঁতে হয় এত বিশ্বাস,
তাঁর নামটি আসে কেন, সঙ্গে প্রতি শ্বাস ?
কেনর পর আবও কেন, আরও আছে 'কেন',
কোনও কেনর শেষ জবাব নাই, সমুদ্রের ফেন যেন।
বুঝলুম কেনর কোন্নোর মত, একশ খানি পা,
মুখ হ'তে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত, জুড়ে সারা গা।
স্থিতি শূন্য কেনর কাণ্ড দেখে লাগলো ঘেন্না,
অবশেষে স্থির বিশ্বাসের পায়ে দিলাম ধন্না।

বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ পেলাম হাতে নাতে,
আত্মদর্শন, পরম সুখ পাচ্ছি সব তাতে।
ডঙ্কা মেরে সব যায়গায় যাই, নাই কোনও মোর শঙ্কা,
তঙ্কা আমার নাই যদিও, বিত্তেতে মুই বঙ্কা।
সহজভাবে চলি ফিরি, সহজভাবে যাই,
ভাই দেখি সব ছোট বড়, নাইকো শুচিবাই ;
যেথা যাই, পাই আদর খাতির, সহজ আপ্যায়ন,
যাইনা সেথা, পাইনা যেথা, প্রাণের আস্বাদন।"
এহেন নারদ ঠাকুর নাবলেন এসে আসরে,
শ্মশান বাসেও হেসে যিনি, ব'দলে ফেলেন বাসরে।

দক্ষের সদ্গতি দর্শনে নারদের আনন্দ তাণ্ডব।

চির নবীন, চির প্রবীণ, হরিদাস নারদ,
সকলের কল্যাণকামী, প্রাণভরা দরদ ;
যাই দেখলেন পরশ কৈল শিবকৃপা দক্ষেরে,
হৈ হৈ ক'রে, চাদর এঁটে, বাজায় ঘণ্টা কাঁসরে।
লাজলজ্জা কোথায় বা তাঁর, কোথায় বা তাঁর সাজসজ্জা,
ডিগ্‌বাজী খান বার তিরিশেক, মাটির কোলে লন সজ্জা।
চাপাচাপি নাই নারদের, হো হো হো ক'রে হাসে,
নাকের জলে, চোখের জলে, হাসতে হাসতে কাশে।

নারদের এই দামাল স্ফূর্ত্তির, লাগলো সবার ছোঁয়াচে,
ভারী ভারী দাড়ীধারীর গাম্ভারী চাল গেল ঘুচে।
দুহাত তুলে নাচে নারদ, বাজিয়ে বগল জোরে,
স্ফূর্ত্তি ক'রে লম্ফ মেরে, চ'ড়ে ব'সল কার ঘাড়ে ;
কান ম'লে দেয় কোন মুনির, দাড়ী ধ'রে মারে টান,
চুমো খায় কার দেড়ে গালে, বেরিয়ে আসে তার জ্ঞান।
অতর্কিতে কাঁৎকুতুতে, উত্যক্ত করে কারে,
কারে আদর করে, গালে ঠাস্ ক'রে এক চড় মেরে ;
কারও পেটে দুম্ ক'রে এক মারেন ঠেসে ঘুসা,
'বাপ' ব'লে সে চম্‌কে ওঠে, নারদ মহাখুশী।
ভব্য, সভ্য, কব্যদাতা, হব্য ঢালা ঋষির দল,
নারদের উদ্দাম আনন্দে, দিল খোলসা হাসে খল্‌খল।
যাঁর কাঁধেতে নারদ বাবার হল উচ্ছ্বাস করে ভর,
তিনি কিন্তু ভয়ের চোটে, উঠে মারেন লম্বা রড়।
ধর ধর ব'লে পেছু পেছু করেন তার তাড়া,
তারে ধ'রে নারদ-বক্ষ দেয়, ক'রে সামনে খাড়া।
রুষ্ট হ'য়ে, শিষ্ট কেহ, দাদ যদি চায় তুলতে তার,
কোথায় পাবে, উঠ্, তারে, এক ছুটে সে পগার পার।
দণ্ড আড়াই মাতামাতি, ধ্বস্তাধ্বস্তির অনন্তর,
ক্ষান্ত দিলেন চণ্ডোৎসবে, অন্তরেতে ভাবান্তর।
দক্ষের ছাগমুণ্ডের উপর মন ক'রলেন অভিনিবেশ,
ইচ্ছাখুশী মনকে ধরান এক মুহূর্ত্তে নূতন বেশ।

"মরি ! মরি ! মরি ! দাদা ! কি চেহারা ধরিলে,
বেহারা ডাকিয়ে দিই যোগাড় করুক খাস জলে ;
ঘি, দুধ, পরমান্ন খেয়ে, লেগেছে ঘোর অরুচি,
মুখ বদলাতে দাদার হ'ল তাজা ঘাস জলে রুচি ;
মুখ বদলান মানে আমরা সাদা বাংলায় যা বুঝি,
এ ক্ষেত্রেতে হবে ভুল, বুঝলে তেমন সোজাসুজি ;
দাদা আমার মহাতেজী, মস্ত কাজের বড়্‌কাজী,
যোগের বলে, মুখ বদলান, সাজেন ছাগল, ভেড়া, বাজী।
যখন যেমন খাবার ইচ্ছে চাপে বড়দাদার চিত্তে,
সেই খাবার খাদকের রূপ ধ'রে পাবেন তন্মুহূর্ত্তে।
ছাগ না হ'লে ঘাস খাওয়ার সুখ মানুষ কি ছাই বুঝবে বল,
কি ক'রেই বা জানবে লোকে, দাদার বিষম যোগের বল।
তারপরেতে ভ্যা ভ্যা ধ্বনি, যতই করুক হরবোলা,
পাঁঠার মুখে যেমন শোনায়, হয় কি তেমন মনভোলা ?
পুরুষসিংহ লোকে বলে দেখলুম সেদিন সাক্ষাতে,
নরসিংহ অবতার, দৈত্য প্রহ্লাদ রক্ষাতে।
দাদা ভাবলেন 'আমিই না কোন অম্‌নি একটা সুকীর্ত্তি,
স্ফূর্ত্তি ক'রে রেখে যাই, হোক, রবে ত্রিভুবন ভর্ত্তি।'
তাই না ভেবে জ্যেষ্ঠ হ'লেন নর ছাগল অবতার,
চমৎকার ! চমৎকার ! রূপের লেগেছে বাহার।
হিসেবেতে হ'ল কিন্তু মস্ত একটা দারুণ ভুল,
ছাগল দাড়ি, সিঙ্গীর কেশর, নয় যে হায়রে সমতুল।

কেশর ফোলা দেখলে নরে, হারায় ভয়ে শক্তি বল,
বোকা পাঁঠার দাড়ী নাড়ায়, কারও সরে জীবের জল।
শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে কই, ওঁর শরীরটা পুরুষ্টু,
এই অঞ্চলে অনেক ঘোরে, অঘোর কাপালিক দুষ্টু।
মোটা সোটা নিখুঁত মানুষ, ছাগল খোঁজে তারা,
ডব হয় ধরে অগ্রজে মোর, পায় যদি খোঁটা ছাড়া;
একাধারে নরছাগল এর জোড়া আর মিলবে কই,
'জয়কালী' 'জয়কালী' বলি, বলি দেয় মোর ভাবনা অই।
শিব ঠাকুর গুরুগম্ভীর, দুর্দ্দম, লোকে জানে,
কে জানতো এমনতর এত আছে ওঁর মনে?
গভীর জলের মাছ যে উনি বর্ণচোরা আম্রটি,
এত দিনে প'ড়ল ধরা ক'রে এই কম্মটি।
বুড়ো হ'লুম, কত ঠেক্‌লুম, মানুষ তবু চিনলুম না,
পড়ে রইলুম এক শ্রেণীতেই উঁচু শ্রেণী উঠলুম না।
বাইরে এমন সাদাসিদে, বম্ ভোলানাথ তাই জানি,
কে জানতো গুণমণি যে শেষ রসিক চূড়ামণি?
ভুলো ভুলো, নাতি দাদায়, বয়স্যে আর বয়স্যে,
ক'রবে সবাই রসরঙ্গ, মিলবে নানা রহস্যে;
পরিহাস রঙ্গ শাস্ত্রের এইরূপই তো মর্ম্ম জানি,
সে প্রণালী জগদ্‌গুরু ভেঙ্গে দিলেন আপনই।
শ্বশুরমশায় বাপের সমান পূজ্যার্হ জানে লোকে,
তার সঙ্গে কি ঠাট্টা করে কখ্‌খনো ভদ্রলোকে?

ঠাট্টা ব'লে একি ঠাট্টা ! বিষম রকম এ ঠাট্টা ;
শাশুড়ীর বর, নিজের শ্বশুর, বানিয়ে দিলেন পাটা।
'সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্' সংস্কৃত শ্লোকে আছে ;
সেটা কেবল লোকের জন্য, খাটেনা শিবের কাছে।
শিবঠাকুরের সবই অতি, নেই কিছুই মাঝামাঝি.
সতীরতি, প্রীতি, ভাতি, ধৃতি, কৃতি, কারসাজি।
এই দেখনা ভুলই কেমন করেন বাবা অত্যন্ত,
ভুল করেও থাকেন কেমন অতি দিব্য প্রশান্ত ?
চুপটি ক'রে ব'সে আছেন ভাল মানুষটি সেজে,
ন্যাকা ভ্যাকা, দক্ষযজ্ঞ ভণ্ডুল করে নিজে।
কোনও ব্যাটা ব'লতে পারে, এই মূর্ত্তি দেখে চক্ষে,
ঝড়, ঝাপটা বয় যে কভু, মহাদেবতার বক্ষে ?
সবাই জানে শিব আশুতোষ সবার বাবা, বমভোলা,
বাবার পেটে বিষ নেই মোটে, হোক না বাবা বিষগলা ;
গলা জলে দাঁড়াইয়ে, ব'লেছি উঁচু গলায় ;
মুখ দেখান ভার যে এখন, বিশ হাত জলে ডুবলুম হায়।
গোঁয়ার গোবিন্দই জানি, আদুরে গোপাল, চোয়াড় ;
রাগের মাথায় ছেড়েন, এমন কি মায়ের বালিশের ওয়াড় ;
গরুড় চড়ে, চক্র ধরে, তার রাগ তবু শোভা পায়,
গরু চড়ার রাগ সাজে না, ছাই মেখে যে বেড়ায় গায়।
রাগই যদি ক'রে ফেল্লেন, হারালেন কেন মাত্রা ?
শাউড়ীর দশা ভাবলেন নাকো, নাক কেটে ভাঙেন যাত্রা !

যে শাশুড়ী ডালের বড়ি খাওয়ায়, চ'ক্ষে অশ্রুনীর,
বাপু, বাছা, যাদুধন, ব'লে পাতে ঢাললো ক্ষীর।
মেয়ে গেল বড় বউদির, পাষণ্ড কর্ত্তার দোষে,
ভর্ত্তা হ'ল অজামুখো, পাগল জামাইয়ের রোষে।
ঋষিরা সব নাচছেন সুখে, ওদের বল দুঃখ কি ?
দক্ষ ফিরে পেল জীবন, ফিরে ওঁরা খাবেন ঘি।
ওই মুখ নিয়ে দাদা কি আর বউদির কাছে যাবে ?
ভ্যা ভ্যা ক'রে বউদিরে কি প্রাণের আদর জানাবে ?
বোকা বুদ্ধি দাদা যদিই ভালবাসা কাড়তে যান,
বল দেখি বউদির তখন কেমন তর ক'রবে প্রাণ ?
বউদি ব'লবে এর চেয়ে যে বিধবা ছিল ভাল,
বিধবা তো একবার জ্বলে, এযে সদাই মন কালো।'
কাঁটা ঘায়ে নূনের ছিটে, দিচ্ছ ঠাকুর কেন আর,
আসল মুখ দাও ফিরিয়ে, নয় ক'রে দাও ফের সাবাড়।
দাদা জানেন আমার মত হিতৈষী নাই জগতে,
বউদি জানেন এমন দেবর হয় নাকো ভূভারতে।
হাতটা ছুঁয়ে পাঁঠার মাথায়, মুখ দিয়ে বেদ ক'ল্লে বার,
পা টা ছুঁয়ে, মানুষ ক'রে, মুখ রক্ষা কর আমার।"

নারদের প্রার্থনাতে দক্ষের পূর্ব্বরূপ প্রাপ্তি ও শিবশক্তির আবির্ভাব।

নারদের বাক্যে প্রীত শুক্র মহেশ্বর,
ধীরে, ধীরে, দক্ষ মূর্ত্তি করে মনোহর ;
অনুতাপানল দগ্ধ চিত্তশুদ্ধি ফলে,
পলে পলে, রূপ শুদ্ধি বটে তিলে, তিলে ;
অহঙ্কার আবরণ হইল নিরাস,
পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীযুক্ত রূপ হইল প্রকাশ।
মেঘমুক্ত সূর্য্য যেন নির্গত হইল,
উজ্জ্বল কিরণে সব ভুবন ছাইল ;
পয়োধর জল স্নাত রক্তিম কমল,
লাবণ্য মণ্ডিত দক্ষ বদন মণ্ডল ;
জ্ঞান সহ বিরাজিছে দক্ষ মুখে ভক্তি,
মুখ কান্তি বরণিবে কার হেন শক্তি ?
নারদ সর্ব্বাগ্রে আসি দিল তারে কোল,
দুই নেত্রে ঝরে বারি, ভাব উতরোল।
ধরিল নারদে দক্ষ জোরে চাপি বক্ষে,
ভ্রাতৃ প্রীতি হেরি সবার বারি বহে চক্ষে।
দুটি কর জুড়ি ঋষি কাঁদিতে কাঁদিতে,
বলে, "প্রভো ! আরও সাধ জাগে মম চিতে
অপার দয়াল তুমি, প্রভো কৃপাময়,
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর, যদি কৃপা হয়।

দক্ষের তপস্যা বলে দেখেছি সতীরে,
অবজ্ঞাতে আদরিণী গেল ধরা ছেড়ে।
সত্যরূপা নিত্যা সতী, মৃতি নাই তার,
কভু গুপ্তা, কভু ব্যক্তা, সংকল্প তাঁহার ;
দেবকার্য্য সিদ্ধি অর্থে আবির্ভূতা যদা,
উৎপন্না, লোকে আখ্যাতা দেবী হন তদা ;
শিব সনে শক্তি অবিনাভাব সম্বন্ধ ;
বুঝি না আমরা মায়া-রুদ্ধ-দৃষ্টি অন্ধ।
কৃপা ক'রে একবার উর গো যুগলে,
দগ্ধ চিত্ত শান্ত কর সান্ত্বনা সলিলে।
জানিবে শোক বিক্ষত ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ,
অমৃত করুণা তব সিঞ্চে হৃদে মধু।
তোমার কৃপাতে প্রভো! সকলই সম্ভব,
পাহাড় ফাটিয়া জল হয় গো উদ্ভব।
তুমি যদি ইচ্ছা কর, পার এইক্ষণে,
বেদবাণী বহাইতে মূকের বদনে।
অনাত্মজ্ঞ জড়বাদী পুরুষ যাহারা,
চৈতন্য খেলা বুঝিবে কেমনে তাহারা ?
কর যার প্রেমচক্ষু তুমি উন্মীলন ;
সেইজন পায় তব মূর্ত্তি দরশন।
এমন সুযোগ প্রভো! আর কবে হবে ;
কৃপাতে তোমার, হ'ল নিরমল সবে ;

তব দরশন যোগ্য সব যোগাযোগ
ঘটিয়াছে দাও তবে আজি পূর্ণ ভোগ।
করিব সকলে আজি জনম সফল
প্রত্যক্ষ হেরিব অদ্য মূরতি যুগল ;
ভক্ত আকর্ষণে আজি প্রভু নিরাকার,
এস, এস, এস, রূপ ধরিয়া সাকার।”

* এস, এস, এস মাতঃ-দশদিশি উজলিয়ে।
এসেছে তোমার পুত্র, কর মাগো কৃতকৃত্য,
ভৃত্য করি রাখ তব পাশ ;
আর কোনও সাধ নাই মা চিতে, প্রত্যক্ষ তোমা হেরিতে
জাগে শুধু একমাত্র আশ।
হৃদাসনে বসাইব, নয়ন জলে চরণ ধোব,
বুকের রক্তে অলক্ত মাখাব ;
প্রেমচন্দন মাখাইয়ে, শুদ্ধি গঙ্গায় প্রক্ষালিয়ে,
চিত্ত পুষ্পাঞ্জলি পদে দিব।
জ্ঞান বিজ্ঞান দূরে ফেলে, বসিব তোমার কোলে
করিব মা! ভক্তি স্তন্যপান ;
তব মুখ নিরখিব, তৃপ্তি সায়রে ভাসিব,
অজস্র করিব নামগান।

মুখে বলিব মা, মা বুলি, অন্তরে করিবে কেলি,
কালীমাতা সদানন্দময়ী :
সর্ব্ব বাঞ্ছা মিটে যাবে, নিরানন্দ নাহি রবে,
মাতৃনামে হব সর্ব্বজয়ী।
যাইবে ভয় ভাবনা, সরিবে ভব যাতনা,
রহিবে ভক্তি কামনা শুধু ;
চেয়ে তব মুখ পানে, বিলাইব জনে জনে,
সঞ্জীবন তব নাম মধু।
না হেরিলে তব মুখ, বিচারে কি ভরে বুক,
প্রাণ কভু মানে কি সান্ত্বনা ?
যায় কি কভু সংশয়, আঁধার, অবিদ্যা ভয়,
তব পুণ্য দরশন বিনা ?
যখনই একাকী থাকি, বিরলে তোমা নিরখি,
দুরবল চিতে আসে বল ;
বিশ্বাসে হৃদয় ভরে, নিঃশ্বাসে নাম উচ্চারে,
কর্ম্ম হয় উৎসাহ প্রবল।
এস মা হরললনা, লুকাইয়ে আর থেকনা,
ভক্ত চক্ষে হও মা প্রকাশ ;
পরানন্দে কর মত্ত, উন্মাদিনি ! পুত্র চিত্ত,
হৃদে কর শিবশক্তি রাস। *

নারদের অহেতুকী ভক্তি-আকর্ষণে,
অন্তর্হিতা প্রকৃতিরে বহিঃ টানি আনে ;
মহাভক্ত উচ্ছ্বসিত আকুল ক্রন্দনে,
রহিতে নারিল দেবী লুকায়ে গোপনে।

গান—সাহানা—যৎ

পারিল না হরাঙ্গনা আর লুকাইতে পারিল না ;
আকুল ক্রন্দন টানে, জাগিল হৃদে বেদনা।
ব্রহ্মাণ্ড কোটী ঈশ্বরী, বিশ্ব জগৎ ভাণ্ডোদরী,
একি লীলা, মরি মরি, মিলে না লীলার তুলনা।
বিশ্বৈশ্বর্য্য পরিহরি, জগদম্বা মা শঙ্করী,
পূর্ণ মাতৃভাব পূরি, সাজিল হর ললনা।
কে ও এলোকেশী রামা, এল হর মনোরমা,
পতিপাশে শোভে বামা, আনন্দসুধা মগনা ?
যোগ ক'রে যুগ যুগান্তরে, যোগী যাঁরে জানতে নারে,
ভক্ত তাঁরে ভক্তির জোরে, করিল রূপ লগনা।
নয়ন তারায় বহে ধারা, মুখে ডাকে তারা, তারা,
নামের তারে মত্ত তারা, ছাড়ে না নাম, রসনা।
ডাক শুনে মা রইতে নারে, মহামায়া মায়া ছেড়ে,
তোলে কোলে, ধূলো ঝেড়ে, চুম্বি মুখে দেয় সান্ত্বনা।
ধরি অপরূপ মূর্ত্তি, পদ্ম কর স্পর্শ স্ফূর্ত্তি,
দিব্যরসে কৈল পূর্ত্তি, মিটিল সব বাসনা।

বিষ্ণু কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ সম্পাদন।

দরশন করি রূপ ভুবন মোহন,
ভাবোন্মত্ত সুর, নর, ঋষি, দেবগণ,
শিবাদেশে আরম্ভিল অসম্পূর্ণ যজ্ঞ,
ভাগ্যবান প্রজাপতি দক্ষ মহাপ্রাজ্ঞ।
সহজে মহাতেজস্বী, ধীমান ব্রাহ্মণ,
সারস্বত, বেদনিষ্ঠ, দক্ষ মহাজন ;
সত্ত্ব সত্ত্ব দণ্ড ফলে ঘুচে কর্ম্মভোগ,
ভক্তি যোগে হ'ল মণি সহ স্বর্ণযোগ।
আপনি শাসিয়া তাঁরে, পুনঃ দিয়া মান,
স্থাপিল মানদ ভব নিষ্ঠার সম্মান।
নিজে শিব যারে দণ্ডে, দণ্ড পূজনীয়,
তাঁর স্থান অতি উচ্চে, অতি মহনীয় ;
দক্ষঋষি মহামান্য, সবার প্রণম্য,
শিবের বিধান, বোধ প্রাকৃত, অগম্য।
দক্ষে করি পুনরায় যজ্ঞে প্রবর্ত্তন,
কর্ম্মী ও কর্ম্ম মহিমা করিলা ঘোষণ ;
মহৎ বিপ্রের ত্রুটী কে খণ্ডাতে পারে
বিনা শিব ? তেঁই উৎপাটিলা নিজ করে
চক্ষু মুদি বসে দক্ষ আসন উপর,
মনশ্চক্ষে হেরে পার্ব্বতী পরমেশ্বর,
বাগর্থ সম্পৃক্ত যেন হেন বিজড়িত,
বাক্য-অর্থ মূর্ত্তি ধরি হয় প্রতিভাত ;

মন্ত্র উচ্চারণ করে অভিনব স্বরে,
স্বরের কম্পনে অর্থ চৈতন্য শিহরে ;
অদৃষ্ট মন্ত্র শকতি সাক্ষাৎ হয় দৃষ্ট,
প্রত্যক্ষ নেহারে মন্ত্র প্রতিপাদ্য ইষ্ট।
পূর্ণানন্দে দিল যবে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি,
আবির্ভূত হৈলা তথা বিষ্ণু মহামতি।
বৈষ্ণব ভাবেতে সবে হইলা মগন ;
চিত্ররূপে পরানন্দ দেন নারায়ণ।
অনন্ত যাহার শয্যা সহস্র আভোগ,
অনন্ত ভাবে আনন্দ করেন সম্ভোগ।
ললাটে পরিল সবে পূত হোম টীকা,
ভাতিল ভালে তৃতীয় কৃষ্ণ কনীনিকা।
মগ্নচিত্তে নারায়ণে করিল স্তবন,
সুর, নর, ঋষিপত্নী, যোগী সিদ্ধগণ।
অতঃপর শিবশক্তি বেড়িয়া বেড়িয়া,
তাণ্ডব নর্ত্তন করে উন্মত্ত হইয়া
গন্ধর্ব্ব ভকতে করে সুললিত গান,
ভাব-মুখ্য, সম্বলিত সুর, লয় তান ;
উৎসবান্তে গেল সবে সুশান্ত স্বস্থানে
মাগিছে বিদায় দীন, স্মরি নারায়ণে।

গ্রন্থকারের বিদায় সংগীত

জয় জনক জননী।

বিশ্ব বিধারক পিতা প্রজা অধিপতি
অগতির গতি মাতা শিব সোহাগিনী সতী,
করুণা সাগর করুণারূপিনী
হের জনকজননী।

আশুতোষ ভোলানাথ, আহ্লাদ রূপিণী,
সদানন্দ মহেশ্বর, সন্তান পালিনী,
প্রসন্না অন্নপূর্ণা, অন্ন দায়িনী,
দুখ দূরিত বারিণী।

তপস্যাসমুদ্র মথি ভারতবর্ষ,
অতুলনীয় তুলিল আদর্শ;
বিস্ময় হর্ষে, হেরিল বিশ্ব,
মূর্ত্ত শিব, শিবরাণী।

আর্য্য, অনার্য্য সঙ্গম ক্ষেত্র,
আর্য্যাবর্ত্ত তীরথ পবিত্র,
দুহু শিবপুত্র, করে পূজাপাত্র,
মুখে জয় জয় ধ্বনি।

পার্ব্বতী শঙ্কর, পরম শিব,
গৌরী শঙ্কর, শম্ভু, সদাশিব,
শিব শিব হররে, হরগৌরী শিবরে,
বাণী পূরিল অবনী।

সনাতন ধর্ম্ম রক্ষক পিতা,
উৎসাহদায়িনী সনাতনী মাতা,
শিবের ঘরণী, পারের তরণী,
গৃহে কমলা গৃহিনী।

জ্ঞান সমুজ্জ্বল, অমল ধবল,
শিরে শোভে গঙ্গা, জটাজুট জাল,
শান্ত ব্যালমাল, শশীকলা ভাল,
বামে অরধ অঙ্গিনী।

যোগিনী সঙ্গিনী, উল্লাস রঙ্গিনী,
পতি অনুরাগিণী, চিতি-সুখ-ভাগিনী,
হর-সিমন্তিনী, সতী চিরন্তনী,
গৌরী মধুরহাসিনী।

হে ভারত মাতা, হে ভারত পিতা,
যুগে যুগে ভারত সংকট ত্রাতা,
দণ্ড বিধাতা, মঙ্গল প্রদাতা,
মাগি যুড়ি যুগপাণি।

ভারত ধর্ম্ম সঙ্কট কালে,
এস মা কালী ল'য়ে মহাকালে,
কলুষ নাশন রুদ্র অগ্নিজ্বালে,
দগ্ধ কর ক্ষুদ্র গ্লানি।

রুদ্র তেজে সবে করগো প্রদীপ্ত,
সংহত কর চিত, অলক্ষ্য বিক্ষিপ্ত,
হর-গৌরী শ্রদ্ধা প্রেমে কর ক্ষিপ্ত,
জগমোহন মোহিনী।
সন্তানে শোনাও ভারত ভারতী,
বক্ষে দেহ বল বাহুতে শকতি,
মনন প্রগতি, হৃদয়ে ভকতি,
সতী, প্রকৃতি, জননী।

সমাপ্ত